কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

গ্রন্থাবলী

ষষ্ঠ ভাগ

চমৎকার, অদ্ভুত ঘটনামূলক নাটক—চন্দ্রাবলী, কৌতুকনাট্য-
গীতি—জ্যোতির্ম্ময়ী, প্রকৃত ঘটনামূলক সামাজিক নাটক
—মীরাবাই, ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক—ডাক্তার
বাবু, প্রহসন—জগা পাগলা, প্রাহসনিক নাট্য-
রঙ্গ—টাট্‌কা টোট্‌কা, প্রহসন—
কলির প্রহ্লাদ, ব্যঙ্গনাটক।

৺রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,—"সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

সূচীপত্র।

চমৎকার

[অদ্ভুত ঘটনামূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধনেশ্বর সিংহ রায়—সাম্‌টী গ্রামের জমীদার।
ভীমভাম—ডাকাতের প্রধান সর্দ্দার।
স্বরূপচাঁদ—ডাকাতের দ্বিতীয় সর্দ্দার।
পাঁচু—ডাকাতের তৃতীয় সর্দ্দার।
যাদবেন্দ্র রায়—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের জনৈক কর্ম্মচারী।
অচ্যুতানন্দ—সন্ন্যাসী।
বংশিধর রায়—মাধবনগরের জমীদার।
নীলকান্ত রায়—বংশিধর রায়ের মধ্যম পুত্র।
জনার্দ্দন মদক—মধুসূদন-পুরের জনৈক দোকানদার।
ফোট্‌কে—জনার্দ্দনের বালক-ভৃত্য।

শিকারিগণ, প্রজাগণ, ডাকাতগণ, দ্বারবান্‌গণ, মুটেগণ, রাখাল-বালকগণ, বরযাত্রগণ, বাদ্যকারগণ, নাএব, আমলা, চৌকিদার ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ভামিনী—ধনেশ্বরের পত্নী।
দ্রবময়ী—ভীমভামের পত্নী।
মহামায়া—যাদবেন্দ্রের মাতা।
সরলা—ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা
তরলা—ধনেশ্বরের কনিষ্ঠা কন্যা
রাখালী—দাসী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

গৌড়ের জঙ্গল—জঙ্গলমধ্যে দীঘির পাড়।

শিকারিগণের প্রবেশ।

১ম শিকারী। (সতর্কে) খুব হুঁসিয়ার ভাই সকল, খুব হুঁসিয়ার। (নেপথ্যের দিকে দেখাইয়া) ঐ দিক্‌টে থেকে বড্ড বোট্‌কা গন্ধ আস্‌চে।

২য় শি। (নাক সিট্‌কাইয়া) হুঁ, তাইতো, ভারি বোট্‌কা গন্ধ। বন্দুক ঠিক কোরে ধর।

১ম শি। এস সকলে, এই দীঘির পাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। এখনি বাঘ বেরুবে। (সকলের তদ্রূপ করণ) সন্ধ্যেও উৎরেচে।

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জ্জন)

২য় শি। (শুনিয়া) ঐ হে, ডাক্ শুনেচ?

১ম শি। ডাকের সঙ্গে বাঘও দেখেচ?

২য় শি। ওটা বাঘ লয়, বাঘিনী।

১ম শি। এই যে গন্ধ পেয়ে আমাদের দিকেই আস্‌চে। আর দেরি কর্‌বো না। মাছী ঠিক্ তেগে গুলিভরা বন্দুক দাগি। (তদ্রূপ করণ)

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রীর আর্ত্তনাদ)

২য় শি। প'ড়েচে—প'ড়েচে—চল চল—শড়্‌কী মেরে, মেরে ফেলি।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে "মার্ মার্—দে পেট ফুড়ে—ম'রেচে—ম'রেচে—বস্" ইত্যাদি শব্দ)

শিকারিগণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম শি। মস্ত বাঘিনী রে! এই শিকার দেখিয়ে বাবুদের কাছে কাল সকলে খুব বক্‌সিস্ পাব। চল বাঘিনীটেকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গাঁয়ে যাই।

(পাড়ের গর্ত্তে সহসা শিশুর রোদনশব্দ)

২য় শি। (শুনিয়া সবিস্ময়ে) এ কি আশ্চয্যি! মান্‌ষের কচি ছেলে কাঁদ্‌চে না?

১ম শি। (সবিস্ময়ে) তেম্নি গলা তো শুন্‌চি। এই দীঘির পাড়ের গত্তটার ভেতোর থেকে, কান্নার আওয়াজ আস্‌চে। একবার ঢুকে গিয়ে দেখ্‌লে হয় না?

২য় শি। যদি বাঘ থাকে, তবে—

১ম শি। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও, গত্তর মুখে গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করি। বাঘ থাকে তো বেরুবে। যেমন বেরুবে, অম্নি গুলি করবো।

২য় শি। যদি বন্দুকের আওয়াজ শুনেও বাঘ না বেরোয়, তা হ'লে দেখ্‌চি মাটির গত্তে ঢুকে, শেষে বাঘের পেটের গত্তে ঢুক্‌তে হবে।

(নেপথ্যে শিশুর অধিকতর রোদন-শব্দ-বৃদ্ধি)

১ম শি। (শুনিয়া) বড্ড কাঁদ্‌চে। যা থাকে কপালে, চল গুলিভরা বন্দুক আর অন্যি অন্যি হাতিয়ার ঠিক্ কোরে গত্তর ভেতোর সেঁধিয়ে পড়ি। আলো জ্বালো।

(আলো জ্বালিয়া সকলের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ)

গর্ত্তের ভিতরে ১ম শি। (সদুঃখে আহা আহা, একটি কচি মেয়ে রে! বাঘিনী বেটীই কাদের কোল আঁধার কোরে ধোরে এনেচে। ভাগ্যি ভাগ্যি মেরে ফেলেনি। আর দেরি কোরে কাজনি, ভাই! চল, এই কচি মেয়েটিকে নিয়ে যমের অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে যাই। (একটি শিশু বালিকাকে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া শিকারিগণের বহির্ভাগে আগমন)

২য় শি। আহা, দিব্য মেয়ে।

১ম শি। না জানি, এর বাপ মা শোকে কতই কাঁদ্‌চে। সন্ধান পাবার যো নেই যে তাদের কাছে দিয়ে আসি। চল এখন বাড়ী নিয়ে যাই।

২য় শি। তাই চল, ভাই, আমার কোলেই থাক্।

১ম শি। চল, আমরা বাঘিনীটেকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাম্‌টী গ্রাম—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের বহির্ব্বাটী।

ধনেশ্বর সিংহ রায়, নাএব ও স্ত্রীপুরুষ প্রজাগণের প্রবেশ।

ধনেশ্বর। (নাএবের প্রতি) বৃন্দাবন! আমি এদের কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে। তুমি এখনি দরওয়ান্‌দের সঙ্গে কোরে সব ব্যাটা বেটীর গরু, বাছুর, তৈজসপত্র কেড়ে নিয়ে এসে কাছারী বাড়ীর গুদোমে মজুৎ কর।

স্ত্রীপুরুষ প্রজাগণ। (সকাতরে) দোহাই গরীবের মা বাপ্।

ধনেশ্বর। চোপ্ রাও। (নাএবের প্রতি) বৃন্দাবন! কেলেকে তামাক দিয়ে যেতে বল। একখানা কেদারাও আন্‌তে বোলে দাও।

নাএব। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কেলে! কর্ত্তা বাবুকে শীগ্‌গির তামাক দিয়ে যা। আগে একখানা কেদারা এনে দে।

নেপথ্যে কেলে। এজ্ঞে যাই।

কেদারা ও হুঁকা লইয়া কেলের প্রবেশ।

কেলে। (শশব্যস্তে) নাএব বাবু! নাএব বাবু! পড়্‌লো—পড়্‌লো। কেদারা খানা ধরুন্।

নাএব। তুই একবারে দুটো কাজ সার্‌তে গেলি কেন? দে কেদারা খানা দে। (কেদারা লইয়া যথাস্থানে বসাইয়া ধনেশ্বরের প্রতি) বোস্‌তে আজ্ঞে হয়।

ধনেশ্বর। (কেদারায় উপবেশন করিয়া) দে রে কেলে হুঁকো দে। (হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে করিতে) যা তুই স্নান কর্‌বার গরম জল তোয়ের কর্।

[কেলের প্রস্থান।

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম্ম অবতার! এবার মাপ করুন্। এ বছর বড় অজ'ম্মা, কিছুই ফসল হয় নি। খাজনা দেবার উপায় নেই।

ধনেশ্বর। কোন কথা শুন্‌তে চাইনি।

১ম পুরুষ প্রজা। ছেলে পিলে না খেতে পেলে ম'রে যাবে, বাবু মশয়।

ধনেশ্বর। মরে মরুক্, আমার কি? পূরো খাজনা চাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আপুনি জমীদার, এই গরীবদের মা বাপ। আপনি দয়া কোরে মাপ না কোল্লে গরীব রেয়েৎরা উচ্ছন্ন যাবে।

নাএব। উচ্ছন্ন কেন যাবি রে বাপু? মহাজনের কাছে চোটা সুদে টাকা ধার কর্‌গে না? জমীদারের খাজনা কি অনাদায় থাক্‌তে পারে?

১ম পুরুষ প্রজা। ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেচে। আর যে কেউ ধার দেয় না।

ধনেশ্বর। কেন বৃন্দাবন, ওদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় কোচ্চো? খাজনা না দেয়, বেটা বেটীদের পিঠ্‌মোড়া কোরে বেঁধে অন্ধকার ঘরে পূরে রাখ্‌তে বল। দরওয়ান্‌দের এখনি পাঠাও; সমস্ত জিনিষ পত্র তুলে আনুক্। যার ঘরে জিনিষ পত্র নেই, তার ঘর দরজা ভেঙে আনুক্। যাও, দরওয়ান্‌দের জিম্মেয় ব্যাটা বেটীদের রেখে এস।

প্রজাগণ। (সরোদনে) দয়া কর, ধর্ম্ম-অবতার! দোহাই—দোহাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আস্‌চে বছর পূরো ফসল হলে তিন গুণ খাজনা দেবো।

ধনেশ্বর। কেন, বৃন্দাবন, বিলম্ব কোচ্চো?

নাএব। চল চল, গোলমাল কোরো না।

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! আপনকার পায়ে পড়ি।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন! চাবুক আন।

নাএব। (প্রজাগণের প্রতি) কেন চাবুক খাবি? চল্।

১ম পুরুষ প্রজা। (স্বগত) হা জগদীশ্বর! এমন যম জমীদারেরও জমীতে বসৎ

কোরেচি! একটু দয়া মায়া নেই। বুকের রক্ত পর্য্যন্ত শুষে নিলে। ভগবান! তুমি এর বিচের কোরো।

নাএব। আর দেরি কেন? চল্।

[প্রজাগণকে লইয়া নাএবের প্রস্থান।

ধনেশ্বর। (স্বগত) শীতল চাটুয্যে আর যদু দত্তর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হবে। অনেকেরই জমী জরাৎ জাল কোরে, জোর কোরে কেড়ে নিয়েচি; এইবার এই দু ব্যাটার পালা। আমি হেন ধনেশ্বর সিংহ-রায় আমার ক্ষমতা ও চতুরতার কাছে কোন্ ব্যাটা, কোন্ বেটী তিষ্ঠুতে পারে?

নাএবের পুনঃপ্রবেশ।

জিস্মেয় রেখে এলে?

নাএব। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

ধনেশ্বর। ব্যাটা বেটীরে কোচ্চে কি?

নাএব। বড় কাঁদ্‌চে।

ধনেশ্বর। কাঁদুক। চোখে জল না বেরুলে টাকা বেরোয় না।

নাএব। ধর্ম্ম-অবতার! এবার কিন্তু বাস্তবিক প্রজাদের নিতান্ত দুরবস্থা। আদৌ ফসল হয় নি; তা তো আপনি জানেন।

ধনেশ্বর। জান্‌লে কি হবে? কড়ায় গণ্ডায় খাজনা চাই। প্রজা মরুক্—খেতে না পাক্, আমার কি? আমার টাকা চাই। এখন এক কাজ কর।

নাএব। আজ্ঞে করুন্।

ধনেশ্বর। শীতল চাটুয্যের আর যদু দত্তর জমীদারী আমার জমীদারীভুক্ত কোত্তে হবে। তুমি আমার পরামর্শ মত দলীল দস্তাবেজ জাল কোর্‌বে চল।

নাএব। চলুন, কিন্তু—

ধনেশ্বর। কিন্তু কি? ধনেশ্বরের কাছে শীতল চাটুয্যে লাগে, না যদু দত্ত লাগে?

শিকারিগণের প্রবেশ।

শিকারিগণ। দণ্ডবৎ করি, বাবু মশাই!

ধনেশ্বর। এখানে কেন?

১ম শি। বাবু মশাই! কাল সাঁজের পর গৌড়ের জঙ্গলে একটা মস্ত মাদী বাঘ শিকের করেচি। ও পাড়ার শীতল চাটুয্যে মশাই দশ টাকা আর যদু দত্ত মশাই সাত টাকা আট আনা বক্‌সিস্ দিয়েচেন। এখন আপনকার কাছে বক্‌সিস্ চাই। যেমন তেমন বক্‌সিস্ লয়, এক এক জনে এক এক টাকা নোবো। আমরা ছাড়া দেউড়ীতে ষোল জন শিকেরী মাদী বাঘটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি মস্ত জমীদার, বাবু মশাই।

ধনেশ্বর। যাদের বেশী বাঘের ভয়, তারাই বক্‌সিস্ দেয়। আমার কাছে কেন রে ব্যাটারা?

১ম শিকারী। (স্বগত) তা ঠিক! তুমিই তাদের বাঘ। চার পেয়ে বাঘে যা না কোত্তে পারে, তুমি হেন দু পেয়ে বাঘে কত নোকের যে কত সর্ব্বনাশ কোরেচো—কোচ্চো, তা ভাব্‌লেও শরীল শিউরে ওঠে। (প্রকাশে) কত্তা বাবু! বড় আশা কোরে এসেচি, আপনকার যা খুসি, তাই দিন।

ধনেশ্বর। আমি কি বাঘ মাত্তে হুকুম দিয়েছিলেম? মারা বাঘ বেচে টাকা রোজগার কোর্‌গে যা। তো ব্যাটারা কি জানিস্‌নি, জ্যাস্ত রাখ্‌লে কিছু লাভ হয় না, মেরে ফেল্লেই লাভ? বাঘ মেরেচিস্, লাভ

করেচিস্। হাটে গিয়ে ওটার চামড়া, দাঁত, নখ বেচে টাকা তুল্‌গে।

১ম শি। (স্বগত) তা সত্যি। তোমার মত মানুষ বাঘটাকে মাত্তে পাল্লে অনেক গরীব গুর্ব্বো নোকের নাভ আছে। তোমার হাড় গুঁড়ুলে অনেকের হাড় জুড়োয়।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ধনেশ্বর। দেউড়ীতে কিসের গোল রে?

১ম শি। সত্যি মিথ্যে দেখুন্ না, মশাই।

ধনেশ্বর। সত্যি মিথ্যে কি?

১ম শি। আপুনি ভেবেচো, হয় তো আমরা বাঘ মারিনি; মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে বক্‌সিস্ চাচ্চি; তা লয়, বাবু মশাই, তা লয়; ঐ দেখ, কত বড় মাদী বাঘ! ল্যাজ তো লয়, যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

ধনেশ্বর। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ। ও তো, বৃন্দাবন, গোল থামিয়ে সব ব্যাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এস।

জনৈকা দাসীর প্রবেশ।

কে রে রাখালী?

দাসী। মা ঠাক্‌রুণ আপনকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ধনেশ্বর। কেন রে?

দাসী। দেউড়ীতে একজন শিকেরী একটি কচি খুঁকিকে কোলে কোরে দাঁড়িয়ে আছে। মা ঠাক্‌রুণ দোতালার খড়খোড়ে দিয়ে দেখেচেন। তাই আমাকে পাঠালেন।

ধনেশ্বর। কি কোত্তে হবে?

দাসী। আপুনি তাকে খুঁকী শুদ্ধ নিয়ে বাড়ীর ভেতোর চলুন।

ধনেশ্বর। কে শিকারী? কে খুঁকী?

১ম শিকারী। ওগো বাবু মশাই! কাল সাঁজের কালে বাঘ শিকের কোত্তে গিয়ে, ঐ মেয়েটিকে বাঘের গত্তে জ্যান্ত পেয়েচি। আমাদেরি নফ্‌রা তাকে কোলে কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

ধনেশ্বর। অ্যাঁ, বাঘের গত্তয় জ্যান্ত মেয়ে! (দাসীর প্রতি) চল্, রাখালী, দেউড়ীতে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি।

দাসী। ও মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতোর গিন্নী মায়ের কাছে—

ধনেশ্বর। নিয়ে যাব—নিয়ে যাব—অত ব্যস্ত কেন?

(প্রস্থানোদ্যোগ)

১ম শিকারী। বাবু মশাই! বক্‌সিস্‌টে।

ধনেশ্বর। (রাগত হইয়া) আরে ব্যাটারা! বার বার ঐ কথা। হনুমান্ দোবে।

নেপথ্যে হনুমান্ দোবে। হুকুম, মহারাজ!

ধনেশ্বর। আভি জুতি মার্‌কে শালা লোক্‌কা বাহার কর্ দেও।

১ম শিকারী। (অন্যান্য শিকারিগণের প্রতি) ওরে মানে মানে পালাই চ। টাকা কড়ি চুলোয় গেলো, শেষে জুতো বক্‌সিস্! রাম রাম!

[শিকারিগণের প্রস্থান।

ধনেশ্বর। চল হে বৃন্দাবন! আয় রাখালী!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কপিলপুর গ্রামের প্রান্তভাগ—
ভীমভামের কুটীর-সম্মুখ।

ভীমভাম ও দ্রবময়ী উপবিষ্ট।

দ্রবময়ী। (সরোদনে) ওগো! কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! যতই সেই চাঁদমুখ খানি ভাবি, ততই শোকে বুক ফেটে যায়! হায়, মা! কোথায় গেলি! মা গো! মা গো! ভগবান্! তুমি আমার মেয়েকে এনে দেও ঠাকুর! আমি যে আর চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারিনে, হরি!

ভীম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) "যা হবার তাই হয়" এ কথা তো তুমি আমাকে কতবারই বলেচ, তবে নিজে কেন এখন সে কথা পালন ক'চ্চো না? কেঁদ না, চুপ কর।

দ্রব। ওগো! মনে করি, কাঁদ্‌বো না; কিন্তু সেই মুখখানি মনে প'ড়্‌লে চোখের জল যে আপনি উথ্‌লে পড়ে। সবে সেইটি আশা ভরসা ছিল, তাও পোড়া কপালে সইল না। আজ্ এগার দিন হ'ল, বাছা আমার কোথায় গেল! আর কি তাকে পাব! বাঘের মুখে পড়্‌লে জোয়ান মানুষই বাঁচে না, তা অমন্ কচি মেয়ে! মাকে আমার সর্ব্বনেশে বাঘ তখনি টিপে মেরে, খেয়ে ফেলেচে। হায়! হায়! তুমিও যদি সে রাত্রে বাড়ী থাক্‌তে, তা হলেও হয়তো বাছা আমার—(অত্যন্ত রোদন।)

ভীম। (অধোমুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

দ্রব। (দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ পাইয়া) ওগো, তুমিও কাঁদ্‌চ, কেঁদ না, কেঁদ না।

ভীম। (সদুঃখে স্বগত) আহা! অভাগিনী নিজে কেঁদে অস্থির, আবার আমাকে সান্ত্বনা কোচ্চে। বিধাতা, এক বার শোকময়ী বিষাদময়ী দ্রবময়ীকে দেখে যাও।

পাঁচু। (নেপথ্যে) বড় কত্তা ঘরে আছ।

ভীম। (স্বগত) ও, পাঁচু ডাক্‌চে যে। (প্রকাশে দ্রবময়ীর প্রতি) তুমি একটু আড়ালে যাও।

[দ্রবময়ীর প্রস্থান।

নেপথ্যে পাঁচু। বলি, ঘরে আছ কি বড় কত্তা?

ভীম। আছি। এই দিকে এস হে।

পাঁচুর প্রবেশ।

পাঁচু। (জনান্তিকে) আজ ক'দিন ধোরে যাওনি কেন? অসুখ টসুখ হয়েচে কি?

ভীম। (সদুঃখে জনান্তিকে) পাঁচু রে! এমন অসুখ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।

পাঁচু। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ব্যাপারটা কি!

ভীম। (জনান্তিকে) আজ এগার দিন হল, আমার খুকীকে বাঘে নিয়ে গেছে।

পাঁচু। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) অ্যাঁ বল কি! সে কি! এমন সব্বনাশ হয়েছে! তোমাদের আর ছেলে পিলে নেই, কেবল সেই মেয়েটিই সম্বল ছিল, হায় হায়, তাও বাঘের পেটে গেল! আর ভেবে কি কর্‌বে বল, কপালের ফল অকালেও ফলে।

ভীম। আজ্ তুই এমন সময় হঠাৎ কেন এলি? কোন বিশেষ দর্‌কার পড়েচে কি?

পাঁচু। তা লয়, তবে তোমার এতদিন

বিলম্বি দেখে, মেজো কত্তা আমায় পাঠিয়ে দিলে।

ভীম। তা বটে, আজ দশ দিন উপরো উপরি যাইনি। যাই বা কেমন কোরে? আচ্ছা, তুই গিয়ে স্বরূপকে বল্, আজ সন্ধ্যের সময় যাব।

[পাঁচুর প্রস্থান।

দ্রবময়ীর পুনঃপ্রবেশ।

দ্রব। হ্যাঁগা! ও লোকটি কে?

ভীম। ও আমার একজন আলাপী, দেখা কোত্তে এসেছিল। বেলা হয়ে উঠ্‌লো, আমি এখন মনসাতলার পুকুরে স্নান কোরে আসি।

[ভীমভামের প্রস্থান।

দ্রব। (স্বগত) হা কপাল! ইনি তো নাইতে গেলেন, কিন্তু ঘরে তো এমন কিছুই নেই যে, রেঁধে দেবো। হা ভগবান্! কপালে এত কষ্টও ছিল! শোক দরিদ্রতা সঙ্গের সঙ্গী হল!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহা। হ্যাঁ দের্‌পো! তোমার সোয়ামী কোথা গেল? আমি দেখে এলেম, মনসাতলার দিক্ দিয়ে বরাবর কোথা য়াচ্চে।

দ্রব। নাইতে।

মহা। (সবিস্ময়ে) নাইতে!

দ্রব। হ্যাঁ, দিদি।

মহা। আহা, রুখুই নাইতে গেল গা?

দ্রব। (সবিষাদে) আমাদের থাক্‌তেও নেই, যেমন কপাল, দিদি! যদি তাও সয়ে থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম কোরে দিন কাটাচ্ছিলেম, তাতেও বিধেতা বিমুখ হলো। (সরোদনে) আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলেম, তাই আমার দুঃখুর ওপোর দুঃখু। কত দিনে যে দিদি আমার মরণ হবে; এখন দিন রাত কেবল তাই ভাব্‌চি।

মহা। (সান্ত্বনাবাক্যে) হরিকে ডাক, বোন্। তিনিই বিপন্নের একমাত্র ভরসা। দের্‌পো, চিরদিন সমান যায় না, আজ সুখ, কাল দুখ; আজ হাসি, কাল কান্না। আবার কাল ফের সব ফিরে যায়। আমরা তো সামান্যি মানুষ বইতো নয়; অমন যে রাজা রামচন্দর, অমন যে রাজা যুদিষ্টির, অমন যে রাজা নল, অমন যে রামের সীতে, অমন যে যুদিষ্টিরের দের্‌পদী, অমন যে নলের দয়মন্তী, তাঁদেরও এক সময় কত কষ্ট ভুগ্‌তে হয়েছিলো। কিন্তু শেষে আবার কত সুখ হয়েছিলো।

দ্রব। তা বটে, দিদি! কিন্তু যত দিন যাচ্চে, ততই হতাশ হচ্চি। আমাদের দুঃখু ঘোচ্‌বার নয়।

মহা। রেতের পর যদি দিন আর না আসে, তবে বল্‌তে পারি যে, দুঃখুর পর সুখও আর আস্‌বে না। কিন্তু ভগমানের রাজ্যে সবই ঠিক্। আজ্ চাট্টি চিঁড়ে মুড়্‌কি আর গোটাকতক মোয়া এনেচি, এইগুলি রেখে দেও, বোন্। তোমার সোয়ামী নেয়ে এলে, খেতে দিও, তুমিও খেও। আমার ইচ্ছে হয়, তোমাদের ভাল কোরে খাবার দাবার যোগাড় কোরে দিই; কিন্তু ভগমান আমাকেও মেরেচে। বোন্! আমিও বড় গরীব!

দ্রব। দিদি! এই নিব্বান্ধবপুরে তুমিই বড় আপনার। এত দয়া আমি আর কারো দেখিনি। আজ এক বছর চার মাস হলো,

আমরা এই গাঁয়ে এসে বাস ক'চ্চি; তখন খুকি আমার পেটে। দিদি! বল্‌বো কি, কেউ এখানে আত্মীয় স্বজন নেই যে, আমাদের দুটো মুখের কথা কয়। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই রক্ষে।

মহা। হ্যাঁ, দের্‌পো! কত দিন তোমায় জিজ্ঞেস করেচি, কিন্তু তুমি একটি দিনও খুলে বোল্লে না,—তোমরা কারা? আর কেনই বা এই গাঁয়ে এসে বাস কচ্চো?

দ্রব। দিদি! সোয়ামীর নিষেধ, আমারও বল্‌তে ইচ্ছে নেই। সময়ে সকলই জান্‌তে পার্‌বে।

মহা। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

[মহামায়ার প্রস্থান।

সিক্তবস্ত্রে ভীমভামের পুনঃপ্রবেশ।

ভীম। দেখ, আজ একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি সন্ধ্যের সময় যাব, আবার শীঘ্র ফিরে আস্‌বো।

দ্রব। না, না, আজ আর কোথাও যেও না।

ভীম। খরচপত্র নেই, কিছু যোগাড় ক'রে আন্‌তে হবে।

দ্রব। মহামায়ার মায়া তো আছে। এই দেখ, তোমার আমার জন্যে চিঁড়ে মুড়্‌কি মোয়া দিয়ে গেল।

ভীম। বাস্তবিক মহামায়া আমাদের প্রতি বড় দয়াবতী। তার নিজের অবস্থা তত ভাল নয়, তবু আমাদের চাল, ডাল, খাবার দাবার যখন তখনই দিচ্চে। বল্‌তে কি! মহামায়া যেন সাক্ষাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা!

দ্রব। আহা, এমন দয়াময়ী মেয়ে আমি কখন দেখিনি। সে রাক্ষুসী যদি মহামায়ার গুণের তিলটুকুও পেতো, তা হলে তোমাকে আমাকে এত অসহ্যি যাতনা—

ভীম। (বাধা দিয়া) থাক্, তাদের নাম পর্য্যন্তও করো না।

দ্রব। আচ্ছা। কিন্তু তোমাকে আজ আমি কোথাও যেতে দেবো না।

ভীম। আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু মহামায়াকে বারম্বার বিরক্ত করা উচিত নয়; আমি নিজে কিছু যোগাড় যন্ত্র কোরে আনি। যদি কখন দিন পাই, তবে মহামায়ার ঋণ সহস্রগুণে শুধ্‌বো।

দ্রব। হরি আমাদের সেই দিন শীগ্‌গির দিন্।

ভীম। আমিও সেই শুভদিন দেখ্‌বার চেষ্টায় আছি।

দ্রব। কি চেষ্টা?

ভীম। এখন বল্‌বো না, পরে জান্‌তে পার্‌বে। এখন চল, চিঁড়ে মুড়্‌কি ভিজিয়ে খাইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাইতগণ উপবিষ্ট। কেহ থেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছে, কেহ কাহারও গা টিপিতেছে, কেহ কাহারও সহিত গল্প করিতেছে।

স্বরূপ। কই রে, পাঁচু! সন্ধ্যে যে উৎরে গেল, ভীমভামের দেখা কই?

পাঁচু। এই আস্‌বার সময় হয়েচে।

দীর্ঘলাঠিহস্তে ভীমভামের প্রবেশ।

ডাকাতগণ। (সকলে উঠিয়া) এই যে, এই যে, বড় কর্ত্তা হাজির।

স্বরূপ। এই তোমার নাম কচ্ছিলুম, ভাই! অনেক দিন বাঁচ্‌বে।

ভীম। তা নইলে শোক-দুঃখ ভোগ করবে কে?

স্বরূপ। তুমিই তো বলেচ, ভাই, হরির কৃপাই শোক-দুঃখুর পরম ঔষধ।

ভীম। (উদ্দেশে হরিকে প্রণাম করিয়া) জয় ভগবান্ হরি! (কিয়ৎক্ষণ পরে) স্বরূপ! এ কদিনের মধ্যে দলে তো দলাদলি ঘটে নি?

স্বরূপ। (ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তোমার সুবন্দোবস্তে দলাদলি ঘটে নি, তবে কিনা টাকার বড় টানাটানি ঘটেচে। সেই জন্যে সকলে কিছু অসুখী।

ভীম। (বিমর্ষ-চিত্তে) তাতো হবারই কথা। খেতে পর্‌তে কষ্ট পেলে মানুষের অসুখ তো সঙ্গের সাথি। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) দেখ, স্বরূপ! সেই ভাঙা বাড়ীটের মাটির নীচে যে, এক কলসী আর দু ভাঁড় টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার কি আর কিছুই নেই?

স্বরূপ। একটি টাকাও নেই। থাক্‌বেই বা কেমন কোরে? কম্‌বেশ পঞ্চাশ ষাট্ জন লোক সেই টাকাতে দিন গুজ্‌রোন্ ক'চ্চে, তুমি আমি তো অতি কষ্টে আধ্‌পেটা খেয়ে কাল কাটাচ্চি।

ভীম। তোমার আমার আধ্‌পেটা হোক্ আর নাই হোক্, কিন্তু অপর লোকদের তো চল্‌বে না। এখন উপায় করি কি?

স্বরূপ। তুমি একবার মুখ ফুটে হুকুম দিলে, এরা দুই এক জায়গায় ডাকাতি ক'ত্তে বেরুতে পারে।

ভীম। না, স্বরূপ, তা পারবো না। তোমরা যখন দয়া করে আমাকে তোমাদের প্রধান সর্দ্দার ক'রেচ, তখন আমার উপ-রোধে, তোমাদের আরও কিছুকাল কষ্ট ভোগ কত্তে হবে। আমি ডাকাত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ডাকাত। অধর্ম্মের ডাকাতিকে আমি নরকের চেয়েও ভয় করি। স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা,—অধর্ম্মের জগতে ধর্ম্মের ডাকাতি ক'রে, স্বর্গের পথ নিষ্কণ্টক করবো। শোন স্বরূপ! শোন সকলে! অধর্ম্মের লোভে প'ড়ে প্রাণ থাক্‌তে ধর্ম্মের অপমান করা কা'রই উচিত নয়। বরং ধর্ম্মের জন্য যাবজ্জীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল; তবু অধর্ম্মের রাজছত্র চাইনি। এক-মনে ধর্ম্মমূর্ত্তি ভগবান্ হরিকে ভক্তিভরে ডাকি। তিনি ক্ষুধার সময় আহার দেবেন, পিপাসার সময় জল দেবেন, দুঃখের সময় সুখ দেবেন। স্বরূপ হে! বেশী বল্‌বো কি, আমরা সকলে শ্রীহরির হুকুমের ডাকাত। যে ডাকাতিতে পাপের বদলে পুণ্য হবে, দুঃখের বদলে সুখ হবে, অন্ধকারের বদলে আলো হবে, যন্ত্রণার বদলে শান্তি হবে, সেই ডাকাতিই ডাকাতি। তা বই যে ডাকাতি, তা পাপিষ্ঠ লোকেরাই ভাল বাসে। ভগবান্ নারায়ণের কৃপায়, ভীমভাম যে সকল ডাকাতের প্রধান কর্ত্তা, তারা ধর্ম্মের ডাকাত। সুতরাং আমার পরামর্শ ভিন্ন তা'দের কোন কাজই করা ভাল নয়।

স্বরূপ। (সহর্ষে) ভাই ভীম! তোমার এই সকল চমৎকার কথাতেই তো আমরা মোহিত হয়ে যাই। সত্যি বলচি, ভীম!

সত্যি বলচি, যখন দাবানলের মত জঠরানলে জ্বলি, তখন তোমার এই সুধামাখা কথাগুলি যেন শীতল জলের মত কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রাণে পড়ে। জ্বলন্ত জঠরানল তখনই নিবে যায়।

ভীম। (সানন্দে) দেখ, স্বরূপ! সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়েচে, কিন্তু ক্ষুধা ফুরায় নি। সুতরাং এইবার সকলের মিলে মিশে গোটা-কতক কাজ কর্‌বার্ সময় এসেচে।

স্বরূপ। কি সে সব কাজ?

ভীম। ধর্ম্মের কাজ, অধর্ম্মের বাজ। যেখানে ধার্ম্মিক গৃহস্থ বা ধার্ম্মিক ধনী লোক আছে, সেখানে আমরা কখনই ডাকাতি ক'ত্তে যাব না। ধার্ম্মিকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন বা হরণ করা মহাপাপ, কিন্তু যে সকল অধার্ম্মিক ও পর-পীড়ক লোক, হরির জীব-গণকে যার-পর-নাই কষ্ট দেয়, পাপরূপ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গের মত উঁচুতে উঠে, দীনদুঃখী ও ধর্ম্মভীরু লোকের ঘাড়ে চেপে পড়ে, তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ্ করিগে চল। তাদের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীব দুঃখীদের দান করিগে চল। তার মধ্যে কিছু কিছু অর্থ নিজেদের জীবনধারণের জন্য রাখ্‌বো। আবার শোন, যদি কোথাও তেমন পাপিষ্ঠ লোকদের দেখা না পাই, তবে সকলে মিলে ভিখারী সেজে, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে দিন যাপন কর্‌বো, তথাপি অধর্ম্মের ডাকাতি কখন কর্‌বো না, কর্‌বো না, কোর্‌বো না। শেষ কথা, হরি দিন দিলে তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমারও দুঃখের অবসান হবে।

স্বরূপ। (সানন্দে) [illegible] হস্ত ধারণ করিয়া) ভীম! ভীম! তুমি কে?

ভীম। (নিরুত্তরে ঈষৎ হাস্য)

স্বরূপ। (সাগ্রহে) ভাই ভীম! আমি কতবার জিজ্ঞেসা করেচি, কিন্তু তুমি কে, তা এক দিনও বলনি। আজ আবার জিজ্ঞেসা কর্‌চি, তুমি কে?

ভীম। (বাক্‌কৌশলে) ও স্বরূপ! আহা দেখ দেখ, ঐ আধ ফোটা ফুলটিকে দুরন্ত কীটে কেটেকুটে খণ্ড বিখণ্ড কোরেচে।

স্বরূপ। তাতে তোমার কি?

ভীম। ওই ফুলের ব্যথায় আর আমার ব্যথায় কিছু তফাৎ নেই।

স্বরূপ। তুমি কি বল্‌চো, বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

ভীম। আমি কে, জান্‌তে চাচ্চো, তাই পরিচয় দিলেম।

স্বরূপ। তুমি সকল সময়েই এই রকম জড়ানে কথা কও।

ভীম। যে, নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় জড়িয়ে আছে, সে জড়ান কথাই ত বলে।

স্বরূপ। দোহাই তোমার, খুলে বল, তুমি কে?

ভীম। আমাকে খুলে বল্‌তে হবে না। ভগবান্ হরি যে দিন মুখ তুলে চাবেন, সে দিন আমি কে, আপনা আপনি খুলে যাবে।

স্বরূপ। এখন বল্‌তে দোষ কি?

ভীম। চল, এখন মন্দিরের ভিতর গিয়ে পরামর্শ করি।

[স্বরূপের হস্ত ধরিয়া ভীমভামের অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ সকলের মন্দিরমধ্যে গমন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

স্বরূপ, পাঁচু ও অন্যান্য ডাকাতগণের প্রবেশ।

স্বরূপ। ওরে পাঁচু! হাতিয়ারগুলো ঠিক কোরে রাখ্। মশালগুলোয় বেশ কোরে তেল ঢাল্। আমাদের দলে বামুণ শুদ্দুর অনেক লোক আছে। যাকে যা সাজে, সে তারি ভার নিক্।

পাঁচু। তা সব ঠিক হ'চ্চে, কিন্তু ছিরে, নিমে কখন ফির্বে? তারা না এলে সন্ধান পাচ্চিনি যে, সর্দ্দার!

স্বরূপ। মধুসূদনপুরের চটীতে টাকা এলেই, ছিরে, নিমে এখানে এসে খবর দেবে। বোধ হয়, এখনো ছিরে, নিমে পাছু নিয়ে আছে।

(নেপথ্যে "কু" সঙ্কেত শব্দ হইল।)

পাঁচু। ও সর্দ্দার! ঐ যে ইসারার আওয়াজ এলো।

স্বরূপ। আমিও ইসারা করি—"কু"।

ছিরে ও নিমের প্রবেশ।

খবর কিরে?

ছিরে। মধুসূদনপুরের চটীতে টাকা এসেচে।

স্বরূপ। কত টাকা?

ছিরে। চৌত্রিশ হাজার তিন শ সাঁই-ত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই।

স্বরূপ। কত তোড়া?

ছিরে। দু হাজার টাকার হিসেবে সতেরোটা পূরো তোড়া আর বাকি তিন শ সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পেয়ের একটা ছোট তোড়া।

স্বরূপ। লোক কত?

ছিরে। জন দুই আমলা আর ভোজ-পুরী দরওয়ানে মুটেতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন।

স্বরূপ। তবে দেখ্‌চি আমাদেরও খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেতে হবে। ওরে পেঁচো! ঢাল, সড়্‌কি, তীর, ধনুক, তলওয়ার, কুড়ুল, কাটারী তো গুণতিতে কম টম হয়নি?

পাঁচু। বরং বেশী, সর্দ্দার।

স্বরূপ। মশালে তেল ঢাল্।

ছিরে। আর দেরি কেন? মশাল জ্বেলে চল সকলে।

স্বরূপ। ভীমভায়ের হুকুম তো সকলের মনে আছে?

সকলে। আছে।

স্বরূপ। কি হুকুম?

পাঁচু। টাকা লোট্‌বার সময় যেন কোন লোককে খুন করা না হয়—জখম করা না হয়। তবে যদি আত্মরক্ষের ভয়ে কাকেও জখম ক'র্ত্তে হয়, তা হ'লে এই ওষুধের লতাগুলো তাকে কাটা জায়গায় চিবিয়ে দিতে বলা হয়।

স্বরূপ। বেশ মনে আছে। লতাগুলো আঁটি বেঁধে নে। মশাল জ্বাল্ (সকলের মশাল প্রজ্বালন) বল সকলে, জয় মধুসূদন হরি!

সকলে। জয় মধুসূদন হরি।

স্বরূপ। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

সকলে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

স্বরূপ। এইবার হরিগুণগান গাইতে গাইতে চল ভাই সকল।

সকলে। (গীত)

জয় হরি মধুসূদন।
শিষ্টপালন, দুষ্টশাসন, কষ্টরাশিনাশন।
জয় জয় চক্রধারী,
কূট-চক্র-ভেদকারী,
কিঙ্করদল-অম্ভোপরি, লহ লহ আসি আসন॥
জয় হরি মধুসূদন।
কপটভাষী নিকরনাশী, দৈত্যদানবত্রাসন॥
জয় জয় হরি মূলমন্ত্র,
হরি বোলে বাজ জিহ্বাযন্ত্র,
যেখানে ধর্ম্ম, জয় সেখানে, অভয় হরির চরণ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের চটী।

দোকান সাজাইয়া জনার্দ্দন মদক উপবিষ্ট।

দোদুল্যমান্ লণ্ঠন জ্বালিত।

জনার্দ্দন। ওরে ফোট্‌কে! সন্ধ্যে হ'লো, দোকানে ধূনো জল দে। আজ উঠে কার মুখ দেখেছি, কিছুই বিক্কিরি সিক্কিরি নেই।

ধুনা জল লইয়া ফোট্‌কের প্রবেশ।

ফোট্‌কে। (দোকানে ধূনা জল দিতে দিতে) আমার জলপানী পয়সাটা দেবে?

জনার্দ্দন। আ-মর্ ছোঁড়া! একটা পয়সা বিক্কিরি নেই, জলপানী পয়সা দেবে! চুপ কোরে ধূনুচী ঘূরো। আমি সন্ধ্যের সময় ঠাকুরদের নাম করি। রামায়ণের পুঁথীখানা কোথা, রে ফোট্‌কে?

ফোট্‌কে। সে খানা যে গৌর ভট্‌চাযি্য নিয়ে গেচে।

জনার্দ্দন। গেচে? আপদ গেচে! বিদ্যেসুন্দর খানা দে তবে।

ফোট্‌কে। বিদ্যেসুন্দরে কোন্ দেব্‌-তার নীলে আছে?

জনার্দ্দন। (বিরক্তভাবে) তোর বাবার! এক রত্তি ছেলে, বিশ ভরি পাকামো! শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

ফোট্‌কে। ঐ যে তোমার ধুচুনীতে বিদ্যে।

জনার্দ্দন। (ধুচুনী হইতে বিদ্যাসুন্দরের পুঁথী বাহির করিয়া বিদ্যার রূপবর্ণন সুর করিয়া পাঠ)

"কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

ফোট্‌কে। শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে মানে কি?

জনার্দ্দন। শিহরে কদম্ব ফুল অর্থাৎ শিওরে কি না মাথার কাছে কদম ফুল আর দাড়িম্ব বিদরে অর্থাৎ তাই দেখে দাড়ির চুলে ব্যাঙ্ বিদুরে কোঁদল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া) এই যে অনেক লোক এসে উপ-স্থিত। জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ। আমার দোকানেই যেন এরা আসে, ঠাকুর।

যাদবেন্দ্র ও অপর এক জন আমলার প্রবেশ।

আসুন আসুন, মহাশয়েরা! আমার দোকানে বেশ পরিষ্কার ঘর আছে—নিকুনো চুকুনো চুলো আছে—চাল ডাল নুন তেল ঘি লঙ্কা ঝাল মস্‌লা আছে—রসকরা আছে—সন্দেশ আছে—চিঁড়ে মুড়্‌কী আছে—গুড়চিনি আছে—বাতাসা আছে—আখগু দা কাটা গুড়ুক তামুক আছে—নীল সায়ারের ছাঁকা

জল আছে—পান সুপুরি খয়ের চুণ আছে—কলার পাত আছে—হাঁড়ী সরা আছে—সব আছে—যা চাবেন, তাই পাবেন।

যাদবেন্দ্র। আচ্ছা, তোমারি দোকানে আজ আমরা রাত কাটাব। কিন্তু অনেক লোক।

জনার্দ্দন। তা ভয় কি? নেহাত না কুলোয়, আধপেটা তো কেউ ঘুচোয় নি। তেমন তেমন হয়, আবার এখনি সব এনে দেবো।

যাদবেন্দ্র। আচ্ছা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আও সব্ ইধর্।

টাকার তোড়া মস্তকে মুটিয়াগণ ও রক্ষক দ্বারবান্‌গণের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। (স্বগত) ও বাবা! কেবল টাকার তোড়া! (প্রকাশে যাদবেন্দ্রের প্রতি) হ্যাঁ গা বাবু! এ কি কোন জমীদারের পুণ্যের খাজনা আদায়ী টাকা যাচ্চে?

যাদবেন্দ্র। হাঁ।

জনার্দ্দন। কোন্ জমীদারের টাকা?

যাদবেন্দ্র। সাম্‌টী গ্রামের বাবু ধনেশ্বর সিংহ রায়ের নাম শুনেচ?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব শুনেচি। তাঁর জমীদারী থেকে অনেক প্রজা জ্বালাতন হয়ে পালিয়ে এসে, আমাদের এই গাঁয়ে বাস কোচ্চে।

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) আমার মনিবের প্রশংসা দেশ বিদেশে বিস্তৃত। তা না হবে কেন? অমন নির্দ্দয় নরপিশাচ, অমন নীচ, ধনলোভী অমন কৃতঘ্ন, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী কি আর দ্বিতীয় আছে? শুধু প্রজারা নয়, আমিও ভুক্তভোগী। ও বৎসর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা, ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে গড়িয়ে প'ড়ে পুকুরের জলে ডুবে গিয়েছিল, তখন আমি তাকে, নিজের প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে, ডুব দিয়ে উত্তোলন করেছিলেম। তা দেখে, ধনেশ্বর সিংহ রায় আমাকে বলেছিলেন, "বাবা যাদব! ভাগ্যে তুমি স্নান কত্তে কত্তে সরলাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে, নৈলে জন্মের মত হারিয়ে ছিলেম। তুমি আজ আমার যে অপরিসীম উপকার ক'ল্লে, তার প্রত্যুপকার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই; তবে আমার ক্ষমতায় যার চেয়ে আর বেশী কিছু হ'তে পারে না, তাই কর্‌বো। তুমি আমার স্বজাতি, অতএব তোমার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেব। দুই তিন মাসের মধ্যেই এই শুভ কার্য্য সমাধা কর্‌বো। আমি সকলের সমক্ষে তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম।" কিন্তু ধনলোভে ধনলোভী ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'ল। সে আমাকে হতাশ ক'রে, মাধব নগরের জমীদার বংশিধর রায়ের মধ্যম পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে, তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েচে। বিবাহের আর বেশী বিলম্বও নাই। আগামী ২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে। আমি দরিদ্র, সুতরাং আমার মনের আশা মনেই রয়ে গেল। ছি, ধনেশ্বর! তোমার নিকট চাকুরী ক'ত্তে এসেছিলেম ব'লে, আমার হৃদয়ে কি এইরূপ আঘাত ক'ত্তে হয়? তা কর, তুমি ধনী, আমি দরিদ্র; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; কিন্তু আর না, আর এমন্ কৃতঘ্ন প্রভুর অন্নগ্রহণ কর্‌বো না, আর বেলপাড়ার কাছারীতেও যাব না, এখন সাম্‌টীগ্রামে গিয়ে, এই খাজনার টাকা জমা দিয়ে,

জন্মের মত সরলার মুখখানি একবার দেখে, চিরকালের জন্য বিদায় নেবো।

জনার্দ্দন। মশায়! দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌চেন্? বসুন্, হাত মুখ ধুন্। ওরে ফোঁট্‌কে! পা ধোবার জল দে। হুঁকো ফিরিয়ে বাবুকে তামুক দে।

যাদব। আমি তামাক খাইনে।

জনার্দ্দন। বেশ কোরেচেন, ও ছাই না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। (ফোট্‌কের প্রতি) ওরে বাবুকে তবে পা ধোবার জল দিয়ে, খপ্ কোরে আমাকে এক ছিলিম তামুক দে।

(সকলের উপবেশন)

[ফোট্‌কের প্রস্থান।

যাদব। দোকানদার তোমার নাম কি?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীজনার্দ্দন মদক। তিন পুরুষ এই মধুসূদনপুরে বাস কোরে আস্‌চি। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল, বাবু! আমার ঠাকুরদাদা, ৺ সহস্রলোচন মদক, পুকুর কাটাতে কাটাতে পাঁচ ঘড়া আকব্বরী টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার পিতা ৺ গোবৰ্দ্ধন মদক, জুয়োচোরদের চক্রান্তে পোড়ে, সব টাকা খুইয়ে ফেলেন। এখন, ভাগ্যদোষে আমি অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ হয়ে আছি। যৎসামান্যি পুঁজি নিয়ে এই দোকানখানি কোরে কাল কাটাচ্চি।

ফোট্‌কের জলের গাড়ু লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

ফোট্‌কে। (যাদবেন্দ্রের নিকটে গিয়া) বাবু, এই জল নেও, পা ধোও। (জনান্তিকে কাকুতি মিনতি করিয়া) বাবু, দুটো পয়সা দেবে, বড় খিদে পেয়েচে।

জনার্দ্দন। (ধমকাইয়া) ফোট্‌কে! হ'চ্চে কি!

ফোট্‌কে। (শশব্যস্তে) বাবু! এই জল নেও, পা ধোও।

(নেপথ্যে দস্যুগণের চীৎকার)

ফোট্‌কে। ও বাবা! কারা ওরা! কেন চেঁচায়! কিসের এত আলো!

জনার্দ্দন। (দেখিয়া সভয়ে) আ সর্ব্বনাশ! আ সর্ব্বনাশ! ডাকাত পড়্‌লো! ডাকাত পড়্‌লো! কি হবে গো, কি হবে!

যাদব। তাই তো! তাই তো! উঠ, উঠ; সব আদ্‌মি হাতিয়ার লেকে জল্‌দি খাড়া হো যাও!

বেগে সচীৎকারে স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশ ও কিয়ৎকাল দ্বারবান্‌দিগের সহিত যুদ্ধ ও কোলাহল।

জনার্দ্দন ও ফোট্‌কে। (সভয়ে) বাবা রে, গেলুম রে, মলুম রে!

[উভয়ের পলায়ন।

(দ্বারবান্‌গণের পরাজয়)

স্বরূপ। সব টাকার তোড়াগুলো তুলে নে। (দ্বারবান্‌গণের প্রতি) ওরে! তোরা জখম হয়েচিস্, ওষুধের লতা নে, দাঁতে চিবিয়ে রস দে, রক্ত বন্ধ হবে, ব্যথা সারবে। খবরদার, আর রুখো না, বাপু।

[সমস্ত টাকার তোড়া লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

যাদব। (সদুঃখে আমলার প্রতি) ওহে বড় বিপদে পোড়্‌লেম যে!

আমলা। তাই তো, এখন মনিবকে গিয়ে কি বলি?

যাদব। আমি আর সেখানে যাব না। যে মনিব, সত্য ব'ল্লে বিশ্বাস করবে না,

উল্‌টে আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটাবে। তাতে আবার ডান্ পায়ের উরুতে আঘাত লেগেচে। আমি হাঁটতেও পার্‌বো না। তুমি যাও, আমি এই দোকানেই থাকি।

আমলা। তবে আমি এদের নিয়ে যাই। চল্ রে সব চল্! কপালে যা ছিল, হয়ে গেল।

[দ্বারবান্ ও মুটেদের লইয়া আমলার প্রস্থান।

দোকানদারের পুনঃপ্রবেশ।

জনার্দ্দন। হায়, হায়, ক'ল্লে কি! দোকানখানা একেবারে চুর্‌মার্ কোরে গেল গো! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার জিনিষ, সব নষ্ট ক'রে ফেল্লে?

যাদব। ওহে জনার্দ্দন! আমার বড় পিপাসা পেয়েচে, এক ঘটি জল দিতে পার?

জনার্দ্দন। (জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে) রও, বাবু, রও, কারো পোষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ। আমার সব গেল, ওঁর এই সময় পিপেসা!

বেগে একজন চৌকিদারের প্রবেশ।

চৌকিদার। ওহে মদকের পো! ডাকাত শালারা কোন্ দিকে গেল? বল তো ব্যাটাদের গ্রেপ্তার করি।

জানার্দ্দন। তোমার পান্তা ভাতের হাঁড়ীর ভেতরে। যখন সব লুটে পুটে পগার পার! তখন উনি ক'ত্তে এলেন গেরেপ্‌তার্! থানার লোকের কাণ্ডই ওই! ডাকাতে ডাকাতে মাস্তুতো ভাই!

চৌকিদার। (সরোষে) কি, থানার অপমান, চৌকিদারের অপমান। বুঝেচি, তুই-ই এর গোড়া! চল্ থানায়।

জনার্দ্দন। বটে, শক্ত দেখে ছিলে গস্তে, নরম দেখে এলে ম'স্তে!

চৌকিদার। চল্ থানায় এবার মোস্তে!

[জনার্দ্দনকে টানিয়া লইয়া প্রহার করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যোগ।

জনার্দ্দন। বাবু মশায়! দেখুন, অন্যায় টা দেখুন একবার, আপনি সাক্ষী, আমি দুষী নই।

[জনার্দ্দনকে টানিয়া লইয়া চৌকিদারের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। আঃ কর কি? ওর কোন দোষ নেই, ওকে মার কেন? ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

টাকার তোড়া লইয়া স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশ।

স্বরূপ। পাঁচু! শীগ্‌গির তামুক সাজ্‌তে বল্। অনেকটা পথ হেঁটে এসেচি।

(সকলের উপবেশন)

পাঁচু। ওরে যা, একজন তামুক সেজে আন্! সর্দ্দার! যা হোক্, খুব টাকাটা মেরেচি।

স্বরূপ। (রাম দুই তিন্ ইত্যাদি করিয়া টাকার তোড়াগুলি গণিয়া) পাঁচু রে! সাড়ে সতের তোড়া। কিছু কাল চল্‌বে বেশ্।

দীর্ঘলাঠিহস্তে ভীমভামের প্রবেশ।

পাঁচু। (সানন্দে) বড় সর্দ্দার! প্রায় সাড়ে সতের তোড়া। এক এক তোড়ায় নগদ দু দু হাজার টাকা।

ভীম। (সহাস্যে) এই বার তোমাদের খাওয়া পরার কষ্ট ঘুচ্‌বে তো?

সকলে। খুব, খুব।

পাঁচু। বড় সদ্দার! তুমি খুব সন্ধানী। কি বুদ্ধি কৌশল খাটিয়েই আমাদের পাঠিয়েছিলে যা হোক্।

ভীম। কিঙ্করি, পাঁচু, বল, তোমাদের কষ্ট দেখে আর তিষ্ঠুতে পারিনে, সদাই ভাবিত ছিলেম; আর তোমরা তো জানই যে, দুষ্ট লোকের ধন হরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আজ প্রায় আট বৎসর হয়ে গেল, সে কথা মনে আছে তো? আমি বলেছিলেম, অধার্ম্মিকের উপর কেবল আমার ডাকাতি। এই আট বৎসরের মধ্যে চার পাঁচটা বই সে রকম পাইনি, তোমাদেরও আশ মিটিয়ে তুষ্ট ক'ত্তে পারিনি। অনেক দিনের পর এইবার আর একটি অধার্ম্মিকের টাকা লুঠ্ হলো। ভগবানকে সকলে মিলে দণ্ডবৎ কর।

সকলে। জয় ভগবান! (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া প্রণাম)

ভীম। স্বরূপ দাদা! তুমি যে চুপ করে ব'সে আছ? সব মঙ্গল তো?

স্বরূপ। ভীম যাহাদের সহায় সম্পত্তি, আশা ভরসা, বল বুদ্ধি, তাদের মঙ্গল অতি উ'চুদরের, ভাই।

ভীম। এখন গোটাকতক কাজ কোত্তে হবে।

স্বরূপ। কি কাজ, ভাই?

ভীম। হরিলুট্, আর কালী মায়ের জন্যে যার যেমন মানসিক, সেইমত রেখে, লুটের বাকী টাকার ঠিক অর্দ্ধেক ভাগ মাটিতে গেড়ে রাখ্তে হবে।

স্বরূপ। কেন?

ভীম। সময়ে দরকারে লাগ্বে।

স্বরূপ। বেশ কথা। আচ্ছা, তার পর?

ভীম। যে দোকান্দারের দোকানে এই ব্যাপার ঘটে, তার কত টাকার জিনিষ নষ্ট হ'য়েচে?

স্বরূপ। আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ টাকার।

ভীম। তাকে এক শো টাকা দিয়ে আস্তে হবে।

স্বরূপ। তা বেশ কথা। কিন্তু—কে যা—

ভীম। তা চিন্তা কি? আমিই যাব।

স্বরূপ। এখন এ ডাকাতির কথা চাদ্দিকে চাউরে পড়েচে। যদি ধরা টরা পড়, তবে—

ভীম। (বাধা দিয়া সহাস্যে) কোন ভয় নেই। এখন আমার শেষ কথা এই, বাকি টাকা যোগ্যানুসারে সকলকে ভাগ কোরে দেও। তুমিও নেও। আমাকেও কিছু দেও।

স্বরূপ। চল, তোড়াগুলো নিয়ে মন্দিরের ভেতর ভাগাভাগি করি।

[তোড়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সামটী গ্রাম, ধনেশ্বরের অন্তঃপুর।

বেগে ধনেশ্বরের প্রবেশ।

ধনেশ্বর। (নিতান্ত দুঃখে) হায়, হায়, হলো কি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! দু দশ টাকা নয়, একবারে চৌত্রিশ হাজার তিন শো সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে

লুটে নিলে! বেলপাড়ার জমীদারী একেবারে ভূয়ো হলো!

বেগে ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। (শশব্যস্তে) ওগো! এ কি শুন্‌লেম! এ কি শুন্‌লেম! অ্যাঁ!

ধনেশ্বর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বেলপাড়া জমীদারীর সমস্ত খাজনা ডাকাতে লুটে নিয়েচে। সর্ব্বনাশ হয়েচে! আমার জলতৃষ্ণা পেয়েচে, শীগ্‌গির এক গেলাস জল আন। ওগো! আমার ছাতী ফেটে গেল। যাও না!

ভামিনী। হায়, হায়, হলো কি! তুমি যে বলেছিলে, বেলপাড়ার খাজনার টাকায় আমার মুক্তোর মালা কিনে দেবে?

ধনেশ্বর। এখন আমার গলায় এক ছঁড়া দড়ীর মালা দিয়ে, তবে ওই কথা বল। আন গো এক গেলাস জল! বুক যে শুকিয়ে গেল।

ভামিনী। জহুরীর কাছে অমন বড় বড় মুক্তোর মালা ঠিক্ কোরে রাখ্‌লে, সে কি মনে কর্‌বে?

ধনেশ্বর। দূর কর ছাই; ও রাখালের মা! ও রাখালের মা! ছুটে এক গেলাস জল নিয়ে আয়। (ভামিনীর প্রতি) ওগো! একটু বাতাস কর না গা।

ভামিনী। এম্‌ন পোড়া কপাল করে ছিলেম! আশায় ছাই পড়্‌লো! গলায় মুক্তোর মালা দুলুতে পেলেম না গা।

ধনেশ্বর। আমায় গলায় দুলোও, আশ মিট্‌বে।

জল লইয়া রাখালের মায়ের প্রবেশ।

(শশব্যস্তে হস্ত হইতে জলের গেলাস লইয়া চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া) যা শীগ্‌গির, আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

[রাখালের মায়ের প্রস্থান।

কই, এলি; শীগ্‌গির আন্।

পুনর্ব্বার জল লইয়া রাখালের মার প্রবেশ।

(গেলাস লইয়া পুনর্ব্বার জল পান করিয়া) আবার জল! আবার জল!

ভামিনী। ওরে রাখালের মা! তুই ঘড়া নিয়ে আয়। বুড়ো মাগী কত বার দৌড়োদড়ি কর্‌বি?

বেগে সরলা ও তরলার প্রবেশ।

তরলা। বাবা! ডাকাত দেখ্‌তে কেমন? দেখা না? ডাকাত কি খাবার জিনিষ? খাবো, বাবা।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) আ-মর, এগুলো আবার কোথেকে জ্বালাতে এলো, দূর হ! দূর হ!

তরলা। না, আমি ডাকাত খাবো। (চেয়ার সমেত ধনেশ্বরকে হুড়াহুড়ি করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ)

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঠেলা মারিয়া) মর, মর, আঁটকুড়ীর বেটি!—

[ধনেশ্বরের বেগে প্রস্থান।

ভামিনী। (সদুঃখে রাগিয়া) ওমা, কি ঘেন্না! অত বড় বুড়ো মিন্‌সে কচি মেয়েটাকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে গেল গা! ও রাখালের মা! সরলাকে ধর, নৈলে ওকেও আছ্‌ড়ে মার্‌বে।

(সরলাকে রাখালের মায়ের ক্রোড়ে গ্রহণ)

তরলা। ওমা! বড় লেগেচে, হাত ভেঙে গেচে।

ভামিনী। (সবলে তরলার হস্ত ধরিয়া

আকর্ষণ করিতে করিতে) দেখি, আজ ওরই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

তরলা। ও মা! হাত গেল, হাত গেল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের চটী।

জনার্দ্দন মদকের দোকানে সপের উপর যাদবেন্দ্র শায়িত ও পার্শ্বে ফোট্‌কে উপবিষ্ট।

যাদবেন্দ্র। ফটিক! একটু ভাল কোরে হাওয়া কর। তোমাকে জলপান খেতে পয়সা দেবো।

ফটিক। আচ্ছা, বাবু, আচ্ছা।

(জোরে হাওয়া করণ)

যাদবেন্দ্র। (সবিষাদে স্বগত) জননীর নিকট হ'তে চিরবিদায়—জন্মভূমি কাজীর হাট থেকে চির-বিদায়—চাকুরিস্থান বেলপাড়ার কাছারী হ'তে চির-বিদায়, আর নর-পিশাচ মনিব ধনেশ্বরের নিকট হ'তে চির-বিদায় নিয়েচি। যে দিকে দু চক্ষু যাবে, সেই দিকেই যাব। (ভাবিয়া) বড় আশা ছিল, একবার সরলাকে দেখে নিরুদ্দেশ হব, কিন্তু, ভাগ্যে তা ঘট্‌লো না। একে ভয়ঙ্কর ডাকাতি, তাতে ততোধিক ভয়ঙ্কর ধনেশ্বর। এমন অবস্থায় কি আর সেথানে যেতে আছে। আঘাতের উপর আঘাত পাব—ব্যথার উপর ব্যথা পাব! সরলা! তুমি ধনীর কন্যা, আমি দরিদ্রের পুত্র, সুতরাং তোমার সহিত আমার বিবাহ দুরাশার স্বপ্ন! তা হোক্, কিন্তু তোমার দর্শনলাভও আমার ভাগ্যে দুরাশার স্বপ্ন হলো। (অশ্রুমুঞ্চন)

ফোট্‌কে। বাবু, তুমি কাঁদ্‌চো?

যাদবেন্দ্র। না, ফটিক, কাঁদ্‌বো কেন?

ফোট্‌কে। তবে চোক মুছ্‌চো কেন?

যাদবেন্দ্র। চোক্ সড় সড় কোচ্চে। তুমি একটা ঠাকুরদের গান গাও।

ফোট্‌কে। (গীত)

আশাময়ী ও মা তারা,
মুছে দে মা মনের আশা।
আশায় পোড়ে আর পারিনে
কোত্তে ভবে যাওয়া আসা॥

আশার কুহক জটিল অতি,
দেখায় খালি কুটিল গতি,
হয়েছি মা আকুল মতি,
পড়্‌ছে খালি হারের পাশা॥

খানিক জ্বোলে আশার বাতি,
যায় মা নিবে আলোর ভাতি,
হয় না প্রভাত আঁধার রাতি,
যায় মা ভেঙে সাধের বাসা;
অবোধ সে জন, হতাশ সে জন,
আশাতে যার ভালবাসা॥

যাদবেন্দ্র। (উঠিয়া বসিয়া স্বগত) এ বালক আমার মনকে দেক্তে পেয়েচে নাকি? গভীর গান! (প্রকাশে) ফটিক! তুমি এ গানটি কোথায় শিখেচো?

ফোট্‌কে। আর এক দিন এই দোকানে আর একটি বাবু তোমার মত চোক্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এই গানটি গেয়েছিল।

যাদবেন্দ্র। ফটিক্ রে! আমার মত চোক্ মোছ্‌বার লোক কি আরও আছে?

ফোট্‌কে। ঢের, ঢের।

জনার্দ্দন মদকের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। ফোট্‌কে, দোকানে ধূনো জল দিয়েচিস্‌।

ফোট্‌কে। হুঁ!

জনা। আর খালি দোকানে ধূনোর ধোঁয়েই বা কি হবে! জলেই বা কি হবে! ডাকাতগুলো যে ধোঁা দেখিয়ে গেচে—যে জল ঢেলে গেচে, তাতেই দফা রফা। (যাদবেন্দ্রের প্রতি) যাদব বাবু, আজ আছেন কেমন?

যাদবেন্দ্র। আজ বেশ ভাল আছি।

জনা। বেশ বেশ। কিন্তু, বাবু, আপনকার মুখখানি অত মলিন কেন? শুক্‌নো কেন? ভিতরে এখনো ব্যথা আছে না কি?

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) গভীর ব্যথা। সে ব্যথা মৃত্যুর দিন বিদায় নেবে। (প্রকাশে) না, জনার্দ্দন! আজ ভাল আছি। আজই আমি বাড়ী যাব।

একজন খদ্দেরের প্রবেশ।

খদ্দের। ওহে মদকের পো! সর্ষে আছে?

জনা। আজ দু দিন ধোরে চোখে সর্ষে ফুল দেখ্‌চি। ডাকাতে কি সর্ষে রেখেচে, ঘোষের পো, ফুল ফুটিয়ে গেচে। দোকান লুট! মাল পত্তর ভুট! খালি ধামা, খালি ঝোড়া—খালি গামলা—টাকার মাল পয়মাল!

খদ্দের। তবে অন্ত ঠাঁই দেখি।

[প্রস্থান।

একজন ভস্মলিপ্ত ও জটাজূটশ্মশ্রু ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। বোম্‌ ভোলানাথ! (জনার্দ্দনের প্রতি) বাবা! তেরা মঙ্গল হোয়গা। সাধু সন্ন্যাসীকো কুছ্‌ ভিচ্ছা দে, বাবা।

জনার্দ্দন। ঠাকুরজী! সে দিন ডাকাতি পোড়ে আমার সব জিনিষ লুটপাট করা হায়। আমি ভারি দুঃখিত হুয়া হায়। আপ্‌কো কিছু দিতে পার্‌তা নেহি হায়।

সন্ন্যাসী। (সদুঃখে) বাবা! ভগবান্‌ কি খেল্‌ হায়। হাম্‌ তুম্‌ আপ্‌সোস্‌ কর্‌কে ক্যা করেঙ্গে?

জনা। ঠাকুরজী! ও কথা ঠিক্‌ হায়, কিন্তু আমি গরীব মানুষ হায়, দোকানপাট বা বন্ধ কোত্তে হোগা হায়।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা বাবা! কুছ্‌ ভাওনা চিন্তা মৎ কর্‌। নারায়ণজীকো এক মন্‌মে ধ্যান কর্‌, তেরা ভালা হোয়গা। (কিয়ৎক্ষণ জনার্দ্দনের ললাটপট্ট নিরীক্ষণ করিয়া) বাবা দোকানদার! তেরা ললাটপট বড়া ভালা হায়। ধনলাভকা রেখা দেখা যাতি হায়।

জনা। (সাগ্রহে) অ্যাঁ অ্যাঁ! ঠাকুরজী! আপনি গুণ্‌তে জান্তা হায়?

সন্ন্যাসী। হাঁ, বাবা, জান্তা হুঁ।

জনার্দ্দন। তবে দয়া কোরে—গুণে বলুন, কবে ধনলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। নীচে উতর আও।

জনা। (শশব্যস্তে দোকান-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) বাবা! মেরে পর তেরা বিশ্বোয়াস্‌ হায়?

জনা। সন্ন্যাসী ঠাকুর! খুব হায়।

সন্ন্যাসী। ঠিক্‌ বোল্‌তা?

জনা। ঠিক্‌ বোল্‌তা।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা। তুম্ আভি যায়কে, তুমারা এহি গাঁওকা কিনারেমে যো শিউ-মন্দিল হ্যায়, উস্‌কা পিছে যো বড়া পিপ্পলকা পেড় হ্যায়, উস্‌কা দচ্ছিন্ তরফ, মূলকে তিন হাত তফাৎমে মট্টি উখাড়কে দেখো।

জনা। (সানন্দে) অ্যাঁ অ্যাঁ। বল কি, ঠাকুর! পাব পাব!

সন্ন্যাসী। মেরা বাত ঝুঠা নেহি।

জনা। আপনিও দয়া কোরে সঙ্গে আসুন। জায়গাটা যদি ঠিক্ কোত্তে না পারি, গুণে দেখিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, চলো।

জনা। ফোট্‌কে! দোকান্ আগুনে থাক্।

[সন্ন্যাসী ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) আশ্চর্য্য কথা শুন্‌লেম। বড় কৌতুহল বৃদ্ধি হচ্চে। আমিও গিয়ে ব্যাপারটা দেখি।

[যাদবেন্দ্রের প্রস্থান।

ফোট্‌কে। সেই বাউলের গানটি গাবার ঠিক্ সময় পেয়েচি। নেচে নেচে গাই;—

(গীত)

বিষম ল্যাঠা ট্যাকার ছ্যাঁকা।
এ ছ্যাঁকা লাগ্‌লে পরে, জ্'লে মরে,
বাইরে ঘরে সব বোকা॥
লোভটা এসে টোপ্‌টা ফেলে,
মানুষ-মাছ বঁড়শী গেলে,
ভাসে শেষ চোকের জলে,
ট্যাকার থোলে হয় রে ফাঁকা॥
ফটিকচাঁদ বাউল বলে,
ট্যাকার লোভ যাও রে ভুলে,
শ্রীহরির চরণতলে
ভক্তিরস মাখা মাখা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের প্রান্তভাগ—বৃক্ষতলে শিবমন্দির।

সন্ন্যাসী ও জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। কোন্‌খানে টাকা আছে, প্রভু?

সন্ন্যাসী। এহি জগা খুদো।

জনার্দ্দন। (তদ্রূপ করিয়া, খুরী ঢাকা টাকার একটি ভাঁড় পাইয়া খুলিয়া দেখিয়া সানন্দে) অ্যাঁ অ্যাঁ, কম না, এক ভাঁড় টাকা যে—বাহাবা, ভাঁড়ভরা! (প্রণাম করিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনি দেবতা হ্যায়, সাক্ষাৎ এই বুড়ো শিব ঠাকুর হ্যায়।

সন্ন্যাসী। নেহি, বাবা! হাম্ শিউ ঠাকুর নেহি হ্যায়। হাম্ ভগবান্ শিউকো কিঙ্কর হ্যায়। আব্ যাও, বাবা।

জনা। (সাগ্রহে) ঠাকুরজী! আর একটি নিবেদন আছে।

সন্ন্যাসী। ক্যা?

জনা। আর একবার যদি আমার কপালটা গুণে দেখেন।

সন্ন্যাসী। আর তেরা কপালমে ধন-রেখা নেহি মিল্‌তি হ্যায়।

জনা। তবু একবার।

সন্ন্যাসী। (বিরক্তভাবে) আরে লোভী! এসা লালচ কেঁও কর্‌তে হো? তেরা ভাগমে যো থা, ওহি মিলা হুআ হ্যায়। লোভ কর্‌নেসে এক মুঠ্‌ঠি ধূলি ভি নেহি মিল্‌তি হ্যায়। যাও, ঘর যাও।

জনা। (স্বগত) তা বটে, লোভের বাড়াবাড়ি পায়ের বেড়ী। (প্রকাশে) দণ্ডবৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর! এইবার আপন-

কার আশীর্ব্বাদে জাঁকিয়ে দোকান ফাঁদিগে। আবার দণ্ডবৎ করি। আবার যেন গরীবের দোকানে পায় ধূলো পড়ে।

[জনার্দ্দনের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্রের প্রবেশ।

যাদবেন্দ্র। (সাশ্চর্য্যে) তাই তো, সন্ন্যাসী তো সামান্য ব্যক্তি নন। অদ্ভুত ক্ষমতা—অপূর্ব্ব গণনা। যেন কোন দেবতা ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী হয়েচেন। আমি ঐ সন্ন্যাসীর শিষ্য হব। অন্তরাল থেকে যা দেখ্‌লেম, তাতে ওঁর শিষ্য না হ'তে পাল্লে, আমার দগ্ধ চিত্ত শীতল হবে না। এখন আমার সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়াই উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মধুসূদনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও কিয়দ্দূর গমন।
যাদবেন্দ্রের প্রবেশ ও সন্ন্যাসীর
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

সন্ন্যাসী। (পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিয়া) বেটা! তোম্ কোন্ হায়?

যাদবেন্দ্র। শ্রীযাদবেন্দ্র রায়।

সন্ন্যাসী। তুম্ অভি ওহি দুকানমে থা নেহি?

যাদ। হাঁ, প্রভু জী!

সন্ন্যাসী। বচ্চা! কেঁও তুম্ মেরা পিছে পিছে চলে আতে হো?

যাদ। আপনার নিকট আমার একটী বিশেষ নিবেদন আছে।

সন্ন্যাসী। বোলো।

যাদ। আমি আপনার শিষ্য হ'তে বাসনা করি।

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) কেঁও, বাবা! এয়সা ইচ্ছা কর্‌তে হো? সংসারীকো সন্ন্যাসীকা চেলা হোনা আচ্ছা নেহি। পুত্র পরিবার ধন জন ছোড়্‌কে কেঁও কষ্টসাগরমে ডুবো গে?

যাদ। (সদুঃখে) প্রভু! আমার স্ত্রী পুত্র নাই।

সন্ন্যাসী। তুমারা স্ত্রী পুত্র ক্যা মর্ গেয়া?

যাদ। (অধোমুখে রোদন)

সন্ন্যাসী। (দেখিয়া) বচ্চা! রোতা হ্যায়? রোয়কে ক্যা করো গে? সক্তি নারায়ণকি ইচ্ছা। মেরা বচন শুনো, রোও মৎ।

যাদ। (সাশ্রুনয়নে) প্রভু! আমার স্ত্রী পুত্র মরেনি।

সন্ন্যাসী। তব্ কেঁও রোতা?

যাদ। আমার বিবাহই হয়নি।

সন্ন্যাসী। তব্ তো আউর ভালা। কেঁও খালি খালি রোয়কে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হো?

যাদ। ঠাকুর! সাধ কোরে কি আজ চোখের জল ফেল্‌চি? আমার মত হতভাগ্য পুরুষ আর কেউই নেই।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) বাবা! তুমারা ক্যা হুআ হ্যায়, মুঝ্‌কো সব জল্‌দি খোল্ খাল্ বোলো তো?

যাদব। প্রভু! আমি সাম্‌টীগ্রামের জমীদার বাবু ধনেশ্বর সিংহরায়ের বেলপাড়ার কাছারীতে নকল নবিশীর কর্ম্ম কত্তেম। প্রথমে যখন তাঁর খাস বাড়ীর কাছারীতে

ছিলেম, তখন এক দিন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা পুষ্করিণীর জলে ডুবে যায়। আমি অন্য ঘাটে স্নান কচ্ছিলেম। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে, সরলাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করি। ধনেশ্বর বাবু সন্তুষ্ট হয়ে আমার সহিত সরলার বিবাহ দেবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে মাধব নগরের জমীদার বাবু বংশিধর রায়ের মধ্যম পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে সরলার বিবাহ দেবার সম্বন্ধ ঠিক্ করেন। আগামী ২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে। অনেক নগদ টাকা ও অলঙ্কারের লোভে ধনেশ্বর বাবু পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেচেন—আমি দরিদ্র, আমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করেচেন। আমি তাঁর চাকরী ত্যাগ করেচি। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আপনার শিষ্য হ'তে নিতান্ত বাসনা।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) লড়্কা! মেরে'পর তেরা বিশ্বোয়াস্ হ্যায়।

যাদ। (সন্ন্যাসীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া) হাঁ, প্রভু! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি স্বচক্ষে এই কতক্ষণ আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করেচি। আপনি সামান্য মানুষ নন্, দেবতা।

সন্ন্যাসী। অব্ এক কাম করো।

যাদব। আজ্ঞা করুন্। (দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী। তুম্ যো মেরা চেলা হোনেকা ইচ্ছা পরকাশ কর্‌তে হো, উহ ইচ্ছা কাম্‌মে ঠিক্ করনে কো শকোগে?

যাদ। হাঁ, প্রভু, আমি আপনার শিষ্য হব।

সন্ন্যাসী। বিবাহকা ইচ্ছা একদম্ ছোড়্‌নে কো শকোগে?

যাদ। বিবাহের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছেড়েচি। চিরজীবন আমি কুমারাবস্থায় অবস্থান কোরে, আপনার শিষ্য হোয়ে আপনার চরণসেবা কোর্‌বো।

সন্ন্যাসী। তব্ মেরা সাথ্ চলো। ইহাঁ সে চার পাঁচ কোশ তফাৎমে চণ্ডীবাটী গাঁওকা বগল নদ্দী কিনারেমে শিউমন্দিল হ্যায়। উহাঁ তুম্‌কো অভি কুছ্ দিন রহনে হোয়গা। বাদ তুম্‌কো সাথ লেয়কে হাম্ তীরথ তীরথ মে ঘুমেঙ্গে। (ক্ষণকাল পরে) বেটা, অব্ তুম্ এক কাম করো। হাম্ ভিচ্ছা কর্‌কে দো তিনঠো রূপেয়া জমা কিয়া হ্যায়। তোম্ লেও। ইস্‌মেসে খরচ উরচ কর্‌কে ভোজন উজন কিও। আজ হাম্ তুম্‌কো ওহি মন্দিলমে রখ্‌কে দুস্‌রা জগামে যাউঙ্গা।

(ঝুলীর ভিতর হইতে টাকা বাহির করিয়া প্রদান)

যাদ। (টাকা লইয়া) আপনি কোথা যাবেন?

সন্ন্যাসী। তপস্যা করনেকো। কল্ ফের্ দু পহরকো উহ মন্দিলমে তুমারা পাশ আউঙ্গা। তুম্ আজ্ রাৎমে উহ মন্দিলমে শো রহোগে।

যাদ। যে আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী। ভগবান্ পরমেশ্বর হরি কো পরণাম কর্‌কে হাতযোড় বন্‌কে বয়ঠো। হাম্ তুম্‌কো গুরু মন্তর দেউঙ্গা।

যাদ। (তথা করণ)

সন্ন্যাসী। (যাদবেন্দ্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া) সূরয সাক্ষী, আজ হম্ শ্রীমান্

যাদবেন্দ্র রায়কো শিষ্যত্বমে বরণ কর্‌তা হুঁ।
(কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)

যাদ। গুরুদেব প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী। জয় রহে। অব্ মন্দিল মে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

ছিরে ও নিমে মন্দিরের পাহারা
কার্য্যে নিযুক্ত।

ছিরে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) নিমে! ওরে নিমে! কে একটা লোক এ দিকে আস্‌চে না?

নিমে। হ্যাঁতো! লোকটা অচেনা দেখ্‌চি।

ছিরে। গুপ্ত জঙ্গলে অচেনা লোক, কথা তো ভাল নয়।

নিমে। তা তো নয়ই। ওরে, এই দিকেই আস্‌চে। একে এখনি ধোর্‌চি, দাঁড়া।

কিয়ৎকাল পরে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

ছিরে ও নিমে। (সন্ন্যাসীর গতি রোধ করিয়া) কে তুমি?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) হাম সন্ন্যাসী।

ছিরে। এখানে কি দরকার?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) কুছ্ নেহি।

ছিরে। তবে কেনে এ জঙ্গলে ঢুকেচো?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) তপ কর্‌নেকো ওয়াস্তে একঠো নির্জ্জন স্থান ঢুঁড়্‌তা হুঁ।

ছিরে। (নিমের প্রতি) নিমে! লোকটা একমুখে দু কথা কয়।—একবার বোল্লে, এখানে কিছুই দরকার নেই; আবার বোল্লে, তপ্ করবার জন্য একটা নির্জ্জন জায়গা খুঁজ্‌চে। সন্দেহের আর বাকি কি? এখনি একে গ্রেপ্তার করি। তুই দৌড়ে গিয়ে সকলকে খবর দে।

নিমে। তবে তুই একে ধোরে রাখ্। আমি দৌড়ে সকলকে ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

ছিরে। (সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া) এইবার টেরটা পাবে।

(নপথ্যে "কই রে, কে রে, কোথা রে ইত্যাদি
কোলাহল)

স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাতগণকে লইয়া
বেগে নিমের পুনঃ প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। (সকলকে দেখিয়া বিরক্ত-ভাবে কৃত্রিম স্বরে) ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যাঁয়?

স্বরূপ। (সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া সহাস্যে) আপ্ ক্যা বোল্‌তা, ঠাকুরজী?

সন্ন্যাসী। ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যায়?

স্বরূপ। (উচ্চ হাস্য করিতে করিতে) আপ্ ডাকুকা সর্দ্দার হ্যায়। এত ঢংও জান তুমি! (বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া দেওন)

ডাকাতগণ। (উচ্চ হাস্য)

পাঁচু। ঢং বোলে ঢং হে! ইনি যে আমাদের বড় সর্দ্দার! ভ্যালা সন্নিসী! গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত বদল! (হাস্য)

স্বরূপ। বলি হ্যাঁ হে! সন্নিসী সাজ্‌বার মৎলবখানা কি?

ভীম। দোকানদারকে টাকা দেওয়া।

স্বরূপ। (সহর্ষে) ভ্যালা ফিকির! তার পর আর কিছু?

ভীম। আছে বই কি? যাদবেন্দ্র রায় নামে একটী যুবাকে শিষ্য ক'রে চণ্ডীবাটী গ্রামের শিবমন্দিরে রেখে এসেচি।

স্বরূপ। (সহাস্যে) বাহবা আমার নবীন সন্ন্যেসী! ভীম! সন্ন্যেসী সেজে এক দিনেই এক চেলা কোরে এলে! মাস খানেক সন্ন্যেসীর বেশে থাক্‌লে, না জানি, কত শত চেলা জুট্‌বে। তা তোমার পক্ষে বড় আশ্চয্যির কথা নয়। তুমি বিনি সন্ন্যেসীর সাজেই যখন আড়াই শ, তিন শ চেলা জুটিয়ে মন্দিরের জঙ্গল গুল্‌জার কোরেচ, তখন মনে ক'ল্লে, এক এক সাজে কত লোককে যে, নিজের অধীন কোত্তে পার, তা বলাই বাহুল্যি। ভাই ভীম! তুমি কি কিছু মন্তর্ তন্তর্ জান? ভোজ্ ভেল্কী জান?

ভীম। স্বরূপ দাদা, আমার মন্তর্ তন্তর, ভোজ্ ভেল্কী তোমরাই।

স্বরূপ। (সানন্দে) এই গুণেই আমরা তোমার বশ হোয়েচি।

ভীম। স্বরূপ দাদা! আমি মনে মনে একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা কোরেচি। সে প্রতিজ্ঞা পূরণ কোত্তে হবে। কিন্তু তোমরা সকলে আমায় সে বিষয়ে সাহায্য না কোল্লে, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে। তোমাদের সাহায্য চাই।

স্বরূপ। (সাগ্রহে) কি পিতিজ্ঞে ভাই?

ভীম। যে যুবা যাদবেন্দ্রকে আমি শিষ্য কোরেচি, তার মনের কষ্ট দূর করা, এই প্রতিজ্ঞা।

স্বরূপ। তার মনে কি কষ্ট হোয়েচে?

ভীম। তাকে এক জন দুরন্ত লোক এক প্রকার পাগল কোরেচে।

স্বরূপ। কে সে দুরন্ত লোক?

ভীম। ধনেশ্বর সিংহ রায়।

স্বরূপ। (সবিস্ময়ে) কে! ধনেশ্বর সিংহ রায়! যে রাক্ষসের টাকা লুঠ্ কোরেচি, সেই ধনেশ্বর?

ভীম। হ্যাঁ, স্বরূপ দাদা।

স্বরূপ। সে তোমার চেলাকে কি এমন কষ্ট দিয়েচে? শীগ্‌গির বল, এখুনি তার দাদ্ তুল্‌বো। তোমার চেলাকে কষ্ট দেয়, কার এমন মাথার উপর মাথা? চোঁড়া হোয়ে কেউটের সঙ্গে বাদ!

ভীম। (সরোষে) ধনেশ্বর সিংহ রায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—সামান্য ধনের লোভে ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা সরলার প্রাণদাতা যাদবেন্দ্রের হৃদয় ভঙ্গ কোরেচে। স্বরূপ! বেশী বল্‌বো কি, ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে, আজ ভীমভামের প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি।

স্বরূপ। (ভীমভামের উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বগত) নিতন্ত অত্যেচার না হোলে, ভীম কখন এমন মূর্ত্তি ধরে না! (প্রকাশে) ভীম! ধনেশ্বর কি পিতিজ্ঞে ভঙ্গ কোরে তোমার মনে কষ্ট দিয়েচে?

ভীম। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্রকে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান না কোরে। শোন স্বরূপ আমার প্রতিজ্ঞা;—ধনেশ্বর যেমন, দীনহীন যাদবেন্দ্রকে, আশায় বঞ্চিত কোরেচে, তাকে তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে, আশায় বঞ্চিত কোর্‌বো।

স্বরূপ। কিরূপ পিতিফল?

ভীম। ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সরল যাদবেন্দ্রের হস্তে অর্পণ কর্‌বো।

ডাকাতগণ। ঠিক পিতিফল! ঠিক পিতিফল!

স্বরূপ। কবে তুমি এ শুভ কম্মটা কোত্তে মৎলব কোরেচ?

ভীম। এই বৈশাখ মাসের আটাশে তারিখে ধনেশ্বর অপর এক জন ধনীর পুত্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে, অনেক ধন পাবে। সেই দিনই আমি ধনেশ্বরের ধনলোভ নষ্ট কোরে, আর তাকে জব্দ কোরে, যাদবেন্দ্রকেই তার জামাতা করবো। আজ্ থেকেই তার বিশেষরূপে আয়োজন কর। আমাদের দলে আড়াই শ তিন শ মাত্র লোক আছে, কিন্তু অন্ততঃ হাজার লোকের প্রয়োজন। অতএব যে টাকা মাটিতে গেড়ে রেখেচি, সেই টাকা এইবার কাজে লাগ্‌বে। আজ্ থেকেই, সেই টাকার সাহায্যে আরও সাত আট শ বলিষ্ঠ ও চতুর ডাকাত সংগ্রহ কর, আরও অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় কর।

স্বরূপ। আচ্ছা। তার পর?

ভীম। তার পর যা কোত্তে হবে, এর পর বল্‌বো। এখন আর একটা কথা বলি। তোমরা কেউই যাদবেন্দ্রের কাছে যেও না, বা তাকে'ও এখানে এনো না। খুব সাবধান, সে যেন কোন রকমে জান্‌তে না পারে যে, আমরা ডাকাত। আমি যে তার গুরু, সন্ন্যাসী, এ ভাব যেন তার মন থেকে না নড়ে। কেবল আমিই তার সঙ্গে সন্ন্যাসিবেশে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

স্বরূপ। তোমার কথা কি আমরা কখন লঙ্ঘন করি? তুমি আমাদের যা বোল্‌বে, আমরা তাই কোর্‌বো।

পাঁচু। আচ্ছা, বড় সদ্দার! তুমি তোমার নতুন চেলার সঙ্গে ধনেশ্বরের বড় মেয়ের যে বে দেবে, সে কথা তাকে বোলেচ?

ভীম। না, বলিনি। বল্‌বোও না। আমার মৎলব মত কাজ কর্‌বো। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো, আমি এখন বাড়ী চল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চণ্ডীবাটীগ্রামপার্শ্বস্থ নদীতটে
শিবমন্দির।

আতপ তণ্ডুল, ফুল, বাতাসা লইয়া যাদবেন্দ্র
শিবপূজায় নিযুক্ত।

যাদব। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)—

ভোলানাথ নাম হে তোমার,
পর ভুলিয়ে নিজেও ভোলো।
এ দাসে আজ ভোলাও, প্রভু,
নৈলে আমার প্রাণ যে গেলো॥

সব ভুলেছি আমি, ভোলা,
একটি যে আর যায় না ভোলা,
তাই ভুলিয়ে, নিবাও জ্বালা,
প্রাণের জ্বালাহারী;—
ভক্তজনে সদয় হ'য়ে
তোমার দয়ার দুয়ার খোলো॥

যাদবেন্দ্রের স্তবকালে সন্ন্যাসীর প্রবেশ
মন্দির-বহির্ভাগে অবস্থান।

সন্ন্যাসী। (মন্দির-বহির্ভাগ হইতে স্বগত) বৎস, আর দুঃখ করো না। ভগবান মহাদেবই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌বেন। যাদব, ভোলানাথ তোমাকে ভোলাবেন,

গোপন করিয়া) না না, কিছু না। অন্য-মনস্কভাবশত কি বোল্‌তে কি—তা যাক্‌, তুমি এখন এক কাজ কর।

নাএব। আজ্ঞে করুন্।

ধনেশ্বর। আমার সমস্ত আমলা, চাকর, চাকরাণী, দরওয়ান্ প্রভৃতিকে বল যে, এবার ডাকাতিতে অনেক টাকা লুঠ হওয়াতে, বাবুর বিশেষ লোক্‌সান হয়েচে, সুতরাং শাল, রুমাল, কাপড়, চাদর, গহনা-পত্র কাকেও কিছু দেওয়ার সুবিধা হলো না। বাবু তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমরা কেউ দুঃখিত হয়ো না। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় সকলকে পুরস্কার দেবার চেষ্টা করা যাবে।

নাএব। যে আজ্ঞে, তা বল্‌বো, কিন্তু সকলেই এই আনন্দের দিনে কিছু না কিছু বক্‌সিস্ পাবার আশায় মশায়ের মুখ চেয়ে আছে।

ধনেশ্বর। (বিরক্তভাবে) মুখের দিকে চাইলে কি হবে? পিঠের দিকের ডাকাতি-টের পানে চেয়ে দেক্তে বোলো। কম নয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। যারা আমার মুখের দিকে চায়, পিঠের দিকে চায় না, তাদের এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে বল, আমিও বাক্স খুলে বক্‌সিস্ বার কোচ্চি।

নাএব। (স্বগত) ওঃ, কি ভয়ঙ্কর জমীদার। লক্ষ ডাকাত মোরে এক ধনেশ্বর সিংহ রায়ের উৎপত্তি। আমাদের নেহাৎ পোড়া কপাল, তাই পেটের জ্বালায় এমন পিশাচের কাছে খেটে মরি। আমাদের আর নরকভোগের বাকি কি? ভগবান! অন্য কোন দয়ালু ভদ্র জমীদারের কাছে আমার একটি চাক্‌রি দাও। হাড়ে বাতাস লাগুক্।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন, চুপ কোরে রৈলে যে? যাও শীগ্‌গির সকলকে আমার বক্তব্য-গুলি বল।

নাএব। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধনেশ্বর। আমার আমলা প্রভৃতিরা এইবার রুস্ট হয়ে, মনে মনে আমাকে যা ইচ্ছে তাই গালমন্দ দেবে। তা দিক, টাকা দেবার বেলায় তো আর কোন ব্যাটা বেটী অগ্রসর হবে না। লোকের গালমন্দে কান দিলে নিজের কপাল মন্দ হয়।

ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। হ্যাঁ গা, একটা কথা বল্‌বো কি?

ধনেশ্বর। কি কথা বল্‌বে?

ভামিনী। যাদবেন্দ্র তো হতাশ হল। তাকে হাজার দুই টাকা দিলে ভাল হয় না?

ধনেশ্বর। সে এখানে নাই। আমার চাক্‌রী ছেড়ে চোলে গেছে।

ভামিনী। কেন চাক্‌রী ছাড়্‌লে?

ধনেশ্বর। (মনের ভাব গোপন করিয়া) তা জানিনি।

ভামিনী। আমার কিন্তু বোধ হয়, সরলার সঙ্গে তার বিয়ে হল না বোলেই মনের দুঃখে চাক্‌রী ছেড়েচে।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেচে না কি?

ভামিনী। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সে সরলার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো, সুতরাং তাকে অন্ততঃ কিছু টাকা দেওয়াও তো ন্যায়ের কাজ।

ধনেশ্বর। অন্যায়ই বা কি কোরেচি?

খোরাক পোষাক সমেত মাসিক আট টাকা বেতনের নকল-নবিশী কাজ দিয়েছিলেম।

ভামিনী। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া বিরক্তভাবে) আঃ, ও সকল কথা ছাড়। আর যদি কিছু বল্‌বার থাকে তো বল।

ভামিনী। (সহাস্যে) সরলার বিবাহে আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ধনেশ্বর। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) কন্যার বিবাহে প্রসূতীর প্রার্থনা!

ভামিনী। আর তো কখনো কিছু চাবার কোন সুযোগ পাইনি। বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, পালপার্ব্বণ কিছুই তো কর না। কোন্ সময় তোমার কাছে কি চাই? অই বল্‌চি, আজ সরলার বিয়ের দৌলতে কিছু চাইতে পারিনি কি?

ধনেশ্বর। কি চাও?

ভামিনী। বেশী না, এক লাখ্‌ টাকার জড়োয়া গহনা।

ধনেশ্বর। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বল কি!

ভামিনী। (সাবদারে) হ্যাঁ।

ধনেশ্বর। তোমার কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্‌লেই বা। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া) ওগো, না না। স্ত্রীলোকের অত টাকার গহনার লোভ হ'লে পতিভক্তি কোমে যায়।

ভামিনী। ও মা! সে কি কথা গো! কে বোল্লে?

ধনেশ্বর। শাস্ত্রকারেরা।

ভামিনী। (সপরিহাসে) সে সকল শাস্তরকারদের বুঝি মাগ নেই?

ধনেশ্বর। আর কি বোল্‌বে বল?

ভামিনী। আচ্ছা, সরলাকে কি কি গহনা দিচ্চ?

ধনেশ্বর। সরলাকে গহনা আমি দেবো কেন? বরের বাপ সমস্ত দেবে।

ভামিনী। কত টাকার গহনা?

ধনেশ্বর। নগদ টাকাটা তো আর নিতে পার্‌বো না। সুতরাং সেই টাকাটাও গহনায় মিশিয়ে দু লক্ষ টাকার জহরতের গহনা।

ভামিনী। তা বেশ হয়েচে। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করি। ছোট মেয়ে তরলাটিকে কি দেবে?

ধনেশ্বর। (সপরিহাসে) কে? সরলার শ্বশুর?

ভামিনী। বেশ যা হোক্। সরলার শ্বশুরের সঙ্গে তরলার কি সম্বন্ধ?

ধনেশ্বর। তবে কে দেবে?

ভামিনী। তুমি—তুমি।

ধনেশ্বর। তার যখন বিয়ে হবে, তখন দেওয়া যাবে।

ভামিনী। সে কি কথা গা! বড় মেয়ের বিয়েয় ছোট মেয়ে ভিখিরীর মেয়ের মত ঘুরে বেড়াবে?

ধনেশ্বর। তারও কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্‌লেই বা। সরলা পর্‌বে নতুন গয়না, তরলা পর্‌বে পুরুণো! আমাকে না হয় না দিলে, ছোট মেয়ে সাজ সজ্জারই পুতুল, তাকে একখানিও গয়না দেবে না? বল, কি কি দেবে?

ধনেশ্বর। এর পর দেবো গো।

ভামিনী। না, তা হবে না। মায়ের চক্ষে দুই মেয়েই সমান। তরলাকে কি কি গয়না দেবে শীগ্‌গির বল?

ধনেশ্বর। এখন হাতে তেমন টাকা

কড়ি নেই, কি করি বল? জানই তো, সে দিন ডাকাতিতে কত টাকা লুটপাট হয়েচে।

ভামিনী। (সরোষে) বটে। তুমিও কোন্ কম ডাকাতি কোল্লে? প্রজারা তার জলজীয়ন্ত সাক্ষী। টাকায় টাকা চাঁদা আদায়! তুমি ডাকাতের ডাকাত!

ধনেশ্বর। (নরমে) ওগো, এ সকল কাজে জমীদারেরা এইরূপ কোরে থাকে।

ভামিনী। এ সকল-কাজে জমীদারের মাগও জমীদার স্বোয়ামীর কাছে চাঁদা নেয়।

ধনেশ্বর। তা তা—

ভামিনী। (বাধা দিয়া) শোনো, আমি মনের কথা খুলে বল্‌চি,—তরলাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার জড়োয়া গহনা দিতে হবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, বড় মেয়ের দুলাখ টাকার গহনা নিলে, ছোট মেয়েটির বেলায় নিজে থেকে যৎসামান্যি পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা দিতেও বুঝি দম্ ফাটে! মেয়ে বড়, না টাকা বড়?

ধনেশ্বর। (ইতস্ততভাবে) ওগো! তুমি বড় বাড়াবাড়ি কোরে তুল্লে।

ভামিনী। (সরোষে) বাড়াবাড়ির এখনো হয়েচে কি? দেখি, তুমি আমার কথা শোনো কি না? আমি আজই যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়ের যোগাড় কচ্চি। তোমার কলকৌশল ফাঁদ ফন্দি, জারি জুরি সব ভাঙ্‌চি, দাঁড়াও।

ধনেশ্বর। (শশব্যস্তে স্বগত) সর্ব্বনাশ! হলে কি! লেঠা ঘটায় বুঝি। এইবার আমাকে ফাঁদে ফেলেচে। (প্রকাশে) ওগো, শোনো। আচ্ছা, তরলাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার নতুন জড়োয়া গহনা দেবো।

ভামিনী। তুমি এখনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে আমার হাতে দাও। আমি জহরীদের ডাকিয়ে পসন্দসই জড়োয়া গহনা কিনে দিচ্চি। তোমার উপর আমি নির্ভর কোরে নিশ্চিন্তি থাক্তে পারিনি। তোমার পলকে পলকে কথা পাল্‌টায়।

ধনেশ্বর। (সবিষাদে স্বগত) উগ্রচণ্ডার হস্তে রক্তবীজ পপাত ধরণীতলে। আর উপায় নাই—পথ নাই—আলোক নাই—রক্ষা নাই। উঃ, একেবারে মেরে ফেল্লে—সেরে ফেল্লে! (প্রকাশে) ওগো চল তবে। লোহার সিন্দুক খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিগে। (স্বগত) যক্ষের ধন রক্ষা হয় না। পঞ্চাশ হাজার টাকাই মাটি! পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরাৎ বেচ্‌তে গেলে বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। নগদ টাকার গুণ মেয়ে মানুষে বুঝ্‌লে কি সুখই হোতো। পুরুষ কি আর স্বর্গে যেতে চাইতো?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাম্‌টী গ্রামের কিঞ্চিৎদূরবর্ত্তী মাঠ—
মাঠমধ্যে একটি দীর্ঘিকা।
দূরে বৃক্ষমূলে জনৈক যুবসন্ন্যাসী
নীরবে উপবিষ্ট।

গান গাহিতে গাহিতে রাখাল বালকগণের প্রবেশ।

রাখাল বালকগণ। (নাচিতে নাচিতে গীত)

বৌ কথা ক না মুখ তুলে।
বৌ দেখ্ না চেয়ে চোক্ খুলে॥
এনেচি বকুলমালা, কোর্‌বে আলা,
তেল-চোয়ানো তোর চুলে॥

মিশি দাঁতের হাসিটি বেশ,
মুখখানি বেশ ঢলঢোলে ;—
ডুরে শাড়ীর বাহার বড়,
আঁচলখানি ঝুলঝুলে ॥
হাতের শাঁখা ধপ্‌ধোপে বেশ,
ঝুম্‌কো ঢেঁড়ী দুল্‌দুলে ;—
সীথের সিঁদুর কাজল চোকে,
খয়ের গোলা টিপ্‌ জ্বলে ॥
হলুদমাখা অঙ্গখানি,
গাল দুটি বেশ তল্‌তোলে,—
কড়াই পানা সোণার দানা
দুল্‌চে দুদুল্‌ তোর্‌ গলে ॥

১ম বালক। ওরে স্যাঙাৎ! ঐ গাছ-তলায় ঐ একজন সন্ন্যিসী ঠাকুর বোসে আছে। কিছু আদায় করি চ। (সন্ন্যাসীর নিকটে অগ্রসর হইয়া)—ও সন্ন্যেসী ঠাকুর! কেমন বৌয়ের গান গাইলুম, একটা পয়সা দেও না, মুড়ি কড়াই খাব।

যুবসন্ন্যাসী। পয়সা নেহি হ্যায়।

১ম বালক। ও বুঝেচি। তোমার বউ নেই। নৈলে তুমি বৌয়ের গান শুনে একটা পয়সাও দিতে পাল্লে না?

২য় বালক। (প্রথম বালকের প্রতি) দূর ছোঁড়া! কে বোল্লে তোকে, এই সন্ন্যিসী ঠাকুরের বৌ নেই? বয়েস কত কাঁচা দেখ্‌চিস্‌ নি?

১ম বালক। হ্যাঁ সন্ন্যিসী ঠাকুর! তোমার বে হয়েচে? বউটি কত বড়?

যুব সন্ন্যাসী। (নিরুত্তর)

১ম বালক। ও ঠাকুর! আমার কথায় সাড়া দিলে না যে? বুঝেচি, তোমার বেশ দিব্যি বৌ আছে। কিন্তু বোধ হয় তোমার সঙ্গে ঝগড়া কোরেচে, তাই তুমি রাগ কোরে সন্ন্যিসী হয়েচ—কেমন না?

যুব সন্ন্যাসী। হামারা পাশ পয়সা নেহি—রূপেয়া হ্যায়।

১ম বালক। রূপিয়া কি? রূপো?

যুব সন্ন্যাসী। টাকা।

১ম বালক। তবে ভাই একটা দাও না। আমরা পনর ষোল দিন মুড়ি কড়াই খাবো।

যুব সন্ন্যাসী। (ঝুলি হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া) এই লেও।

১ম বালক। (টাকা লইয়া) তুমি গরীব সন্ন্যিসী নও, বড় মানুষ সন্ন্যিসী। নিশ্চয় তোমার বউ আছে! যদি না থাকে, তবে নিশ্চয় তোমার রাঙা টুকটুকে চাঁদের পান বৌ হবে। এক টাকা দিলে, কম নয়! লাক্‌ টাকার বৌ পাবে। দণ্ডবৎ সন্ন্যিসী ঠাকুর! তোমাকে আর একটা বৌয়ের গান শুনিয়ে, যাই আমরা মুড়ি কড়াই কিনে খাইগে।

(গীত)

কাঁচা সোনা, চাঁদের পানা,
বউটি তোমার দেখ্‌তে হবে।
মুখটি বোয়ের আঁচল-কোলে
ফুলটি যেন ফুটে রবে ॥
অঙ্গখানি রূপের ডালি,
আঙুলগুলি চাঁপার কলি,
বাউটী নেড়ে বউটি তোমায়
পানের খিলি তুলে দেবে ॥
আড়নয়নে দেখ্‌বে চেয়ে,
মুচ্‌কি হাসি পড়্‌বে ছেয়ে,
এমন সাধের বউটি তুমি
পাবে পাবে পাবে পাবে ॥

[রাখাল বালকগণের প্রস্থান

যুব সন্ন্যাসী। হা ভাগ্য!

পশ্চাদ্ভাগে একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর নিঃশব্দে প্রবেশ।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। উঠো, বেটা, চলো।

যুব সন্ন্যাসী। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলিয়ে, গুরুদেব! (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর যাইয়া) গুরুজী! সাম্‌টী গাঁওকে তরফ্‌ আপ্‌ কেঁও যাতে হ্যাঁয়?

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। উহাঁ আজ তুমারা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি।

যুব স। ক্যায়সা পরীচ্ছা, গুরুজী?

প্রৌঢ় স। চিত্ত তেরা স্থির হুআ কি নেহি, ওহি আজ ম্যায় দেখুঙ্গা।

যুব স। আচ্ছা, গুরুজী! সাম্‌টী গাঁওমে কোন্‌ চিজ্‌সে মেরা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি?

প্রৌঢ় স। আজ উহাঁ ধনেশ্বরকা বড়ী লড়্‌কী কি সাদি হোয়গি। তুম্‌ ওহি ঘটনা দেখ্‌ কর্‌ চঞ্চল হোও ক্যা অচঞ্চল রহো, ম্যায় নে উসিকা পরীচ্ছা করুঙ্গা। আজকো ঘটনা সে অগর্‌ ম্যায় দেখে যো তুম্‌ নির্ব্বিকার হুআ হ্যায়, তো তুম্‌কো যোগাভ্যাস শিখ্‌লাউঙ্গা। নেহি তো তুম্‌কো শিষ্যত্বসে খারিজ করুঙ্গা।

যুব স। আচ্ছা, গুরুজী! মুঝ্‌কো পরীচ্ছা কিজিয়ে।

প্রৌঢ় স। ঘাব্‌ড়াও গে তো নেহি?

যুব স। আপ্‌কো চেলা ঘাব্‌ড়াতা নেহি।

প্রৌঢ় স। জিতা রহো বেটা! আও অভি মেরা সাথ্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সাম্‌টী গ্রাম—ধনেশ্বরের বাটীর বহির্দ্বার।

দুইজন দ্বারবান্‌ দেউড়ীতে উপবিষ্ট।

(নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভৃত্যগণ বহির্দ্বার দিয়া যাওয়া আশা করিতেছে)

কিয়ৎকাল পরে প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

দ্বারবান্‌দ্বয়। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) পাঁও লগে, ঠাকুরজী!

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। জিতা রহো।

১ম দ্বার। আপ্‌কো ইহাঁ ক্যা দরকার হ্যায়?

প্রৌঢ় স। ইহ হবেলী ধনেশ্বর বাবুকো হ্যায়?

১ম দ্বার। জী।

প্রৌঢ় স। উন্‌কো বড়ী লড়্‌কী কি আজ সাদী হোয়গী?

১ম দ্বার। হাঁ ঠাকুরজী।

প্রৌঢ় স। কব্‌ লগন ঠিক্‌ হুয়া হ্যায়?

১ম দ্বার। আভি তো সাম উতর গয়ি। রাত দুপহরকো বিবাহকা লগন ঠিক্‌ হো চুকা হ্যায়।

প্রৌঢ় স। ভলা ভলা। অব্‌ তুম্‌ এক দফে যায়কে ধনেশ্বর বাবুকো খবর দেও যো, এক সন্ন্যাসী দরওয়াজামে খড়া রহা হ্যায়। উন্‌হে আপ্‌কো মুলাকাৎ মাঙ্‌তা হ্যায়।

১ম দ্বার। অচ্ছা, গুসাঁইজী।

প্রৌঢ় স। বর আ চুকা হ্যায়?

১ম দ্বার। হাঁ, মাধো নগরসে বর লেয়কে বর্‌কা বাপ্‌ আউর বহুত বরষাত্রির আ পহুঁছা। বরসভামে বর বইঠ্‌ রহা হ্যায়।

প্রৌঢ়-স। অচ্ছা, তুম্‌ বাবুকা পাশ জল্‌দি যাও।

[প্রথম দ্বারবানের বাটীমধ্যে প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে ধনেশ্বরের সহিত বাটীর দ্বার দিয়া পুনঃপ্রবেশ।

ধনেশ্বর। আপনিই আমার নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিলেন?

প্রৌঢ়-স। হাঁ।

ধনে। আপনার নাম?

প্রৌ-স। পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী।

ধনে। আপনার মঠ কোথায়?

প্রৌ-স। চন্দ্রশেখর তীরথ্‌মে।

ধনে। যাবেন কোথায়?

প্রৌ-স। কাশী।

ধনে। উত্তম। এখানে কি প্রয়োজন?

প্রৌ-স। ম্যায় শুনা হ্যায়, আজ তুমারা লেড়কীকি শুভ বিবাহ হোগা, তুমারা আউর তুমারা কন্যা কি মঙ্গলকে লিয়ে, তুম্‌কো এক বাৎ কহনে কো আয়া হুঁ।

ধনে। আজ্ঞা করুন।

প্রৌ-স। ম্যায় গণনা করকে দেখা হুঁ যো, তুমারা লেড়্‌কী কি কারণ এক প্রজাপতি যাগ করনা চাহি। নেহি তো ইহ বিবাহমে তুমারা কন্যা সুখিনী নেহি হোয়গি।

ধনে। (সবিস্ময়ে শশব্যস্তে) সে কি! বলেন কি! আচ্ছা সে যাগ্‌ কর্‌বে কে? কোথায় হবে? কি কি চাই?

প্রৌ-স। ম্যায় করুঙ্গা। তোমারা কালীবাড়ীমে প্রজাপতি যাগ হোগা। ঘৃত, তিল, কদলী, সিন্দূর, ফুল, যব, চন্দন; আউর এক জোড়া নয়া বস্তর চাহি।

ধনে। আচ্ছা তাই হবে। আর কিছু চাই?

প্রৌ-স। বস্‌, আর কুছ্‌ নেহি। এহি সব উপকরণ সমেত তুমারা বড়ী লেড়্‌কী কো লেকে কালীবাড়ীমে তুম্‌কো যানে হোগা।

ধনে। যে আজ্ঞে, আমি এখুনি যাচ্চি। আপনি অগ্রসর হোন্‌।

[প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(স্বগত) প্রজাপতি যাগটায় খরচ তেমন নয়, কুল্লে টাকা দেড়েক। অথচ মঙ্গলটা যোল আনা। এইতো আমি চাই। (দরোয়ানদের প্রতি প্রকাশে) যাও, তোম্‌ লোক্‌ জল্‌দি এই সব চিজ লেকে যাও। এই লেও দেড় রূপেয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাম্‌টীগ্রাম কালীবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ।

ছদ্মবেশী বর, বরযাত্রগণ, বাদ্যকরগণ, আলোকধারিগণকে লইয়া ছদ্মবেশী বরকর্ত্তা, প্রভৃতি লোকগণের বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ।

বরকর্ত্তা। সকলেই এসেচে ত? দূরে কেউ পোড়ে টোড়ে নেই ত?

১ম বরযাত্রী। না, সকলেই এসেচে?

বরকর্ত্তা। আচ্ছা, বেশ হয়েচে। কিন্তু এখানে আমাদের এত লোকের জিরোবার জায়গা হবে না। চল ঐ জমীটেয় গিয়ে বসি। বাজা রে বাজা। এসো হে এসো!

[বাদ্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাম্‌টীগ্রাম—কালীবাড়ী।

মন্দিরমধ্যে কালীমূর্ত্তি বিরাজিতা। সম্মুখে নাটমন্দির-মধ্যে এক পার্শ্বে যুব সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, অপর পার্শ্বে প্রৌঢ় সন্ন্যাসী প্রজাপতি যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত। তৎপশ্চাতে ও পার্শ্বে ধনেশ্বর, সরলা, পুরোহিত ও ভৃত্যগণ দণ্ডায়মান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে নেপথ্যে বাদ্য কোলাহল)

ধনেশ্বর। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে! বাইরে কিসের বাজনা বাজে, শীগ্‌গির দেখে আয়তো?

[ভৃত্যের প্রস্থান।

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।

ভৃত্য। আজ্ঞে কাদের বর যাচ্চে, মাঠে দম্‌ নিচ্চে।

(পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্য; এমন সময় হঠাৎ নেপথ্যে ভয়ঙ্কর সঙ্কেত-চীৎকার)

প্রৌ-স। (শুনিয়া উত্তর স্বরূপ সঙ্কেত চীৎকার)

অবিলম্বে উপস্থিত ছদ্মবেশী বর, বরকর্ত্তা, বরযাত্র প্রভৃতির লোকগণের বেগে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ।

বরকর্ত্তা ওরফে স্বরূপ। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) শীগ্‌গির বল, কই সে লোকটা?

প্রৌ-স। (নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ধনেশ্বরকে দেখাইয়া দেওন)

স্বরূপ। (সরোষে) হুঁ এই সে! (সবলে ধনেশ্বরের হস্ত বন্ধন করিতে করিতে অপর সকলের প্রতি) খুব হুঁসিয়ার। কালী-বাড়ীর চার দিক্‌ ঘেরাও করো, কেউ না পালায়। বিয়ে বাড়ী ঘেরাও হয়েচে তো?

১ম বরযাত্র ওরফে পাঁচু। এক হাজার লোক, ভয় কি? দুই জায়গাই ঘেরাও হয়েচে, পিঁপ্‌ড়ে পালাবারও পথ নেই। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) এই নেও তলোয়ার। (তরবারি প্রদান)

(এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া ধনেশ্বর প্রভৃতির অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

সরলা। (অত্যন্ত ভয়ে রোদন)

প্রৌ-স। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় নেই মা, ভয় নেই। (ছিরের প্রতি) ছিরু! মেয়েটিকে সান্ত্বনা কর।

স্বরূপ। (প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) আর বিলম্ব কেন?

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি গম্ভীর গর্জ্জনে) তোমাকে আজ পাপের উপযুক্ত ফল ভোগ কোর্ত্তে হবে।

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত ভয়ে) অ্যাঁ অ্যাঁ! আমি কি পাপ করেচি?

প্রৌ-স। তুমি সামান্য ধনলোভে দুটো গুরুতর মহাপাপ করেচো।

ধনে। (সবিস্ময়ে) দুটো গুরুতর মহা-পাপ!

প্রৌ-স। তেমন মহাপাপ তোমার মত মহাপাপী বই আর কেউই করে না।

ধনে। সে দুটো মহাপাপ কি কি?

প্রৌ-স। একটা শোনো;—যাদবেন্দ্র রায় নামে একটি দরিদ্র যুবা তোমার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে পুষ্করিণীর জল থেকে উদ্ধার কোরে প্রাণদান করেছিল কি না?

ধনে। হাঁ, কোরেছিল।

প্রৌ-স। তার প্রত্যুপকার স্বরূপ তুমি তার সঙ্গে তোমার এই কন্যা সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলে কি না?

ধনে। (মনের ভাব গোপন করিয়া) কই, তা তো—

প্রৌ-স। (সরোষে) আমার তরবারির দিকে চেয়ে কথা কও।

ধনে। (সভয়ে) হাঁ হাঁ, মনে হয়েচে। যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞাপূরণ কোরেচো কি ?

ধনে। না।

প্রৌ-স। কেন ?

ধনে। যাদবেন্দ্র দরিদ্র।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞার কাছে ধনী দরিদ্র কি ?

ধনে। আমার কন্যা পাছে কষ্টে পড়ে, তাই।

প্রৌ-স। যে ব্যক্তির দয়া তোমার কন্যাকে জীবন দান কোরেচে, তার সেই দয়া কি তাকে পথের ভিখারিণী কত্তো ?

ধনে। হাঁ—তা বটে—তবু—

প্রৌ-স। (সরোষে) তুমি আবার বৃথা বাক্যোচ্চারণ কোচ্চো। তুমি নিতান্ত ধনলোভী। ধনের জন্য ধনেশ্বর না কোত্তে পারে, এমন কর্ম্মই নাই। ধনী জামাতার পিতার নিকট অপর্য্যাপ্ত ধনলাভ কোর্ব্বে বোলে, দরিদ্র জামাতার মনোভঙ্গ কোরেচো, তাকে নির্জ্জীব কোরেচো। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও অপমান কোরেচো। আমি সকল সহ্য কোত্তে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের অপমান কখনই সহ্য কোত্তে পারি না।

ধনে। (নীরবে অধোমুখে দণ্ডায়মান)

প্রৌ-স। আর বিলম্ব কোত্তে পারি না। হয় তুমি যাদবেন্দ্রের হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সর্ব্বসাক্ষিণী আনন্দময়ীর সম্মুখে সম্প্রদান কর, নয় অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে মস্তকচ্যুত হও। (তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া) আমায় ক্ষমা কর। শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে সরলাকে সম্প্রদান কোত্তে বাগ্দত্ত হয়েচি, এখন তার অন্যথা কোল্লে আমার অধর্ম্ম হবে যে।

প্রৌ-স। (তীব্রবিদ্রূপরোষে)—তোমার ধর্ম্ম তো সকল কার্য্যেই জাজ্বল্যমান! বলি, নীলকান্তকে বাগ্দান কর্‌বার পূর্ব্বে যাদবেন্দ্রকে কি বাগ্দান কর নি ? হে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি! এতই যদি ধর্ম্মভয়, তবে সত্য বল দেখি, তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী যাদবেন্দ্র, কি নীলকান্ত ?

ধনে। (পুনর্ব্বার অধোমুখে নিরুত্তর)

প্রৌ-স। (সরোষে) মুখে উত্তর নাই কেন ? যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে কি না ? বল বল—নৈলে (তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (তরবারির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাণভয়ে শশব্যস্তে) দেবো দেবো দেবো। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) কিন্তু যাদবেন্দ্র তো আমার নিকট নাই। কিরূপে কন্যাসম্প্রদান-কার্য্য হবে ?

প্রৌ-স। মা আনন্দময়ী এখনি যাদবেন্দ্রকে এখানে এনে দেবেন। (যুবসন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া) যাদবেন্দ্র !

যুব সন্ন্যাসী। (গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু! (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! কি আশ্চর্য্য! আমার গুরুজী; কে ? বরাবর আমার কাছে হিন্দী কথা কইতেন, এখন আবার বাঙ্গলা কথা কইচেন। হা,

আমার কাছে একাকী আস্‌তেন, একাকীই থাক্‌তেন, আজ ইনি এত লোক পেলেন কোথা ? যে যে লোক নয়, সকলেই অস্ত্র-ধারী বীর। বরাবর গুরুজী আমাকে বোল্‌তেন, 'তোর যখন বিবাহ হয় নি, তখন তুই আমার শিষ্য হবার যোগ্য'। আজ আবার বিকেল বেলায় মাঠের পথে বোলেছিলেন, 'তুই যদি, আজ ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেখে চঞ্চল না হোস্‌, তবে তোকে যোগাভ্যাস করাবো, নৈলে শিষ্যত্ব থেকে খারিজ কোর্ব্বো'। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই গুরুজী আমারই হস্তে সরলা সম্প্রদানে উদ্যোগী। তাই তো, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে ? নিশ্চয় দেবতা।

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তুমি এই যুবকের হস্তে সরলা সম্প্রদান কর। মা আনন্দময়ীকে সাক্ষী মেনে, এর সঙ্গে সরলার বিবাহ দাও।

ধনে। (সবিস্ময়ে ইতস্তত করিতে করিতে) যাদবেন্দ্র কই ? এ যে সন্ন্যাসী। (সবিষাদে) হায় হায়, তোমার মনে কি এই ছিল ! আমার স্নেহের সরলাকে গৃহহীন, ধনহীন, সংসারের সর্ব্বসুখহীন একজন সন্ন্যাসীর গ্রাসে ফেলে দিলে !

প্রৌ-স। আমি তোমার ন্যায় প্রবঞ্চক নই। এই সেই যাদবেন্দ্র। এই-ই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ জামাতা। সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দর্শন কর। (স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া যুব সন্ন্যাসীর মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ধনেশ্বরের প্রতি) চিন্‌তে পেরেচো কি ?

যাদবেন্দ্র। (লজ্জায় অধোমুখে দণ্ডায়মান)

(ধনেশ্বর ও তদীয় লোকগণ অবাক্‌)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) কেমন, সন্দেহ মিট্‌লো কি ? না মিটে থাকে, তো তরবারির মুখে মেটাই। দুষ্ট বুদ্ধি, দুরভিসন্ধি, কূট-কৌশল, প্রতারণা, প্রবঞ্চনাপূর্ণ তোমার পাপ মস্তকটা বাড়িয়ে দাও।

ধনে। (দুঃখ, লজ্জা ও ভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! এ হলো কি ! আর না, দায়ে প'ড়ে মানে মানে কন্যাসম্প্রদান করি, নৈলে তলওয়ারের আঘাতে প্রাণ যাবে। (যাদবেন্দ্রকে সরলা সম্প্রদান করিতে করিতে প্রকাশে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী, ধর্ম্ম সাক্ষী, শ্রীমান্‌ যাদবেন্দ্র রায় বাবাজীউর হস্তে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান কোল্লেম। (কন্যা সম্প্রদান)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তোমার একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোলো, এখনো আর একটা বাকি। কিন্তু সেটার প্রায়শ্চিত্ত হবার অগ্রে, মধ্যে আর একটা কার্য্য কর।

ধনে। আবার কি কোত্তে হবে ?

প্রৌ-স। শ্রীমান্‌ নীলকান্ত রায় তোমার বাটী এসে, পিতার সঙ্গে ভগ্ন-হৃদয়ে, বিষণ্ণ-মনে, মলিন মুখে ফিরে যাবে, সেটা আমার সহ্য হবে না। তুমি এখনি আমার কএক জন অস্ত্রধারী লোকের সহিত তোমার ভৃত্য-গণকে পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার বাড়ীর বরসভা হতে তার পিতার সহিত তাকে এখানে আনাও। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা আর তোমার পত্নী ভামিনীকে আনাও। আনিয়ে, দেবী আনন্দময়ীর সমক্ষে শ্রীমান্‌ নীলকান্ত রায়ের হস্তে শ্রীমতী তরলাকে সম্প্রদান কর। শীঘ্র সকলকে আনাও।

ধনে। আমাকে আর বলা বাহুল্য, আমি তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে বধির

হয়েচি। তুমিই লোক পাঠাও। (স্বগত) ভাল প্রজাপতি যাগ যা হোক্।

প্রৌ-স। (নিজ দলস্থ কএক জন লোকের প্রতি) যাও তোমরা, ধনেশ্বর বাবুর ভৃত্যগণকে নিয়ে গিয়ে, তরলা ও তরলার মাতাকে এখানে আসৃতে বল। ঘেরা টোপ ঢাকা পাল্কী কোরে খুব সাবধানে আন। পিতার সহিত নীলকান্তকে আন। খুব সাবধান।

[ধনেশ্বরের ভৃত্যগণের সহিত পৌঢ় সন্ন্যাসীর কএক জন লোকের প্রস্থান।

ধনে। আমিও যাব?

প্রৌ-স। একবারেই যাওয়াচ্চি।

ধনে। (সাতঙ্কে স্বগত) অ্যাঁ বলে কি! (প্রকাশে) বড় তৃষ্ণা পেয়েচে। ঘটী চেয়েক জল!

প্রৌ-স। আমার কমণ্ডলুতে জল আছে, পান কর।

ধনে। (স্বগত) খাব কি? না, খাব না। এ গণ্ডগুলের কমণ্ডুলে বিষমিশনো জল আছে—ম'রে যাব। বিষজল খেয়ে মরার চেয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরা বরং ভাল।

প্রৌ-স। কই জলপান কোল্লে না?

ধনে। আমার জল-তৃষ্ণার শান্তি হয়েচে।

প্রৌ-স। (সপরিহাসে) কিন্তু ধনতৃষ্ণা কোটীগুণ বৃদ্ধি হয়েচে। সে তৃষ্ণা তুমি নিজে নিজে মেটাতে পারবে না, আমি এই তলোয়ারের চোটে মেটাবো। (ভয় প্রদর্শন)।

ধনে। (সভয়ে) তাও মিটেচে, তাও মিটেচে।

প্রৌ-স। উঁহু। তুমি ম'লেও সে তৃষ্ণা তোমার সঙ্গে নরকে যাবে।

বংশিধর রায়, নীলকান্ত রায়, তামিনী ও তরলাকে লইয়া পূর্ব্বলোকগণের পুনঃ প্রবেশ।

(কালীবাড়ীর ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া বংশিধর প্রভৃতির অত্যন্ত ভয় প্রকাশ ও রোদন।)

প্রৌ-স। ভয় নাই, ভয় নাই। কেঁদ না, ব্যাকুল হয়ো না। বংশিধর বাবু! হস্তে বিবাহসূত্রবদ্ধ পুত্রটি নিয়ে আপনাকে অগ্নি অগ্নি ফিস্তে হবে না। তবে সরলার বদলে তরলা। তা হোক, দুটিই পদ্ম-কলিকা। (ধনেশ্বরের প্রতি) বাবু! শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় বাবাজীউর হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা তরলাটিকে সম্প্রদান করুন। (স্বীয় তরবারি নাড়িতে নাড়িতে) আমার তলোয়ারখানায় শাণ দিতে হয় না—অক্ষয় ধার।

ধনে। এই যে আমিও সম্প্রদান কচ্চি। (নীলকান্ত রায়ের হস্তে তরলা সম্প্রদান করিতে করিতে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী—ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় বাবাজীউর হস্তে আমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা সম্প্রদান কল্লেম।

প্রৌ-স। (গম্ভীর স্বরে) এই বার তোমার দ্বিতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অৰ্দ্ধেকাংশ আমাকে দাও।

ধনে। (চমকিয়া উঠিয়া) সে কি!

প্রৌ-স। আমি তোমার অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি নিয়ে, তার মধ্যে নগদ টাকার চার ভাগের এক ভাগ আমার এই সকল পরমোপকারী ও পরম সহায় সহচরদের দেবো। বাকি তিন ভাগ নগদ টাকা এবং সমস্ত অৰ্দ্ধেক ভূসম্পত্তি আমার এই পরমস্নেহের পাত্র ও শিষ্য শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়কে প্রদান কোর্ব্বো।

ধনে। (শুষ্ক মুখে ব্যাকুলভাবে) হা,

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তো জোর কোরে যাদবেন্দ্রের হস্তে দিলে। শেষে জোর কোরে আমার ধনসম্পত্তিরও অর্দ্ধেক নেওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত?

প্রৌ-স। (রোষে গর্জ্জন করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক) কি বল্লে? ধর্ম্ম-সঙ্গত? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! মহাপাপিষ্ঠ, মহানারকী, মহা অধার্ম্মিক ধনেশ্বর সিংহ রায় অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীকে অধার্ম্মিক বোল্‌তে সাহস করে! শোনো ধনেশ্বর! অধার্ম্মিক আমি নই, অধার্ম্মিক তুমি! অধার্ম্মিক তোমার প্রাণ! অধার্ম্মিক তোমার মন! অধার্ম্মিক তোমার আত্মা! অধার্ম্মিক তোমার কর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোমার কায়া! অধার্ম্মিক তোমার ছায়া! তুমি অধর্ম্মে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ কোরেচো—শত শত লোককে পথের ভিখারী কোরেচো—শত শত অবলা বালার চক্ষে অশ্রুপ্রস্রবণ সৃজন কোরেচো—শত শত দীনহীন দরিদ্র প্রজার এক মুষ্টি অন্ন, একখানি ছিন্ন বস্ত্রেরও সংস্থান রাখনি। তুমি দুর্ব্বৃত্ত! তুমি নারকী! তুমি পিশাচ! তুমি দস্যু!

ধনেশ্বর। (উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া স্বগত) ওঃ! কি তীব্র মর্ম্ম-ভেদী বাক্য-কুঠার! আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত কোটী খণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল! ওঃ, অতি নিদারুণ! অতি অসহ্য!

প্রৌ-স। (সগর্জ্জনে) আর বিলম্ব কোত্তে পারিনি। (স্বীয় ভিক্ষার ঝুলী হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া) এই কাগজ, কলম, দোয়াত নেও। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্র রায়ের নামে তোমার অর্দ্ধেক ধনসম্পত্তির দানপত্র লেখো।

ধনে। (ইতস্তত করিতে করিতে স্বগত) হা রে ভাগ্য! বিভ্রাট আর সর্ব্বনাশের তো বাকি নেই। যদি দানপত্র না লিখি, মস্তক যাবে; যদি লিখি, পথের ভিখারী হব! হায় হায়, আজ কি অশুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়েছিল রে! ধনেশ্বরের অনেক যত্নের ধনসম্পত্তি আজ আচম্বিতে বন্যের জলে নদীর বাঁধভাঙার মত ভেঙে গেলো রে।

প্রৌ-স। (সগর্জ্জনে) এখনো বিলম্ব কেন? আমার বাক্য কি তোমার পাপ কর্ণে স্থান পাচ্চে না? আচ্ছা, আমার তরবারি তোমার পাপ মস্তকে স্থান পাক। আজ মহামাই আনন্দময়ীর সমক্ষে জগৎ-শত্রু মহিষাসুর বলিদান হোক্। (তরবারি উত্তোলন)

সরলা ও তরলা। (তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ভামিনী। (সরোদনে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যা-সীর প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি, সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমায় বিধবা কোরো না। আচ্ছা, উনি না হয় সমস্ত বিষয় সম্পত্তির এক আনা অংশ লিখে দিচ্চেন।

প্রৌ-স। (সরোষে ভামিনীর প্রতি) তুমি নিশ্চয় বিধবা হোলে। (ধনেশ্বরের প্রতি) ধনলোভী ধনেশ্বর! জন্মের মত একবার ধন স্মরণ কর। আজ নিশ্চয় তোমার শেষ দিন। (পুনর্ব্বার তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (প্রাণভয়ে) স্ত্রীলোকের কথাও আবার কথা! আচ্ছা, আমি আমার বিষয় সম্পত্তির একেবারে দু আনা অংশ দানপত্রে লিখে নাম স্বাক্ষর কোরে দিচ্চি।

প্রৌ-স। (সরোষে ধনেশ্বরের প্রতি) বটে, ধনলোভিন্, বটে! এখনো যে তোমার

সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার কচ্চিনি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য। ফের্ যদি আপত্তি কর, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দানপত্রে লিখিয়ে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নেবো!

ধনে। (সভয়ে স্বগত) অ্যাঁ! বলে কি! আর বাড়াবাড়ি কোর্‌রো না! পূরো যাওয়ার চেয়ে অর্দ্ধেক যাওয়াও ভাল। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (প্রকাশে) আচ্ছা, যাদবেন্দ্র রায়ের নামে আমার সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক দানপত্রে লিখে নাম সই কোরে দিচ্চি। (তদ্রূপকরণ)

প্রৌ-স। বংশিধর বাবু, পুরোহিত মশায়, আর এখানে ধনেশ্বর বাবুর পক্ষীয় যে যে লোক আছে, দানপত্রে সাক্ষিস্বরূপ স্ব স্ব নাম, সাক্ষর কর। (সকলের তদ্রূপকরণ) আমার হস্তে স্বাক্ষরিত দানপত্রখানি দাও।

ধনে। (সদুঃখে) এই নেও আমার অর্দ্ধেক প্রাণ। তোমার মনে এই ছিল! আমাকে আধমরা কোরে ছাড়্‌লে—দফা রফা কোল্লে! (রোদন)

প্রৌ-স। ছি ধনেশ্বর বাবু! তুমি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার পত্নীর সমক্ষে মেয়ে মানুষের মত কাঁদ্‌তে বোস্‌লে!

ধনে। (সরোদনে) জগতের নিয়মই এই,—এক জন কাঁদে, এক জন হাসে। আজ আমার কাঁদ্‌বার দিন, কাঁদি;—তোমার হাস্‌বার দিন, হাস। (ক্ষণকাল ভাবিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় মনের আবেগে স্বীয় কপালে আঘাত করিয়া সরলার প্রতি) হা বাঘিনি! তুই-ই আমার যত সর্ব্বনাশের মূল! কেন তুই বাঘের মুখ থেকে বেঁচেছিলি? কেন তোকে শিকারীরা আমার বাড়ীতে এনেছিল? কেন আমি আমার পত্নীর অনুরোধে তোকে লালনপালন কোরেছিলেম? নিজের কন্যার মত স্নেহমমতা কোরেছিলেম? পুষ্করিণীতে ডুবেছিলি তো মর্‌লিনি কেন? তুই মর্‌বি কেন? আমাকে ধনে প্রাণে মার্‌বি বোলেই আমার সোণার সংসারে ঢুকেছিলি! বাঘের গ্রাসেও যার প্রাণ যায় নি, সে যে আমার সর্ব্বনাশিনী হবে, আশ্চর্য্য কি? (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

প্রৌ-স। (অত্যন্ত বিস্ময়ে চমকিয়া) কি বোল্লে, কি বোল্লে, সরলা তোমার আপন কন্যা নয়? বাঘের গ্রাস থেকে শিকারীরা একে এনে তোমায় দিয়েচে? সত্য কথা?

ধনে। সত্য কথা।

প্রৌ-স। কতদিনের কথা?

ধনে। আজ নবম বৎসর চোল্‌চে।

প্রৌ-স। যখন শিকারীরা একে আনে, তখন কি মাস?

ধনে। পৌষ মাস।

প্রৌ-স। (অধিকতর চাঞ্চল্য সহকারে) আচ্ছা, সে সময়ে এর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল?

ধনে। (ভাবিয়া) ছিল।

প্রৌ-স। কি অলঙ্কার?

ধনে। গলায় পৈতের সুতোয় বাঁধা একটা রূপোর বড় মাদুলী।

প্রৌ-স। সে মাদুলীটে কোথা? আছে কি?

ধনে। আছে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

প্রৌ-স। কার কাছে?

ধনে। (প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মা আনন্দময়ীর কাছে। ওঁর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সেই মাদুলীটি ঝোলান আছে।

প্রৌ-স। কি অভিপ্রায়ে?

ধনে। এই কন্যা ব্যাঘ্রীর গহ্বর থেকে প্রাণ পেয়েছিল বোলে, আমার পত্নী ষোড়শোপচারে দেবী আনন্দময়ীর পূজা দিয়েছিলেন এবং এর মঙ্গলোদ্দেশে, এর সেই মাদুলীটিও আনন্দময়ীর হস্তে বরাবর ঝুলিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছা কোরেছিলেন। কার্য্যেও তাই করা হয়েছিল।

প্রৌ-স। সে মাদুলীটি একবার দেক্তে ইচ্ছা করি। পুরোহিতকে আন্‌তে বলুন।

(পুরোহিতের মন্দিরমধ্যে গমন ও মাদুলী আনিয়া প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান)

(ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে) মাদুলিটি আমি ভাঙি। (ভাঙিয়া তন্মধ্য হইতে কি বাহির করিয়া) এক জন একটা দীপ তুলে ধর তো, আমি ভূর্জ্জপত্র লিখিত এই রক্ষাকবচখানি পাঠ করি। (মনে মনে পাঠ করিয়া অত্যন্ত ভাববিহ্বল হইয়া) অ্যাঁ এ কি! (হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া ভূতলে তরবারি পতন) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি? না স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা। (সরলার প্রতি) মা আমার! মা আমার! বেঁচে আছিস্‌—বেঁচে আছিস্‌! আয় মা, কোলে আয়—তোর শোকসন্তপ্ত অভাগা পিতার কোলে আয় মা! (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দোন্মত্ত ভাবে) ধন্য দয়াময় হরি! ধন্য মা আনন্দময়ি! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই—স্নেহের অবধি নাই ভাবের অভাব নাই! আজ শুষ্ক মরুভূমিতে অনন্ত অমৃত সাগর উথ্‌লে উঠ্‌লো! আজ আমি মর্ত্তে না স্বর্গে? স্বর্গও অতি তুচ্ছ, আজ আমি স্বর্গাদপি স্বর্গে! আজ ধন্য হোলেম! বিধি আমার হারানিধি মিলিয়ে দিলেন। মন্দিরে ঐ আনন্দময়ী, কোলেও আমার আনন্দময়ী।

(এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলের অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ)

সকলে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনেশ্বর। (সবিস্ময়ে প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর প্রতি) তুমি কে?

স্বরূপ। ইনি আমাদের দলপতি ভীমভাম।

ধনে। ভীমভাম কে?

প্রৌ-স। (আনন্দোদ্বেগে ধনেশ্বরের পদতলে পতিত হইয়া) তোমার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বর। (কমণ্ডলুর জল লইয়া মুখভস্ম প্রক্ষালন ও কৃত্রিম জটাজূট শ্মশ্রু ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি সন্ন্যাসবেশ খুলিয়া ফেলিয়া) দাদা!

সকলে। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) অ্যাঁ! এ আবার কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনে। (বিস্ময়ে হর্ষোন্মত্ত হইয়া সাশ্রু নয়নে) ভাই রে! রতন রে! আমার হারানিধি রে! আয় আয়। (ঘনঘন আলিঙ্গন প্রদান)

ভামিনী। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, সন্ন্যাসীঠাকুর আমারই ঠাকুর পো!

স্বরূপ। (নিতান্ত বিস্ময়ানন্দে সহাস্যে) ভাই ভীম! এখন নিশ্চয় বুঝ্‌লুম, তুমি সে ডাকাত নও,—অদ্ভুত ডাকাত!

রত্নেশ্বর। (ঈষৎ হাস্যপ্রকাশ)

স্বরূপ। ধন্যি ভাই, তোমার চতুরালী! তোমার চতুর বুদ্ধির কাছে সবাই হার মেনেচে। তোমার জমীদার দাদা, তোমার ভাজ ঠাক্‌রুণ, তোমার চেলা ওরফে জামাই,

তোমার এই স্বরূপ, পাঁচু কোরে হাজারো সঙ্গী আজ ন্যাকা ভ্যাকা! সাবাস্ ভাই! বলিহারি যাই। তোমার চতুরালীর কুল কিনারা নাই। সাবাস্ ভাই ভীমভাম!—বাহবা অচ্যুতানন্দ সন্ন্যেসী ঠাকুর!—ধন্য শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর সিংহ রায় মহাশয়! (পরিহাসে) আর সব্‌সে ধন্য তোমার এই স্বরূপ দাদা! এত বছরেও তোমার লীলে-খেলার খেই ধোত্তে পারে নি!

রত্নেশ্বর। (হাস্যপ্রকাশ)

ধনে। ভাই রতন রে! ধর্ম্মেরই জয় হয়, তাই আজ তোকে পেলেম, তুইও আমাকে পেলি। একমাত্র ধর্ম্মের অমোঘ শক্তিতে আমাদের উভয়েরই কর্ম্মফল লাভ হলো। আমার কর্ম্মফল পরাজয়—তোমার কর্ম্মফল জয়! ভাই, ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

স্বরূপ। (সপরিহাসে ধনেশ্বরের প্রতি) ভাই, জমীদার মশয়! তোমার আজ যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল।

ধনেশ্বর। (স্বরূপের প্রতি) তোমার কথা মিথ্যা নয়। আমি আমার এই কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বরকে যার-পর-নাই দুঃখ যন্ত্রণা দিয়েচি। পৈত্রিক ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক রত্নেশ্বরের। কিন্তু আমা হেন নীচ ধনলোভী নারকী কি গর্হিত কার্য্যই না করেচে? আমার ভাই আমারই কল-কৌশলে ছলে বলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, পথের ভিখারী হয়ে, পত্নীর সহিত চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলো। তাই আজ আমার পাপের সমুচিত শাস্তি হলো।

রত্নেশ্বর। (সলজ্জে ও সসম্ভ্রমে) দাদা, যা হয়েচে,—হয়েচে, তার আর উল্লেখ কোর্‌বেন না। আমি আজ আমার স্নেহের কন্যাকে আপনার কৃপাবলে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে, সমস্ত মর্ম্মযন্ত্রণা ভুলে গিয়েচি। দাদা! আপনার আর আপনার পত্নীর দ্বারা আমাদের যত অনিষ্ট ঘটেচে, আজ তার শতগুণ ইষ্টলাভও হলো। ভাগ্যে আপনি সরলাকে লালনপালন কোরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাই তো আবার দেখ্‌তে পেলেম। (পদধারণ করিয়া) দাদা! আমি আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আপনাকে বিষ-বাক্যদংশনে যার পর নাই কষ্ট দিয়েচি, নিতান্ত অন্যায় কোরেচি, আমায় ক্ষমা করুন্।

ধনেশ্বর। (রত্নেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া) না, ভাই, তোমার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী।

ভামিনী। ঠাকুর পো! কমলা কই?

রত্নেশ্বর। (সদুঃখে স্বগত) কমলা এখন দ্রবময়ী। (দুইজন দস্যুর প্রতি) তোমরা শীঘ্র গুপ্তস্থান থেকে তাঁদের এখানে আন।

[লোকদ্বয়ের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। (কৃতাঞ্জলিপুটে) গুরুদেব! এই কি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা?

রত্নেশ্বর। (সহাস্যে) বৎস! আমি এইরূপেই চিত্তপরীক্ষা করি।

স্বরূপ। (সহাস্যে) উহুঁ, এর নাম চিত্তপরীক্ষে নয়। এর নাম ভাঙাকে গড়া! আমি জানি, গড়াকে অনেকে ভাঙ্‌তে পারে, যেমন ধনেশ্বর জমীদার বাবু; কিন্তু ভাঙাকে গড়্‌তে পারে, এমন লোক প্রায় পাওয়াই যায় না। আজ সৌভাগ্যির বলে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম ভীমভাম! অচ্যুতানন্দ সন্ন্যেসী! রত্নেশ্বর সিংহ রায় বা অদ্ভুত ডাকাত!

ধনেশ্বর। ভাই রতন! আমার নিতান্ত ইচ্ছা, তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে এই সাম্‌টী গ্রামের পৈত্রিক বাটীতেই বাস করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আপনি যা বোল্‌চেন, তা সত্য; কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লেম, নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি বাতাসের আভাস পেলে আবার ভীষণ বেগে জ্বলে উঠ্‌তে পারে।

ধনে। না, ভাই, কোন চিন্তা নাই। অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ নয়—অগ্নি নির্ব্বাপিত।

রত্নেশ্বর। (স্বগত) অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত।

ধনে। এস, আবার পূর্ব্বের ন্যায় দুই ভায়ে মিলে বাস করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আমি স্বতন্ত্র থাক্‌তেই মনস্থ করেছি।

ধনে। (স্বগত) রতনের মন একবারে ভেঙে গেচে, আর যোড়া লাগ্‌বে না। (প্রকাশে) আচ্ছা, ভাই, যা ভাল বিবেচনা কর, তাই হোক্।

রত্নেশ্বর। বংশিধর বাবু! আমি যদি আপনার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার কোরে থাকি, মাপ করুন। এক্ষণে আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে বৈবাহিক মহাশয়ের বাটীতে বিশ্রাম করুন গে। কল্য প্রাতে মাধবনগরে যাবেন। (ধনেশ্বরের প্রতি) দাদা! আজই আমি আমার অর্দ্ধেক অস্থাবর সম্পত্তি আমার নব-নিবাস কপিলপুরে পাঠাব। অর্দ্ধেক স্থাবর সম্পত্তির পাকা বন্দোবস্ত কর্‌বো। আর এক কথা, আমার প্রাপ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে আপনাকে সাড়ে সতের হাজার টাকা ফেরৎ দেবো।

ধনে। আচ্ছা, ভাই, সমস্তই আজ ঠিক ঠাক্ কোরে নেও, কিন্তু তোমার সম্পত্তি থেকে সাড়ে সতের হাজার টাকা ফিরে দেবে কেন?

রত্নেশ্বর। ২রা বৈশাখ মধুসূদনপুরের চটীতে আপনার যে চৌত্রিশ হাজার তিন শো পঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে লুটে নিয়েছিলো, আমিই তার মূল। সুতরাং সে টাকার অর্দ্ধেক আপনার প্রাপ্য।

ধনে। (সবিস্ময়ে) বল কি রতন! তুমিই তার মূল! তুমি ভাই অদ্ভুত ডাকাতই বটে!

বেগে পূর্ব্ব দুইজন লোকের সহিত মহামায়া
ও দ্রবময়ীর প্রবেশ।

মহা। (শশব্যস্তে) কই, কই? (যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া) এই যে, এই যে, বাপ্ আমার, বাপ্ আমার! এম্নি কোরে কি মাকে কাঁদাতে হয়। (আনন্দাশ্রুবর্ষণ)

যাদবেন্দ্র। (আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে) মা! মা! (পদমূলে পতন)

ভামিনী। (দ্রবময়ীর প্রতি) কমলা! কমলা! আজ তোমায় দেখে বড় আনন্দ পেলেম।

কমলা। (অধোমুখে নিরুত্তর)

রত্নেশ্বর। কমলে! স্বপ্নের অগোচর আনন্দ! আজ তোমার হারানিধি বিধি মিলিয়ে দিয়েচেন। (সরলার হস্ত ধারণ করিয়া) কমলে! এই সেই তোমার ব্যাঘ্র-হৃত স্নেহের কন্যা। কোলে কর—বুকের আগুন নিবে যাক্।

কমলা। (সীমাতীত আনন্দে বিহ্বল হইয়া) এই সেই আমার মা! (মূর্চ্ছা ও রত্নেশ্বরের শুশ্রূষায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উপবেশন করত) কই আমার! চক্ষের জলে দেক্তে পাইনি যে।

রত্নেশ্বর। এই যে দাঁড়িয়ে আছে!

কমলা। (সানন্দে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া) মা আমার! একবার চাঁদমুখে আমাকে মা বোলে ডাক্। তোর কাছে ন বছরের মা বলা পাওনা আছে। একবার মা বল্।

সরলা। (সবিস্ময়ে ভামিনীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ)

ভামিনী। (সাশ্রুনয়নে সরলার প্রতি) মা সরলা! আর আমার মুখের দিকে চাচ্চিস্ কেন? আমি তোর ধাই মা, যার কোলে বোসেচিস্, ঐ তোর আপনার মা! কমলাকে মা বল্ মা?

সরলা। (কমলার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুমধুরস্বরে) মা!

কমলা। (সাশ্রুনয়নে রত্নেশ্বরের প্রতি) ওগো! শোনো শোনো, আমার নীরব বাঁশীর সুর বেজে উঠ্‌লো। কান জুড়িয়ে গেলো—প্রাণ গোলে গেলো। (সরলার প্রতি) আবার মা বল্ মা?

সরলা। মা!

কমলা। আবার?

সরলা। মা!

কমলা। আবার?

সরলা। মা!

স্বরূপ। (সানন্দে) পাঁচু রে! তুই গান বাধ্‌তে জানিস্। ওরে, আজ এই মা মেয়ের মা বলার গান বেঁধে আমায় শোনা রে! ওরে আমিও কেন সরলা হলুম না রে! এম্নি কোরে কমলা দেবীর কোলে বোসে মা বোলে ডাকতুম রে!

ভামিনী। (কমলার প্রতি) কমলা! তোমার স্নেহের হারানিধি আমার কাছে এত দিন জমা ছিল, আজ তোমার কোলে ফিরে দিয়ে অঋণী হলেম। (সাশ্রুনয়নে সরলার প্রতি) মা সরলা! মা পেলি, আমাকে ভুলে গেলি। এইবার আমাকে শেষবার মা বোলে ডাক্। তোর মধুমাখা মা কথাটি কানে রেখে যাবজ্জীবন ফাঁকে ফাঁকে তোর চাঁদমুখখানি ভাবিগে। হা আমার সোণার প্রতিমা চণ্ডী-মণ্ডপ আঁধার কোরে চোল্লো!

কমলা। (সান্ত্বনাবাক্যে ভামিনীর প্রতি) কেন, দিদি! কাঁদ্‌চো? তুমিই সরলার মা! আজ কার দয়ায় আমি হারা মেয়ে আবার পেলেম?

ভামিনী। কমলা! সরলাকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখো—নিজের প্রাণের চেয়ে আদর কোরো।

কমলা। দিদি, সরলাকে তুমি কাছে রাখো। তোমাকে কষ্ট দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাব না। মেয়ে আমার বেঁচে আছে, এই দেখে আমি সকল শোক ভুলে গিয়েচি।

ভামিনী। বোন্! আমার পালা ফুরিয়েছে—এবার তোমার পালা। (সরলার প্রতি) সরলা! মায়ের কোলে বোসে একবার আমাকে মা বল্।

সরলা। (ভামিনীর প্রতি) মা!

ভামিনী। (সরলার মুখচুম্বন করিয়া) মা আমার! চিরকাল নীরোগ শরীরে সুখ-সোহাগে মায়ের কোল জোড়া কোরে থাক গে।

[প্রস্থান।

কমলা। (শশব্যস্তে) দিদি! দিদি!

ভামিনী। (নেপথ্য হইতে) আর না বোন, আর মায়া বাড়াস্ নি।

রত্নেশ্বর। (সানন্দে মহামায়ার প্রতি)

মহামায়ে! আজ তোমার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ কোল্লেম, (যাদবেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) এই তো পেলে তোমার হারানিধি। আবার কিয়দংশ পরিশোধ করি। (সরলার হস্ত ধরিয়া) এই নেও তোমার পুত্রবধূ। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আজ আমাদের একটা বড় দরের সম্বন্ধ ঘটলো। তুমি আমাদের বেহান্ হোলে।

মহা। (সরলাকে ক্রোড়ে লইয়া সানন্দে) মা আমার! মা আমার! তোকে কি যৌতুক দেবো, খুজে পাইনি। আমার অচল স্নেহরত্ন তোকে দিলেম। (মুখচুম্বন)

রত্নেশ্বর। (যাদবেন্দ্রের প্রতি) বৎস যাদবেন্দ্র! ভগবান্ হরির কৃপায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। তোমাদের দুহাত এক কোরে দিলেম। আজ আমি নিতান্ত সৌভাগ্যবান্। আমার হারানিধি কন্যা পেলেম—আবার তোমাকে জামাতা পেলেম। প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি নবপত্নীর সহিত যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। আমি আমার দাদা মহাশয়ের নিকট হতে আমার প্রাপ্য বিষয় পেয়েচি। তার চতুর্থ ভাগ বাদে অবশিষ্ট তিন ভাগ তোমার। চতুর্থ ভাগ আমার স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি সহস্র হিতৈষিগণ ভাগ কোরে নেবে।

যাদ। গুরুদেব! আজ আমি গুরুদক্ষিণা দিতে মনন কোরেচি। অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ কোল্লে নিতান্ত বাধিত হব।

রত্নে। (সহাস্যে) কি গুরুদক্ষিণা দেবে, বাবা?

যাদ। যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার কৃপায় লাভ কোল্লেম।

রত্নে। না, বৎস! সে সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমারই থাক্। আমি তা কখনই দক্ষিণা-স্বরূপ গ্রহণ কোর্ব্বো না।

যাদ। (সদুঃখে) তবে আমার আপনার শিষ্য হওয়াই বৃথা। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হলেম।

রত্নে। গুরুদক্ষিণা না দিলে যদি তোমার মনস্তুষ্টি না হয়, আচ্ছা, তবে একটি টাকা গুরুদক্ষিণা দিও।

যাদ। (সবিস্ময়ে) সে কি!

রত্নে। বাবা, তাই আমার যথেষ্ট। আমি ভগবান হরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি, তুমি যেমন অনেক কষ্ট পেয়েচ, এইবার তেমনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হয়ে আমার স্নেহের কন্যা সরলার সহিত চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। আমার বা কমলার তোমরাই ঐশ্বর্য্য।

যাদ। তবে আপনি এবং শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আমাদের অভিভাবক হয়ে চিরকাল রক্ষণাবেক্ষণ করুন্। দরিদ্র ধনী, ধনী ধনীর আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে না থাক্‌লে ধনমর্ম্ম বুঝ্‌বে না। হয় তো, নানা প্রলোভনে পোড়ে এবং স্বার্থপর কপটবন্ধু ও প্রবঞ্চক হিতৈষীদের কুহকে মোহিত হয়ে, অল্প দিনেই উৎসন্ন যাবে।

রত্নে। আচ্ছা, বৎস! আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেম।

স্বরূপ। ভাই ভীমভাম! তুমি এখন তোমার নতুন জামাইকে নিয়ে কোথা বাস কোর্‌বে?

ভীম। যে ভূমি আমাকে ঘোর বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছিল, সেই কপিলপুরে। আমি তার মস্তকে একটি সামান্য কুটীর নিৰ্ম্মাণ কোরে দুঃখিনী পত্নীর সহিত এত দিন

বাস কোচ্ছিলেম, এইবার তার মস্তকে বৃহৎ অট্টালিকারূপ চূড়াভূষণ স্থাপন কোরে জামাতা, কন্যা, মহামায়া ও কমলার সহিত বাস ক'র্ব্বো। আর তোমাদের সকলকেও সেই কপিলপুরে বাস করাবো। (মহামায়ার প্রতি) মহামায়ে! কপিলপুরে তোমার কন্যা স্নেহময়ীর শ্বশুরালয়। এখন তুমিও সেই গ্রামে তোমার পুত্রের সহিত বাস কোর্ব্বে। কিন্তু তোমার কন্যা যে সামান্য অবস্থায় থাক্‌বে, সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব তাকে এক লক্ষ টাকা নগদ দেবো এবং একখানি উত্তম ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়ে দেবো। তোমার কন্যা তোমার জামাতার সহিত সুখে থাক্‌বে।

স্বরূপ। অনেকে অনেক দিলে, অনেকে অনেক পেলে; কিন্তু ধনেশ্বর বাবু কেবল দিলে, পেলে না কিছু। আহা বেচারীকে কিছু দেওয়া উচিত নয় রে পাঁচু?

পাঁচু। খুব উচিত। বড় বাবুকে কি দেবে, সদ্দার?

স্বরূপ। বড় বাবুর উপযুক্ত ছোট বাবু—অদ্ভুত ডাকাত!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

চন্দ্রাবলী

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম। সুদাম। সুবল। মধু-মঙ্গল। আয়ান। গোবর্দ্ধন। চন্দন।

স্ত্রী।

রাধা। চন্দ্রাবলী। ভারুণ্ডা। শৈব্যা। তারা। সুবেলা। পদ্মা।

প্রথম অঙ্ক।

বৃন্দাবনযমুনাতট।

শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। (বিরহযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গীত)

—আড়াল থেকে, চোকে দেখে কষ্ট হল ভারি,

আর থাকতে নাহি পারি!

উঃ! যাই রে!—যাই রে! যাই রে!

চন্দ্রাবলী চাঁদের পারা যেন সোণার পরী,

হায় রে, মরি মরি!

কিসে পাই রে—পাই রে—পাই রে!

উহু! পলে পলে, বিরহানলে, মলেম জ্বোলে। রূপের কলি চন্দ্রাবলী! আমি কৃষ্ণ কালো অলি! মিলন বিনে আর বাঁচিনে, আর পারিনে থাকতে। হায়, আর কি পাব দেখতে! গাছের আড়ালে, ঘোমটা খুলে, বদন তুলে মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত,—দেখা দিয়ে, প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেলো, আমার কোরে হত! দেখার চেয়ে না দেখা ভাল। চোক থাকার চেয়ে কাণা হওয়া ভাল। আমি একে কালো, হলেম আরো কালো পোড়া বিরহের তাপে। গা কাঁপে, পা কাঁপে, তাপের জ্বালার দাপে। রূপসীর রূপ আর কিছুই নয়, চিতের আগুন। জ্বালতে হয় না, আপনি জলে; নেভে না সাত সিন্ধুর জলে! হলুম খুন—হলুম খুন! তপ্ত ভূঁয়ে পড়ি শুয়ে, যদি বিষে বিষক্ষয় হয়। (ভূতলে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল পরে) বাপ্‌! দ্বিগুণ তাপ! কার সাধ্যি সয়! যাই তাড়াতাড়ী ঝাঁপিয়ে পড়ি, যমুনার জলে; যা থাকে কপালে। (ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

সহসা বালকবেশে চন্দ্রাবলীর বেগে প্রবেশ।

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া) হাঁ হাঁ হাঁ। কর কি! কর কি!

কৃষ্ণ। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

চন্দ্রা। কেন, কেন, কেন?

কৃষ্ণ। এখনি পুড়ে মরবে।

চন্দ্রা। কি পুড়ে মরবো!

কৃষ্ণ। ভয়ঙ্কর বিরহানল।

চন্দ্রা। তবু কত বড় ভয়ঙ্কর?

কৃষ্ণ। লাখ দশ লাখ আগ্নের গিরি। পালাও আমার হাত ছেড়ে, নৈলে তোমার হাত যাবে পুড়ে।

চন্দ্রা। তোমার হাত তো নয় গরম, বেশ ঠাণ্ডা নরম।

কৃষ্ণ। তুমি হাজার হোক, ছেলেমানুষ, বুদ্ধি হুঁস্, এখনো তোমার কম। তাই তুমি আমার হাতের ভাব বুঝতে পাল্লে না।

চন্দ্রা। না হয় বুঝিয়ে বল ?

কৃষ্ণ। আমার হাত যে গরম নয়, তার কারণ আছে। বিচ্ছেদবিকারে নাড়ী ছেড়ে গেছে, ঠাণ্ডা তাই। কিন্তু, ভাই, উপায় নাই—যাই যাই। বুকের মাঝে বিরহ আগুন, জ্বোল্‌চে ন-গুণ। ছাড় ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। তা হলেই যে সর্দ্দিগর্ম্মি হবে, মারা যাবে।

কৃষ্ণ। বল কি, একেবারে সর্দ্দিগর্ম্মি !

চন্দ্রা। তা বই কি ? একে বিচ্ছেদের জলন্ত অনল, তায় যমুনার ঠাণ্ডা জল ; একৃশা হ'লে কি আর রক্ষে আছে ? সর্দ্দিগর্ম্মি তোমার মাথার কাছে।

কৃষ্ণ। তবে এ বিচ্ছেদাগ্নি কিসে নেভে ?

চন্দ্রা। দেখ না ভেবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, কদম গাছের ডাল ধোরে, ঝুলে পোড়ে, দোল খাই। বিচ্ছেদ আগে হাওয়া লেগে ঠাণ্ডা হবে, কেমন ভাই ?

চন্দ্রা। যদি দোলার চোটে, কদম ডাল করে মড়াৎ, তা হলেই যে ভুঁয়ে পড়াৎ ! যদি আবার পেট চেপে পড়, তা হলেই ভড়াৎ।

কৃষ্ণ। তবে কি আমার, অকূল পাথার, না জানি সাঁতার, ঘোর ঘোরাকার, দারুণ আঁধার, বিরহ-আগুন নিবে্ব না ?

চন্দ্রা। বলি, ওহে কালা ! কার বিচ্ছেদ-আগুনের জ্বালা, কোচ্চে তোমার ঝালাপালা ?

কৃষ্ণ। উঃ ! ছাড় ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। ফের্ অমন কর তো, বাঁধ্‌বো এনে দড়ি।

কৃষ্ণ। তবে আবার দিইগে গড়াগড়ি।

চন্দ্রা। উহুঁ উহুঁ। গড়াগড়ি দিলে, খোরে গোখ্‌রো সাপের মত মালা ছিঁড়ে যাবে—ময়ূর-চূড়া পোড়ে যাবে—হল্‌দে ধড়া কুঁক্‌ড়ে যাবে—কালো অঙ্গ আরো কালো হবে—ধূলোয় ধূসর হবে। বাঁশীর ছেঁদা বুজে যাবে। কি বাজাবে ?

কৃষ্ণ। (গীত)

যাক্ ছিঁড়ে যাক্ গোড়ে মালা—ফর্দ্দা কাঁই।
যাক্ পোড়ে যাক্ ময়ূর-চূড়া—চুলোর ছাই ॥
হল্‌দে ধড়া কুঁক্‌ড়ে যাক্,
তেলোক-ফোঁটা মুস্‌ড়ে যাক্,
তাই চাই।
কালো অঙ্গ হোক্‌গে কালো,
লাগুক্ ধূলো, বোয়ে গেলো,
বাঁশীর ছেঁদা বুজুক্, ভাই ॥

চন্দ্রা। ইস্, তাইতো ! তবে যে দেখ্‌চি, তোমার বিরহানল ভারি বেয়াড়া।

কৃষ্ণ। আর দিও না চাড়া।

চন্দ্রা। এ বিরহানলের কে গোড়া ?

কৃষ্ণ। তোমায় বোল্লে কি হবে ?

চন্দ্রা। তাকে পাবে।

কৃষ্ণ। তুমি পাওয়াবে !

চন্দ্রা। হুঁ।

কৃষ্ণ। সে রাধার জ্যেঠতুতো বোন্, বুঝ্‌লে কি ?

চন্দ্রা। ও ! চন্দ্রাবলী !

কৃষ্ণ। (নাম শুনিয়া অস্থিরচিত্তে) হিহিহি-হিহি—হিহিহিহিহি—হিহিহিহিহি। (কম্প)

চন্দ্রা। হিহি কোচ্চো কেন ? কাঁপ্‌চো কেন ? শীত লেগেচে ?

কৃষ্ণ। তোমার কাছে লেপ আছে ?

চন্দ্রা। না।

কৃষ্ণ। তবে যা।

চন্দ্রা। এই এখুনি পুড়ে ছার খার হচ্ছিলে, আবার ভূমিকম্পের মত কাঁপুনি ধোল্লো কেন ? তোমার গরম নরম বোঝা ভার।

কৃষ্ণ। এইবার আমার বিরহ-বিকার।

চন্দ্রা। বিরহ-বিকার, না বিরহ-বাই?

কৃষ্ণ। তাই বটে, ভাই! বাই বই কম্প কই?

চন্দ্রা। আচ্ছা, হঠাৎ অমন গরম, এমন নরম হল কেন?

কৃষ্ণ। তুমি যে বরফমিশুনো সুধা আমার কানে ঢেলে দিলে। তাই কন্‌কনে শীত, হ'তে নারি চিৎ; বুকে চেপে হাত, হয়ে থাকি কাৎ।

চন্দ্রা। কাৎ হলেই সন্নিপাত।

কৃষ্ণ। যার নাম একবারে কাৎ?

চন্দ্রা। অথবা নিপাত।

কৃষ্ণ। তব্ তো বড়া মুস্কিল কি বাৎ! (ভাবিয়া) আচ্ছা, এক কাজ করি, ভন্‌ভনিয়ে ঘুরি। নরম যাবে, গরম হবে। (চন্দ্রাবলীর হাত ধরিয়া বেগে চতুর্দ্দিকে ঘূরণ)

চন্দ্রা। আরে আরে, কি কর! আমায় ছাড়ো। তোমার বিরহের হুড়ো, আমি যে হলুম গুঁড়ো। কি বালাই! ছাড়ো—পালাই।

কৃষ্ণ। তা হবে না, ভাই। চন্দ্রাবলী চাই, নৈলে ছাড়ান নাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা, দেবো তাই।

কৃষ্ণ। তবে বস্। ঘূরপাক বন্ধ।

চন্দ্রা। আচ্ছা, ভাই, কালা! চন্দ্রাবলীর তরে যদি এত জালা, তবে আজ রাত্রে তার কুঞ্জে চুপ্ চুপ্ যাও না কেন? সুখের মিলন হবে, সখের ঝুলন হবে।

কৃষ্ণ। না, বন্ধু! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আমার যাওয়া বড় শক্ত কথা।

চন্দ্রা। কেন?

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী ভাকুণ্ডা, যেন উগ্রচণ্ডা! স্বামী গোবর্দ্ধন, যেন তীর্থের পাণ্ডা, একে ষাণ্ডা, তায় হাতে ডাণ্ডা! আয়ানকে আছে পার, গোবরার কাছে ঘেঁসা ভার।

চন্দ্রা। (গীত)

জ্বালা খেলা, তোমার কালা,
দিন দু'বেলা কতই ঢং।
ব্রজের বালা, ঝালাপালা,
আলার জ্বালা তোমার রং॥
আয়ানকে ঠকিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে,
রাধার কুঞ্জে যাও,
পানের খিলি খাও,
আড়-নয়নে চাও,
প্রেম-পাঁচালী গাও,—
তবে কেন হে, চাও দেখিতে
চন্দ্রাবলীর টং?॥

রাধাকে যদি ছাড়তে পার, চন্দ্রাবলীর আশা কর। দু নৌকোয় দিলে পা, পার হতে পারবে না।

কৃষ্ণ। রাধাকে ছাড়লে, চন্দ্রাবলী পাবো?

চন্দ্রা। পাবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, ছাড়লুম।

চন্দ্রা। দিব্যি কর।

কৃষ্ণ। কি দিব্যি।

চন্দ্রা। আমার দিব্যি।

কৃষ্ণ। তুমি কে?

চন্দ্রা। চন্দ্রাবলীর ঘটক।

কৃষ্ণ। সত্যি?

চন্দ্রা। সত্যি।

কৃষ্ণ। (বগল বাজাইতে বাজাইতে সানন্দে) তবে আর কি, মার দিয়া কেল্লা।

চন্দ্রা। সে ভারি শক্ত পাল্লা।

কৃষ্ণ। সে কি, ঘটক ভাই?

চন্দ্রা। আগে দিব্যি করা চাই।

কৃষ্ণ। তোমার দিব্যি, তোমার দিব্যি, তোমার দিব্যি, রাধার কুঞ্জে আর যাব না।

চন্দ্রা। চন্দ্রাবলীরও দিব্যি কর।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিব্যি, রাধার কুঞ্জে আর যাব না—যাব না—যাব না।

চন্দ্রা। তবে এই নেও তোমার চন্দ্রাবলী (ছদ্মবালক-বেশ পরিত্যাগ)

কৃষ্ণ। (সবিস্ময়ে গীত)

মেঘের কোলে লুকিয়েছিল চাঁদ্ আমার।
মেঘ সরিয়ে দেখা দিলে চাঁদ আমার॥

দেখা দিয়ে, তা'পত হিরে,
জুড়িয়ে দিলে চাঁদ আমার।
বিরহ-জ্বালা, নিবিয়ে দিলে,
রূপের সুধায় চাঁদ আমার॥
যমুনার তটে, উঠিল ফুটে,
চন্দ্রাবলী চাঁদ আমার।
পিয়াসী চকোরে, দেহ প্রেম-সুধা,
আশা-ভালবাসা চাঁদ আমার॥

চন্দ্রা। (গীত)

প্রাণের প্রাণ তুমি আমার।
মাথার মণি তুমি আমার॥
গলার হার, সুধার ধার,
বীণার তার, তুমি আমার॥
কবরী ফুল, আশার মূল,
অকূলে কূল তুমি আমার॥

কৃষ্ণ। সুন্দরি! তুমি আমার, আমি তোমার।

চন্দ্রা। তবে কি হবে রাধার?

কৃষ্ণ। রাধা পুরাতন, তুমি নূতন। তুমি আমার মনের মতন, সাত রাজার ধন, অতুল রতন।

চন্দ্রা। মরি মরি, আমায় এত যতন! তবে আজ সাঁজের পরে, দয়া কোরে, আমার কুঞ্জে যেয়ো, শ্যাম! এই আমার মনস্কাম।

কৃষ্ণ। তোমার শাউড়ী, স্বামী যদি দেক্তে পায়?

চন্দ্রা। তারা যায় দেক্তে না পায়, করেচি তার সদুপায়।

কৃষ্ণ। সে কিরূপ?

চন্দ্রা। তবে শোনো, কালোরূপ!

(গীত)

সাঁজের বেলা আস্‌বো আমি,
তোমার কাছে কদম-তলে।
আমার আশায় আশায় থেকো,
ঠেসান্ দিয়ে কদম ডালে।
আন্‌বো বেনারসী শাড়ী,
চার গাছা মল, হীরের চুড়ী,
সাজিয়ে মেয়ে, যাব নিয়ে,
দেখ্‌বহাসি, মিতিন বোলে।
শাউড়ী স্বামীর লাগবে ধোঁকা,
কোর্‌বো দুটোয় পাকা বোকা,
এম্নি কোরে কুঞ্জে তোমায়,
আজ নে যাব নিশিকালে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে আয়ান ও দধিভারস্কন্ধে চঞ্চল গোপের বেগে প্রবেশ।

আয়ান। (সরোষে) মার, মার, মার, মার! কই, রে চঞ্চলা, বঞ্চনা রাধা কই?

চঞ্চল। চাই দই।

আয়ান। এই কি তোর দই বেচবার ঠাঁই?

চঞ্চল। না, দাদা ভাই। হাঁক্‌লে দই, আসে যদি তোর রাই রসময়ী।

আয়ান। (ভাবিয়া) আসে যদি। তবে আসে নি?

চঞ্চল। এসেছিল বইকি তোর রাইমণি।

আয়ান। তবে কোথা গেলো?

চঞ্চল। তাই তো দাদা, এ কি হলো!

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া) তুই ভারি মিথ্যেবাদী।

চঞ্চল। তোর মাথা খাই, মিথ্যে কই যদি।

আয়ান। তবে বল্ না, কোথা রাধা?

চঞ্চল। অ্যাঁ, তাই তো, দাদা!

আয়ান। তুই উল্লুক।

চঞ্চল। না, ভাই ভল্লুক!

আয়ান। তবে গাধা।

চঞ্চল। না, দাদা!

আয়ান। তবে বোকা!

চঞ্চল। না, শুঁকো খোঁকা!

আয়ান। তবে খড়িবাজ!

চঞ্চল। না, মহারাজ!

আয়ান। তবে ছুঁচো!

চঞ্চন। না, ঘুঁচো!

আয়ান। তবে বেহায়া!

চঞ্চন। না, ভায়া!

আয়ান। তবে ঢুঁষো!

চঞ্চন। না, মুষো!

আয়ান। তবে চুলোর ছাই!

চঞ্চন। না, মজা দাই!

আয়ান। তবে তুই ঢেঁকী!

চঞ্চন। না, ভাই গেঁকী!

আয়ান। তবে তুই ভূত!

চঞ্চন। না জটিলের পুত!

আয়ান। তবে হাতী।

চঞ্চন। না, নাতি।

আয়ান। তবে তুই প্যাঁচা!

চঞ্চন। না, ভাঙা খাঁচা!

আয়ান। কি বোল্লি? আমি ভাঙা খাঁচা?

চঞ্চন। তা নৈলে উড়ে পালায় রাই ময়না?

আয়ান। ফের বলি, কি বোল্লি? রাই আমার ময়না?

চঞ্চন। আরে, দাদা, রাই ময়না মাগী নয়, ময়না পাখী।

আয়ান। আচ্ছা, উড়্লো কোথা দেখা দিকি।

চঞ্চন। এগিয়ে আয় না।

আয়ান। সে আমার কোথাও যায় না।

চঞ্চন। তবে কি কোচ্চি তামাসা?

আয়ান। চোপ্ রাও, চাষা!

চঞ্চন। আহা, ভায়ার কি মিষ্টি ভাষা, খাস্তা খাসা, খিস্তী ঠাসা।

আয়ান। (সরোষে গীত)

রাখ্ তোর অনুপ্রাস, যদি তুই ভাল চাস্,

তা হলে এখনি দেখা রাই।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ! হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ!

নহে আর রক্ষে তোর নাই॥

রোজ রোজ মিছিমিছি,

কোরিস খালি খোঁচাখুঁচি,

কালার কাছে রাই এসেচে বোলে—

রে রে রে রে—রে রে রে রে!

রে রে রে রে—রে রে রে রে!

ঠেঙিয়ে মাথায় খুলিটে ওড়াই॥

(যষ্টি উত্তোলন)

চঞ্চন। (ভয়ে) দোহাই দোহাই! ঘাট হয়েচে, ভাই! তোর পায়ের কাদা খাই, আর কাজ নাই, এই আমি যাই। (গমনোদ্যোগ)

আয়ান। তা শুন্‌বো না, দেখ্‌লাও রাই।

চঞ্চন। রাই ছিলো, পালিয়ে গেলো; আর যদি না আসে?

আয়ান। তোর মুখ ঘোস্‌বো উলু ঘাসে।

চঞ্চন। তবেই যমের গ্রাসে!

আয়ান। তায় আর কি যায় আসে? জন্মা লেই মিত্যু, তবে কেন হোস্ ভিত্যু? পাপ কোল্লে ভুগ্‌তে হয়, মিথ্যা বোল্লে যমালয়, তবে কেন ভয়? বোস্ হাঁটু গেড়ে, আমি হুঙ্কার ছেড়ে, মারি তেড়ে বেঁশো লাঠী! কেসো রুগীর লাগুক দাঁতকপাটী, ফাটাফাটি।

চঞ্চন। ও ভাই আয়ান্, পড়ি তোর পায়।

আয়ান। তবে দেখা রাধায়।

চঞ্চন। সথে আবার সেই কথা!

আয়ান। বন্ধু! বাড়াও কাঁচা মাথা! নৈলে দেখাও রাই কোথা?

চঞ্চন। দাদা আয়ান! রাই রাই কোরে, তোর মাথা গেছে ঘোরে। উঃ, ভারি গরম! এখনি হবে নরম। আমার হাঁড়া থেকে, চোট্‌কে মেখে, থাবা থাবা দধি, শুষে মাল্লো তো গুণনিধি! ঠাণ্ডা হবে, আরাম পাবে, রাগটা যাবে।

আয়ান। রাখ্ তোর দই। রাধী কই?

চঞ্চন। (স্বগত) দফায় দফায় সেই কথা, নিচ্চয় আমার ভাঙবে মাথা! পালাই কোথা! —সায়ে আঁতা।

(নেপথ্যে বংশিধ্বনি)

(শুনিয়া প্রকাশে) ও দাদামণি! শুনচো বাঁশীর ধ্বনি! কেমন তান! প্রেমের গান! আকুল

প্রাণ। মেয়ে তো মেয়ে, ইচ্ছে হয় আমরাই যাই ধেয়ে। কালার বামে বাঁকা ঠামে—ঘোমটা খুলে, বদন তুলে, আড় নয়নে, ঘাড় বাঁকিয়ে, মুখের পানে থাকি চেয়ে।

আয়ান। (আলুথালুভাবে) তাই তো, রে ভাই, ভারি মিষ্টি আওয়াজ!

চঞ্চল। মিষ্টি বোলে মিষ্টি, ছুঁড়ী তো দূরের কথা, ছোঁড়াদেরও মন মজিবার আওয়াজ।

আয়ান। তবেই আমার মুণ্ডে আখণ্ড বাজ! সাজ্ মাজ, মুগুর ভাঁজ, ঝটকা মেরে শিকে গাঁজ্, ভাঙ্‌বো পীরিত ইটের পাঁজ।

চঞ্চল। হঠাৎ কেন হেন রাগ?

আয়ান। তোর কথাই সত্যি, হেথাই আমার মাগ! আজ রাই খেংলাবো—কানাই কোঁৎলাবো। গুঁড়ুবো বাঁশরী, যেন কড়াই মুশুরী!

চঞ্চল। ইস্! দাদার রাগ দেখ, ওজনে বিশ পস্থরী!

আয়ান। (বিবিধ আস্ফালন সহ গীত)

দম্ দমাদম্, মারবো বেদম্,
গরমাগরম্ লাঠির ঘা।

চঞ্চল। (তালভঙ্গে নাচিতে নাচিতে)

ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ, ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ!

(আয়ান পূর্ব্ববৎ গীত)

পেট ফাটাবো, পিট ফাটাবো,
হাড় গুঁড়ুবো, ভাঙ্গবো পা॥

চঞ্চল। (পূর্ব্ববৎ)—

ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ, ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ গীত)

খটমট খটমট ছুটবো ঘোড়া,
পটাপট্ পটাপট্ পিটবো কোড়া,
লটপট লটপট কেষ্টা ছোঁড়া,
ছটপট রেয়ের গা॥

চঞ্চল। (পূর্ব্ববৎ)—

ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ, ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ!

আয়ান। আয় চঞ্চল ভাই, ছুটে যাই। ঐ ঝোপে, থাকি চুপে চুপে। আবার, ফেলের সনে রাই আসবে হেথা, ঠেঙিয়ে ভাঙবো ছুটোরি মাথা।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর পুনঃ প্রবেশ।

চন্দ্রা। রসের সাগর শ্যাম নটবর! যত দেখি তোমার ও চাঁদ মুখ, ততই বাড়ে আমার অপার সুখ।

কৃষ্ণ। প্রেমময়ি! আমি কি দেখে এতই ভাল?

চন্দ্রা। (গীত)

তুমি যে কত ভাল, চিকণ কালো,
বলবো কত একটি মুখে?
রূপের ছটায় ভুবন আলো,
চাঁদের ছবি পায়ে নখে॥

মনমজানে মুচকি হাসি,
কুলমজানে মোহন বাঁশী,
যেমি তুমি, তেমি তোমার
আড় চাহনি চমক চোকে॥

কুলের বধূ, কেলে বঁধু,
খেতে তোমার প্রেমের মধু,
শাস ননদী স্বামী ছেড়ে,
দৌড়ে এসে তোমায় দেখে॥

দূরে বৃক্ষান্তরালে আয়ান ও চঞ্চলের পুনঃপ্রবেশ।

আয়ান। (সরোষে) উঃ! কি দাপট! কি সাপট! কি ঝাপট!

চঞ্চল। লাগাও পটাপট্।

আয়ান। দাদা চঞ্চল! আমি অকিঞ্চন, তাই প্রবঞ্চন!

চঞ্চন। আর কেন? কাঁচি থাকে তো কর নাসা কুঞ্চন। হায় হায়, দাদা! তোমার কপালে পেতোল, তুমি ভাবো কাঞ্চন।

আয়ান। তাই তো, ভাই! রাই আমার বাড়া ভাতে দিলে ছাই। আমি হেন ওর ভর্ত্তা, সর্ব্বময় কর্ত্তা, কান্না স্থরের ধর্ত্তা, শোকদুঃখের হর্ত্তা, ছিছি আমাকেই বানালে কুর্ত্তা।

চঞ্চন। বিধির বিড়ম্বনা! কালার ভাগ্যে ফুল, তোর ভাগ্যে পাত্তা!

আয়ান। (সাত্তিয়ান রোদনে) কেন, আমার কি রূপ নাই?

চঞ্চন। বালাই বালাই! কে বলে তোমার রূপ নাই? ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস! বেছে বেছে চিবোও ঘাস! তোমার অপরূপ রূপ!

আয়ান। তবে কেন রাই কালাকে ভোজলো? কালার প্রেমে মোজলো? কালো রূপ চোখে গুঁজলো?

চঞ্চন। ঐটে জানা শক্ত কথা। চল্ আনের বাড়ী যাই।

আয়ান। আরো শোনো ভাই! কালার চোখে আড় চাহনির চমক, আমার চোখ কি ট্যারা?

চঞ্চন। না না, বেশ আলুচেরা। কালার চোখে শুধু চমক, তোমার চোখে ধমক-চমক।

আয়ান। তবে বল্ তো, চঞ্চন দাদা, এতে আমার পায় না কান্না?

চঞ্চন। কান্না তো কান্না, ঘুচে যায় খাওয়া দাওয়া আর রান্না বান্না।

আয়ান। আমার সাম্নে আমার বৌ, কেলে ছোঁড়া তার খাচ্চে মৌ! যে বৌ সে বৌ: দুটো-কেই মারি, একদম সারি। (যষ্টি উত্তোলন করিয়া ছুটিতে ছুটিতে) রে রে রে রে রাই! রে রে রে কানাই! আর রক্ষে নাই?

[কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর পলায়নোদ্যোগ, কিন্তু পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতন, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চঞ্চন। ছুটলো ছোঁড়া পড়লো ছুঁড়ী, তিড়িং-লাফে ধর্ তাড়াতাড়ি।

আয়ান। (চন্দ্রাবলীর নিকটে গিয়া বিস্ময়ে) আরে ছে! এ কে! এ যে আমার ভায়রা ভাই গোবরার গুবরী চাঁদবালী—আমার রেয়ের জ্যেঠ-তুতী বহিন চাঁদবালী—আমার কোচ্‌কে শালী চাঁদবালী! (চন্দ্রাবলীর প্রতি) দূর শালী চাঁদ-বালী! গোবরার কুলে দিলি ধাবড়া কালি?

চঞ্চন। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! বলিস্ কি ভাই আয়ান!

আয়ান। দেখ্ না খুলে নয়ান?

চঞ্চন। (দেখিয়া) অ্যাঁ, তাই তো! এই তো বটে গোবর ময়দার ময়ান! হা গোবর্দ্ধন! তোমার সাত রাজার ধন, তোমায় কোরে গোধন, কালার ভাগ্যে ষষ্ঠীর বোধন। বলি ওগো গোব-রের ভজন সাধন! গোবরকে ঘুঁটে কোরে, দিন দুপুরে কোলে নিধন! গোবর ঘুঁটে হলো ছাই, ঘরে চল, আয়ান ভাই।

আয়ান। বড় মজা হয়েচে, সাপে বর! গোবরা আমায় ঠাট্টা করে নিরন্তর। বলে,—'ওহে আয়ান, তোমার রাই তোমার খায়, কালা-চাঁদের পিরীত গায়।' কিন্তু বোঝে না ভারু-ভার [illegible]টা, আমার রাই নয় যেটা সেটা। তারি চাঁদবালী, কালাচাঁদের প্রেমের ডালী। আমি গাই, তুই বাজা, বড় মজা—ভারি মজা।

(সনৃত্য গীত)

গোবরা ছোঁড়া গুবরে পোকা,—
হো হো হো!

চঞ্চন। (সনৃত্য তাললয়ে) ভোঁ পোঁ ভোঁ!

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ)—
ন্যাকা ভ্যাকা, বিরেট বোকা-
হো হো হো!

চঞ্চন। (পূর্ব্ববৎ)—কোঁ কোঁ কোঁ!

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ)—
চাঁদবালী তার শ্যাম-সোহাগী,
সারি গামা পাধা নি—সা।

আচ্ছা চালাক বাচ্চা মাগী,
তেরে কেটে তেরে কেটে—ধা !

উভয়ে। (তাললয়ে নাচিতে নাচিতে)—
ভোঁপোর, ভোঁপোর, ভোঁপ্পোঁপোঁ !
কঁ্যাকর কঁ্যাকর, কঁ্যাক্ক্যাকোঁ্যা।
ঠননং ঠননং ঠননং ঠোঁ,
কঁ্যাকর, কঁ্যাকর, কঁ্যাক্ক্যাকঁ্যা !

আয়ান। (গীত)

গোবরা এবার দিলে খোঁটা,
ফুটিয়ে দেবো উল্টো কাঁটা,
কাট্টা কাট্টা ঠাট্টা কোরে,
বাক্‌ফুটুনির গাঁট্টা মেরে,
বুকের পাট্টা দেবো চিরে,
খোঁটার বাট্টা নেবো ফিরে,
হিহিহিহি—হোঁ।

উভয়ে। (পূর্ব্ববৎ)—
সাবাস্ প্রেমের ঘুরঘুরুণি—ঘুং—ঘোঁ।
[উভয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী চন্দ্রমুখি! তোমার দুখে আমি দুখী। ওঠ, প্রিয়ে, হাতে হাত দিয়ে। তোমায় নিয়ে, পালিয়ে গিয়ে, কদম বনে যাই, হেথায় থাকায় কাজ নাই।

চন্দ্রা। ওহে কালো! এ কি হলো, ওরা যে দেখে গেলো।

কৃষ্ণ। বয়ে গেলো। দিচ্চি অভয়, তোলো ও ভয়। এখন চল।

ফলপূর্ণ ডালীমস্তকে ফলবিক্রেতা বালক-বেশে রাধার প্রবেশ।

রাধা। (গীত)

ও গো, ফল নেবে গো।
যেমন তেমন এ ফল নয়,
ও গো, ফল নেবে গো!
"যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল,"
ও গো, ফল নেবে গো!
এ ফল যে খায়, সেই পস্তায়,
যে না খায়, সেও পস্তায়,
ও গো, ফল নেবে গো?
আমার ফল যে নেয় কেড়ে,
ঠ্যাঙার গুঁতো তারি ঘাড়ে,
ও গো, ফল নেবে গো!

চন্দ্রা। ও ছেলেটি! তোর ডালায় কি ফল?

রাধা। এখন বিফল!

চন্দ্রা। কেন?

রাধা। ভাল কালো জাম ছিল।

চন্দ্রা। বিকিয়ে গেচে?

রাধা। না, কেড়ে নিয়েচে।

চন্দ্রা। কে কেড়ে নিয়েচে তোমার কালো জাম?

রাধা। যার চোকে নেই লাজের চাম।

চন্দ্রা। কে সে?

রাধা। বোল্‌চে যে।

চন্দ্রা। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, আমি!

রাধা। হ্যাঁ, তুমি।

চন্দ্রা। মিছে কথা।

রাধা। দেখ্‌বে তবে? (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া) দেখ্‌লে।

চন্দ্রা। (সলজ্জে) ও মা, কি লজ্জা! রাধা! (কৃষ্ণের প্রতি) ও শ্যাম!

রাধা। ওলো, আল্লাদী! ও নয় তোর শ্যাম, ওই আমার কালো জাম! বল্ দিকি, কেড়ে নিয়েচিস্ কি না?

চন্দ্রা। ও রাধার কালো জাম! আমি পালাই।

কৃষ্ণ। আমিও তাই।

(কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর পলায়নোদ্যোগ)

রাধা। বটে! (উভয়কে ধরিয়া গীত)

ছি নট লম্পট, দিতেছ চম্পট,
কপট নিপট কালিয়ে!

আমারে ফাঁকি দিয়ে,
ধুবুড়ী খুঁকী নিয়ে,
বেড়াও দুপুরে রোদে খেলিয়ে ॥
পিরীতে ধিক্ থাক্,
ও রীতে ধিক্ থাক্,
তোকেও লো ধিক্ থাক্—ছি!
যমুনা-জলে নেবে,
দুটোতে মর ডুবে,
রাধার বালাই যাক্ চলিয়ে ॥

কৃষ্ণ। রোষময়ি রাধে! ক্ষমা কর দোষ।

রাধা। ধিক্ কেলে যোষ!

চন্দ্রা। অ্যাঁ! শ্রাম ঘোষ! তবে আমি বুঝি মুষী?

রাধা। হ্যাঁ লো গয়ের ভূষী!

চন্দ্রা। শুন্‌চো কালা, গালের রাশি!

কৃষ্ণ। তোমাদের বোনে বোনে নাই বনাবনি, কি করবে নীলমণি? রাধে, আমার ছাড়ো, হাত টিপো না, লাগ্‌চে বড়।

রাধা। হুঁ! ছাড়্‌বো! এক গাড়ে দুটোকে গাড়্‌বো।

চন্দ্রা। আমার কি কসুর?

রাধা। তোর ভাতার তোর ভাশুর! নৈলে এই বেলা দুপুর, কোরে উস্কুর খুস্কুর, কালার কাছে আস্‌বি কেনে?

চন্দ্রা। কালাকে কি রেখেছিস্ কিনে?

রাধা। ও লো কিনি নি তো কি? দাসখৎ লিখিয়ে নিচি, নাকখৎ দিইয়ে দিচি। তোর আর বাহাদুরী কিসের লা চাঁদি, নফরের বাঁদী, উট্ কপালী থাঁদী? তুই তো গোলামের গুলাম, খোলামের কুঁচী, পেঁচী, কুঁচী, ছুঁচী!

কৃষ্ণ। রাই, অমন কোরে কি গাল দেয়? —ছিছি!

রাধা। কেন দেবো না? খুব দেবো—জন্মজন্ম দেবো। ও আমার কালো জাম চুরি কোরে কেন?

চন্দ্রা। শ্যাম, আমি চুন্নী?

কৃষ্ণ। না, বড় গিন্নি, তুমি পুণ্যি। রাধার কথা দাও ছেড়ে; রাধা অমন বলে তেড়ে তেড়ে।

রাধা। (রোষে) কি বোল্লে, গোরুচরাণে কেলে রাখাল! চাঁদী তোমার বড় গিন্নী!—পুণ্যি! রোসো, গিন্নী পুণ্যি বার কোচ্চি। দেখি, তোমার পুণ্যির কত জোর। (চন্দ্রাবলীকে সবলে টানিতে টানিতে) আয় লো পুণ্যি, করি তোকে তোর ভাতারের কোলশূন্যি। যমুনার জলে, ঠেলে ফেলে, পুণ্যি ডুবুই। (সবলে হস্ত আকর্ষণ)

চন্দ্রা। কালাচাঁদ! চাঁদ ডোবে। ধর ধর।

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর অপর হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে) ভয় কি? মেঘ সরাচ্চি।

চন্দ্রা। ও মা, কি হবে গো, মোলুম গো, দুটানা হেঁচ্‌কা টানে কুঁচ্‌কী আউরে উঠ্‌লো গো!

রাধা। হুঁ হুঁ, দু নৌকোয় পা দেওয়ার মজাটা দেখ্, মস্তানী!

চন্দ্রা। কালাচাঁদ, বাঁচাও, বাঁচাও।

কৃষ্ণ। আঃ, আস্তে চেঁচাও। (রাধার প্রতি) রাই! কৃপা কোরে হাত ছাড়ো।

রাধা। আগে ঘাট মেনে আমার পায়ে পড়।

কৃষ্ণ। আড়ালে চল।

রাধা। কেন, এখানে?

কৃষ্ণ। তোমায় বড় বোনের সামে!

রাধা। বটে! তবে ওকে ছেড়ে, তোমায় টানি, খাওয়াই কাদা ঘোলা পানী। (চন্দ্রাবলীকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

কৃষ্ণ। উঃ, বিষম টান! ও চন্দ্রাবলি! উপকারের পর প্রত্যুপকার। আমি তোমার উপকার কোরেচি, তুমি আমার প্রত্যুপকার কর। এই ঠিক্ সময়।

চন্দ্রা। দাঁড়াও, রসময়! (কৃষ্ণের অপর হস্ত ধরিয়া বিপরীত দিকে আকর্ষণ)

বেগে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখালবালকগণের প্রবেশ।

সুদাম। ও ভাই কানাই! বলি, এ কি!

কৃষ্ণ। এ এক রকম ঢেউখেলানো ঢেঁকি।

সুবল। ও বাবা! যেন শাঁখারীর করাত! যেতেও কাটচে, আস্‌তেও কাটচে!

কৃষ্ণ। ও ভাই, সকলে মিলে ধর করাত।

সুবল। বাপ্! যে কর্‌কোরে দাঁত!

কৃষ্ণ। ছিঁড়্‌লো দুখানা হাত।

মধু। এই বুঝি মরদ কি বাত!

কৃষ্ণ। তবু একবার টানো, যদি ছাড়ে।

শ্রীদাম। ইস্! যে জোর টান্, ছাড়্‌লেই পড়্‌বে এ ওর ঘাড়ে।

সুবল। আমার কিন্তু বোধ হয়, এ লাক্ লাইনের টান ছিঁড়্‌বে, তবু ছাড়্‌বে না।

কৃষ্ণ। যেমন তেমন টানে হবে না। রথ টানার মত টানো।

সুদাম। এ যে রকম কাণ্ড! এক সঙ্গেই সোজা রথ—উল্টো রথ!

সুবল। রথে চ টাননং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। চন্দ্রাবলী তথা রাধা মধ্যে কালা প্রতি-ষ্ঠতে। আর ভাই, সবাই মিলে টান মারি, বাঁচাই কালা বংশিধারী।

(শ্রীদাম রাধার হস্ত, সুদাম শ্রীদামের হস্ত এবং সুবল চন্দ্রাবলীর হস্ত ও মধুমঙ্গল সুবলের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালবালকগণ।

(বিবিধ ভঙ্গিসহ গীত)

টান্ মারো, ভাই, হ্যাঁচ্‌কা টানে,
হ্যাঁচক্—হ্যাঁচক্—হ্যাঁচ্!

সকলে। (সুরে)—

উহু উহু—বাই বাই!

কৃষ্ণ। (সুরে)—ইস্, কি প্যাঁচাও প্যাঁচ্!

রাখালবালকগণ। (গীত)

টান্ টান্, কোসে টান্,
হ্যাঁচক্—হ্যাঁচক্—হ্যাঁচ্!

সকলে। (সুরে)—

বাবা রে! মা রে! গেনু রে! মনু রে!

কৃষ্ণ। (সুরে) হাড় করে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্!

রাখালবালকগণ। (গীত)

কচি কাঁচা কচি কাঁচা আঙুলগুলো
শক্ত দেখ—বাপ্!
পাক্‌সাঁড়াসীর পাক্‌ড়া যেন,
ধর্‌লো যে, ভাই, হাঁফ্!

সকলে। (সুরে)

বাবা রে! মা রে! গেনু রে! মনু রে!

কৃষ্ণ। (সুরে) ইস্ কি প্যাঁচাও প্যাঁচ্!

সকলে। (বিবিধ ভঙ্গিসহ গীত)

উহু উহু, ওহো ওহো,
কুহু কুহু, কোহো কোহো,
হুহুহুহুহুহুহু—হুস্!

রাখালবালকগণ। (সুরে)—

এক পুরুষের দু'জন নারী
এম্‌নি প্যাঁচাও প্যাঁচ্!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—পথ।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল।

সকলে। (বিবিধ ভঙ্গিসহ গীত)

রাগের ভরে, মানের ঘোরে,
ঢোলে গেছে রাই।
জবাব সাফা, দফা রফা,
আর তো উপায় নাই॥
রাধা আর দেবে না ঠাঁই,
কালা জব্দ হলো, ভাই॥

সুবল। (তাললয়ে) ভবে কি হবে?

সুদাম। (ঐ) দেখি ভেবে!

শ্রীদাম। (ঐ) আর ভাবা!

মধুমঙ্গল। (ঐ) হলেম হাবা!

সকলে। (গীত)

ভাই, ভেবেও না পাই থাই।
হায়, কার কাছে বা যাই॥

মাথার রাগে, পড়্‌লে বাগে,
বাঘেও ভাগে, ভাই॥

শ্রীদাম। ত্থাখ্ ভাই! কালাচাঁদের যত জ্বালা, তার মূল হচ্চে চঞ্চনা।

সুদাম। ঠিক্. ভাই, চঞ্চনাই সর্ব্বদাই, ঠাঁই ঠাঁই চুগ্‌লি লাগায়; আয়ানকে বোলে, কালাকে ভয় দেখায়। এই সে দিন কি না কোল্লে, প্রায় ধোল্লে ধোল্লে। কিন্তু ভাগ্যে আমাদের বনমালী, খেল্লে চতুরালী। নৈলে বল্ দিকি, কি কাণ্ড-খানাই না ঘট্‌তো। আবার আজ্‌কে না কি আয়ানকে টেনে এনে, যমুনাতটের কদম্বনে, রাই ধোত্তে এসেছিল। রেয়ের বদল হল চন্দ্রাবলী;. তাই রক্ষে, নয় আয়ানের গালাগালি, শ্যামকে খেতে হতো; রাইও মারা যেতো।

সুবল। চঞ্চনা অমন কেন, ভাই?

মধু। ওটা ঘুরঘুরে বাই।

। আয় ধোরে ঠেঙাই, বাই ফাই বেরিয়ে যাবে; ছুঁচোটা খুব জব্দ হবে। আজ এক বার এলে হয়, ফেল্‌বো তাকে কালিদয়।

নেপথ্যে চঞ্চন। চাই দই।

সুদাম। ওই রে ওই।

শ্রীদাম। আয় আমরা কপাটী খেলি। ছুটো-ছুটি কোরে, খুব জোরে, ওটার ঘাড়ে পড়ি; বাঁকের শিকে ছিঁড়ি; ভাঙি দইয়ের হাঁড়ী; ঠেঙাই ঠেঙার বাড়ি। কপাটী খেলি গেয়ে গেয়ে, দেখ্‌বে ওটা চেয়ে চেয়ে।

সকলে। (দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, গাহিতে গাহিতে কপাটী খেলা)

(গীত)।

হাড়ু—ডুডু ডুডু—কপাটী কপাটী।
বোয়ের মাথায় ফুলের খোঁপাটি॥

সুবল। ছুঁলে ছুঁলে—পালা পালা।

মধু। অম্নি না কি? কোট খোলা॥

সকলে।— (গীত)

হড়ু ডুড়ুডুডু—কপাটী কপাটী।
এই ছুঁয়েচি—আট্‌কে ঘাঁটী॥

দধিভারস্কন্ধে চঞ্চন গোপের প্রবেশ।

চঞ্চন। চাই দই—দই—দই.চাই। (কপাটী খেলা দেখিয়া) বা ভাই, বলিহারি যাই। তাল-বসানো, রাগরাগিণী-ভাঁজা—কপাটী-খেলা! এর নাম কি টপ্পা-কপাটী?

শ্রীদাম। উহুঁ, খেয়াল-কপাটী।

চঞ্চন। (সানন্দে) হুঁ! আমারও ইচ্ছে হয়, বাঁক ফেলে, এক দম ফেলি খেলে।

শ্রীদাম। তবে এস তেড়ে, যাও ভিড়ে।

চঞ্চন। আচ্ছা লাগে। (সভঙ্গী) কপাটী কপাটী, কপাটী কপাটী, কপাটী কপাটী।

রাখালবালকগণ। (চঞ্চনকে ঘেরাও করিয়া) কপাটী কপাটী, কপাটী কপাটী। (চঞ্চনকে ধাক্কা দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও প্রহার)

চঞ্চন। (কাতর হইয়া) আরে, আরে, ছাড় ছাড়, ইস্, ভাঙ্‌লো ঘাড়। ও ছিদ্‌মে! ও সুদ্‌মে! ও সুবলো! ওরে মধো! মলুম রে! গেলুম রে!

শ্রীদাম। সাব্‌ড়ে ফেলি থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে।

চঞ্চন। না, ছিদেম! দই খা হাব্‌ড়ে হাব্‌ড়ে।

সুদাম। আজ তোর দফা রফা।

চঞ্চন। না রে না রে, আমার পেটটা ফাঁপা।

সুবল। মার মার। (সকলের প্রহার)

চঞ্চন। উহু উহু! শক্ত চড়! হাড় মড়মড়! ঘাড় কড়কড়! ধড় ধড়ফড়! ওরে বাবা! এরি নাম কি খেয়াল-কপাটী!

শ্রীদাম। দাঁত-কপাটী! আন্ লাঠী! ঠ্যাঙ ঠ্যাঙার বাড়ি! ভাঙ্ দয়ের হাঁড়ী! এইটেই নষ্টের ধাড়ী। (প্রহার)

চঞ্চন। ওরে আর না, আর না—থাম্ থাম্—ভারি ঘাম! ওরে, আজ খেয়েচি কড়াই মুড়ি, পেটের ভেতোর হুড়োহুড়ি। পেট ভারি নরম, হস্‌নি গরম! পেট চাপিস্ নি; এখনি হব অসামাল! বদ্ বামাল! পয়মাল!

শ্রীদাম। এইবার হাত পা বেঁধে চ্যাংদোলা কোরে কাঁটা বনে ফেলে দি চল্।

সুবল। দড়ি কই?

শ্রীদাম। এর বাঁকে, আছে শিকে, মেরে ঝিঁকে, নে ছিঁড়ে, বাঁধ্ তেড়ে।

সকলে। (চঞ্চনকে বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন জব্দ, ভেড়ের ভেড়ে!

চঞ্চন। ওরে তোদের পায়ে পড়ি, দে ছেড়ে।

সুবল। দেবো ছেড়ে, কাঁটা বনে গেড়ে।

চঞ্চন। আচ্ছা, আমার কি দোষ?

সুবল। তুই দাম্‌ড়া মোষ। কেন আমাদের কালাকে জ্বালাস্?

চঞ্চন। (স্বগত) হুঁ, তাই এ ব্যাটারা আমাকে ধস্তাচ্চে! আচ্ছা থাক্ নচ্ছাররা! ধস্তানির দাদ তুলবো, পস্তানির দোর খুলবো।

শ্রীদাম। চঞ্চনার দয়ের ভার, করি পগার পার। (দূরে ফেলিয়া দিয়া) এইবার চঞ্চনাও পগার-পার।

সকলে। (চঞ্চনকে চ্যাংদোলা করিয়া দোলাইতে দোলাইতে গীত)

চ্যাং চ্যাং চ্যাং, চ্যাং চ্যাং চ্যাং, চ্যাঙ্গদোলা—
(উচ্চহাস্তে) হাঃ—হা!
ওলোট পালোট কোরে জোরে মার্ ঠ্যালা—
বাঃ—বা!

ব্যাটা যেন ব্যাঙ্,
লম্বা সরু ঠ্যাঙ্,
মুখটো যেন চ্যাঙ্,
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং;—
মুখের ভেতোর গুঁজে দেবো কাঁচকলা—
খাঃ—খা!

(নাচিতে নাচিতে)—
ডুম্ ডুম্ সা—ডুম্ সা—ডুডুম্ ডুডুম্—ডুম্ সা।
কাঁই কাঁই কাঁই—চঞ্চন চ নিমৃতলা॥

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—কদম্বকানন।

চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। প্রেমের দায়, কতই উপায় কোত্তে হয়। ছিলেম পুরুষ, হলেম নারী।

চন্দ্রা। কালা হে, বলিহারি! তুমি পুরুষ ভাবে সাজ যেমন, নারী ভাবেও সাজ তেমন। তুমি পুরুষ, কি নারী, চিন্তে নারি। কি যে তুমি, তুমিই জান। পরকেও জান, তাই তো টানো।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলি, একটা কথা বলি; তুমি, প্রেমে মোজে, গুরু জনদের ফেলে, ছুটে এলে কেন?

চন্দ্রা। তবে শোনো; স্বামী আদি গুরু জন, রত্ন ধন, সংসারবন্ধন না ছাড়লে, তোমায় তো কেউ পায় না। যার চোখের সাম্নে সংসারের আয়না, সে ফাঁকিই দেখে, তোমায় দেক্তে পায় না। তাই সব ভুলে এসেচি। সব ভুলেচি, মূল পেয়েচি। মূল পেলে, কে শাখা চায়? কূল পেলে, কে কুল চায়? সুধা পেলে, কে জল চায়? শ্যাম পেলে, কে ধাম চায়—নাম চায়? কালা পেলে, কে জ্বালা চায়? সুখ পেলে, কে দুখ চায়? সব তো তুমি, জগৎস্বামী; তাই, তো দাসী তোমার আমি। এই বার দাসীর কুঞ্জে চল।

নেপথ্যে দূরে রাখালবালকগণ। ও ভাই সুদাম! প্রাণ কানাই গেলো কোথা? কোন বনেই যে দেক্তে পাইনে। আয় দিকি, এই বনে দেখি।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলি! আমার প্রাণের সখারা, হয়ে আমা হারা, পাগল পারা আস্‌চে এ দিকে। তুমি উঠে, তাড়াতাড়ি ছুটে, লুকোও ও দিকে। আমি একাকী, ঘোমটা টেনে বোসে থাকি। বোসে বোসে, খানিক তামাসা দেখি।

(চন্দ্রাবলীর অন্তরালে গমন)

গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

শ্রীদামাদি চারি জন। (গীত)

থাকে থাকে, কাছে থেকে,
পালিয়ে যায় যায়।
কোথা গেলি, বনমালী,
ডাক্‌চি আয় আয়॥

একে কালা কচি ছেলে,
রূপের ছটার ঘটায় ভোলে,
ছুঁড়ীগুলোই তাকে খেলে,
হায় রে হায় হায়।

এবার যদি দেখি ছুঁড়ী,
মারবো কোসে পাঁচন বাড়ি,
গালাগালির পাঁচন বড়ি,
গিলিয়ে দেবো মিলিয়ে তায়॥

শ্রীদাম। (স্ত্রীবেশী কৃষ্ণকে দেখিয়া) ওরে ওরে ওরে, স্তাখ্ স্তাখ্ স্তাখ্, ঐ যে, একটা ছুঁড়ী। তিন হাত ঘোমটা, যেন আফোটা কুঁড়ী।

সুদাম। উহুঁ যেন কলা বৌ! খেতে এয়েচে কালা মৌ!

শ্রীদাম। কি জ্বালা! এক পল যায় না ফাঁক, পাল পাল ছুঁড়ীর ঝাঁক।

সুবল। ওকে ডাক্ না?

শ্রীদাম। উহুঁ, থাক্ না। ডাক্‌লে পালাবে, চুপ কোরে স্তাখ্ না?

সুবল। আরে না, ভাই। দেখে কাজ নাই। ও রূপের ছাই।

সুদাম। তাই বা কি কোরে বলি? ছাই কি সোণা, যায় না চেনা, যে লম্বা ঘোমটাটানা!

সুবল। এগিয়ে ডাকি। বলি, ওগো তুমি কে? কই, সাড়া দাও না যে?

মধু। ও মেঘঢাকা চাঁদ কালা!

সুবল। তা মিলেচে ভালা! যোড়া কালা, তিনি বর্ণে, ইনি কর্ণে।

সুদাম। ওগো, দাও না সাড়া? নৈলে দেবো গা-নাড়া।

সুবল। না রে, ছুঁস্‌নি ছোঁড়া! কেলে দেখলে, মার্‌বে কোড়া, কোর্‌বে খোঁড়া!

সুদাম। কিন্তু ঘোমটাই যে কেলে খেপাবার গোড়া।

সুবল। মিঠী কথায়, ডাকি আয়; ঘোমটা খুলে যদি চায়।

সুবল ও মধুমঙ্গল। (গীত)

ডাক্‌ছে কোকিল কুহু কুহু,
দাও গো সাড়া কুলের বহু,
সাঁজের তারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।

শ্রীদাম ও সুদাম।

পথের বালি চিক্ চিক্ চিক্!

সকলে।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ,
এ ঐ, ও ঔ, অং।
ম প ধ নি, নি ধ প ম,
তেরে কেটে, ধেরে কেটে, ধং।

সুবল ও মধুমঙ্গল।

ঘোমটা খুলে, বদন তুলে,
হেসে ফেল ফিক্ ফিক্ ফিক্!
সাঁজের তারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।
পথের বালি চিক্ চিক্ চিক্।

কৃষ্ণ। (ঘোমটা খুলিয়া সহাস্যে) এই দেখ কুলের বহু।

(শ্রীদামাদি সকলের হাস্য)

শ্রীদাম। ও ব্রজরাজ! এ কি সাজ?

কৃষ্ণ। আছে কাজ।

সুদাম। কেন, শ্যাম, হলে শ্যামা?

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী মনোরমা।

শ্রীদাম। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী লোভ ক্ষোভের হয়।

কৃষ্ণ। কিসের ভয়?

শ্রীদাম। এবার নয় আয়ানের পাল্লা। এ যে গোবর্দ্ধন মল্লের কেল্লা!

কৃষ্ণ। নারীসাজ সেই জন্য।

সুবল। সাবাস্ বুদ্ধি! ফিকির খুব!

শ্রীদামাদি চারিজন। (গীত)

জ্যালা খেলা, খেলো কালা, পলে পলে।
কখন্ পুরুষ, কখন্ নারী সাজো ছলে॥
ব্রজগোপীর মন ভুলাতে, ভাই,
কতই সাজে সাজ, হে কানাই।
ধড়া ফেলে পর শাড়ী,
বালা ফেলে পর চুড়ী;
নূপুর ফেলে মলের ঘটা,
চূড়া ফেলে সীঁথির ছটা,
ও শ্যাম, বলিহারি যাই;—
বনমালা ফেলে দিয়ে,
মোতির মালা পর গলে॥

শ্রীদাম। চল্ ভাই, আমরা যাই। শ্যামের মন চাঁদের পানে, চাঁদের মন শ্যামের পানে। আমরা কেন থেকে হেথা, শ্যামের প্রেমে দেবো ব্যথা?

সুদাম। ওহে কালো, ভাল হলো। সাঁজের রঙে, তোমার রঙ বেশ মিশেচে। ওহে ননীচোরা, চন্দ্রাবলীর মনচোরা! এই বার যাও আঁধারে মিশে, কেউ পাবে না তোমার দিশে। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আলো, কর গিয়ে চিকণ-কালো।

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চন্দ্রাবলীর পুনঃপ্রবেশ।

চন্দ্রা। নটবর! হও ত্বরাপর। আর দেরি ভাল নয়, আবার তোমার সখাচয়, এসে পড়ে যদি, তবে তোমার যাওয়া হবে না, গুণনিধি! দুটো গাগরী এনেচি; তুমি একটা কাঁকে কর, আমি একটা কাঁকে করি।

কৃষ্ণ। গাগরী কোথা?

চন্দ্রা। ঐ হোথা। এখুনি আনি; দাঁড়াও, গুণমণি!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। প্রেমের খেলা, ভরা ছলা। ছলা বই, প্রেম কই? ছল না হোলে, প্রেম না মেলে। যে জানে যত ছল, তার তত প্রেমের ফল।

দুইটি গাগরী লইয়া চন্দ্রাবলীর পুনঃপ্রবেশ।

চন্দ্রা। এই ধর গাগরী।

কৃষ্ণ। দেও তবে, নাগরি!

উভয়ে। (স্ব স্ব কক্ষে গাগরী রক্ষা করিয়া গীত)

প্রেমের তরে, কাঁকে কোরে গাগরী দুটি।
সাঁজ আঁধারে, দু'জন যাব গুটি গুটি॥
না খেলে লুকোচুরি,
না কোলে কারিকুরি,
প্রেমকে পাওয়া ভার;—
প্রেমের হাওয়া গায়ে লাগে না,
না কোলে ছুটোছুটি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—চঞ্চন গোপের চালাঘর।

চঞ্চন গোপ সিদ্ধি-ঘোটনে নিযুক্ত।

চঞ্চন। উঃ, ব্যাটারা ভারি ধস্তেচে, যেন আটা পিশেচে। শেয়াল-কাঁটার বনে, হিঁচড়ে টেনে, আছড়ে ফেলেচে। দাঁড়া পাজী ছুঁচো ছিদমে, সুদমে, সুবলো, মধো! কাঁটাবনে ফেলবার মজাটা দেখাচ্চি। তোদের কেলো ছোঁড়াটাকেও খোঁড়া কোর্চি! তারি শিখুনি, আমার নাকানি। এবার আয়ানে নয়, গোবরা! ঘুঁটের ধোঁয়ায় ভাবরা। ইয়া চাব্ড়া থাবড়া। সন্ধ্যে হয়েচে। সিদ্ধি খেতে, গোবরা, আয়ানে এখুনি আস্বে। আজ গোবরাকে টোঁকে টোঁকে বেশী কোরে সিদ্ধি খাইয়ে, পাগলা হাতীর মত

খেপিয়ে, বিন্দাবন তোলপাড় কোর্‌বো,—কেষ্টা আর রাখলা ছোঁড়াগুলোর ধড়া ছিঁড়বো, চুঁড়ো তুড়বো, মুখ থুড়বো।

যষ্টিহস্তে আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। কোথা ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ, পানের চক্কন!

চক্কন। পানের চক্কন কি হে দাদা আয়ান রাম?

আয়ান। যে সিদ্ধি পানে দেয় আরাম।

চক্কন। হুঁ! বটে! ঐ রেখেছি সিদ্ধি ঘুঁটে, ঘট্‌ঘটিয়ে ঢাল্ পেটে।

আয়ান। (সিদ্ধি পান করিয়া) গোবরা আসে নি?

চক্কন। আস্‌বে এখুনি। আজ আমি সিদ্ধি খাই একটু খানি।

আয়ান। একটু খানি খাবি কি? সের খানেক খা।

চক্কন। আজ না। গোবরাকে দেবো আমারও ভাগ, তবে গোবরার হবে চণ্ডালে রাগ। আজ ব্রজমে লাগায়গা আগ্। (সিদ্ধিপান)

আয়ান। আগ্ লাগ্‌লে তোর পচা ধসা চালার উপায়?

চক্কন। সে আগ্ চালা জ্বালায় না, কালা জ্বালায়।

আয়ান। (সহাস্যে) চক্কন ভাই, বড্ড মনে কোরে দিলি, আমায় বিনামূলে কিনে নিলি। কালা কালা কোরে, গোবরা আমায় ঠাট্টা করে। এইবার আমার পালা। গোবরা খালি বলে, কেলের কাছে কদমতলে. আমার রাই যায়; কিন্তু আমার রাই নয়, তারই চাঁদবালী। গোবরার মুখে দেবো চুণ কালি।

চক্কন। আমি দেবো হাততালি। দু'জনে প'ড়ে, ঠাট্টার তোড়ে, গঞ্জনার ঝড়ে, গোবরাকে করি তোলপাড়; তবেই বস্—কাজ সাবাড়। তুইও নিশ্চিন্তি, মুইও নিশ্চিন্তি। তোর ঘুচবে খোঁটার জ্বালা, মোর ঘুচ্‌বে কাঁটার জ্বালা।

আয়ান। উঃ, ভারি মজা! আমি গাই গান, তুই ধর তান, কিন্তু রঙবেরঙের নাচ নেচে।

(গীত)

গোবরা এবার খোঁটা দিলে,
গোবোর-গাদায় দেবো ফেলে,
রাগের আগে উঠ্‌বে জ্বোলে,
কি বল, ভাই?

চক্কন। (স্বরচ্ছন্দে)——হুঁহুঁহুঁ!

আয়ান। (গীত)

উচ্চ মুখে তুচ্ছ ভাষা,
কুচ্ছ মিছে গায় সে চাষা,
বিচ্ছু এবার কাটবে নাসা,
কি বল, ভাই?

চক্কন। (স্বরচ্ছন্দে)——হুঁহুঁহুঁ!

আয়ান। (গীত)

রাইকে বলে শ্যামসোহাগী,
শ্যামসোহাগী ভারি মাগী,
গোবরা-গোবর হবে দাগী,
ঠন্‌ঠনাঠন্।

চক্কন। (স্বরচ্ছন্দে)——বাহবা বা!

আয়ান। (গীত)

তিড়িলাফ, খিড়িলাফ, ডিং ডিং ডিং
ঝুপঝাপ, ঝুপঝাপ, টিং টিং টিং,
হুপহাপ, গুপগাপ, পিং পিং পিং,

উভয়ে। (স্বরচ্ছন্দে)—
তিনিনিং তিনিনিং, হাঃ হাঃ হা

যষ্টিহস্তে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। (নাচিতে নাচিতে স্বরচ্ছন্দে)

কলা মুলো, ঢেঁকি কুলো,
মেনী হুলো, চাল চুলো,
আম জাম, কচু ঘেঁচু,
উঁচু নিচু, তাল তুলো,
কাঠ খড়ি, এঁটে ধ'রে,
হাঁটু গেড়ে দাগা বুলো,—
হিজিবিজি, গিজিবিজি, বগের ছা।

চক্কন। হিজিবিজির পর সিদ্ধিরস্তু।

গোবর্দ্ধন। কই যে বন্ধু?

চঞ্চন। ঐ যে?

গোবর্দ্ধন। দে দে দে। (সিদ্ধিপান)

চঞ্চন। দাদা গোবর্দ্ধন! আছ কেমন?

গোবর্দ্ধন। কালো যেমন, আজো তেমন। আমি তো নই আয়ান, কেলের কাছে মেগের পয়ান, লাজে শুখুবে আমার বয়ান!

চঞ্চন। দাদা আয়ান! দেখচো ঝিয়ের ময়ান?

আয়ান। (পরিহাসে) আমি বোকা! উনি সেয়ান!

গোবর্দ্ধন। হাজার বার।

আয়ান। যা বোল্লি বস্, বলিস্‌নি আর।

গোবর্দ্ধন। খুব বোলবো! আমার চাঁদবালী তো নয় তোর রাই! খোয়ামীর খেয়ে, ফাঁকি দিয়ে, কলসী নিয়ে, লুকিয়ে গিয়ে কদমতলে, বাঁকার বামে, ভ্যাকা ঠামে, দাঁড়িয়ে র'বে হাত দে গলে!

আয়ান। সেটা তোর বোঝবার ভুল! রাই নয়, চাঁদবালীই তার মূল।

গোবর্দ্ধন। তোর চোকের ভুল!

আয়ান। ঠিক্ বোলচি, ওহে ভায়রা ভায়া, ভুল নয় এক চুল। তোমার ফোটা ফুল, তোমায় ফুটিয়ে হুল, ভাসিয়ে দুকূল, খেয়ে তিন কুল, উঁচিয়ে ত্রিশূল, এলিয়ে চুল, ঘটিয়ে ভুল, কালার সনে কদম বনে, খেলচে প্রেমের খেলা। সত্যি মিথ্যে দেখ্‌গে এই বেলা।

গোবর্দ্ধন। এসা কভি নেহি হোগা।

আয়ান। হুয়া জল জীয়ন্ত ভোগা।

গোবর্দ্ধন। ঝুট বাৎ।

আয়ান। নিশ্চয় কুপোকাৎ।

গোবর্দ্ধন। তুই কাণা!

আয়ান। আচ্ছা, একবার যানা?

গোবর্দ্ধন। তুই পরের দোষ গাস্ নিজের দোষ ঢেকে।

আয়ান। ভাল, একবার আর না দেখে।

গোবর্দ্ধন। তোর স্বভাব মন্দ।

আয়ান। যদি অত সন্দ, গিয়ে ভাঙ না ধন্দ।

গোবর্দ্ধন। তুই অন্ধ।

আয়ান। তোর মুখ বন্ধ।

গোবর্দ্ধন। আমার মুখ কে বাঁধে?

আয়ান। চাঁদবালী আর কালাচাঁদে।

গোবর্দ্ধন। ফের ঐ কথা?

আয়ান। এইবার ভায়ার ধোরেচে বুকে ব্যথা!

গোবর্দ্ধন। ও রে ভেড়ো! আমার মাগ তেমন নয়।

আয়ান। আমার কথায় যদি না হয় পেত্যয়, চঞ্চন দাদার কথা তো হবে না বেত্যয়। চঞ্চনা জানে না বঞ্চনা।

গোবর্দ্ধন। হ্যাঁ রে চঞ্চনা! সত্যিই কি আমার কপালে এই লাঞ্ছনা?

চঞ্চন। মিথ্যে বোলে লাভ কি? আয়ান যা বোলচে, স্বচক্ষে তা দেখেচি।

গোবর্দ্ধন। অ্যাঁ, বলিস্ কি!

চঞ্চন। (হাই তুলিতে তুলিতে) কি বোল্‌বো আর, দাদা! মেয়ে মানুষের মনে যে এত কাদা, তা জানা ভার; কারণ আমি পুরুষ মানুষ—সিধে সাদা!

গোবর্দ্ধন। (সবিষাদে) হা কপাল! হা গা! হা পা! হা বক্ষ! হা চক্ষু! হা পেট! হা পিঠ! হা হাত! হা দাঁত! হা নাক! হা কাঁক! হা হতোহস্মি?

(ভূতলে পতন ও নীরবে অবস্থিতি)

চঞ্চন। দাদা আয়ান! গোবর শয়ান। করাও উত্থান।

আয়ান। যখন পিঠে কাঁকর কাঁটা ফুট্‌বে, তখন আপ্‌নিই উঠ্‌বে। কাজ কি, দাদা, গোবর ঘাঁটা, তার চেয়ে খাই সিদ্ধি বাটা। (উভয়ের সিদ্ধিজলপান)

যষ্টিহস্তে অষ্টাবক্রভাবে হেলিতে হেলিতে টলিতে টলিতে বৃদ্ধা ভারুণ্ডার প্রবেশ।

ভারুণ্ডা। (গোবর্দ্ধনকে তদবস্থ দেখিয়া শশব্যস্তে) ও অয়্যানে! ও চঞ্চনে! গোবর গড়ায় কেনে?

চঞ্চন। হে ভগবতি ভারুণ্ডে! তোমার গোবর নাই আর এ ব্রহ্মাণ্ডে!

ভারুণ্ডা। (অস্থির হইয়া) অঁ্যা অঁ্যা, বলিস্ কি রে চঞ্চনচাঁদ!

চঞ্চন। হাঁ দেবি! ব্রজের গোবর ভেঙে দেহের বাঁধ, কেটে প্রাণের ফাঁদ, গেছে পরলোকে! তাই আমরা অপার শোকে, চোকে মুখে দেখ্‌চি ধোঁয়া!

আয়ান। হায় হায়, জীবের জীবন কেবল ভোঁয়া!

ভারুণ্ডা। (মুখেদে মড়াকান্নাধরণে গীত)

আমার্ গোবর্, আহা, শুকিয়ে গেল রে!
দশ মাস, কুড়ি দিন,
পাঁচ দণ্ড, সাত পল,
মোর পোড়া খোড়া পেটে গোবর ছিল রে!
কত কষ্টে পেট ছেড়ে,
গোবর বেরুলো ঝোড়ে,
সাধের্ গোবর্ মোর কেটা কেড়ে নিল রে!

চঞ্চন। আহেঃ! যমরাজাই তোমার গোবর কেড়ে নিয়েচে।

ভারুণ্ডা। (সরোদনে) গোবরে যমের দরকার কি, বাবা?

চঞ্চন। গোবরে কার না দরকার, মা? রান্না ঘর বল, ঠাকুর-ঘর বল, চণ্ডীমণ্ডপ বল, বাসন কোসন মাজা বল, হাতের খি-তেল-তোলা বল, ক্ষেতে সার দেওয়া বল, উনোন-গড়া বল, ঝাঁটছড়া বল, কি সে না গোবর লাগে?

ভারুণ্ডা। যমেরও কি তাই লেগেচে?

চঞ্চন। না লাগ্‌লে, সাজো গোবর বাসি হলো কেন? যমের রাজসভায় অনেক পাপিষ্ঠী নরলোক দাঁড়ায়; রাজসভা অপবিত্রি হয়; তাই পবিত্রি করবার জন্তে গোবর গেল!

ভারুণ্ডা। ওরে, সে যে গেয়ের গোবর!

চঞ্চন। এও তো মেয়ের গোবর!

ভারুণ্ডা। অঁ্যা! আমার গোবর এমন পবিত্তির।

চঞ্চন। অসামান্ত! অলৌকিক! অভাবনীয়! অনির্ব্বচনীয়! অপ্রমেয়! অপার! অনন্ত! অনাদি! অতুল্য! অমূল্য! অকথ্য! অবাচ্য! অভূত! অভাবী! অবর্ত্তমান! অমত্তমান! অসীম! অপূর্ব্ব, অপশ্চিম! অনুত্তর! অদক্ষিণ! অচল! অখণ্ড! অনন্ত! অকাণ্ড!

ভারুণ্ডা। (সরোদনে) হায় হায়, একে পুত্তুর শোক, তায় তোর বাক্যিঝঙ্কার! আমি যে আর থির থাকতে পাচ্চি নি! ভারি কাঁপুনি! ঝট্ কোরে একখানা চেটাই পেতে দে—মুচ্ছো যাই! উঃ, চেটাই পাত্তেও তর সয় না, হা গোবর! (ভূতলে পতন)

গোবর্দ্ধন। (উঠিয়া বসিয়া) মা জননি! আর অতুচ্ছু মুচ্ছোর কাজ নেই। আমি উঠেচি, তুমিও ওঠো।

ভারুণ্ডা। (উঠিয়া বসিয়া সরোষে) অঁ্যা! তবে যে এ মুখপোড়া মন্দ ছুটো বোল্লে, তুই নেই।

গোবর্দ্ধন। ও সিদ্ধিখোর ছুটোর অম্নি কাঁচা বুদ্ধি! কিন্তু মা, এ দিকে আমার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্কবিদ্ধি! চাঁদবালী, শাদা কুলে দেছে কালি!

ভারুণ্ডা। ভূষো না ষেসো?

গোবর্দ্ধন। বেঁশো!

ভারুণ্ডা। বেঁশো কি?

গোবর্দ্ধন। কালা ছোঁড়ার বাঁশীর ডাকে, ঘর থেকে, বেরিয়ে কাঁকে, প্রাণ মন সোঁপেচে তাকে। এরি নাম বেঁশো কালি!

ভারুণ্ডা। (সবিস্ময়ে) বাপ্ রে আমার! বাছা রে আমার। এ কি শুনি, নিঠুর বাণী! চাঁদবালী দিলে কুলে কালি! ও রে বাপ! এ কি মনস্তাপ!

গোবর্দ্ধন। (সবিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁ—!

ভাকুণ্ডা। (দীর্ঘস্বরে) হা—!

চঞ্চন। আর শুধু শুধু হু-হা, হু-হা কোল্লে কি হবে? গোবর-ভাই, ব্রজে তোমার যুড়ি নাই। তুমি সত্যিযুগের মধুকৈটভ—হিরণ্যকশ্যপ, ত্রেতা-যুগের কুম্ভকর্ণ—হনুমান্ আর এই দ্বাপরযুগের মল্ল গোবর্দ্ধন। তোমার কি সাজে এমন? উঁচিয়ে লাঠি, চল ছুটোছুটি, ধোরে চুলের মুঠি, ঠ্যাঙাও আগা পাস্তলা, রাখাল ছ্যানা আর কালা। ব্যাটা-দের বিন্দাবনছাড়া কর—যমুনা-পার কর। তবেই তোমার নাম রবে, মান রবে, মুখ রবে, সুখ রবে। তুমি তো নও পাকসেটে আয়ান! তুমি হাড়কেঠে জোয়ান! তোমার হাড়কাঠে ত্রেহ্মাণ্ড কাঁপে, হংসাণ্ড ফাঁপে; তবে ছোঁড়া কটাকে জব্দ কোত্তে পার্‌বে না মনস্তাপে? তুমি পুরুষ না মেয়ে?

গোবর্দ্ধন। আমি কি, তবে দেখ চেয়ে। মা ওঠ, আমার সঙ্গে ছোট। ভায়রা ভাই আয়ান! পায়রা স্যাঙাৎ চঞ্চন্! আজ মোর লাঠী, ফাটাবে মাটি, দেখি, রোকে কোন্ ব্যাটা বেটী! আর সকলে, আজ মরেচে চাঁদবালী আর ট্যাটা কেলে।

চঞ্চন। আর রাখ্‌লা ছেলেগুলো?

গোবর্দ্ধন। আর সেগুলো তো শিমুল তুলো। ফুঁয়ে ওড়াবো—পায়ে মাড়াবো—পেটে দাঁড়াবো—আগুনে পোড়াবো।

চঞ্চন। ভ্যালা মোর ভাই! আমিও তাই চাই। এখনো টন্‌টনাচ্চে শেয়াল কাঁটার খোঁচা। ছুঁচো ব্যাটাদের কোর্‌বি তো ভাই বোঁচা?

গোবর্দ্ধন। শুধু বোঁচা!—বোঁচা প্যাঁচা।

চঞ্চন। তবে এঁটে কাছা কোঁচা, চল্ চোঁচা। ভগবতি ভাকুণ্ডে! ভর দিয়ে বংশদণ্ডে, ছুটে চল এই দণ্ডে! আজ, পড়্‌বে বাজ অরির মুণ্ডে।

আয়ান। ওরে, খাঁড়া না শাণালে কাটে না যোষ, তেম্নি মরে না-বৈরী না হোলে রোষ। আগে রোষ জমা, তবে ছোট্।

চঞ্চন। রোষ কিসে জমে?

আয়ান। গানে, কারণ গানাৎপরং তত্ত্বং নহি।

চঞ্চন। তবে ধর্ গান, ছাড়্ তান।

সকলে। (সক্রোধ আস্ফালন গীত)

হাঁক্ হাঁক্, ডাক্ ডাক্, ফোঁক্ শাঁখ—ভোঁ!
ঝাঁক্ ঝাঁক্, মার্ পাখ্, ভাঙ্ জাঁক্—বোঁ!

ভাকুণ্ডা। ঝন্ ঝন্ ঝন্—ঝনন ঝনন ঝন্!

আয়ান। ফন্ ফন্ ফন্—ফনন ফনন ফন্।

সকলে। হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ হুঁ—হোঁ!

আয়ান।

অট্ট অট্ট, খট্ট, খট্ট, লট্ট, পট্ট—পোঁ!
হট্ট, ঘট্ট, ঘট্ট, হট্ট, ভট্ট চট্ট—চোঁ!

ভাকুণ্ডা। হন্ হন্ হন্—হনন হনন হন্!

আয়ান। শন্ শন্ শন্—শনন শনন শন্!

সকলে। হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ হুঁ—হোঁ।

আয়ান ও ভাকুণ্ডা।—

দণ্ড ভণ্ড, খণ্ড খণ্ড, অণ্ড ষণ্ড—সোঁ!

ভাকুণ্ডা।

চণ্ড হুণ্ড, জণ্ড ঝণ্ড, পণ্ড ভণ্ড—ফোঁ!

সকলে। ছন্ ছন্ ছন্—ছনন ছনন ছন্!
ঠন্ ঠন্ ঠন্—ঠনন ঠনন ঠন্!
হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ হুঁ—হোঁ!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—উদ্যানপার্শ্ববর্ত্তী পথ।

কলসীকক্ষে চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে কলসীকক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

চন্দ্রা। (গীত)

ওহে ও কালশশী,
তোমায় বড় ভালবাসি।
তোমার প্রেমের সোহাগ পেতে,
সদাই আমি অভিলাষি॥

ওহে শ্যাম, চিকণ-কালো,
কুঞ্জ আমার কোর্‌বে আলো,
মোহন্ রূপে সাজ্‌বে ভাল,
চাঁদ্‌বদনে চাঁদের হাসি ॥

কৃষ্ণ। (গীত)

যে জন আমায় ভালবাসে,
ভালবাসি আমিও তারে।
ভালবাসার আশায় আমি,
সদাই ফিরি ব্রজপুরে ॥

ওলো রসময়ি,
ভালবাসা বই,
আর আশা কই,
হৃদ্‌মাঝারে?
ওলো বিনোদিনি,
মানসমোহিনী,
ব্রজবিলাসিনি,
বলি তোমারে;—
বাস্‌লে ভাল, চিকণ-কালো,
দাস হয়ে রয় তার দুয়ারে ॥

চন্দ্রা। (গীত)

শ্যাম নটবর, নওল কিশোর,
শেজ বিছায়নু তুয়া লাগি হাম।
পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল, প্রফুল্ল মুকুল,
কুঞ্জে সাজায়নু তুয়া লাগি, শ্যাম! ॥

ফুলল শেজ'পর বৈঠব তুম,
হাম বরখিব ফুল্ল কুসুম,
তোহে সাজায়ব ফুল কি সাজে,
কণ্ঠে দোলায়ব ফুল কি দাম ॥

গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল।

(সঙ্গী গীত)

(ও শ্যাম) সমর-সাজে, মুগুর ভেঁজে,
আস্‌ছে গোবর্দ্ধন।
সঙ্গে আয়ান্ বিকট বয়ান,
ভারুণ্ডা, চন্দন ॥
সকাল বেলায় ননীচুরি,
সাঁজের বেলায় লুকোচুরি,
প্রেমের চুরির শাস্তি ভারি,
ও ব্রজরতন ॥
চন্দ্রাবলীর হাতটি ধোরে,
ঘোম্‌টা আরো টেনে,
এক দমে দাও চোঁচা দউড়,
ঐ কচু বনে;—
(নৈলে) ঘেরাও কোরে, ফেল্‌বে সেরে,
গোবর্দ্ধনের পণ ॥

চন্দ্রা। (সভয়ে) তবে কি হবে, ব্রজরাজ! এখনি পড়্‌বে বাজ! দু'জনে মর্‌বো আজ!

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী! এখন ভয় কোরে কি হবে? তুমি যে বোলেছিলে, তোমার শাশুড়ী, স্বামীকে ঠকিয়ে, আমাকে কুঞ্জে নিয়ে যাবে।

চন্দ্রা। সে তো তোমারি ভরসায়। আমি কামিনী, কলকৌশল জানিনি। শ্যামরায়! ধরি পায়, অবলায় অচিরায় বাঁচাও। কৃপাগুণে এক-বার চাও।

কৃষ্ণ। ভয় নাই।

শ্রীদাম। ভরসাই বা কই?

সুবল। যদি বাঁচতে চাও, তবে কচুবনের কেষ্ট হও। লুকিয়ে যেমন প্রেম কর, তেম্নি কচুবনে লুকে মর।

সুদাম। বার বার করি মানা, তবু শোনো না, কেলে সোনা। এইবার প্রেম-আতার বদলে খাও ঠ্যাঙা-নোনা!

কৃষ্ণ। কখনই না, কখনই না।

শ্রীদাম। তবে আবার কি নতুন ফিকির?

কৃষ্ণ। আমি প্রেমের ফকির, কাজেই প্রেমের ফিকির।

শ্রীদাম। ফিকিরটে কড়া, না মিঠে?

কৃষ্ণ। কড়া মিঠে। শোনো, আমি হই চন্দ্রাবলীর দেখন্‌হাসি বোবা মেয়ে। তোমরা

কালার কাছে যাবার জন্যে, আমাদের জ্বালাতন কর। আর দেখ, চন্দ্রাবলি! তুমি রাখালছেলে-গুলোকে গালাগালি দাও।

শ্রীদাম। আচ্ছা, ভাই কানাই, তাই করি। (অপর বালকদের প্রতি) আয় ভাই, মিলে সবাই রসের গান গাই।

সকলে। (সভঙ্গী গীত)

ও গো ও! কলসী-কাঁকে, নোলোক নাকে,
ঘোম্‌টা টানা, চাঁদের কোণা!
চল না দুজন্ মিলে, কদম্‌তলে,
দাঁড়িয়ে আছে কেলে সোণা।
শুন্‌বে বাঁশী কাছে বোসে,
কইবে কথা মুচ্‌কি হেসে,
প্রেম-লহরে যাবে ভেসে,
ফুট্‌বে প্রেমের ঢেউয়ের ফেণা॥

বেগে গোবর্দ্ধন, আয়ান, চঞ্চন ও ভারুণ্ডার প্রবেশ।

চন্দ্রা। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) তুমি স্বামী, থাক্‌তে তুমি, গাল খাই আমি। এই রাখাল ছোঁড়াগুলো বোল্‌চে, কালার কাছে চল; প্রেম্ লহরে যাবে ভেসে, ফুট্‌বে প্রেমের ঢেউয়ের ফেণা।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) কি! এত বড় আস্‌পর্দ্ধা! এ ছোঁড়াগুলো কেলের গাদ্ধা! আমার চাঁদবালীকে বলে কালার কাছে যেতে! দাঁড়া, সব ব্যাটাকেই ফেলি পাঁকে পুঁতে!

চঞ্চন। না, ভাই গোবর! পাঁকে পুঁতো না, শেয়াল-কাঁটার বনে, আছড়ে ফেল টেনে। তা হলেই বস্—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতি-হিংসা—হুঁহুঁ!

শ্রীদাম। (বিদ্রূপবাক্যে) ও চঞ্চন! তোমায় শেয়াল-কাঁটার বনে আছাড় মেরেছিলুম বোলে না কি!

চঞ্চন। ও গোবর্দ্ধন! এখনও ছোঁড়া-গুলো মুখ ফুটে ঠাট্টার কাঁটা ফোটাচ্চে! এ তো আমায় কাঁটা ফোটানো নয়, তোমার। চাঁদবালী যায় যায় যায়। দেখচো না, রাখালের হাতে শালগেরামের মরণ।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) আরে আরে রাখ্‌লা-গুলো! আরে আরে—উঁ—আঁ—রাঁ—রা!

আয়ান। দেখি ভারুণ্ডে! ব্যাটা ছেলে গালাগালির ছাঁকা ছাঁকা বোল জানে না। মেয়ে ছেলেই সে বিষয়ে পাকা, একবার শোনাও তো ছাঁকা ছাঁকা।

ভারুণ্ডা। ঠিক্ বোলেচিস্ বাছাটি! এই ছাখ্, তবে গাবাগালির বিছুটী! (রাখালবালক-গণের প্রতি সভঙ্গী গীত)

ওরে ও বালাইগুলো,
স্যাংড়া মুলো, চ্যাংড়া হুলো।
কচুখেকো, পোড়ার মুখো,
টেরা চোখো, পায়ের ধুলো।
উনূপাঁজুরে, গোঁকখেজুরে,
গঙ্গাজলে, ভবঘুরে,
মুড়িপোড়া, নষ্ট ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, মড়ার চুলো॥
গাইচরাণে, কেলের ভেড়ো,
কলাই-ভুষি, চেলের কুঁড়ো,
এক্ষুণি যা যমের বাড়ী,
বাতাস করি নেড়ে কুলো॥

শ্রীদামাদি রাখালবালকগণ। (সভঙ্গী গীত)

আম'রে যাই, রোস্‌কে বুড়ি,
ফস্‌কা পাকা চুলের ঝুড়ি,
তুই আগে যা যমের বাড়ি,
আমরা ঢালি ছড়া-হাঁড়ী।
ধাঙড়ী মাগী, হতভাগী,
আঁস্তাকুড়ের সগড়ীথাগী,
পেটুকো রুগী, কাপড়া-হাগী,
ফোগলা দাঁতী, ডাইনী, ধাড়ী॥

ভারুণ্ডা। (সবিষাদে) হা! জলজীয়র শক্তিমন্ত ছেলে বর্ত্তমানে হেন ব্যাপার! সুতরাং হা হতোস্মি! (ভূতলে পতন)

গোবর্দ্ধন। মাভৈ মাভৈ, মা! (সরোষে) আরে আরে পাজী রাখ্‌লা ছোঁড়ারা। মা আমার কাপড়া-হাগী! দাঁড়া, সব ব্যাটাকে করি থাবড়া দাগী! (প্রহারোদ্যোগ)

[শ্রীদামাদি বালকগণের বেগে প্রস্থান।

চঞ্চন। (সানন্দে করতালি দিতে দিতে) হুও! হুও! হুও! শেয়াল ব্যাটারা! শেয়াল-কাঁটার বনে আছড়াবার কেমন মজা! (গোবর্দ্ধনের প্রতি) ভাই গোবর্দ্ধন! আয়, একবার কোলাকুলি করি। (তদ্রূপকরণোদ্যোগ)

গোবর্দ্ধন। রাখ্ তোর কোলাকুলি! আগে দেখা কোথা বনমালী। আয়ান, তোকেও বলি, কেন মিছে নিয়ে এলি? ঢাক্‌তে গিয়ে নিজের দোষ, বাড়িয়ে দিলি আমার রোষ।

আয়ান। এখনো বলিনি মিছে। হলে মিছে, রাখ্‌লাগুলো লাগ্‌বে কেন তোর চাঁদবালীর পিছে?

চঞ্চন। দাদা আয়ান, ঠিক্ বোলেচো এঁচে।

গোবর্দ্ধন। রেখে দে আঁচা আঁচি—হাঁচা হাঁচি। কালাকে না দেখিয়ে দিলে, চড় চাপড়ে ঠ্যাঙা কিলে, তোদের দুটোকেই পাঠাব যমালয়।

ভারুণ্ডা। (উঠিয়া) এক্ষুণি, এক্ষুণি। ঠ্যাঙা মার, দফা সার। এই দুটোইতো মিছে কথা বোলে, এখানে এনে কলকৌশলে, আমাকে রাখ্‌লাগুলোর পচামুখের পচাল খাওয়ালে।

গোবর্দ্ধন। আবার তোমার পুত্রবধুর নামে মিছে কলঙ্ক রটালে। আমার রাগ থামে এদের মাথা ফাটালে।

ভারুণ্ডা। মার সোঁটা, মাথা ফাটা।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) এই যেমন কর্ম্ম তেমি ফল; হাসির বদলে চোখের জল।

ভারুণ্ডা। বাবা গোবর! তুই একলা দুটোকে আঁটতে পার্‌বিনি। আমি একটাকে ঠেঙায় ঠেঙাই।

গোবর্দ্ধন। কোন্‌টাকে?

ভারুণ্ডা। চঞ্চনকে।

চঞ্চন। (স্বগত) অ্যাঁ মাগীর হাতে হব দাগী। ও মাগী ভারি ঘাগী। পালাই বাবা! (পলায়নোদ্যোগ)

গোবর্দ্ধন। (বাধা দিয়া) পালাবি কোথা? মা গো! ঠেঙিয়ে ভাঙ মস্ত মাথা। আমি কিলুই আয়ানেকে, রক্ত বার করি মুখ থেকে।

আয়ান। হুঁ—বটে! জানিস্, তুই গোবর, আমি ঘুঁটে!

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, যাবে বোঝা, কোর্‌বো সোজা, আয় মালকোঁচা এঁটে। (উভয়ের মল্লযুদ্ধ)

চঞ্চন। বাপ! কি দাপ! দুটোর যেন নেউল সাপ!

ভারুণ্ডা। এই তোরও খোল্লো বেদম হাঁফ! (চঞ্চনকে ঘন ঘন যষ্টি প্রহার)

চঞ্চন। থামো থামো, দেবি ভারুণ্ডে! হয়ো না চামুণ্ডে, মেরো না মুণ্ডে!

ভারুণ্ডা। হুঁ, তা বই কি! মুণ্ডু খণ্ডি খণ্ডি কোরে পিণ্ডি দেবো। (পুনঃপ্রহার)

চঞ্চন। (বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়া) তবে রে বুড়ি, সিকিতেয়ে ঘুড়ি! ঢাউসের সঙ্গে পাল্লা, এইবার বার করি তোর কল্লা! (ধাক্কা মারিয়া ভূতলে নিক্ষেপ)

ভারুণ্ডা। (যন্ত্রণায়) বাবা গোবর! ধাক্কায় বেরুলো খাবা গোবর!

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) কি, এত বড় গর্ব্ব! তবে রে চঞ্চনা! (আয়ানকে ত্যাগ করিয়া চঞ্চনকে আক্রমণ ও প্রহার)

আয়ান। উঃ, গোবরার কিল, যেন পাথুরে শিল, বুকে লেগেচে খিল! ফাঁক পেয়েচি, পালাই বাবা!

[বেগে প্রস্থান।

চঞ্চন। (সকাতরে) দাদা গোবর্দ্ধন! আর না—বস্! আমারো বেরিয়েচে খেজুর রস। এই নাক-মলা, কান-মলা, তোমায় ঘাঁটাবে

কোন্ শালা! তোমার চাঁদবালী সতী সাবিত্তীর, চাঁদনী রাত্তির। আমার দে ভাই ছেড়ে, দউড় দি তেড়ে।

গোবৰ্দ্ধন। মাকে কেন ফেল্‌লি ছুঁয়ে?

চঞ্চন। ঘাট মান্‌চি ঘাড় নুয়ে।

গোবৰ্দ্ধন। তা হবে না।

চঞ্চন। তবে আল্‌গোচে লাথি মার আমার মুণ্ডে।

গোবৰ্দ্ধন। আমার পায়ের পাপ হবে তোর মুখ ছুঁয়ে।

চঞ্চন। কেন?

গোবৰ্দ্ধন। ঐ মুখে তুই আমার সতী সাধ্বী চাঁদবালীকে গাল্ দিয়েচিস্। তোর মুখ নরক, আস্তাকুড়, নদ্দামা, পাইখানা, ভাগাড়! মুখের বদল পেট ফাটিয়ে করি সাবাড়! (পেটে প্রহার)

চঞ্চন। (অত্যন্ত কাতরে) বাবা রে! হাতের কি থাবা রে! আমি গেছি, না আছি? থাক্‌লেই গেছি, পালালেই বাঁচি।

[বেগে প্রস্থান।

ভারুণ্ডা ও গোবৰ্দ্ধন। (হততালি দিতে দিতে) হুও—হুও—হুও!

গোবৰ্দ্ধন। এখন যা, আবার ঠাণ্ডাবো। (চন্দ্রাবলীর প্রতি) বলি, হ্যাঁ বউ! রাখ্‌লা ছোঁড়াগুলো তো ছোঁয় নি তোমাকে? টানেনি তো অঞ্চল? করেনি তো চঞ্চল?

চন্দ্রা। তা হতো, যদি তুমি না আস্তে।

গোবৰ্দ্ধন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি শশব্যস্তে,—এ মেয়েটি কে?

চন্দ্রা। (ভাবিয়া) ও গো সেই যে সে।

গোবৰ্দ্ধন। (ভাবিয়া) তা হবে।

ভারুণ্ডা। এ মেয়েটির নাম কি, বৌ?

চন্দ্রা। মনের মৌ!

ভারুণ্ডা। নামটি বড় মিষ্টি!

গোবৰ্দ্ধন। এর কথাও কি মিষ্টি?

চন্দ্রা। সেইটিরি অভাব।

গোবৰ্দ্ধন। কেন?

চন্দ্রা। এ বোবা।

গোবৰ্দ্ধন ও ভারুণ্ডা। (সদুঃখে) আহা হা!

চন্দ্রা। ভাগ্যে এ মেয়েটি সঙ্গে ছিল, নৈলে রাখালে ছোঁড়াগুলো এখুনি আমাকে ধোরে নিয়ে গিয়ে, কালার কোলে বসিয়ে দিত।

ভারুণ্ডা। অমন্ কথা বল্‌তে নেই, ষাট ষাট।

গোবৰ্দ্ধন। তা সত্যি কথা বোল্‌তে দোষ কি? আমি কালারও দফা রফা কোর্‌বো—রাখ্‌লা ব্যাটাদেরও দফা রফা কোর্‌বো। আচ্ছা, বৌ! এ মেয়েটি বোবা বটে, কথা না ফুটুক, আওয়াজ তো মিঠে? তুমি একটু তোয়াজ কোরে, আওয়াজ শোনাও না।

চন্দ্রা। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা কোরে। (কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া) ও দেখনহাসি! দেখন্‌হাসি!

গোবৰ্দ্ধন। (হাসিয়া) এটি তোমার দেখন্‌হাসি! বাহবা—বেশ বেশ!

ভারুণ্ডা। ওলো বৌ! "দেখন্‌হাসির" চেয়ে "ভালবাসা" পাতা, শুন্‌তে ভাল।

গোবৰ্দ্ধন। (সানন্দে) হ্যাঁ বৌ! মা ঠিক্ বোলেচে। "ভালবাসা" বড় খাসা। তোমার ভালবাসার গলার আওয়াজটা শোনাও না।

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্ববৎ ঠেলা দিতে দিতে) ও ভালবাসা! ভালবাসা! ও ভালবাসা! ভালবাসা! একবার মিষ্টি আওয়াজ শোনাও।

কৃষ্ণ। (বোবার ভঙ্গিতে) আঁ—আঁ, ই—উ—! য়াঁই—মো—মো—হাম্—হাম্—ওঁ—ওঁ—আম্!

গোবৰ্দ্ধন। আম্ বেশ মিষ্টি তো। নয় মা?

ভারুণ্ডা। আমার কিন্তু ভয় কোচ্চে।

চন্দ্রা। আমার ভালবাসা তোমাদের দেখে ভয় পেয়েচে, তাই এমন কোরে আওয়াজ দিচ্চে। ভয়ের আওয়াজ শুনে, তাই তোমারও ভয় হচ্চে।

গোবৰ্দ্ধন। ঠিক্ ঠিক্। এস মা, আমরা

এখান থেকে সোরে যাই। আহা, চাঁদবালীর ভালবাসা একে হাবা বোবা মেয়ে, তায় ভয় পেয়ে, মুখ নামিয়ে, আঁউ মাউ কোচ্চে। চাঁদবালি! যাও তুমি তোমার ভালবাসাকে নিয়ে। আয় মা, আমরা অন্য পথ দিয়ে, যাই ধেয়ে। তুই দেখ্‌বি চল্‌, মাই! কেষ্টাকে কেমন ঠেঙাই।

ভারুণ্ডা। তবে চল্‌, বাবা! যাই।

[ভারুণ্ডা ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) চন্দ্রাবলি!

চন্দ্রা। (সহাস্যে) ছলনাময় শ্যাম! ধন্য তোমার ছলনা।

কৃষ্ণ। তোমারই বা কম কি?

চন্দ্রা। ছলনাপূর্ণ সংসারকে ছলনা না কোল্লে, তোমায় যে পাওয়া যায় না।

(গীত)

কাঁটায় যেমন কাঁটা তোলে,
ছলের ছলনা তেমি ছলে,
ছলীর ছলী তুমি বনমালী,
সকলি তোমার ছলনা-খেলা।

যে জন শিখেচে তোমার ছলনা,
ছলিতে তাহারে কে পারে বল না,
বাধা ঘুচে গেল, এইবার চল,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কালা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—অরণ্য।

বেগে চঞ্চন গোপের প্রবেশ।

চঞ্চন। বাবা! গোবরার কি থাবা! ভেঙেচে ঘাড়, গুঁড়িয়েচে হাড়! শেয়াল-কাঁটার খোঁচা, এর চেয়ে ছিল ভাল! গোবরার কিলে প্রাণ যে গেল! বোলেচে আবার, এখনি এসে ঠেঙিয়ে কোর্‌বে কাবার। এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি, চাদরখানায় গা ঢাকি। এখানে এলে, আমায় জান্তে না পেরে, যাবে চোলে। বাপ্‌! মায়ের ধমকে এয়েচে জ্বর, ঘাম ছুটচে ঝর ঝর। আর না, শুয়ে পড়ি, গাময় চাদর মুড়ি। (আপাদ মস্তক চাদরে মুড়িয়া শয়ন)

দূরে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

শ্রীদাম। (জনান্তিকে) এইবার বড় মজা, চঞ্চনার ভাগ্যে আরো সাজা! ও যেমন ফিকির কোরে, গোবর্দ্ধনকে দিয়ে, আমাদের তাড়া খাইয়েছিলো, এইবার ওকেও তেমি জব্দ করি।

বেগে যষ্ঠিহস্তে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। আর নেই রক্ষে, ধোঁয়া দেখাব চোক্ষে, মারবো লাঠি বক্ষে; ম'র্‌বে রাথ্‌লাগুলো, আর সেই কালো হুলো।

সুবল। (জনান্তিকে) ও ভাই শ্রীদাম! গোবর্দ্ধন ফের যে শাসায়।

শ্রীদাম। ভয় কি? তুলুই ওকে উল্টো নেসায়। তোরা মজা দেখবি আয়। (গোবর্দ্ধনের নিকট আসিয়া) সাধু গোবর্দ্ধন! ব্রজে কেউ নেই তোমার মতন। তুমি উজ্জ্বল রতন, লাখ টাকার ধন!

গোবর্দ্ধন। আরে তেড়ে! এত খোসামুদি কিসের কারণ?

শ্রীদাম। এ নয় খোসামুদি, কারণ আমি সত্যবাদী। আজ আমরা সকলে কালাকে এক ঘ'রে করেচি। তোমাকে তাই জানাতে এয়েচি।

গোবর্দ্ধন। অ্যাঁ, বলিস্‌ কি!

শ্রীদাম। বলচি যথার্থ, কেলেটা ভারি অপদার্থ। আমরা তার তরে, ব্রজপুরের ঘরে ঘরে, দোরে দোরে, যার তার কাছে, মিছে মিছে, গালাগালি খাই। বোল্‌চি তাই, কালার সঙ্গে আমাদের আর ভাব নাই। সে, পরের

বউ ধ টানে ; আমরা মারা যাই প্রাণে। তাই বেল্‌চি অকপট, কোরে আমরা ধর্ম্মঘট, সেই কপট নিপট কেলেটাকে ছেড়েছি।

গোবর্দ্ধন। ছেড়েচিস্, বেশ কোরেচিস্। তোদের শনি ছেড়েচে। যা এইবার বনে বনে, হরিষ মনে, গোচরণে। কিন্তু ভাঙিস্ যদি ধর্ম্মঘট, তা হলেই পটাপট! দেখিচিস্ আমার হাতের পাঞ্জা!

শ্রীদাম। আর একটা কথা বলি।

গোবর্দ্ধন। বল্ ঝট্‌পট্। আমি এখুনি গিয়ে, এই ঠ্যাঙার ঠেঙিয়ে, কেষ্টোহত্যে করবো। তার এত বড় আস্পদ্ধা, আমার চাঁদবালীর চাঁদবদন দেক্তে চায়!

শ্রীদাম। দেক্তে চায় কি? দেখেচে। তোমাকে কি আর রেখেচে? তোমার জাত কুল মেরেচে, একেবারে সেরেচে! তুমিও তাকে ঠ্যাঙ্গা মারো, একদম্ সারো।

গোবর্দ্ধন। কোথা কেলে? দেখিয়ে দিলে হত্যে করি।

শ্রীদাম। (চাদরাচ্ছাদিত চন্দ্রনকে দেখাইয়া দিয়া) ঐ অঙ্গঘোড়া চাদর মোড়া। তোমায় দেখে, গায় চাদর ঢেকে, আছে শুয়ে। এখুনি লাঠি দিয়ে, কর ও-কম্ম, তবে থাকবে তোমার ধম্মজায়ার ধম্ম।

গোবর্দ্ধন। (সানন্দে) আঁ্যা, ঐ কেলে চাদর মোড়া! এই করি ঘাটের মড়া! তোরা দৌড়ে যা, ঐ গাছতলায় বোসে আছে আমার মা। এই সুখবর দিয়ে, আর মাকে সঙ্গে নিয়ে। আজ মায়ে পোয়ে, একাট্টা হোয়ে, কেষ্টা মারি।

শ্রীদাম। তোমার মা না আসে যতক্ষণ, দাঁড়িয়ে থাক ততক্ষণ। (অন্যান্য বালকগণের প্রতি) আয় ভাই, দৌড়ে যাই, ডেকে আনি গোবর-মাই।

সুদাম। (জনান্তিকে) ভাই শ্রীদাম! বড় মজার ফিকির খেল্লি, এইবার চন্দ্রনাকে সাল্লি।

শ্রীদাম। (জনান্তিকে) ভাকণ্ডাকে ডেকে দিয়ে, পালিয়ে যাই। তমাল ঝোপে ঢুকে, উঠে তমাল শাখে, আড়ে আড়ে থেকে, হাসিগে মজা দেখে।

[শ্রীদামাদি বালকগণের প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। বাবু বাবু মোর্‌গা খেয়ে যাও ধান, এইবার ঠ্যাঙা মেরে বধিব পরাণ। ঠ্যাঙাটা একবার শাণিয়ে নি,—উহুঁ ভুল বোলেচি,—ভেঁজে নি। (নানাবিধ ভঙ্গিতে লাঠি-খেলা)

যষ্টিহস্তে হেলিতে দুলিতে ভাকণ্ডার প্রবেশ।

ভাকণ্ডা। (গোবর্দ্ধনের লাঠি খেলা দেখিয়া সানন্দে) বাহবা—বাহবা, ব্যাটা! খাসা নাঠি-খেলা! হাজার হোক্, ভাকণ্ডার গুণ্ডা ব্যাটা কি না! গোবরা বই এমন নাঠি-খেলা কেউ জানে না। অগ্নি নয়, চোদ্দ পনর বছর বয়েস পয্যন্ত গোবর আমার মাই-দুদ খেয়েচে, তাই গায়ে জোর হয়েচে। নৈলে কে পারে এমন কোরে ঘুরুতে নাঠি? কেলে ছোঁড়ার এইবার দাঁত-কপাটী।

গোবর্দ্ধন। ও গো এয়েচো, মা জননি?

ভাকণ্ডা। হাঁ রে বাপ্ যাদুমণি!

গোবর্দ্ধন। হের হের, যশোদার নীলমণি, চাদর-মোড়া গাখানি, লুটায় অবনী।

ভাকণ্ডা। দাঁড়া, খাওয়াই খানিক নবনী।

(গীত।)

এবার বাবা, কোথায় যাবা,
থাব্‌ড়া থাবা গোব্‌রা দেবে।
ঠ্যাঙার চোটে, মুণ্ডু ফুটে,
রক্ত উঠে, উঠ্‌বে গেবে॥

গোবর্দ্ধন। (সতাললয়স্বরচ্ছন্দে)—
সা রি গা মা পা ধা নি, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা।
দাদ্দেরে দেরে দেরে, ডুম্ ডুম্ ডুম্ দা॥

ভাকণ্ডা। (গীত)

ওরে ট্যাটা, যশীর ব্যাটা,
বিঁধ্‌বো এবার মেরে ট্যাটা,

ঠেঙিয়ে কোর‍্‌বো মাথা-কাটা,

ছমাস ধোরে ঝোল ভাত খাবে।

গোবর্দ্ধন। (পূর্ব্ববৎ)

সা রি গা মা পা ধা নি, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা।

দাদ্দেরে দেরে দেরে, ডুম্ ডুম্ ডুম্ সা॥

গোবর্দ্ধন। মা, কেলের চাদর দে খুলে, ঠ্যাঙা মারি বেল্লতলে।

ভারুণ্ডা। (চাদরাচ্ছাদিত চঞ্চনের নিকট গিয়া) আর কেন ঘুম? খোলো ঘোম্‌টা, দেখ একবার ঠ্যাঙার খ্যাম্‌টা। ভাঙ্‌বো ঠ্যাঙ্‌টা। (মুখের চাদর খুলিয়া সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া) ওরে বাবা! এ তো নয় শ্যাম।

চঞ্চন। আমি কুওর ব্যাঙ্।

গোবর্দ্ধন। ভাঙি ঠ্যাঙ্।

চঞ্চন। দাদা গোবর্! আমি চঞ্চনা।

গোবর্দ্ধন। তোরি যত বঞ্চনা। (প্রহার)

চঞ্চন। ত্রাহি মাং তো গোবর্দ্ধন! আমি এতক্ষণে বেশ বুঝ্‌লুম, কেষ্টকে যে ঠকাতে যাবে, সেই নিজে ঠোকে ঠোকন্ খাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

মধ্যস্থলে পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী দণ্ডায়মানা।

দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা, তারা, সুবেলা, পদ্মা প্রভৃতি গোপীগণ দণ্ডায়মানা।

সখীগণ। (গীত)

মঞ্জুল কুঞ্জ সাজিল ভাল,
চিকণ-কালো করিল আলো;
মন মোহিল, আঁখি ভুলিল,—
রূপ ফুটিল, শোভা ছুটিল।

রূপের ডালী চন্দ্রাবলী,
শোভিল বামে প্রেমে ঢলি;
কলি ফুটিল, অলি জুটিল,—
মধু লুটিল, তৃষা মিটিল॥

সম্পূর্ণ।

কমিক্ অপেরা "চতুরালী" ও "চন্দ্রাবলী" পুস্তক ও অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সম্পাদক মহোদয়গণের অভিপ্রায়।

"আমরা গত রবিবার 'বীণা থিয়েটারে" গিয়াছিলাম। বীণা থিয়েটারের "চতুরালী" একখানি অপূর্ব্ব জিনিষ। "চতুরালী" এমন সুন্দর জিনিষ আমরা জানিতাম না। অনেকে অনেক নাটক নাটিকা দেখিয়াছেন, কিন্তু, বীণার "চতুরালী" যিনি দেখেন নাই, তাঁহার নাটক দেখা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, বলিব। তিনি কেবল রাশীকৃত মতিচুরই গলাধঃ করিয়াছেন, কিন্তু, একখানি আধাছানার মণ্ডাই দেখিতে পান নাই। চতুরালীতে কবির কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্গের যে কোন রঙ্গমঞ্চে "চতুরালীর" অভিনয় হইবে, সেই রঙ্গমঞ্চেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে। গানগুলি বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। অভিনয় বড় সুন্দর হইয়াছে। অভিনয়ের ভাবভঙ্গি নূতন ধরণের, বীণার সমস্তই নূতন রকমের। বাঙ্গালা গরীব দেশ; গরীবের দেশে বীণা থিয়েটার বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছে।"—বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ৪ঠা আষাঢ়, ১২৯৭।

"সম্প্রতি রাজকৃষ্ণ বাবুর "চতুরালী" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। "চতুরালী" হাস্যরসপূর্ণ গীতিনাট্য। এ জাতীয় পুস্তক বাঙ্গালায় দেখিতে পাই নাই। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু মাতৃভাষার পদে এই একটী নূতন কুসুম অর্পণ করিয়াছেন। ভক্তের মন দেবতাকে সাজাইতে চিরদিনই ব্যস্ত। ভক্ত পুষ্পের বড় বড় পাপড়ী লইয়া সেইগুলিকে পুনরায় গাঁথিয়া স্বাভাবিক পুষ্পাপেক্ষা বড় পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া দেবচরণে অর্পণ পূর্ব্বক নূতন শোভা দেখে। রাজকৃষ্ণ বাবু তাই শ্রীকৃষ্ণের চতুরতার পুরাতন কথা লইয়া, ইংরাজী হাস্যরসোদ্দীপক গীতিনাট্যের ছায়ায় 'চতুরালী' প্রস্তুত করিয়া বীণায় অভিনয় করিয়াছেন। নূতন জিনিষ দেখিয়া আনন্দ হইয়াছে।"—সুরভি ও পতাকা, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল।

"চতুরালী বঙ্গদেশে ও দেশীয় থিয়েটারে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। আমরা পূর্ব্বে এরূপ ধরণের অপেরার অভিনয় কোথাও দেখি নাই। কাগজে কলমে লিখিয়া চতুরালীর অভিনয় বলা অসম্ভব। কি বাক্যভঙ্গী, কি রসভঙ্গী, কি গীতভঙ্গী সমস্তই নূতন ধরণের, অথচ হাস্যানন্দে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকাকে অবলম্বন করিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুর চতুরালী। চতুরালীর প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী হাস্যরসের সহিত রঙ্গরসের তরঙ্গ তুলিয়া দর্শকগণকে মোহিত করিয়াছিলেন।"—এডুকেশন গেজেট, ১৪ই আষাঢ় ১২০৭।

"প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় শেষ হইলে পর, কমিক্ অপেরা চতুরালী অভিনীত হয়। বিষয়টী রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন। কুটীলা ও আয়ান খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের গানগুলি বড়ই সুখশ্রাব্য ও মিষ্ট লাগিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপবালকদের অভিনয় ও গীতগুলি বড়ই শ্রবণরঞ্জন হইয়াছিল। রাধিকা কদম্বতলে কৃষ্ণের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় আয়ান ঘোষ লগুড়হস্তে তথায় উপস্থিত হইল। রাধিকার ব্যবহার দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; সে রাধিকাকে ধরিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া, যেমন তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, অমনি তিনি সে বেশ ত্যাগ করিয়া গোপবালকরূপে দেখা দিলেন। আয়ান ঘোষ একেবারে অবাক হইল। দর্শকবৃন্দও করতালির ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিল। চতুরালী

সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভদ্রতায় ও সমাদরে আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি।"—বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী, ১৮ই আষাঢ়, ১২৯৭।

"বহুদিন পরে শনিবার আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর "বীণারঙ্গভূমে" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন প্রভৃতি পরিবর্ত্তন, অতিক্রম করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর সহিষ্ণুতা, অকাতর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্নে বীণায় এক্ষণে প্রত্যহ অভিনয় হইতেছে। বাঙ্গালায় দেশীয়-চলিত প্রাত্যহিক অভিনয়কারী সম্প্রদায় দ্বিতীয় নাই; সে কার্য্যও বহুল ব্যয়সাপেক্ষ এবং দুরূহ। এত অন্তরায় সত্ত্বেও যে রাজকৃষ্ণ বাবু প্রত্যহ অভিনয় দেখাইয়া শত শত লোককে মুগ্ধ করিতেছেন, ইহা কম বাহাদুরী নহে। তাহার উপর আবার বীণার অভিনয়-দর্শনীও নিতান্ত অল্প। এত সুবিধা, তাহার উপর অভিনয়-সৌন্দর্য্য একাধারে এরূপ সমাবেশ বঙ্গে অন্য কোন থিয়েটারে নাই। আমরা সে দিনকার অভিনয় দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়াছি। সুলভ রঙ্গালয় বলিয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয়োৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেকের যে সংস্কার আছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ঐ দিবস "চতুরালী" নামক একখানি হাস্যরসোদ্দীপক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। কৌতুকচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাভিনয় চতুরালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে কতকগুলি সুমিষ্ট সঙ্গীত আছে। অভিনয় দর্শন করিতে করিতে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ। এক কথায় কমিক্ অপেরা চতুরালীর অভিনয়ে বীণা-থিয়েটার-সম্প্রদায় খুব ওস্তাদী দেখাইয়াছেন। বীণার অভিনয়োৎকর্ষতা সম্বন্ধে এখনও যাঁহাদের সন্দেহ আছে, আমরা তাঁহাদিগকে একবার চতুরালীর অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।"—সময়, ২১এ আষাঢ়, ১২৯৭।

"বীণাতে" আমরা শুক্রবারে "চতুরালী" দেখিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে "চতুরালী" রচনা করিয়াছেন। এবং রচনা কৌশলে, ততোঽধিক বিষয়ের গুণে "চতুরালী" বাস্তবিকই মনোহর হইয়াছে।—

"যা লোকদ্বয়সাধনী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী।"

এই নিমিত্তই বীণা-রঙ্গভূমে "চতুরালী" দেখিবার সামগ্রী। যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আমাদের মতের পোষকতা করিবেন। যিনি দেখেন নাই, তিনি যেন গিয়া দেখিয়া আইসেন। "বীণাতে" দেখিবার বড় সুবিধা। স্বল্প মূল্যে এত সুখভোগ কোথায় পাওয়া যাইবে?"—বঙ্গবাসী ২২এ আষাঢ়, ১২৯৭ সাল।

"আমরা গত শুক্রবার বীণারঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "চতুরালী" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ও রাখাল বালকগণের গীতগুলি ও হাবভাবাদি সুশ্রাব্য ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। আজকাল বীণা রঙ্গালয়ে অভিনয়াদি যেরূপ উত্তম হইতেছে, সেইরূপ দর্শকদিগেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আমরা আশা করি, সাধারণে একবার বীণারঙ্গভূমিতে চতুরালী অভিনয় দেখিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উৎসাহিত করুন।"—সোমপ্রকাশ, ৩১এ আষাঢ়, ১২৯৭।

"Babu Rajkrishna Roy, the well-known poet and play-wright, has introduced a novel feature in our dramatic literature in the shape of comic operas. Chaturali, the piece yet produced, is having a good run at the Vina Theatere. We were well pleased to see it represented in an excellent style on Friday evening. It abounds in wit and humour and the audience is kept laughing from begining to end."—THE HINDOO PATRIOT, July 7, 1890.

"চতুরালী", "চন্দ্রাবলী" প্রভৃতি 'কমিক্ অপেরা' বা কৌতুক-নাটিকাগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে ও

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে রাজকৃষ্ণ বাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এবার "চতুরালী" ও "চন্দ্রাবলীতে" তুলনা চলিবে না। তুলনায় সমালোচনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মরকতের শোভার সহিত যেমন পদ্মরাগের প্রভার তুলনা হয় না—মরকত (Emerald) শ্রেষ্ঠ, কি পদ্মরাগ (Ruby) শ্রেষ্ঠ, যেমন বলা যায় না—সেইরূপ 'চতুরালী' শ্রেষ্ঠ, কি 'চন্দ্রাবলী' শ্রেষ্ঠ, এক কথায় বলিবার যো নাই।

যেমন এক এক দেবতার এক এক প্রভাব, এক এক মানুষের এক এক স্বভাব—যেমন তুমি আমি, তিনি,—তিন জনই মানুষ—কিন্তু তিন জনেরই প্রকৃতি বা শিক্ষা স্বতন্ত্র—শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর, বা সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর যেমন তুলনা হয় না; কবিত্ব বিষয়ে কালিদাসের সহিত ভবভূতির, বা, ভবভূতির সহিত কালিদাসের যেমন তুলনা হয় না—সৌরভ বিষয়ে গোলাপের সহিত বেলার, বা, বেলার সহিত বকুলের যেমন তুলনা হয় না—মিষ্টতা বিষয়ে 'ল্যাংড়ার' সহিত 'ফজলী' বা, ফজলীর সহিত ল্যাংড়া আমের যেমন তুলনা হয় না—প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, সেইরূপ রাজকৃষ্ণ বাবুর 'চতুরালী' ও 'চন্দ্রাবলী' দুইখানি 'কমিক্ অপেরা' বটে, কিন্তু একখানির সহিত অপর খানির তুলনা চলে না; দুখানি দুরকমের; স্বতন্ত্র ধাতু প্রভৃতিতে গঠিত।

আমাদের নৃত্য ইংরেজ=ইংরেজিনীদের উৎকৃষ্ট বল নাচের তুলনায় কিছুতেই ন্যূন নহে। এরূপ নৃত্য অনেক উদ্যম, চেষ্টা ও শিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই।

চন্দ্রাবলী ও রাধার বালক-বেশ পরিহার ও নারী-বেশ পরিধান দৃশ্যগুলি বড়ই নয়ন-প্রীতিকর ও মনোমুগ্ধকর। বীণা থিয়েটারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আন্তরিক প্রীতিলাভ করিয়াছি।

কৃষ্ণ, রাখালবালক, চন্দ্রাবলী ও রাধা, পরস্পরের হাঁচকা টানের সময় সমস্বরে গীত উচ্চারণ অতি সুমধুর 'পূর্ণ কোরস'—যেন এখনও কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে।

আমাদের সুযোগ্য ইংরেজী সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরর্-সম্পাদক, রাজকৃষ্ণ বাবুকে "THE GREAT TRAGIO COMEDIAN OF THE DAY" বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের মাতা (চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী) জারজ গোবর্দ্ধনকে ভূতলে পতিত ও নীরবে অবস্থিত দেখিয়া সখেদে মড়াকান্না ধরণে উৎকৃষ্ট সুর-লয় গঠিত যে গীত গাহিয়াছিল, সেইরূপ গীতগুলিই মিরার্-সম্পাদকের কথায় যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে।"—বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ২৪শে শ্রাবণ ১২৯৭।

বীণায় "চতুরালী"র পর "চন্দ্রাবলীর" অভিনয় চলিয়াছে। ইহাও কবিবরের সরস লেখনী-প্রসূত।"—সহচর, ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

"সে দিন বীণাতে কবিবরের "চন্দ্রাবলী" অভিনয় হইয়াছে। রসিকচূড়ামণির রসের লীলা লইয়া রসিক কবি রাজকৃষ্ণ সুন্দর খেলা খেলিতেছেন। "চন্দ্রাবলী" ও "চতুরালী" দুইখানি নূতন ধরণের গীতিনাট্য। নাটক দেখিয়া আমোদ উপভোগ ইচ্ছা হইলে আমরা সকলকে বীণার "চন্দ্রাবলী" ও "চতুরালী" দেখিতে অনুরোধ করি।"—নবযুগ, ১৬ই শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল।

"কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি সুন্দর নাটক, অপেরা প্রভৃতি রচনা করিয়া, বীণা থিয়েটারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছেন।"—সহচর।

জ্যোতির্ম্ময়ী

উপন্যাস।

"অন্যো হি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম্ম
মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম্ম
তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশ ॥

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

"যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদ্দিবা যচ্চ বা নিশি।
যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথা ন তদন্যথা ॥"

গরুড়পুরাণ—পূর্ব্বখণ্ড।

প্রথম অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুগল বন্ধু।

কলিকাতাকে City of Palaces' অর্থাৎ প্রাসাদনগরী বলে, কিন্তু এরূপ বলা অপেক্ষা City of Streets and Lanes অর্থাৎ রাস্তা গলীর শহর বলিলে বরং ঠিক্ হয়। বাস্তবিক কলিকাতা শহরের মধ্যে এত রাস্তা আর এত গলী যে, একজন লোক যাবজ্জীবন এখানে বাস করিয়াও সকলগুলির অনুসন্ধান রাখিতে পারে না। এমনও দেখা গিয়াছে, একজন লোক সমস্ত জীবনের মধ্যে এক বার বই, দুই বার কোন গলীতে প্রবেশ করে নাই। কেহ বা কোন কোন গলীতে মৃত্যুর দিনটি পর্য্যন্ত একটি দিনও পা গলায় নাই।

একটা প্রবাদ আছে, "জলে জল বাধে।" কলিকাতার রাস্তা গলী সম্বন্ধেও ঠিক্ তাই। দশ: বার বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে রক্তবীজের ঝাড়ের বাড়িয়া উঠিয়াছে। নালা খানা নর্দ্দামা বুজাইয়া মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়াছেন আর নর্দ্দামাতটবাসী প্রজাগণেরও বিলক্ষণ দশ টাকার আয় বাড়াইয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুর্গন্ধময় নর্দ্দামার জ্বালায় যে জায়গার কাঠা বড় জোর দুই তিন শত টাকা ছিল, আজ কাল সেই কাঠার দর হাজার-বার শ টাকা দাঁড়াইয়াছে। "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।" নর্দ্দামার দুর্গন্ধ, পঙ্কযন্ত্রণা ঘুচিয়া তদুপরি রাবিস্-ঢালা, ড্রেনেজ্ওয়ালা, গ্যাসলাইটের খুঁটিতোলা, জলের কল খোলা গলীর বাহার ফুটিয়াছে। ইহাকেই বলে দুঃখের পর সুখ—ইহারই নাম নরকভোগের পর স্বর্গভোগ। কিন্তু বাসেন্দাদের কর্ম্মভোগটা স্বর্গভোগেও যোগ দিতে ছাড়ে নাই। মিউনিসিপালিটিই তার মূল। টেক্সর উপর টেক্স, গরীব প্রজা কত সহিতে পারে? নিতান্ত কষ্টের বিষয় যে, মিউনিসিপালিটির স্বর্গরচনা শেষে তৃষ্ণাতুরের পক্ষে মরুভূমিতে মরীচিকা-জলাশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ একটি নর্দ্দামাবুজানো নূতন গলীর ভিতর দিয়া অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ্য পুস্তক হস্তে কলেজে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে বিপ-

রীত দিক্ দিয়া আর একটি লোক আসিতেছিল। দূর হইতে উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। অমনি উভয়ের ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা দেখা দিল। দৃষ্টির সঙ্গে হাসির সৃষ্টি হইলে কি বুঝায়? চেনাচিনি। অচেনা লোকের কাছে অচেনা লোক আসিয়া পড়িলে চাওয়াচাওই হয় বটে, কিন্তু হাসাহাসি হয় না। যদিও কখন কখন সেরূপ স্থলে এক জনকে দেখিয়া এক জন হাসে; কিন্তু সে হাসিটা পরিহাসের হাসি। কোনরূপ অদ্ভুত মুখচ্ছবি বা বেশভূষার নক্সা দেখিয়া, সে হাসি ওষ্ঠাধর কাঁপাইয়া দেয়। কিন্তু অমরকুমার আর সেই লোকটির হাসি সেরূপ নয়, চেনাচিনির হাসি।

অমরকুমার দূর হইতেই সেই লোকটিকে বলিলেন, "কেমন, শ্যামলাল, যা বলেছিলেম; ঠিক্ কি না?"

শ্যামলালের পুরা নামটি শ্রীশ্যামলাল ঘোষাল। অমরকুমারের প্রশ্নে শ্যামলাল উত্তর করিলেন, "ঠিক্, অমন মনোহর রূপ আমি, বোধ হয়, আর কখনও দেখি নি।" এই বলিতে বলিতে উভয়ে একত্র হইলেন। গতিরোধ হইল। পদগতি থামিল, কিন্তু জিহ্বাগতি বাড়িল। একটা না একটা গতি বই মানুষের "গতি" কই? যখন অচেতন জগৎ সংসার চিরগতিশীল, তখন সচেতন মানুষ কি একটি নিমেষেরও তরে গতিহীন হইতে পারে? মানুষের ভিতরে ও বাহিরে যা কিছু আছে, সমস্তই একটা না একটা করিয়া প্রতিবলে দিবারাত্র চলিতেছে। হাত থামে তো পা চলে—পা থামে তো মুখ চলে—মুখ থামে তো কান চলে—কান থামে তো নাক চলে—সব থামে তো মন চলে। মন কিছুতেই থামে না। জাগায় বল, নিদ্রায় বল; মনের গতি কখনই থামিবার নয়। আবার জাগা অপেক্ষা নিদ্রায় সময় মনের গতির কাণ্ডকারখানাটা বেশী। যাঁহারা স্বপ্নভোগী, তাঁহারাই আমার কথায় সায় দিবেন। আবার স্বপ্ন না দেখে, এমন মানুষ কে আছে? তাই বলিতেছিলাম, একটা না একটা গতি বই মানুষের "গতি" কই?

শ্যামলালের মুখে নিজের মনোমত কথা শুনিয়া অমরকুমার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার বলিলেন, "ভাই শ্যাম, এখন মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। আগামী ফাল্গুন মাসেই দিনস্থির কোরেচি।"

শ্যামলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় এই মাঘ মাসেই হ'লে আরো ভাল হয়। জানই তো, 'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কাল হরণম্'। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কেন?"

অমর। তা বটে, কিন্তু বাবাকে এখনও এ কথা বলা হয় নি।

শ্যাম। (সবিস্ময়ে) সে কি! এখনও চুপ কোরে আছ? অমন সুন্দরীকে আজ পেলে, কাল অপেক্ষা কোত্তে নেই। ভাল জিনিষের খোদ্দের বেশী।

অমর। আমি আস্‌চে শনিবার বাড়ী যাব। বাবাকে নিজে কিছু বোল্‌তে পার্‌বো না। আমার ভগিনীপতিকে দিয়ে সমস্ত বলাব। তাঁকেও নিয়ে যাব।

শ্যাম। সে কথা ভাল। যদি দরকার হয় তো আমিও যেতে প্রস্তুত আছি।

অমর। (সানন্দে) সত্যি যাবে?

শ্যাম। সত্যি মিথ্যে কি আবার? আমার মুখের দুটো কথাতে যদি তোমার মত বন্ধুর কিছু উপকার হয়, সে তো খুব সুখের বিষয়।

অমর। আচ্ছা, ভাই, তোমাকেও নিয়ে যাব, শুক্রবার দিন সন্ধ্যের সময় তোমার বাড়ী যাব। যেন গরহাজির থেকো না।

শ্যাম। না না; ভয় নেই, হাজির থাক্‌বো।

অমর। বেলা হোলো, এখন আসি।

শ্যাম। আচ্ছা, গুড্‌বাই।

অমর। গুড্‌বাই।

এই বলিয়া উভয়ে সেক্‌হাণ্ড করিয়া, নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। অমর-

কুমার কিছু দূর গিয়া, গলী ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িলেন; আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কিন্তু শ্যামলাল বিপরীত দিকে যাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল। কারণ, ও দিকে অনেকটা দূর গেলে তবে রাস্তায় পড়িবেন। গলীটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা।

এমন সময়ে, যে স্থলে দাঁড়াইয়া অমরকুমার ও শ্যামলাল কথা কহিতেছিলেন, সেই স্থলের পশ্চিম-পার্শ্ববর্তী একটি বাটী হইতে দুই জন প্রৌঢ় লোক বাহির হইয়া, গলীতে নামিয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে "শ্যামলাল বাবু ও শ্যাম বাবু!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শ্যামলালের কর্ণে আহ্বানশব্দ প্রবেশ করিল। যেমন প্রবেশ, অমি মনোনিবেশ; যেমন মনোনিবেশ, অমি বক্র গ্রীবাদেশ। শ্যামলাল ফিরিয়া দেখিলেন, দুইজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছেন। শ্যামলালকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া, তাঁহারা "আপনাকেই ডাকৃচি, একবার আসুন" বলিয়া আবার ডাকিতে লাগিলেন। শ্যামলালও ভদ্রলোকের আহ্বান-অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—বরাবর ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কেন ডাকৃলেন? কিছু প্রয়োজন আছে কি?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া আহ্বানকারী ব্যক্তি শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন। অপর ব্যক্তিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর তিন জনে বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন করিলেন। বসিবার পর আহ্বানকারী ব্যক্তি শ্যামলালকে বলিলেন, "আপনি যার সঙ্গে এই কতক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলেন, উনি হুগলী জেলার অন্তর্গত তারাপুরনিবাসী বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নয়? ওঁর ভগিনীপতির বাড়ী শ্যামবাজারে না? ওঁর ভগিনীপতির নাম চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় না?"

শ্যামলাল মনোযোগের সহিত এই প্রশ্ন তিনটি শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, মহাশয়, আপনি যা বোল্‌লেন, তাই বটে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার বলিলেন, "আপনার নাম কি, মহাশয়?"

প্রশ্নকারী উত্তরে বলিলেন, "শ্রীকামাখ্যাচরণ দাস বসু।"

শ্যাম। নিবাস?

কামাখ্যা। চুঁচুড়া। এখানে হোগোলকুঁড়ের বাসা।

শ্যাম। বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?

কামাখ্যা। অন্য কোন রকম সুবিধা কোত্তে না পেরে আপাততঃ একটা টেলার্ সপ্ করেচি।

শ্যাম। চোল্‌চে কেমন?

কামাখ্যা। এই শীতের মোর্‌সোমে বড় মন্দ নয়। বিশেষতঃ (অপর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি আমার যথেষ্ট সাহায্য করেন। এঁর সমস্ত সেলাই কাপড়ের কাজ আমার দোকানেই হয়।"

এই কথা শুনিয়া, শ্যামলাল বলিলেন, "উচিত, উচিত। ভদ্র লোককে ভদ্রলোকের সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন, "আপনারই এই বাড়ী?"

তৃতীয় ব্যক্তি নম্রবচনে উত্তর করিলেন, "হাঁ, মহাশয়!"

শ্যাম। আপনার নামটি কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামলাল বলিলেন, "নমস্কার, মহাশয়!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও "নমস্কার নমস্কার" শব্দে প্রতিনমস্কার করিলেন।

এতক্ষণ শ্যামলাল ঘোষাল, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার গায়ে একটি নূতন কাশ্মীরার চায়না-কোট ছিল। কামাখ্যাচরণ বসু অদ্য সেই চায়না-কোটটি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্যাম কৈলাসে যখন নমস্কার প্রতিনমস্কার আদান প্রদান হইল, তখন কামাখ্যাচরণ বসু শ্যামলালকে "প্রণাম, শ্যাম বাবু" বলিয়া সহাস্যে উভয় কর স্পর্শ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "আপনার উপাধি কি, শ্যামলাল বাবু?"

শ্যাম। ঘোষাল।

কৈলাস। আপনি আমাদের রাঢ়ীশ্রেণী। বেশ বেশ। এখানে আপনার থাকা হয় কোথা?

শ্যাম। গ্রে ষ্ট্রীট।

কৈলাস। বাসা না বাড়ী?

শ্যাম। বাড়ী।

কৈলাস। কি করেন?

শ্যাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

কৈলাস। উত্তম।

এইরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমন সময়ে মধুয়া বেহারা তামাক সাজিয়া দিয়া গেল।

দুইটি রূপাবাঁধানো হুঁকা—একটি ব্রাহ্মণের, একটি কায়স্থের। ব্রাহ্মণের হুঁকার তৈয়ারী তামাকের কলিকা এবং কায়স্থের হুঁকাটি খালি। ক্রমেই দুই হুঁকার এক কলিকা অদল বদল হইবে। এখানে মধুয়া বেহারার একটা বিশেষ গুণের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অনেক স্থলে দেখা যায়, দশ বিশটে ডাকাডাকিতেও চাকরের অবাধ্যতায় একছিলিম তামাক পাওয়া ভার হইয়া উঠে, কিন্তু মধুয়াকে একটি বারও ডাকিতে হয় না। সে নিয়মিতরূপে তামাক ছিলিমটি তৈয়ার করিয়া আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ বৈঠকখানায় দুই এক জন ভদ্রলোক আসিলে, অগ্রে তামাক দিয়া, তবে অন্য কাজ করে। এই জন্য মধ্যে মধ্যে কৈলাস বাবু তাহাকে আদর করিয়া বলেন, "বুড়া মধুয়া, গুড় করঁধুয়া।"

আদরে গলিয়া মধুয়া হাসে। মধুয়া বুড়া বটে, কিন্তু কর্মঠ; খাটিতে খুটিতে কুণ্ঠিত নহে।

কৈলাস বাবু হুঁকা লইয়া, অগ্রে নিজে না খাইয়া, শ্যামলাল বাবুকে দিলেন। কিন্তু শ্যাম বাবু সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন, "আগে না খেলে না, আর কি হয়?"

কৈলাস বাবু সহাস্যে বলিলেন, "সে কি, আপনি অতিথি অভ্যাগত। ইচ্ছে করুন।"

শ্যাম। না, মহাশয়, তাও কি হয়, অগ্রে আপনি।

অগত্যা কৈলাস বাবু ধূমপানে মন দিলেন।

ইত্যবসরে শ্যামলাল, কামাখ্যাচরণ বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আর কিছু আমাকে বলবার আছে?"

কামাখ্যাচরণ বলিলেন, "চক্রধর বাবুর পুত্র অমরকুমারের সঙ্গে আপনার কিরূপে আলাপ?"

শ্যাম। ওঁর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ। পূর্ব্বে এক সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়তেম।

কামাখ্যা। ওঁর বিবাহের কথা কি বোলছিলেন? পাত্রী কোথাকার?

শ্যাম। এই কোলকাতার।

এমন সময়ে কৈলাস বাবু শ্যামলাল বাবুকে হুঁকা দিলেন।

কামাখ্যা। পাত্রীর পিতার নাম?

তামাক খাইতে খাইতে শ্যামবাবু বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়।"

কামাখ্যা। তিনি কি করেন?

শ্যাম। নামটা মনে হচ্ছে না, সেই আফিসে চাকরি করেন।

কামাখ্যা। পাত্রীর আর কে আছে?

শ্যাম। পিতামহ আছেন; মা নাই, ভাই বোন কেউ নাই।

কামাখ্যা। পাত্রীর বয়স কত?

শ্যাম। বারো বর্ষ।

কামাখ্যা। নাম কি?

শ্যাম। জ্যোতির্ময়ী।

"অতি চমৎকার নাম—অতি সুন্দর নাম" বলিয়া কামাখ্যাচরণ ও কৈলাসচন্দ্র উভয়ে প্রশংসা করিলেন। এই বার ব্রাহ্মণের হুঁকা হইতে কলিকা খুলিয়া, কামাখ্যাচরণ নিজ হুঁকায় বসাইয়া

খাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রী স্থির কোল্লেন কে? অমরকুমারের পিতা?"

শ্যাম। না।" পাত্র স্বয়ং স্বচক্ষে পাত্রী স্থির কোরেচেন। এই বার তাঁর পিতাকে গিয়ে এই সম্বন্ধের কথা জানাবেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার বলিলেন, "আপনি অমরকুমারের বিবাহসম্বন্ধীয় কথা কিরূপে জান্‌লেন?"

কামাখ্যা। আপনারা উত্তরে গলিতে দাঁড়িয়ে এই কথার আলাপ কচ্ছিলেন, তাই জানতে পেরেচি।

শ্যাম। আপনাদের তো আমরা দেখ্‌তে পাই নি।

কামাখ্যা। জানালাটার নীচের কপাট দুখানা বন্ধ ছিল বোলে দেখ্‌তে পান নি। গলীটে বাড়ীর রোয়াকের চেয়ে নিচু। তাতে আবার আপনারা একটু দক্ষিণ দিক্ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা আপনাদের দেখ্‌তে পেয়েছিলেম।

শ্যামলাল ঈষৎ হাস্তে বলিলেন, "তা হ'তে পারে।" ক্ষণকাল থামিয়া আবার বলিলেন, "চক্রধর বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?"

কামাখ্যাচরণ উত্তর করিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই। তবে তাঁর জামাতা চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে। এক দিন চন্দ্রনাথ বাবু, চক্রধর বাবু এবং তাঁর পুত্র অমরকুমার বাবুকে আমার দোকানে এনেছিলেন। কামিজ, শামিজ, সাট, পিরাণ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস কিনেছিলেন। আমি চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট ওঁদের পরিচয় পেয়েছিলেম। এক দিনের দেখা, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্ছিলেম না বোলে, আপনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামলাল বলিলেন, "হাঁ, উনিই চক্রধর বাবুর পুত্র।" তার পর বলিলেন, "তবে এখন আসি।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। শ্যামলাল অগ্রে বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তার পর কামাখ্যাচরণ বসু, কৈলাস বাবুর নিকট একটি টাকা এবং কয়েকটা পশমী জিনিসের অর্ডার লইয়া বাড়ী ছাড়িলেন। শেষে স্বয়ং কৈলাস বাবু মথুরাকে স্নানের গরম জল তৈয়ার করিবার ভার দিয়া, একেবারে দোতলার ছাদে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা—অগ্রে রৌদ্রে গা গরম করিয়া, পরে গরম জলে শীত নরম করিবেন। এরি নাম কি "বিষস্য বিষমৌষধম্‌?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ণসংবাদের পূর্ব্বসংবাদ।

কামাখ্যাচরণ বসু, কৈলাস বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বরাবর নিজের টেলার সপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে তাঁহার দোকান। দোকানখানি খুব অসামান্যও নয়—সামান্যও নয়। একটি সেলাইয়ের কল, ছয় জন দর্জ্জি, এক জন সরকার, দুই জন শিক্ষানবিশ এবং নিজে তিনি দোকানখানি চালান। কম বয়সের ছেলে মেয়ে, মাঝারি বয়সের ছেলে মেয়ে এবং বেশী বয়সের ছেলে মেয়ের নানাবিধ পোশাক পরিচ্ছদ শূন্যে ঝুলিয়া, দেওয়ালে হেলিয়া, বাতাসে দুলিয়া, দোকানখানির শোভা তুলিয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি গ্যাসকেস্। তন্মধ্যে ছিটের বল, রেশমের বল, পশমের বল, অনেক রকম জামা পাজামা পাটে পাটে পরিপাটী হইয়া আছে। নানাবিধ টুপী, পাগড়ী, বনাতের কাজকরা কাটা পোশাকও সজ্জিত আছে। যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধারও যথোপযুক্ত সাজের অভাব নাই।

শীতকাল, মাঘ মাস, সুতরাং দর্জ্জিরা এখন শীতপরিচ্ছদেরই নির্ম্মাণকার্য্যে দেড়া ডবল রোকে খাটিতেছে। কারবার বেশ চলিতেছে। কামাখ্যা বাবু পরের অধীনে থাকিয়া, প্রভুর মন যোগাইয়া দিনপাত করার অপেক্ষা এই স্বাধীন ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন, সুখের কথা। পরাধীন হওয়া অপেক্ষা

নরকভোগ আর নাই। এই নরকভোগ ভুগিয়া বা দেখিয়া নৈতিক কবি বলিয়া গিয়াছেন;—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা।
যে পরাধীনতাং যাতাস্তে বৈ জীবন্তি কে মৃতাঃ॥*"

পরের অধীন না হওয়াই জন্মের সাফল্য। যাহারা পরাধীনতা পাইয়াছে, তাহারা যদি জীবিত, তবে মৃত কে? চাকুরিপ্রিয় বাঙালির, গুরুমন্ত্র ছাড়িয়া, এই নীতিমন্ত্রটি জিহ্বা দ্বারা মনোযন্ত্রে সর্ব্বদাই ধ্বনিত করা উচিত।

কামাখ্যাচরণ বসু দোকানে প্রবেশ করিয়া গাত্র হইতে রামপুরিয়া চাদরখানি খুলিয়া, যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। তার পর দর্জ্জিগণের হেড্ দর্জ্জি আলিমুদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া, কৈলাস বাবুর ফরমাইস্ মত জিনিষ কয়টি তৈয়ার করিতে বলিলেন এবং বাক্সমধ্যে টাকা কয়টি রাখিয়া, সরকারকে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামে জমা করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এই দুইটি কার্য্যের পর, নিজে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া, একখানি চিঠী লিখিতে বসিলেন। চিঠিখানিতে এই লিখিলেন;—

"শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

পরমপূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়
জমিদার মহাশয় শ্রীচরণেষু—

প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনমিদং

মহাশয়,

আমি অদ্য বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগামী মাসে কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সহিত শুভ বিবাহ হইবে। এতদর্থে আমার নিবেদন এই যে, এই শুভ বিবাহে আপনার কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণকে পুরস্কার দিবার জন্য যে সকল শাল, র‍্যাপার, খেস, বনাত ও অন্যান্য বস্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে, আমি তৎসমস্ত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। বাজার দর অপেক্ষা আমার নিকট সুলভ মূল্যে পাইবেন। আপনার উত্তরলিপি পাইলে নিকটে পঁহুছিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত ও দর দস্তুর করিয়া আসিব। যদ্যপি আপনি আমাকে না চিনিতে পারেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, গত পূজার সময় আপনি আপনার পুত্র ও আপনার জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ গরীবের দোকানে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি জিনিস খরিদ করিয়াছিলেন।

অদ্য মঙ্গলবার; ভরসা করি, ফেরৎ ডাকে আপনার কুশলসংবাদসহ এই পত্রের অনুকূল উত্তর পাইব। শ্রীশ্রী৺স্থানে আপনার ও অমরকুমার বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি সন ১২৯৩ সাল, ৬ই মাঘ।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীকামাখ্যাচরণ দাস বসোঃ।

কে, সি, বসুর পরিচ্ছদালয়।
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।"

এই ন্যাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব পত্রখানি লিখিয়া, কামাখ্যাচরণ বসু আর এক বার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। পরে একখানি এন্‌ভেলাপের ভিতর চিঠীখানি পুরিয়া, উপরে শিরোনামা লিখিলেন এবং একখানি আধ আনা মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া সরকারকে বলিলেন, "পত্রখানা শীগ্‌গির সিমলের ডাকঘরে দিয়ে এস।"

সরকার মনিবের হুকুম তামিল করিল। হাতের কলম দোয়াতদানীতে রাখিয়া, খাতা বন্ধ করিয়া, একখানি আধময়লা একটি কোণে ইঁদুর কাটা র‍্যাপার গায়ে দিল। তার পর ঠন্‌ঠনের পুরাতন চটী পায়ে দিয়া, চটাং পটাং করিয়া ডাকঘরে চলিল।

এ দিকে একজন দর্জ্জিকে এক ছিলিম তামাক

* বিষ্ণুশর্ম্মসঙ্কলিত হিতোপদেশ, সুহৃদ্ভেদ।

সাজিতে বলিয়া, কামাখ্যাচরণ যুগলচরণ মেলিয়া, তাকিয়ার উপর চিৎপাত হইলেন। পা নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিলেন, "মা কালি! পত্র-লেখার পরিশ্রমটা যেন সিদ্ধ হয়, মা! পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেবো মা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চমক চাহনি।

মঙ্গল গেল, বুধ গেল, বৃহস্পতিবার আসিল। বৃহস্পতিবারের বিকাল বেলাকে বারবেলা বলে। হিন্দুর পক্ষে বারবেলাটা মঙ্গলসূচক নহে, শুভ কার্য্যের বাধা বিঘ্নস্বরূপ। আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যদীক্ষিত নব্য বাবু ভেয়েরা বৃহস্পতি বারের বারবেলাকে Prejudice of the natives* বলিয়া হাসেন—হাসিতে হাসিতে কাসেন। কিন্তু হাসুন আর কাসুন; তাঁদের কুসংস্কার তাঁদেরি থাক্, আমাদের যেন স্পর্শ না করে। আমরা বারবেলার বল জানি, কাজেই মানি।

বেলা তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় অমর-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কল্পিতা পত্নীর পিত্রালয়ে আসিবেন। পাঠক পাঠিকারা যদি অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই আবার বলি,—অমরকুমারের সঙ্কল্পিতা পত্নীর নাম জ্যোতির্ম্ময়ী এবং জ্যোতির্ম্ময়ী-জনকের নাম বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টো-পাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের পিতার নাম পাঠক পাঠি-কারা এখনও জানিতে পারেন নাই, এই বার জানুন,—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িটি কলি-কাতার কোন রোড্ বা ষ্ট্রীটে নয়, একটি বাই-লেনের দক্ষিণে স্থান পাইয়া, উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া আছে। শীতকাল, সুতরাং উত্তুরে হাওয়া বাড়ীতে ঢুকিবার ভয়ে, বাহিরের দোর জানালা বন্ধ। বাড়ীটি সমুখে একতলা; প্রবেশদ্বার মাঝারি-গোছের; তাহার পার্শ্বে একটি বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা; তাহার বহির্দ্দিকে দুইটি ছোট ছোট কাঠগরাদে জানালা। কি দ্বার, কি জানালা, কি কড়ি কাঠ, কি বরগা, সকল গুলিতেই আল্‌কাৎরা মাখা।

বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা সচ্ছল নহে। ফলেও তাই। কৃষ্ণকান্ত বাবু একটি আফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরি করেন। এই তো মাসিক আয়, কিন্তু মাসিক ব্যয় ধরিতে গেলে তাঁহাদের কোন কোন মাসে ঋণ করিতে হয়; একে তো কলি-কাতায় পয়সা খরচ না করিলে একটু মাটিও পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার লৌকিকতা, কুটুম্বিতা, তত্ত্বতাবাস, ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, রাজকর, মিউনিসিপ্যালিটির নানাপ্রকার টেক্স, দায় ধাক্কা লাগিয়াই আছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকের টাকার টানাটানিতে পড়িয়া প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। তার পর সব্‌সে সেরা কন্যা-দায়! আজ কাল বরের বাজারভাও যেরূপ মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাস করা বরের বাপ, ক'নের বাপের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া টাকার তোড়া বাঁধিতে যেরূপ সুরু করিয়াছে, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে, শীঘ্রই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট একটা "বর-কর" আইন জারি করিবেন।

অমরকুমার, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে বহি-র্দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। যেমন "ঝি" বলিয়া ডাকি-বেন, অমনি একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিপথে পড়িল আর "ঝি" বলিয়া ডাকা হইল না। নীরবে সেই মনোমোহন দৃশ্যটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহি-লেন। মনে কতই নূতন নূতন ভাবোচ্ছ্বাস—প্রাণে কতই নূতন নূতন দুখশ্বাস, তার সীমা পরিসীমা নাই। দৃশ্যটি আর কিছুই নহে—কপাট-পট্টে খড়িমাটিতে লিখিত "জ্যোতির্ম্ময়ী।"

স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীর সুকোমল হস্তের সরলাক্ষর। অক্ষরে ছন্দোবন্ধের কারিকুরি নাই, অথচ প্রত্যেক

---

* দেশীয়দের কুসংস্কার।

অক্ষরে কি এক আকাঙ্ক্ষা ক্ষরিতেছিল। সে আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় মর্ম্ম অমরকুমার বই কে বুঝিবে? প্রত্যেক অক্ষর সাদাসিধা অথচ আঁকাবাঁকা, যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুল কণ্টকে ভরা। অমরকুমার সেই আশাময়ী আক্ষরিক "জ্যোতির্ম্ময়ী" দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "here is the shadowy beauty of my Love!"*

পরক্ষণেই অন্যমনস্কতার সহিত কপাটের কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দৃষ্টি কিন্তু রহিল অক্ষর-গুলির দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ ভিতর হইতে কে খিল খুলিয়া দিল। খিল খোলার সহিত কপাট খুলিয়া গেল। অমনি বিদ্যুদ্বেগে অমরকুমারের চক্ষুর উপর কাহার চক্ষু পড়িল। যেমন চোকের দিকে চোকপড়া, অমনি তাহার অন্তর্ধান। তৎক্ষণাৎ অমরকুমার আবার স্মিতমুখে মনে মনে বলিলেন, "here is my Love!" †

এই বার পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়া বুঝিয়াছেন, অন্তর্ধান করিল কে এবং অমরকুমার-কেই বা "here is my Love!" বলাইল কে?

স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ী ঝিকে দুই পয়সার জলখাবার কিনিতে পাঠাইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া ঝি খাবার আনিল ভাবিয়া, বালিকা দৌড়িয়া গিয়া খিল খুলিয়া দিল। কিন্তু দেখিল, ঝি নয়, সঙ্কল্পিত স্বামী। লজ্জা কি আর চাপা থাকে, ফুটিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও ছুটিয়া পলাইল। বিজলীজ্যোতিও বোধ হয় অত ছুটিতে পারে না, জীবন্ত জ্যোতি যত বেগে ছুটিয়া গেল। এই সদর দরজায়, এই অন্দর-কামরায়।

ছুটিবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর পায়ের মল চারি-গাছি অতিশয় শব্দ করিল। যেন তারা বাড়ী শুদ্ধ লোককে সজাগ করিয়া বলিয়া দিল, "সাবধান, সাবধান, জ্যোতির্ম্ময়ীর মনচোর আসিয়াছে।"

* এই যে আমার প্রেমপ্রতিমার ছায়াময়ী শোভা।

† এই যে আমার প্রেমময়ী।

বৈঠকখানায় বসিয়া, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটি মাঝারিগোছের কলিহুঁকার এব পক্কসানে রঙমাখা কাঠের নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছিলেন। মলের বিষম ঝম্‌ঝমানি তাঁহার কর্ণকুহরে আচম্‌কা প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে শিহরাইয়া দিল। অমনি বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "আরে, হোলো কি?—কে পোড়্‌লো রে?" বলিয়া হুঁকা হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিবেন, অমনি অমরকুমার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"জয়োঽস্তু। কে? অমরকুমার? এস, ভাই বোসো।" তার পর সহাস্যে বলিলেন, "কাকে তাড়া কোরেছিলে?"

অমরকুমার নতমুখে একটু হাসিলেন। অনন্তর উভয়ে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন।

বৈঠকখানার ঘরখানির মধ্যে প্রায় ঘর জুড়িয়া দুইখানি পুরাতন তক্তাপোষ পাতা। তদুপরি পুরাতন মাদুর। মাদুরের উপর একখানি আধ ময়লা শতরঞ্চ পাতা। গুটি দুই তিন ছোট ছোট তাকিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া বা শুইয়া আছে। তাকিয়াতে মানুষেই ঠেস্ দিয়া বসে; তাকিয়ার আবার ঠেস্! না হবেই বা কেন? ভগবান্ স্বয়ংই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, ইতর লোকে তাই তাই করিয়া থাকে। মানুষ যখন তাকিয়ার পেটে পিঠ ঠেসান দেয়, তাকিয়া তখন দেওয়ালের পেটে পিঠ ঠেসান দেবে না কেন?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনর্ব্বার তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসিলেন, "আজ এমন বারবেলাটা মাথায় কোরে এসে পোড়্‌লে কেন?"

"আগামী পরশ্ব শনিবার বাড়ী যাব। যদি কাল না আস্‌তে পারি, তাই আজ ব'ল্‌তে এলেম।"

"তোমার পিতা এর মধ্যে কি কোল্‌কাতায় আস্‌বেন?"

আবার বৃদ্ধ রসনাচালন করিলেন। বলিলেন, "তুমি তো, ভাই, জ্যোতিমের জন্য একখানি ভারি ভাবার সীতার বনবাস আন্‌লে, কিন্তু পড়ায় কে? আমরা সে কেলে লোক, আমাদের বাঙ্গলা বিদ্যে বড়জোর বটতলার রামায়ণ, মহাভারত পর্য্যন্ত। তোমাকেই দেখ্‌ছি পণ্ডিতি কোত্তে হবে।"

অমর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার জ্যোতিম খুব বুদ্ধিমতী। যখন জীবনচরিত পড়া আছে, তখন সীতার বনবাস পড়্‌তে তত কষ্ট হবে না। আমি আবার সীতার বনবাসের একখানা অর্থপুস্তকও এনেচি।"

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন, "তবে জ্যোতিমই শুধু খুব বুদ্ধিমতী নয়, তুমিও খুব বুদ্ধিমান। বড় সেয়ানার কাজই করেছ, ভাই। কিন্তু তোমার বুদ্ধিতে এখনও একটু কাঁচা রস আছে। মানের বই দেখে বিদ্যে শেখা পাকা হয় না। আমি জানি, বিদ্যেশূন্য অর্থকারদের জ্বালায় গ্রন্থকারদের পুস্তক মাটি হয়। মানের বইয়ে প্রায় আগাগোড়া ভুল ব্যাখ্যা থাকে। আজ কাল হাটে বাজারে ঘুষো চিংড়ির মত অর্থপুস্তকের কাঁড়ি ছড়াছড়ি। অধিকাংশই ভুয়ি।"

"তা বাস্তবিক। কিন্তু এ অর্থপুস্তকখানি একটি উপযুক্ত লোকের লেখা।"

অনন্তর পরাণী ঝি একখানি বড় রেকাবী করিয়া জলখাবার, একটি ভাল গেলাসে ভরিয়া জল ও ডিপায় পুরিয়া পানের খিলি দিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমরকুমারকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমরকুমার "আজ্ঞে, এ সব আবার কেন? না না, থাক্ থাক্" ইত্যাদি সৌজন্যসূচক বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বচনমুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই, তোমার বাবা জমীদার, ধনী। তাঁ'র কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু জ্যোতিমের ঠাকুরদাদা গরীব গৃহস্থ; সংস্থান নাই। আচ্ছা, ভাই, নাই খাও। আমিই খাই। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর কচি হাতের তোয়েরি পানের খিলি কটা কে খাবে?"

বৃদ্ধের পাকা পরিহাসে অমরকুমার নতমুখে হাসিতে লাগিলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন, কিঞ্চিৎ জলপান করিলেন। তার পর কিঞ্চিৎ নয়—সমস্ত সজ্জিত খিলি কয়টি তুলিয়া, ডিপাটাকে বঞ্চিত করিলেন। তিনি জানিতেন, বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছেঁচা পান ব্যতীত খিলি পানকে খোঁচার মত ভয় করিতেন।

ডিপা খুলিয়া পানের খিলি লইবার সময় অমরকুমার জ্যোতির্ম্ময়ীর চম্পককলিবিনিন্দিত অঙ্গুলিগুলি মনে মনে ধ্যান করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা বাহুল্য, কি, না বলা বাহুল্য? কোন্‌টা বলিব?

অনন্তর অমরকুমার বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনাদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল, আমিও আপনাদের যা যা বোলেছিলেম, আপনারাও আমাকে যা যা বোলেছিলেন, তার কোন অন্যথা হবে না। আমার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি যা বোল্‌বো, তিনি তাই শুন্‌বেন। টাকার বিষয় কিছু ভাব্‌বেন না।"

"অমর! তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা, আমার এবং কৃষ্ণকান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি গুণে আমরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্র শীঘ্র তোমাদের দু হাত এক হলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ, কিন্তু এমন অবস্থাতেও তোমার মত সৎপাত্র পাওয়া আমাদের পরম ভাগ্য। তুমি আমাদের যেরূপ আশ্বাস দিয়েচো, তাতে আমরা তোমারই উপর নির্ভর কোরে রইলেম।"

"আপনারা নিশ্চয় জান্‌বেন যে, যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমেও উদয় হয়, তথাপি আমার কথা কখনই নড়্‌বে না। আজ আমি এখন আসি।"

"কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে দেখা কোর্‌বে না?"

"আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আপনি তাঁহাকে অনুগ্রহ কোরে আমার সমস্ত কথা বোল্‌বেন। প্রণাম।"

"আচ্ছা, ভাই, এস তবে।"

অমরকুমার দুইখানি পুস্তক রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শুভযাত্রার বন্দোবস্ত।

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের সহিত অমরকুমারের সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। আজ শুক্রবার। অমরকুমার ঠিক্ সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের বাড়ী গেলেন। গিয়া দেখিলেন, শ্যামলাল গর্‌হাজির। শ্যামলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইলাল সে সময়ে আর একটি বালকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কানাইলাল, অমরকুমারকে দেখিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মান সহকারে "আসুন, আসুন, বসুন" বলিয়া, অভ্যর্থনা করিল।

"তোমার দাদা কোথা?" বলিয়া, অমরকুমার একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন।

"তিনি নরেন্দ্র বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। এই কাছে বাড়ী। আমি এখনি ডেকে আন্‌চি। আপ্‌নি একটু বসুন।" এই বলিয়া কানাইলাল তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

অমরকুমার উপবিষ্ট বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালক ধীরস্বরে উত্তর করিল, "শ্রীননিলাল দে।"

"তোমার বাড়ী কোথা?"

"এই বাড়ীর পশ্চিম দিকে তিনখানা বাড়ীর পরে, ২৫।২ নম্বর।"

"তুমি কোন্ ইস্কুলে পড়?"

"মেট্রোপলিট্যান ব্রাঞ্চ ইস্কুলে।"

"কানাইলালও সেই স্কুলে পড়ে না?"

"আজ্ঞে হাঁ। কানাই আর আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি।"

এইরূপ উভয়ের প্রশ্নোত্তর চলিতেছে, এমন সময়ে তাড়াতাড়ি শ্যামলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানাইলালও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্যামলালকে দেখিয়া, অমরকুমার সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি গর্‌হাজির"

"না, ভাই, হাফ্ হাজির।" শ্যামলাল হাসিয়া এই কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে আর একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন। তার পর কানাইলাল ও ননিলালকে বলিলেন, "তোরা উপরের বৈঠকখানায় গিয়ে প'ড়্‌গে যা!"

জ্যেষ্ঠের আদেশ ও পুস্তক বহন করিয়া কানাইলাল, ননিলালকে লইয়া উপরের বৈঠকখানায় গেল।

অনন্তর শ্যামলাল অমরকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, কালই তো বাড়ী যাবে?"

"তা আবার দু বার কোরে বোল্‌তে।"

"চন্দ্রনাথ বাবু কি তোমার সঙ্গে যাবেন, না আফিসের ফের্‌তা স্বতন্ত্র যাবেন?"

"তিনি আফিসের ফের্‌তা স্বতন্ত্রই যাবেন। আমাতে তোমাতে একসঙ্গে যাব।"

"কোন্ সময়ে যাওয়া ঠিক্ কোরেচো?"

"আহারাদির পর ১২টার ট্রেনে।"

"১২টার ট্রেনে হবে না বোধ হয়। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। সেটা সেরে দেড়টার ট্রেনে যাব—কেমন?"

"আচ্ছা, তাই ভাল।"

"ও অমর, পান টান পেয়েছ?"

"কর্ত্তা গরহাজির, সুতরাং গিন্নির হাজিরিতে তো পান পাওয়ার আইন নেই।"

"আচ্ছা। এই বার এ দিকে কর্ত্তা হাজির, ও দিকে গিন্নী হাজির, মাঝখানে পান হাজির করা যাচ্চে।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কেনো—ওরে কেনো!"

উপর হইতে আওয়াজ আসিল, "যাচ্চি, দাদা!"

"ওরে, বাড়ীর ভিতর থেকে গোটা আষ্টেক পানের খিলি নিয়ে আয় তো।"

"আচ্ছা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কানাইলাল একটা খাগ্‌ড়াই কাঁসার ডিপা ভরিয়া পান দিয়া গেল।

শ্যামলাল ডিপা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পান হাজির; হাজিরি খাও।"

হাস্যমুখে অমরকুমার দুইটি খিলি তুলিয়া লইলেন। একটি মুখে দিলেন, একটি হাতে রাখিলেন।

শ্যামলাল কিন্তু বিপরীত চালে চলিলেন। তাঁর পান খাওয়াটা বড় ঘন ঘন। একটা সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বিত হইতে না হইতে আর একটা বদনে সম্প্রদান করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে অমরকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, মাই ডিয়ার হোমিওপ্যাথ! মেডিসিনের চেয়ে আওরকাটার প্র্যাকটিস্‌টে খুব দোরস্ত কোরেচো দেখ্‌চি।"

"আমার, ভাই, বড় অম্বলের আমেজ আছে।"

"তোমার হোমিওপ্যাথির বাক্সতে তার ওষুধ নেই?"

"আছে। কিন্তু পান তামাকের জ্বালায় হোমিওপ্যাথিক ড্রপে সানায় না।"

"রোগীর বেলায় নিয়মপালনের আঁটা-আঁটি, আর নিজের বেলায় দাঁতকপাটী!"

"তা বটে। কিন্তু ঘটে না।"

"না ঘটাটা বড় দোষের কথা। ডাক্তারের হাতে মুখে মনে সমান হওয়া চাই। না হ'লে রোগীর চিকিৎসা করা ঠিক হয় না।"

"তা হবে, তা হবে। এখন এস, দুজনে খা, কটে বিন্তি খেলি। কাল এক যোড়া গিল্‌ডেড্ তাস এনেছি।"

"না, শ্যামলাল, আজ তাস কাস খেল্‌তে পার্‌বো না। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"

"নেহাৎ উঠ্‌বে দেখ্‌চি। আচ্ছা, কাল বেলা বারটার সময় আমার এখানে এস। একসঙ্গে রওনা হব।"

এমন সময়ে একটি লোক সেই বাড়ীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী কি শ্যামলাল ডাক্তার বাবুর?"

শব্দ শ্যামলাল বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানার ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই বাড়ী।"

এই বলিয়া শ্যামলাল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সদর দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি আধবুড়া লোক একখানি চিড়িয়াবুটী জামিয়ার গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও ডাক আছে কি?"

আগন্তুক লোকটি উত্তর করিল "ডাক কি, মশায়?"

"কোথাও কি আমাকে রুগী দেক্তে যেতে হবে?"

"আজ্ঞে না। আপনারি নাম শ্যামলাল বাবু?"

"হাঁ, আমারি নাম।"

"আপনার এখানে কুমার বাবু আছেন?"

"কুমার বাবু কে?"

"বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বৈঠকখানার মধ্যে অমরকুমার বসিয়াছিলেন। নিজের নাম শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

"আজ্ঞে, আমি বিপ্রদাস সরকার। এই যে আপনি এখানেই আছেন। প্রাতঃপ্রণাম।"

অমরকুমার চিনিলেন। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজই বাড়ী থেকে এলে না কি? বাবা কেমন আছেন? মা কেমন আছেন? বাড়ীর আর আর সকলে কেমন আছেন?"

"সকলেই ভাল আছেন।"

"তুমি কেমন আছ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে আছি ভাল।"

"আমি এখানে আছি, তুমি জান্‌লে কিরূপে?"

"জামাই বাবুর বাড়ী এসে শুন্‌লেম, আপনি

এখানে আছেন। তাঁর কাছে সন্ধান নিয়ে বরাবর চোলে এলেম।”

“সেখানে না ফিরিয়ে, একেবারে এখানে আস্‌বার এত তাড়া কেন?”

“কর্ত্তা মহাশয় একখানি পত্র দিয়েচেন। তাঁর হুকুম আছে, অগ্রে আপনাকে সে পত্রখানি দিয়ে, তবে অন্য কাজ কোর্‌বো।”

অমরকুমার একটু ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, “কই সে পত্র? ব্যাপার কি?”

“এই নিন্ বলিয়া বিপ্রদাস, অমরকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিল।

অমরকুমার তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া, বৈঠকখানায় ঢুকিয়া, চিম্‌নিওয়ালা কেরোসিন্ ল্যাম্পের আলোকে মনে মনে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পড়িবার পর সুস্থ হইয়া বলিলেন, “রক্ষা হোক্। আমি ভেবেছিলেম, না জানি বাড়ীতে কি একটা বিভ্রাট ঘোটেচে।” তার পর সরকারকে বলিলেন, “কেন তিনি তোমাকে এই শীতের সময় বৃথা কষ্ট দিয়ে কোল্‌কাতায় পাঠালেন?”

সরকারের উত্তর দিবার অগ্রেই শ্যামলাল কৌতূহলপূরিত চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, “অমর! ব্যাপারটা কি?”

অমরকুমার বলিলেন, “বাবা পত্র লিখেছেন, কল্য শনিবার প্রাতেই আমাকে বাড়ী যেতে হবে, বিশেষ কি একটা কাজ আছে।”

শ্যামলাল, বিপ্রদাস সরকারকে বলিলেন, “কাজটা কি?”

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে, আমি তা জানি নি। কর্ত্তা মশায়ও আমাকে তা বলেন নি।”

অমরকুমার বলিলেন, “কাল সকালে যেতে পার্‌বো না। দেড়টার ট্রেনে যাব।”

শ্যামলাল বলিলেন, “আমার জন্যই বোধ হয় তুমি প্রাতে যেতে পাচ্চো না?”

অমরকুমার উত্তর দিলেন, “হাঁ, ভাই।”

শ্যামলাল বলিলেন, “আচ্ছা, সকালের ট্রেনেই যাব আমার আবশ্যকীয় কাজটা না হয় এর পরেই হবে।”

অমরকুমারের আনন্দ হইল। বলিলেন, “তা হ'লে বড়ই ভাল হয়। বাবার আদেশমত কাজ কোল্লে, তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হবেন।”

শ্যামলাল বলিলেন, “পিতা মাতাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা, তাঁদের আদেশমত কার্য্য করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমিও জানি, তুমি পিতা মাতার আদৌ অবাধ্য নও।”

অমরকুমার বলিলেন, “তবে আমরা এখন আসি। কাল ভোরে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী নিয়ে তোমার কাছে আস্‌বো। তুমি মুখ হাত ধুয়ে ঠিক্‌ঠাক হোয়ে থেকো।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “আমার জন্য চিন্তা নাই।”

অনন্তর পরস্পরে “গুড্‌বাই” হইল। বিপ্রদাস সরকার সে ধার ধারেও না, ধারিলেও পারে না। সুতরাং সে “প্রাতঃপ্রণাম” বলিয়া বিদায় লইল।

বিপ্রদাসকে লইয়া অমরকুমার প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপ ও রূপো।

শুক্রবারের রজনী ক্রমাগত কএক ঘণ্টা কাল পরিশ্রান্তা ধরণীকে নিজের ঘুমপাড়ানো কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া, শেষে নিজে ক্লান্ত হইয়া পড়িল; আর কোলে রাখিতে পারিল না। ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। রজনী ঘুম পাড়াইতে জানে, কিন্তু ঘুম ছাড়াইতে জানে না। মানুষের ভিতরেও অনেক রজনী আছে। তারা অপরকে জালে

জড়াইতে বেশ্ মজবুৎ, কিন্তু জাল ছাড়াইবার বেলা বিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া, রজনী উষাকে ডাকিল কাকুতি মিনতি করিল, কানে কানে কি বলিল। উষা অমনি মুচ্‌কি হাসি হাসিল। ধরণী জাগিল, রজনী ভাগিল।

উষার অবস্ত হাস্যচ্চটায় ধরণী জাগিল, রজনীর কোল ছাড়িল, কিন্তু চক্ষে তখনও কেমন এক ঘুমের ঘোর জড়াইয়া থাকাতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারিল না।

উষা দেখিল, আরো একটু তীব্র টোট্‌কা প্রয়োগ না করিলে, আধমরা ধরণী জীবন্ত ভাব ধরিবে না। অমনি হাত বাড়াইয়া, পূর্ব্বাকাশের আবরণ খুলিয়া ফেলিল। যেমন আবরণ খোলা, অমনি প্রকাণ্ড লাল গোলা। সেই অপূর্ব্ব লাল গোলাটির লাল ছটা নিমেষমধ্যে ছুটিয়া আসিল, চারি দিকে ফুটিয়া উঠিল, ধরণীর ঢুলু ঢুলু চক্ষে আভা ছিটাইল। আর ঘুম! একেবারে জাগার ধুম!

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! বিচিত্র পটক্ষেপ! আশ্চর্য্য দৃশ্যলেপ! চমৎকার কাললীলা! এই কতক্ষণ পৃথিবীব্যাপিনী যে নির্জ্জীবতা নীরবে অসাড় হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সেই নির্জ্জীবতা সজীবতা লাভ করিয়া, সরবে সাড় হইল, সাড়া দিল। যেন কি এক মহামন্ত্রে প্রকৃতির মোহবিকার ঘুচিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সকল দিকেই কোলাহল। শূন্যে কোলাহল—নিম্নে কোলাহল—সম্মুখে কোলাহল—পশ্চাতে কোলাহল—পার্শ্বে কোলাহল। কেবল কোলাহলেরই খেলা। গাছে পাখী—আকাশেও পাখী; কাননে পশু—ভবনে পশু; ঘরে মানুষ—বাহিরে মানুষ—বাটে মানুষ—ঘাটে মানুষ—মাঠে মানুষ—হাটে মানুষ। সকলেরই কণ্ঠের চাবি খুলিয়াছে—কোলাহলের লহরী খেলিয়াছে।

প্রথম প্রভাতের এই কোলাহললহরী পল্লীস্থ তারাপুরেও সুর তুলিয়াছে। তারাপুরের ঘরে ঘরে নানারূপ সুর উঠিতেছে, কিন্তু সকল সুরের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ একটা গলার সুর ধরি। সে সুরটা এই—"আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন।"

এই সুরটা উঠিল চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেপের তলায়, ফুটিল তাঁরি গলায়। হঠাৎ এমন সময়ে নবীন প্রভাতে লেপের নীচে ভগবানের নামসুর না উঠিয়া, এমন বেয়াড়া সুর উঠিল কেন? জানি না। না না, জানি—"ভাবনা যাদৃশী যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" চক্রধরের যেমন ভাবনা, সিদ্ধিও তেমনি। কখন কখন কারণ দেখিয়া কার্য্য বুঝা যায়; কখন কখন কার্য্য দেখিয়া কারণ বুঝিতে হয়। এখানে চক্রধরের কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হইবে। "আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন" সুরটা কার্য্যে, সুতরাং কারণও তাই। অতএব "ভাবনা যাদৃশী যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মন অগ্রে কথা কয়, মুখ শেষে সেইটি প্রতিধ্বনিত করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল,—"ভাবনা যাদৃশী যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন।—অনেকে তো মনে যে কথাটা কয়, মুখে ঠিক্ তার বিপরীত বলে। তবে "ভাবনা যাদৃশী যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" শ্লোকার্দ্ধটা খাটিল কই? তা বটে, কিন্তু যারা মনে মুখে তফাৎ রাখিয়া কথা কয়, তারা মানুষ নয়, তারা মিছরীর ছুরি—ভিতরে বিষভরা, উপরে ক্ষীরপোরা জালা—উপরে ঘাসচাপা, ভিতরে ভয়ঙ্কর গভীর কূপ! এইরূপ গুণ-(!)-বিশিষ্ট কুটিলদের দ্বারা পৃথিবীর পনর আনা অংশ পুরিয়া গিয়াছে। পৃথিবী নরক হইয়াছে!

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বৃদ্ধ, তার আবার দেহটি বাতব্যাধির আধার। বিশেষতঃ শীতকালে সেই ব্যাধিটার বড় বাড়াবাড়ি। এই জন্যই হউক, বা অপর কোন কারণেই হউক, বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহির্ব্বাটীর দোতলার একটি মধ্যম গোছের প্রকোষ্ঠেই একাকী রাত্রিযাপন করেন। তিনি ধনী, তায় জমীদার ; সুতরাং তদুপযোগি গৃহ, গৃহসজ্জা ও শয়নোপকরণ।

"আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন" বলিয়াই মুখচাপা লেপখানার খানিকটা উল্টাইয়া ফেলিলেন। বাহারটা বড় জুৎসই হইল। যেন মস্ত বোচ্‌কার ভিতর হইতে একটা বড় ওল বাহির হইয়া পড়িল।

অনন্তর চক্রধর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, গা ভাঙিলেন, হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আস্তে আস্তে গিয়া দরজার খিল্ খুলিলেন। প্রথমে হড়াৎ—তার পর কড়াৎ কোঁ করিয়া কপাটে শব্দ হইল। কপাটের শব্দের সঙ্গে চক্রধরেরও গলার শব্দ হইল। শব্দটা এই—"জোগো, তামাক দে, জল আন্।"

জোগো তৎক্ষণাৎ গাড়ু গামোছা ও ডাবর আনিল। কর্ত্তা বাসি মুখ টাট্‌কা করিলেন। তার পর আস্তে আস্তে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। জোগো একখানি কেদারা রাখিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে কাশীর কলিকায় ভরিয়া এক ছিলিম গয়ার তামাক তরিবৎ করিয়া আল্‌বোলায় বসাইয়া দিয়া গেল। কর্ত্তা মহাশয় গায়ে একখানা ভাল বালাপোস্ জড়াইয়া, কেদারায় জম্পেস্ হইয়া বসিলেন। তামাক টানিতে লাগিলেন। একে শীত, তায় বুড়া, তায় আবার সকাল বেলায় পুরা কফের সময় তামাকে টান। কাজেই খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন। কাসির শব্দ পাইয়া জোগো তৎক্ষণাৎ একটা বড় পিকদান হাজির করিল। আধারে আধেয় জমিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইল। পশ্চাতে অথচ কিছু দূরে জোগো দাঁড়াইয়া নূতন ফরমাইসের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় শৌচ ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জোগোর হাতে বালাপোস্ পেস্ করিলেন। গায়ে রহিল একটা পিরাণের উপর বাদামী রঙের ফ্লানেলের জামা।

যখন হাত পাতিয়া জোগো বালাপোস্ লইতেছিল, তখন চক্রধর আপনা আপনি অথচ কিছু জোর আওয়াজে বলিয়া ফেলিলেন, "আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন।"

জোগো ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "আজ্ঞে, আমি কি কোরেচি।"

চক্রধর নিরুত্তর।

জোগো ভাবিল, "সর্ব্বনাশ হোলো বুঝি।" তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজ্ঞে, তামাকটা রস মোরে একটু কড়া হয়েচে। আজ টাট্‌কা তামাক এনে মিশিয়ে নরম কোর্‌বো।"

"যা তুই পাইখানার গাড়ুতে জল দিয়ে যা।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জোগো চলিয়া গেল যথাস্থানে কর্ত্তা বাবুর বালাপোস্ রাখিয়া, পায়খানার গাড়ুতে জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিল। চক্রধর কানে পৈতা জড়াইয়া শৌচ ক্রিয়ায় শুভ যাত্রা করিলেন।

* * * * * * *

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যেখানকার চক্রধর, আবার সেই খানেই বিরাজমান। জগু দ্বিতীয় দফা তামাক যোগাইল। মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়। ভয় কিন্তু ঘুচিয়া গেল। কেন না, বৃদ্ধ এ বার যুবার জোরে ধূমধূমাকার করিতে লাগিলেন। প্রভাতসূর্য্যের অলোক রৌদ্র বারান্দায় বিছাইয়া পড়িয়াছিল। সেই রৌদ্রে ধোঁয়ার ছায়া উড়িয়া বারান্দার সানে পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তকে ছোট ছোট কাঁচা পাকা চুল, ওষ্ঠের উপরে কাঁচা পাকা গোঁফ, দাড়িতে চুল নাই। বৃদ্ধের রঙটা ফর্সা, তবে কি না শীতের প্রকোপে কিছু মলিন হইয়াছে। উত্তুরে হাওয়ায় মুখের চেহারা কতকটা শুকাইয়া গিয়াছে। মন্দ মন্দ সূর্য্যকিরণ বৃদ্ধের পৃষ্ঠ মস্তক তপ্ত করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ রোদ পোহাইতে পোহাইতে আর তামাক টানিতে টানিতে কাটিয়া গেল।

এমন সময়ে একজন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘটক কর্ত্তাকে নমস্কার করিল, কর্ত্তাও প্রতিনমস্কার করিলেন। তার পর জগু আর একখানা কেদারা দিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর "হরি হে, পার কর" বলিয়া কেদারায় নিতম্বস্থাপন করিলেন। এই ঘটকের নাম পঞ্চানন ঘটক, নিবাস বাঁশবেড়িয়া। কিয়ৎক্ষণ পরে জগু একটা বাঁধা হুঁকায় আর এক ছিলিম গুড়ুক দিয়া গেল। পঞ্চানন একাননে একমনে ধূমসেবনে নিমগ্ন হইলেন। অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, তামাকটা বড় পিয়ারের জিনিষ হইল।

ঘটক ঠাকুর চক্রধর ঠাকুরের প্রায় সমবয়স্ক। এখানে "প্রায়" শব্দের অর্থ "হয় কিছু কম" বা "নয় কিছু বেশী"। ঘটকেরা সাধারণতঃ বাক্‌চতুর ও বাগ্‌রসিক হইয়া থাকে। এ ঘটকটিও তাই। বড় মানুষের (যদিও সকল বড় মানুষ নয়) বাড়ীতে আর কিছু হউক বা নাই হউক, তামাকটা ভাল পাওয়া যায়। তাই পঞ্চানন ঘটক মনের মত তামাক টানিতে টানিতে কর্ত্তাকে বলিলেন, "মহাশয়, অনেক দেখে শুনে বুঝে সুঝে শাস্ত্রকারেরা গয়াতেই পিণ্ডদানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেচেন। বাস্তবিক, যে গয়ার তাম্রকূটপিণ্ডও এত মিষ্ট, না জানি, সে গয়ার প্রেত্যপিণ্ড কত উৎকৃষ্ট!"

এই কথা শুনিয়া, চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্তবিরক্তিতে উত্তর করিলেন, "এখানেও প্রেত্যপিণ্ডের আয়োজন হয়েচে।"

"কার?"

"আমার।"

"বালাই। আপনার এমন কি বেশী বয়েস হয়েচে যে, পিণ্ডের আয়োজন? তবে এক আধ্‌টু বাত; তা কার না আছে? বাতিক বই মানুষ কই? আপনার স্থায় বড় লোকদের বাত তো াত, আজীবন শয্যাকাত রোগ আছে। তাতে কি আসে যায়? আপনারা একটু আধটু পীড়া ভোগ না কোল্লে, ফিমেলী ডাক্তারদের চলে কিসে?"

"ফিমেলী ডাক্তার কি?"

"ঐ যে যাঁরা ওষুধ দিয়ে সুদ নিয়ে কায়েমী-হালে মোতায়েন হন।"

"ও, তাঁরা ফিমেলি ডাক্তার নন, ক্যামিলি ডাক্তার। যাকে বাঙ্গালায় পারিবারিক চিকিৎসক বলে।"

"ও একই কথা। তা যাক্, পিণ্ডটার আর কি কোন অর্থ আছে? আপনার রহস্যতে একটু বিরক্তি মিশেচে দেখ্‌চি। আজ আপনার মুখখানিতেও যেন সুখ হাস্‌চে না। এরূপ রহস্যের রহস্যটা কি, অনুগ্রহ কোরে বোল্লে নিতান্ত বাধিত হই।"

"বাস্তবিক বল্‌চি, আমার পিণ্ডের আয়োজন বা যড়যন্ত্র হয়েচে।"

"জীবদ্দশাতেই পিণ্ড! কি বল্‌চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।"

"আমার পিণ্ডের সঙ্গে তোমারও পিণ্ড!"

"বলেন কি!"

"এই দেখ।"

এই বলিয়া চক্রধর নিজের জামার জেব্‌ হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, ঘটক ঠাকুরের হস্তে দিলেন। এ সেই পত্র। গত মঙ্গলবার কলিকাতার সেই কামাখ্যাচরণ বসু এই পত্রখানি চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ডাকে পাঠাইয়াছিলেন।

পঞ্চানন ঘটক পত্রখানি লইয়া পড়িতে গেলেন, কিন্তু চক্ষু পড়িতে দিল না। কাজেই বেনিয়ানের বগ্লী হইতে বয়োবৈরি চক্ষুর ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র—চশ্‌মা। ঘটক ঠাকুর যুগল চক্ষে চশ্‌মা লাগাইয়া, পত্রপাঠ সুরু করিলেন। ক্রমে ঘটক পাঠকের পাঠ সমাপন হইল। পাঠের পর ফলশ্রুতি চাই, নহিলে পাঠ ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাও হইল। ঘটক ঠাকুর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হুঁ তাই তো, পিণ্ডিই তো বটে!"

পত্রপাঠের এই ফলশ্রুতি।

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "কেমন, ঘটক, দুজনেরই পিণ্ডি চট্‌কান হয়েচে না?"

ঘটক কতকটা বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, "এ পিণ্ডলোপের এখন উপায় কি?"

চক্রধর বলিলেন, "তুমি দশ টাকা পাবে বোলে কত বার আনাগোনা, দৌড় ঝাঁপ কোচ্চো।"

"আমি সামান্য টাকা না হয় নাই পেলেম, কিন্তু আপনার যে অনেক টাকা মারা যাবার পিণ্ডি দেখ্‌চি। এ দিকে এক রকম সব ঠিক ঠাক বোল্লেই হয়, ও দিকে এ আবার কি বিভ্রাট!"

"আজ কালের ছেলে পিলে এই রকমই হয়েচে। ইংরেজি বিদ্যের এই এক গুণ। ইংরেজিশেখা ছেলে বাপ মাকে মোলে পিণ্ডি দেয় না, দেয় জ্যান্ত বেলাতেই। সত্যি মিথ্যে, ঘটক, এই হাতে হাতে তার প্রমাণ দেখ। দু দশ পাত ইংরেজী শিখে ছেলেগুলো বাপ মাকে নিপাত কত্তে আরম্ভ কোরেচে। ভারি অবাধ্য, ভারি স্বেচ্ছাচারী!"

"তা বটে, কিন্তু আপনার অমরকুমার তো তেমন ছেলে নয়। আপনার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি।"

"তাই চুপ্ চুপ্ নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির যোগাড় যন্ত্র কোরে রেখেচে। আমি এর বিন্দুবিসর্গও এ পর্য্যন্ত জাত্তে পারি নি। ভাগ্যে এই পত্রখানা পেয়েছিলেম; নয় তো বিবাহ তো লুকিয়েই সেরে ফেল্‌তো। ফেল্‌তো কেন, ফেলেচেই বা।"

"তাই তো, আপনার অমন ছেলে এমন হল! ছেলের দোষ নয়, বিদ্যের দোষ! বাস্তবিক, মহাশয়, ছেলে পিলেকে ইংরিজি ফিংরিজি শেখাতে নেই। তার চেয়ে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকে, সেও বহুৎ আচ্ছা।"

"ঘটক, তা তো জানি, কিন্তু এখনকার বাজারে ইংরেজি বিদ্যেতে পাস্ হতে না পারে যে, এ দিকে ছেলের যাবার ভাগ্যে পাশ! তুমি অমন একজন সবপাস্ ঘটক হয়ে মূল ভুলে গেলে!"

"তা বটে, তা বটে! বি, এ, পাস বিদ্যের চাব —কন্যেকর্ত্তার গলায় ফাঁস—বরকর্ত্তার টাকার রাশ!"

"তাই তো বল্‌চি, সাধ কোরে কি আর অমরকে পাসের উপর পাস করাচ্ছি!"

"কিন্তু বেশী পাসে শেষে একপেশে হয়ে পড়্‌লো যে!"

"আবার সোজা কোর্‌বো। তারও যোগাড় হ'য়েচে। জানই তো, যেখানে মুস্কিল, সেইখানেই আসান। এই পত্রখানা একবার পড়।" এই বলিয়া জামার জেব্ হইতে আর একখানা পত্র বাহির করিয়া ঘটককে দিলেন।

ঘটক পত্র লইয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "এ পত্রখানা কে লিখেচে?"

চক্রধর বলিলেন, "এখানা উড়ো চিঠী। লেখকের নাম নেই, ঠিকানা নেই; কিন্তু লেখক বোধ হয় কোল্‌কাতায় থাকে; কারণ, খামের গায়ে কোল্‌কাতার জেনেরেল পোষ্ট-আফিসের মোহর মারা আছে। তবে এমনও হতে পারে যে, মফস্বলের কোন লোক চিঠীখানা লিখে, গ্রামের লেটার্ বক্সে না ফেলে, কোল্‌কাতায় গিয়ে লালদীঘির বড় পোষ্ট আফিসের চিঠীর বাক্সয় ফেলে দিয়েচে।"

ঘটক বলিলেন, "উড়ো চিঠীগুলো ঐ রকমই ঠাইনাড়া হয় বটে। কাশীর চিঠী মক্কা দিয়ে চালান হয়। তা যাক্, একবার এ উড়োখানা পড়ি।"

"চেঁচিয়ে পড়।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ঘটক ঠাকুর উড়ো চিঠী পড়িতে লাগিলেন। উহাতে এই লেখা ছিল;—

"মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়,

মহাশয় মান্যবরেষু—

সাং তারাপুর, জেলা হুগলী।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার অজ্ঞাতসারে কলিকাতায় বিবাহ

করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখনও আপনি সাবধান হউন, নতুবা আপনার স্বেচ্ছাচারী পুত্র আপনার সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি নিজে পাত্রী দেখিয়াছেন—নিজে সব ঠিক্ করিয়াছেন—নিজে ভুলিয়াছেন আর আপনাকেও ভুলাইয়াছেন। 'যে পুত্র এরূপ স্বেচ্ছাচারী, তাহাকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া পিতার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। আপনার পুত্র ইহারই মধ্যে লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত মন্দ হইবে। এ দিকে সেই পাত্রীর পিতা অপর একজন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আপনার পুত্রকে ঠকাইয়া চারি শত টাকা লইবে, অথচ নূতন পাত্রকে প্রায় এক হাজার দিবে। খুব সাবধান, খুব সাবধান।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঃ——"

ঘটক ঠাকুর পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "মহাশয়! কোল্‌কাতার জুয়াচোর লোকদের ফিকিরখানা একবার দেখুন। তারা সব কোত্তে পারে। অমরকুমারের আর আপনার সর্ব্বনাশের বেশ্ বৃষোৎসর্গের ব্যাপার হয়েচে।"

"বৃষোৎসর্গ হ'তে দিচ্চি নি। আমি কল্য বিপ্রদাসকে কোল্‌কাতায় আমার জামাতার বাড়ীতে চিঠী দিয়ে পাঠিয়েচি। আজ সে অমরকুমারকে নিয়ে আস্‌বে।"

"যদি অমর বাবু না আসে?"

"আমি নিজে যাব।"

"পত্রলেখক আপনাকে খুব সাবধান হতে বলেচেন। আমিও বলি।"

"তার চিন্তা নাই। আগে সে আসুক।"

এমন সময়ে জগু আসিয়া বলিল, "নাবার জল গরম হয়েচে।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

চক্রধর গরম জলের খবর পাইয়া, ঘটককে বলিলেন, "তবে আমি এখন স্নানাহ্নিক করি গে। তুমি এ দুখানা পত্রের কথা কারও কাছে এখন প্রকাশ কোরো না। ফুলতলার বাবু রাধামাধব গঙ্গোপাধ্যায়কে বোলো, তাঁরি মধ্যমা কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে অমরের শুভ বিবাহ নিশ্চয় হবে। আমি দেড় হাজার টাকাতেই রাজী আছি। পাসকরা ছেলের দর আর হাতীর দর সমান। কিন্তু হাতী ব্যাটা ক্ষেপেচে, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নি। আমার ইচ্ছে ছিল, ব্যাটাকে বি, এল্‌টা পাস করিয়ে, অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকা টান্‌বো। কিন্তু তা হলো না। ছেলেটা দেখ্‌চি রূপে মজেচে, রূপোর মজে নি। আমি কিন্তু রূপ চাই না, রূপো চাই।"

"তাই চাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রূপ আর রূপোর আকাশ পাতাল তফাৎ। দশ বছরে রূপের ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু রূপো সুদে আসলে অক্ষয় হয়ে বেড়ে ওঠে।"

"ঠিক বলেচ, ঘটক! রূপোই মূল।"

"নমস্কার। এখন চল্লেম।"

"নমস্কার। কাল একবার এস।"

অনন্তর ঘটক বাটীর বাহিরে এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামলালের জলযোগ।

পঞ্চানন ঘটক চলিয়া যাইবার এক ঘণ্টা পরে অমরকুমার, শ্যামলাল ও বিপ্রদাস তারাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিপ্রদাস আপনার দপ্তরখানায় গেল। অমরকুমার শ্যামলালকে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন; একজন চাকরকে ডাকিলেন। চাকর আসিল। অমর তাহাকে ভাল করিয়া তামাক সাজিতে বলিলেন। চাকর তাহাই করিল। শ্যামলাল তামাক খাইতে খাইতে বৈঠকখানার চারি দিকের দেওয়ালে আর্টষ্টুডিওর নানাবিধ ছবি দেখিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ্ পেণ্ট করা, দেওয়ালে দেওয়ালগিরি, কড়িতে ঝাড় লণ্ঠন। ধূলা পড়িয়া পাছে ময়লা হয়, এই জন্ত কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। মেজেতে সপের উপর কার্পেট পাতা। কার্পেটখানার অবস্থা দেখিয়া, বোধ হয়, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দরে খরিদ করা। কিন্তু ফুলপাতার কাজ বেশ্ পরিষ্কার। মধ্যস্থলে একটি সুন্দর টেপাইএর উপর একখানি সাদা মার্ব্বেল। তাহার উপর দুইটি গিল্টিকরা ফুলদানের মুখে টাট্কা ফুলের তোড়া বসান আছে। তোড়ার চতুর্দ্দিকে মার্ব্বেল্ প্রস্তরের উপর কতকগুলি ভাল গোলাপ ফুল ছড়ান রহিয়াছে। পাথরের গায়য় ফুল; কঠিনে কোমলে মিলিয়াছে। চক্রধরের বাগানের মালী প্রত্যহ এইরূপ ফুল ও তোড়া সাজাইয়া রাখিয়া যায়। চক্রধর আহারের পর এই বৈঠকখানায় বসিয়া, ঘণ্টা দুই খবরের কাগজ পড়েন এবং ফুলের সৌরভ লোটেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে দিনে ঘুমান না, কিন্তু খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঝিমান। গোল টেবিলের চারি ধারে চক্রাকারে কএকখানি ভাল চেয়ার সাজান আছে।

বৈঠকখানার মধ্যস্থলে চেয়ারচক্রিত টেবিলচক্র; কিন্তু তার পর এ দিকে ও দিকে দুই চারিখানা সোফাও সাজান আছে। অমরকুমার একখানা সোফায় হাত পা মেলিয়া আধশোয়া হইলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে চাকরকে আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "তুই ফুলল্ তেল, তোয়ালে, কাপড় আন্। বাবুকে বেশ্ কোরে তেল মাখিয়ে দে।" এই বলিয়া শ্যামলালকে বলিলেন, "গরম জলে না গঙ্গায়?"

তামাক টানিতে টানিতে শ্যামলাল উত্তর করিলেন, "তোমাদের ম্যালেরিয়ার দেশ, গঙ্গায় কঙ্গায় নাইতে ভয় করে। গরম জলই প্রশস্ত।"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তারের পাল তাবাকে ম্যালেরিয়া ধরে না। যত ভয় গঙ্গানাওয়ার।"

"সাবধানের বিনাশ নাই হে। তোমরা অসাবধানী, তাই কষ্ট পাও। সাবধানে চল।"

"আমি সাবধানে চলি নি?"

"না। তুমি বড় অসাবধানী।"

"কিসে?"

"আমি কি আর সব মনে কোরে রেখেছি?"

"আচ্ছা, ভাই, তুমিই সাবধানে থাক। দেখো যেন ম্যালেরিয়া ধরে না। গরম জলই করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।" এই বলিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "যা, বেশ্ কস্‌কসে গরম জল কর্।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার শ্যামলালকে বলিলেন, "তুমি স্নান কর। আমি তোমার আহারের বন্দোবস্ত করি গে, আর বাবা কেন এত তাড়াতাড়ি ডাকিয়েছেন, জানি গে।"

"আচ্ছা যাও।"

অমরকুমার চলিয়া গেলেন। শ্যামলালও যথা সময়ে উষ্ণস্নান সমাপন করিলেন।

অনন্তর ভৃত্য রূপার রেকাবী করিয়া জলখাবার ও রূপার গেলাসে ভরিয়া জল আনিয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। শ্যামবাবুকে জলযোগের অনুরোধ করিল।

শ্যামলাল গেলাস ভরা জল দেখিয়া, ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরম জল, না কাঁচা জল?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আজ্ঞে কাঁচা জল।"

"তবে খাব না।"

"আজ্ঞে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবেন না, সে কি? আমরা ভাব খেয়েও জল খাই।"

"তোমরা পার, বাপু। আমরা পারি না।"

"আজ্ঞে, কেন পারেন না?"

"কাঁচা জলে অনেক ম্যালেরিয়স্ পার্টিকেল্‌স্ আছে।"

"আজ্ঞে সে কি! আমি জল ছেঁকে এনেছি। এতে মলের রাশ পার্টি... থাক্‌বে?" ...এন না। অধো-

অভাক্তার ভৃত্যের কথা

তদ্দর্শনে চক্রধর বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "কই, উত্তর কচ্চিস্ না যে?"

তথাপি অমরকুমার কোন উত্তর করিলেন না। একবার মাত্র শ্যামলালের মুখপানে তাকাইলেন।

শ্যামলাল বুঝিলেন, "তাঁহার হইয়া তাঁহাকেই উত্তর করিতে বলিতেছেন। শ্যামলাল কর্ত্তাকে বলিলেন, "মহাশয়, অমর আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কি আর উত্তর প্রত্যুত্তর কোর্‌বে। চন্দ্রনাথ বাবু আর আমি কাল রাত্রে আপনাকে যা যা বলেছিলেম, আপনি অনুগ্রহ কোরে তাতেই সম্মত হউন।"

এইবার পঞ্চাননের আনন ফুটিল। কারণ তিনি গতরাত্রের কিছুই জানেন না। এখন জানিতে কৌতুহল বাড়িল। তাহার উপর তাঁহার স্বার্থ আছে। সুতরাং ঘটকের মুখফোটাটা অনধিকার চর্চ্চা নহে। ঘটক বলিলেন, "আপনি আর চন্দ্রনাথ বাবু কর্ত্তা মহাশয়কে কাল রাত্রে কি বলেছিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "বোল্লে আপনি কি বুঝ্‌তে পার্‌বেন?"

পঞ্চানন ঘটক হাসিল। বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পার্‌বো না, বলেন কি?"

শ্যাম। আপনার নাম?

"শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা, উপাধি ঘটক।"

"বিষয়কর্ম্ম কি?"

"ঘটকালি।"

"ও! তবে আপনি না বোল্লেও বুঝ্‌বেন, বলা তো বাহুল্য।"

ঘটক ঠাকুর হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যভঙ্গী ও মুখভঙ্গী দেখিয়া, চন্দ্রনাথ ও শ্যামলাল অনুচ্চ হাস্য করিলেন। কিন্তু অমরকুমার ও চক্রধরের মুখে হাস্যরেখা না দিল দেখা। অমরকুমার মুখখানিও তুলিলেন না। চক্রধর একবার মাত্র ঘটকের মুখচ্ছবির উপর নয়নচক্র ঘুরাইয়া লইলেন।

ঘটক ঠাকুর উচ্চ হাস্য থামাইয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি হয়েছিল, বলুন তো মহাশয়, শুনি একবার।"

শ্যামলাল বলিলেন, "অমরকুমার নিজে নিজে কোলকাতায় একটি পাত্রী পসন্দ কোরে আগামী ফাল্গুন মাসে বিবাহ কর্‌বার ঠিক্ কচ্ছেন।"

ঘটক। তার পর।

"তার পর কর্ত্তা মহাশয় সেরূপ বিবাহসম্বন্ধে সম্মত হচ্চেন না।"

"কেন?"

"পাত্রীর পিতা তেমন দিতে থুতে পার্ব্বেন না।"

"কেন?"

"অবস্থা তত ভাল নয়।"

"তবে তেম্নি অবস্থার পাত্র অনুসন্ধান করুন না কেন? এমন হীরের টুক্‌রো ছেলেকে কুলমর্য্যাদা ও বিদ্যামর্য্যাদা বিশেষরূপে না দিয়ে কেবল মেয়ে গছিয়ে দিলে চল্‌বে কেন? পাত্রীর পিতা বাজার-রেট্ নামাবার চেষ্টায় বুঝি এ কাজ কচ্চেন? সেটি হবে না কিন্তু।"

"পাত্র যখন স্বয়ং সম্মত, তখন দেওয়া থোয়ার কথার আর কি প্রয়োজন?"

"পিতা মাতা বর্ত্তমানে পাত্র কি স্বেচ্ছাচারী হতে পারে?"

এইবার অমরকুমার আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। ঘটকের কথায় প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, "আমি কি স্বেচ্ছাচারী? তা যদি হতেম, তা হ'লে পিতাকে না বোলে বিবাহ কোত্তেম। ওঁর অনুমতি নেবার জন্য আর আমার বাড়ী আস্‌বার কথা। সত্য কি না, চন্দ্রনাথ বাবু আর শ্যামলাল বাবু তা জানেন।"

ঘটক ঠাকুর একটু লজ্জাকুণ্ঠিত হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "তা বটে—তা জানি—তা তা—পিতার কথামত তো এখন চলা উচিত তা যাক্, কন্যের পিতা দেবেন কি?"

"চার শো টাকা।"

"এই কুল্লে! ভাল তাই যেন হ'ল। কিন্তু এ টাকা তিনি তোমাকে দেবেন, না তোমার নিকট হ'তে নেবেন?"

অমরকুমার বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "নেবেন কি বল্‌চেন ?"

"পত্রে যে কাল দেখেচি—নেবেন।"

ঘটকের মুখে এই কথা হঠাৎ শুনিয়া চক্রধর বাধা দিবার জন্ম তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আরে না না। পত্র কত্র বোলে কেন কাল্‌সো বক্‌চো, ঘটক ?"

ঘটক বুঝিলেন, কর্ত্তা তাঁহাকে যে দুইখানা পত্র কাল প্রাতে দেখাইয়াছিলেন, তাহা অমরকুমার প্রভৃতির নিকট এখনও প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, দেখান হইয়াছে। এখন বুঝিলেন বিপরীত, সুতরাং তৎক্ষণাৎ—ঘটক কি না—কথা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এ সকল ঘটকদের ঘটকালীর জেরা।"

অমরকুমারের মনে কিন্তু দারুণ সন্দেহ হইল। আবার কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পিতার সম্মুখে পুত্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা অন্যায় ভাবিয়া নীরবে রহিলেন। কিন্তু মন বড় চঞ্চল হইল। হইবার কথাও বটে।

ঘটক ঠাকুরও হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে মনে পস্তাইলেন। আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল শ্রোতা হইয়া বসিলেন। ভালই করিলেন। বোবার শত্রু নাই।

অনন্তর চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবাজী আর মিছিমিছি বাজে কথায় প্রয়োজন নাই। অমর যদি নিতান্তই নিজের পসন্দমত বিবাহ কোত্তে চায়, করুক্, কিন্তু আমি দেড়টি হাজার টাকা চাই। অন্য স্থলে যদি আমি ঐ টাকা বা ওর চেয়ে বেশী টাকা পাই, তবে কম টাকায় রাজী হব কেন ?"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে তা বটে। তবে কি না ওরি মধ্যে আপনাকে একটু বিবেচনা কোত্তে হবে। যখন কৃষ্ণকান্ত বাবুকে কথা দেওয়া হয়েচে, তখন আর——"

বাধা দিয়া চক্রধর বলিলেন, "কথা কি আমি দিয়েচি ?"

"আপনি দেন নি বটে। কিন্তু আপনার অভাব কিসের ? আপনি মনে কল্লেই একটি টাকাও নিতে না পারেন।"

"সেটা, বাবা! তোমাদের বোঝ্‌বার ভুল। আমার মেয়ের বিবাহের সময় আমাকে কত টাকা দিতে হয়েছিল, তাতো জান, বাবা!"

"আপনার অবস্থা আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর অবস্থা অনেক তফাৎ। কিন্তু তাঁর কন্যাটি অতি সুন্দরী।"

"আবার ঐ কথা। কন্যা অতি সুন্দরীতে আমার লাভ কি ? ম্যাও ধরে কে ? এই অমরের বি, এল্, পরীক্ষা দেবার আয়োজনে আমার বিস্তর টাকা যাবে।"

অমরনাথ চন্দ্রনাথ বাবুর মুখপানে তাকাইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু বুঝিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, অমরকুমারের বি, এল্, পরীক্ষা দেবার জন্য যত খরচপত্র হবে, তা আপনাকে দিতে হবে না। কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ীতে থেকে তাঁরই খরচপত্রে অমরের ল পড়া হ'বে। কৃষ্ণকান্ত বাবু নিজেই সে বিষয়ে স্বীকৃত আছেন। আপনি অনুগ্রহ কোরে নগদ ছয় শত টাকায় সম্মত হউন্। দানসামগ্রীতেও তাঁর আরও কিছু খরচ হ'বে। তবে দেখুন, নগদ টাকা, দানসামগ্রী আর নিজ বাড়ীতে রেখে আইন পড়ান ইত্যাদিতে যে টাকা কৃষ্ণকান্ত বাবুকে দিতে হবে, প্রায় তা দেড় হাজার টাকা।"

চক্রধর কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে হতেও পারে। কিন্তু "বিয়ে ফুরুলে ছাঁদ্‌নাতলায় লাথি" যদি হয়। বিয়ের বাজারে ফাঁকির কারবারটাই বেশী।"

এইবার শ্যামলাল বলিলেন, "তা বাস্তবিক। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু আর আমি থাক্‌তে, একটা পাকা বন্দোবস্তই হবে।"

চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবাজী! তোমার উপর ভার দিলেম। অগ্রে হুণ্ডে ছয় শত টাকা নেবে, তবে বিবাহ দেবে। একটি পয়সাও বাকি রাখ্‌লে, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে আমার পুত্র অমরকুমার বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের বিবাহ দিও না। যদি দাও, তবে তোমাকে আমার পুরা ছয় শত টাকার দায়ী হতে হবে। দানসামগ্রীগুলিও যেন কঙ্গমেনে না হয়—দান বোলে নেহাৎ দেনো না হয়। আর সেখানে অমরের আইন পড়ার একটা পাকা লেখাপড়া কোরে নেবে। কেমন, বাবাজী, এতে রাজী আছ?"

"আজ্ঞে, তাই হবে।"

"শ্যামলাল বাবু, তুমিও রাজী আছ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আজ্ঞে, অবশ্য। আপনার বা আপনার পুত্রের যাতে ভাল হয়, তা অবশ্যই কোর্‌বো।"

চক্রধর বলিলেন, "ফাল্গুন মাসের কোন্ তারিখে বিবাহের দিন্ ধার্য্য কোরেচো?"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা এখনও ধার্য্য করা হয় নি। আপনার কথামত হবে।"

চক্রধর কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় ফাল্গুন মাসের ১৯এ তারিখে বিবাহের দিন ঠিক্ হোক্। আমার এরূপ বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণকান্ত বাবু দীর্ঘ সময় পেয়ে টাকার যোগাড় কোত্তে সুবিধা পাবেন।"

শ্যামলাল বলিলেন, "অতি উত্তম উদ্দেশ্য।"

অনন্তর চক্রধর চন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলেন, "তুমি কোল্‌কাতায় গিয়ে আমাকে ঘন ঘন এই সম্বন্ধে চিঠীপত্র লিখ্‌বে। আমিও তোমাকে লিখ্‌বো। খুব সাবধান, আমার অজ্ঞাতসারে যেন কোন কিছুর এক চুলও তফাৎ না হয়। আর এক কথা, যদি ফাল্গুন মাসের অত বিলম্বেও কৃষ্ণকান্ত বাবু আমার কথামত টাকা ইত্যাদি ঠিক্ কোরে কন্যাদান কোত্তে না পারেন, তবে আমি অন্যত্র পাত্রী ঠিক্ কোর্‌বো। এই ঘটক ঠাকুরকে সেই জন্য ডাকিয়েচি।"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। পিতাকে তিনি অত্যন্ত সম্মান সহিত করেন।

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঘটক বিদায় লইলেন। চক্রধর বাবু আবার তাঁহাকে কল্য আসিতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টাকায় টাকার যোগ।

পরদিন সোমবার বেলা আট নয়টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, চন্দ্রনাথ বাবু ও শ্যামলাল বাবু কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। অমরকুমার বাড়ীতে রহিলেন। তিনি কল্য মঙ্গলবার কলিকাতা যাইবেন। অত্যন্ত সর্দ্দি হওয়াতে অদ্য যাইতে পারিলেন না।

অমরকুমারের একে মনে সুখ নাই, তাহার উপর আবার সর্দ্দি, সুতরাং অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অদ্য তিনি অন্নাহার করিলেন না। রুটী ব্যবস্থা হইল। একটু সুস্থ থাকিবার জন্য আপনার বসিবার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। পায়ে মোজা, গায়ে ফ্লানেলের জামা। ঘরের দরজা বন্ধ। গা গরম, ঘরও গরম। চাকরে গরম চা আনিয়া দিল। অমরকুমার চা পান করিয়া সর্দ্দিতে চাপান দিলেন। মাথা ভারি, চোক ছল ছল, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নাক সড় সড় ইত্যাদি সর্দ্দির লক্ষণগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে মেজের উপর ডাবর রহিয়াছে। অমরকুমার মধ্যে মধ্যে নাক ঝাড়িয়া তন্মধ্যে কফ ফেলিতেছেন ও রুমালে নাক মুছিতেছেন। অনবরত রুমালে কড়িয়া নাক রগড়াইতে রগড়াইতে নাকের ডগা লাল হইয়া উঠিয়াছে। বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে। অমরকুমার শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। বারটা বাজিল। তথাপি অমরকুমার গৃহ হইতে বাহির হইলেন না।

তখন অমরকুমারের মাতা অচলবাসিনী দেবী স্বয়ং অমরকুমারের নিকট আসিলেন। বাহির হইতে "অমর অমর" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে

দরজা ঠেলিলেন। দরজা ভেজানো ছিল, খুলিয়া গেল। অচলবাসিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, "অমর!"

অমরকুমার অনিদ্রিত। জননীর স্নেহসূচক আহ্বানধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। "কি, মা!" বলিয়া পুত্র সাড়া দিলেন।

জননী বলিলেন, "অনেক বেলা হয়েচে। রুটী খাবি চল্। এখন সর্দ্দিটে কি রকম?"

"বড় বেশী, একটু জ্বরভাব হয়েচে, বড় শীত কচ্চে, লেপেও শীত যাচ্চে না।"

"সর্দ্দির জ্বর, ও কিছুই নয়। যা পারিস্ খাবি চল্। রুটী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।"

"না মা, আমি খাব না। ইচ্ছে নেই।"

"পিত্তি পড়্বে যে। শুক্‌নো রুটী খেলে কিছু অনিষ্ট হবে না। চল বাবা, ওঠ।"

"বাবা কোথা?"

"তিনি নেয়ে খেয়ে পাল্কী কোরে বেরিয়েচেন।"

"কোথা?"

"গোবিন্দ বোসের বাড়ী।"

"কেন?"

"কি একটা মাম্‌লা আছে। তারি ব্যবস্থা কোত্তে।"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"বিকেল হবে বোলে গেচেন।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে অমরকুমার গা ভাঙ্গিলেন, হাই তুলিলেন। হাই তুলিবার সময় সাঁই সাঁই করিয়া উঠিল। তার পর অমরকুমার মাতাকে বলিলেন, "মা! ভারি কষ্ট।"

মা সস্নেহবচনে বলিলেন, "বাবা! আমি সব বুঝতে পাচ্চি, সব শুনেচি, সব জানি। তা তুমি নিশ্চিন্তি থাক। বউ বড়, না টাকা বড়? উনি টাকা নিয়ে ধুয়ে খান। আমি সুন্দরী বউ চাই। মেয়ের বাপ চার শো টাকা দেবে তো। আমি দু শো টাকা তোকে দেবো। তুই এই দু শো টাকা, সেই চার শো টাকা একসঙ্গে ছ শো টাকা কোরে চন্দ্রের কাছে দিস্। বলিস্, ক'নের বাপ ছ শো টাকা দিয়েচে। তার জন্যে ভাবনা কি, বাবা?"

অমরকুমার সর্দ্দির কষ্ট জানাইয়া মনের কষ্টের উত্তর পাইলেন। জননীকে মনে মনে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন উত্তর করিলেন না। মাতার নিকট এ সকল বিষয়ে পুত্রের কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করা ভাল নয়। অমর নিরুত্তর থাকিয়া উত্তম কার্য্যই করিলেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার অচলবাসিনী পুত্রকে বলিলেন, "রুটী জুড়িয়ে গেল, আর দেরি করিস্ নি, ওঠ্।"

অমরকুমার দেখিলেন, রুটী না খাইলে জননী নিরস্ত হইবেন না। উঠিয়া বসিলেন। তার পর জননীর সঙ্গে আস্তে আস্তে ভোজনগৃহে গমন করিলেন।

মা তাড়াতাড়ি নিজহস্তে রুটী, তরকারি এবং দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। দাসী গেলাসে করিয়া জল দিয়া গেল।

অমরকুমার কিঞ্চিৎ তরকারি দিয়া আড়াইখানি মাত্র রুটী অনেক কষ্টে খাইলেন। জননী বলিলেন, "মিষ্টি দেবো?"

"মিষ্টিতে কফ বাড়ে। মিষ্টি খাব না।"

"দুদটুকু খাও, বাবা।"

"না মা, সর্দ্দির পক্ষে দুদ প্রশস্ত নয়। দুদেও শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়।"

"তবে খেলি কি?"

"আর খেতে পাচ্চি নি।"

"আচ্ছা, ঐ আধখানা রুটী খা।"

মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, অমরকুমার সেই অর্দ্ধখণ্ড রোটিকা খাইলেন। আহারান্তে জলপান করিবার জন্য জলপূর্ণ গেলাস ধরিলেন। জলপান করিবার সময় হঠাৎ কাসি আসাতে হাত নড়িয়া উঠিল। গেলাসের কতকটা জল পড়িয়া ফ্লানেলের জামা ভিজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ডাবরে মুখ ধুইলেন, তোয়ালেতে মুখ মুছিলেন।

তার পর ভিজা ফ্লানেলের জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন। অচলবাসিনী দেবী ঝিকে সেটা কাচিয়া শুকাইয়া দিতে বলিলেন। ঝি জামা লইয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার পুনর্ব্বার নিজ প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পিতার বসিবার ঘরে গেলেন। সেখানে জগু পাতিত শতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়া আরাম করিতেছিল। শতরঞ্চের উপর হাতের তাল দিয়া, গুন্ গুন্ করিয়া, গান গাহিতেছিল।

সহসা অমরকুমার সেই ঘরে উপস্থিত হওয়াতে জগু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাল গান বন্ধ হইল।

অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফ্লানেলের জামাটা ভিজে গেচে। বাবার একটা ফ্লানেলের জামা দিতে পারিস্?"

জগু বলিল, "আজ্ঞে, ভাল ফেলাইনের জামা তিনি গায়ে দিয়ে বোসেদের বাড়ী গেচেন। আটপহরে ফেলাইনের জামাটা আছে।"

"আচ্ছা, সেইটেই একবার দে।"

জগু আল্না হইতে কর্ত্তার আটপহরে ফ্লানেলের জামাটা তুলিয়া লইয়া, অমরকুমারকে দিল।

অমরকুমার জামা লইয়া স্বীয় কক্ষে প্রস্থান করিলেন। জগু আবার চিৎপাত হইয়া, আরামে ও তালে গানে মন দিল। পূর্ব্বে যে গানটা গাহিতেছিল, এবার সেটা নয়—আর একটা। অমরকুমারকে হঠাৎ দেখিয়া, হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়াছিল, তাই গানটাও হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। সুতরাং হঠাৎ গান থামাতে হঠাৎ মনে আসিল না। এ বার আর একটা গান হঠাৎ ধরিল। আহা, বেচারী সমস্ত দিন খাটিয়া মরে, এখন সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তা নাই, একটু আরাম করুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উড়ো চিঠী।

এ দিকে অমরকুমার আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ববৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর কর্ত্তার ফ্লানেলের কোর্ত্তাটি পরিলেন। পরিয়া গায়ে লেপ টানিয়া বাঁ কাত্ হইয়া, শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শুইয়া সুখ হইল না, কি যেন কুক্ষি-পার্শ্বে ফুটিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। বিছানায় চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই নাই। কুক্ষিদেশ হস্তদ্বারা চাপিয়া দেখিলেন। জামার বগ্লীতে কি আছে, হাতে ঠেকিল। বগ্লীর মধ্যে হস্ত দিলেন। বুঝিলেন, একখানা রুমাল জড়িতভাবে রহিয়াছে। টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, রুমালে কি বাঁধা আছে। খুলিয়া ফেলিলেন। দুইখানি চিঠী বাহির হইল। অমরকুমারের কৌতূহল বাড়িল। তৎক্ষণাৎ একখানি একখানি করিয়া দুইখানি চিঠী পড়িলেন। পড়িবার সময় আলোকের জন্য খড়খড়ের একটা পাখী তুলিয়া দিয়াছিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া অমরকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণের জন্য সর্দ্দির যন্ত্রণাও ভুলিয়া গেলেন। "কি আশ্চর্য্য! এ কি!" এই বলিয়া শুইয়া পড়িয়া, নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। তার পর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "ঘটক, যে পত্রের কথা ব'লে ফেলেছিল, সে এই উড়ো চিঠী। কে এই পত্র লিখেছে? হাতের অক্ষর চেনো চেনো বোধ হচ্চে, অথচ ঠিক্ চিন্‌তে পাচ্চি নি। অক্ষরে কতকটা মেয়েলি ঢং, কিন্তু সেটা কৃত্রিমতা। নিশ্চয় আমার কোন শত্রু—অবশ্য সে পুরুষ—আমাকে জব্দ কর্‌বার জন্য এই মিথ্যা পত্র বাবাকে লিখেচে। কই, আমি তো কখনও কারো মন্দ করি নি, তবে আমার উপর এমন নির্ঘাত শত্রুতা কেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অপর পত্রখানির কথা বলিতে লাগিলেন, "কামাখ্যাচরণ

বন্ধু কে ? পত্রে লিখ্চে, বাবার সঙ্গে আমি তার দোকান থেকে জিনিষ কিনেছিলেম। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) ও, বটে বটে, মনে হয়েচে। কিন্তু এ দিকে অনেক দিন তো সেই লোকটির সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি। তবে সে আমার এই বিবাহের কথা কিরূপে জান্‌লে ? জানা ব'লে জানা, সমস্ত পরিচয় লিখেচে। কে তাকে এ সব কথা বলেচে ? তা যা হোক্, তার পত্রে এমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই উড়ো চিঠীখানা যত সর্ব্বনাশের মূল। পঞ্চানন ঘটকেরই কি এই কাজ ? ওর ঘটকালির পাওনাটা মারা যাবে ব'লে কি উড়ো চিঠীতে ঘটকালি ফলিয়েচে ? কিন্তু লেখাটা যেন চেনো চেনো। ভগবান্ জানেন কে আমার এই মন্দকারী।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অমরকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, দোয়াত কলম কাগজ লইয়া দুইখানি পত্রের নকল লইলেন। তার পর অক্ষরের ছাঁদ ঠিক্ রাখিবার জন্য গোটা দুই কথা অনেক যত্নে লিখিলেন, কিন্তু ঠিক হইল না। অবশেষে চিঠীখানার একটুখানি ধার ছিঁড়িয়া লইলেন। দুইটি লাইনের একটু-খানি টুক্‌রা উঠিল। তিন চারটি অক্ষর লাভ হইল।

তার পর নিজের মনিব্যাগের মধ্যে দুইখানি চিঠীর নকল ও অক্ষরের নমুনা বেশ্ করিয়া রাখিয়া দিলেন। শেষে কি ভাবিয়া কর্ত্তার ফ্লানেলের জামার বগ্লীতে আসল চিঠী দুখানি পূর্ব্ববৎ রাখিয়া গৃহের বাহির হইলেন। বরাবর জগুর নিকট গেলেন। জগু এখন আরামের চূড়ান্ত সীমায় গড়াইতেছে—হাতের তাল জুড়াইয়াছে—গলার গান থামিয়াছে—নাকের তান উঠিয়াছে। জগু নিদ্রিত।

অমরকুমার কক্ষপ্রবিষ্ট হইয়া জগুকে "জাগ জগু!" বলিয়া ডাকিলেন।

জগু জাগিল না, কিন্তু নাকে সাড়া দিল—ঘড়র্।

অমর আবার ডাকিলেন, "ও জোগো, ওঠ্ না।"

ঘুম ভাঙ্গিল, জগু জাগিল। "আজ্ঞে—আজ্ঞে" বলিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। বলিল, "কর্ত্তার বালাপোসখানাও দেবো কি ?"

অমরকুমার একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, বেচারা তন্দ্রাভ্রম দেখিতেছে। বলিলেন, "না, বালাপোস্ দিতে হবে না।"

"তবে আর তো ফেলাইনের জামা বাইরে নেই।"

"তাও দিতে হবে না।"

"তবে কি নেবেন ?"

"কিছু না। তুই বাবার এই আটপহুরে ফ্লানে-লের জামা আল্‌নায় তুলে রেখে দে।"

"গায়ে আঁট্‌লো না, বাবু ?"

"হাঁ হাঁ, রাখ্। এই নে ধর্।"

জগু জামা লইতে লইতে বলিল, "ফোতো উল্লো দর্জ্জিটে পাক্তি চোর। এমি ছাঁটের জুখে কাপড় সাৎ করে যে, একটা জামা বাপ ব্যাটার গায়ে হয় না। বাবার গায়ে যেটা বড়, ছেলের গায়ে সেটা ছোট, আবার ছেলের গায়ে যেটা ছোট, বাবার গায়ে সেটা বড়।"

"তুই পাগলের মত কি বক্‌চিস্ ? জেগে ঘুমুচ্চিস্ না কি ?"

"আজ্ঞে, সত্যি বল্‌চি। এই বার কর্ত্তাকে মইজুদ্দীন দর্জ্জিকে সেলাইয়ের কাজ দিতে বল্‌বো।"

"ওরে ব্যাটা, সব দর্জ্জিই সমান। চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।"

জগু ফিক্ করিয়া হাসিল। অমরকুমার চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দিন কাটিল। দিনের পর রাত আসিল। রাতও কাটিল। কিন্তু অমরের দুশ্চিন্তা ও মনো-বেদনা কাটিল না।

পরদিন সর্দ্দি কতকটা নরম হওয়াতে অমর-কুমার কলিকাতায় রওনা হইলেন।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরমহিতৈষী বন্ধু।

কলিকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে একটি ছোট রাস্তার ধারে একটি একতলা কোঠা বাড়ী। তারই একটি কক্ষে বসিয়া দুই জন লোক কি পরামর্শ করিতেছে।

কবে ও কখন পরামর্শ করিতেছিল, সে কথাটা বলিয়া রাখি।—১২৯৩ সাল ২০এ মাঘ রাত্রি আটটার সময়।

সেই দুই জনের মধ্যে এক জনের বয়স ঊনিশ কুড়ি, অপরের তদপেক্ষা কয় বৎসর বেশী।

যার বয়স ঊনিশ কুড়ি, সেই যুবাই সেই বাড়ীর অধিকারী। তিন বৎসর হইল, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা জীবিতা আছেন। এবং অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের যুবাটি পূর্ব্বোক্ত যুবার বন্ধু। উভয়ের মধ্যে বড় সৌহার্দ্দ। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে অনেক সময়ে প্রয়োজন হইলে টাকা কড়ি দিয়া সাহায্য করে।

কনিষ্ঠ যুবা জ্যেষ্ঠ যুবাকে বলিল, "আমি, ভাই, তোমার পরামর্শমত ক'নে দেখ্‌বার নাম ক'রে একজন ঘটককে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেম।"

জ্যেষ্ঠ সহাস্যে বলিল, "তার পর?"

"তার পর ক দিন এস নি বোলে তোমার কিছু বল্‌তে পাই নি।"

"কাজের বড় ঝঞ্ঝাট, তাই আস্‌তে পারি নি। তা যাক্ ক'নে দেখেছ?"

"দেখেচি।"

"কেমন?"

"অপ্সরাই বটে। তুমি যত দূর রূপসী বলেছিলে, তার চেয়েও বেশী।"

"জহুরীই জহর চেনে।"

বাস্তবিক বল্‌চি, ভাই, ইটালী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর র‍্যাফেলের হাতের যেন একখানি জীবন্ত অয়েল্ পেণ্টিং।"

"তা না হ'লে তোমাকে স্বয়ং দেখ্‌তে যেতে বল্‌বো কেন? আমি যদি আইবুড়ো হতেম, তবে যত টাকাই লাগুক, সে রূপের চুড়ো মাথায় ক'রে রাখ্‌তেম। কিন্তু কি করি, সপত্নী বিবাদের ভয়ে এগুতে পাল্লেম না। তা যাক, এখন তোমার পসন্দ হয়েচে কি?"

"পসন্দ তো হয়েচে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"মেয়ের বাপ কাপ্ খেল্‌চে।"

"সে আবার কি?"

"কোথা হুগলী জেলার তারাপুর গ্রামের চক্রধর বাড়ুয্যের পিণ্ডিদাতার খর্পরে সেই রত্নপিণ্ডটি ফেল্‌বে।"

"না, সে কথা কোন কাজেরই নয়। আমি তার গোড়া মেরে রেখেছি।"

"কেমন কোরে?"

"একখানা জাল চিঠি লিখে ডাকে চালান কোরে।"

"তুমি তাদের চেন কি?"

"চিনি নি, কিন্তু অনুসন্ধান কোরে।"

"আচ্ছা, চক্রধরের পিণ্ডিদাতার নাম কি বল দেখি।"

"হিষ্টরির এক্‌জামিন কোচ্চো না কি?"

"বলই না ছাই?"

"অমরকুমার।"

"তবে জান দেখ্‌ছি।"

"ভাই বিনোদবিহারী, তোমার গলায় সেই সাতরাজার ধন মাণিকটি ঝুলিয়ে দেবার জন্য আমি যে কত কষ্ট কচ্চি, কত চাল চাল্‌চি, কত যোগাড় কচ্চি, তা প্রজাপতি আগে তোমাদের দু হাত এক করুন, তার পর সব বল্‌বো।"

"তা আমি খুব জানি। যদি তুমি আমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোত্তে পার, তবে চিরকাল তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌বো।"

"গোলাম গোলাম বোলে মোলাম মলম লাগালে চল্‌বে না। আমি যা বোলেচি, তা না দিলে, সে অমূল্যরত্ন তোমার কপালে জুট্‌বে না।"

"তা তো দেবই।"

"আজ আমাকে কিছু দিতে হবে।"

"হাওলাত খাতে ?"

"না, এ আমার ঘটকালীর খয়রাত খাতে।"

"গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। মেয়ের বাপ আর এক ছোকরাকে জামাই কোর্‌বে বোলে ঠিক্ কোরেচে, আর এ দিকে তুমি, দাদা, বাঁজা ঘটকালীতে ফলভোগের আশা ক'রে ব'সে আছ!"

"আঃ, তুমি কেন মিছিমিছি পাগলের মত বক্‌চো ? পাছে হাত ফস্‌কায় বোলেই তো ফুলবাগানে কাঁটার বেড়া দিয়েচি।"

এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ যুবা জামার জেব হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, কনিষ্ঠ যুবাকে দেখাইল। কনিষ্ঠ যুবা সে খানি পাঠ করিল, জ্যেষ্ঠকে মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিল, কৌশলপূর্ণ পত্রের জন্ত অনেক বাহবা দিল।

তারাপুরের চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় যে উড়ো চিঠীখানি পঞ্চানন ঘটককে দেখাইয়াছিলেন, এখানি তাহারই খস্‌ড়া। এই চিঠীখানিই চক্রধরের হৃদয়ে বিষ-বীজ বপন করিয়াছে, অমরকুমারের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ যুবা কনিষ্ঠ যুবাকে সহাস্তে বলিল, "কেমন, মিথ্যা বল্‌ছিলেম কি ?"

"আচ্ছা, এ পত্র চক্রধরের হস্তগত হয়েচে কি না, তার প্রমাণ কি ?"

"আমি সন্ধান নিয়েচি, হস্তগত হয়েচে, আগুন লেগেচে, তোমারি কপালে জ্যোতির্ম্ময়ী অপ্সরা জেগেচে।"

"তুমি আমার জন্ত এত করেচো, তা এত দিন কিছুই বল নি কেন ?"

"আমার স্বভাবই এই যে, কাজ হাসিল করবার আগে কারো কাছে কোন কথা প্রকাশ করি নি। তবে তুমি সন্দেহ কোল্লে বোলে প্রকাশ কল্লেম।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। আবার বলিল, "এ দিকেও আগুন লাগিয়েচি।"

"কোন্ দিকে ?"

"জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতা কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মনে।"

"কিরূপ আগুন ?"

"তাও জান্‌তে চাও ?"

"যখন একটা বোল্লে, তখন আর একটা বাকি থাকে কেন ? দুপিঠ না দেখ্‌লে ঠিক্ বোঝা যায় না যে।"

"আচ্ছা, ও পিঠ দেখেচ, এ পিঠও দেখ।" এই বলিয়া আর একখানি উড়ো চিঠীর খস্‌ড়া বাহির ক'রয়া, কনিষ্ঠকে পড়িতে দিল। কনিষ্ঠ পড়িল ;—

"মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়,

তারাপুরের শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আপনার কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিবাহ দিবার জন্ত আপনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বোধ হয়, আপনি সেই জন্ত নিশ্চিন্তও আছেন। কিন্তু আপনাকে অবশেষে দুশ্চিন্তার অকূলপাথারে ডুবিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে হইবে। আপনি আমার সৎপরামর্শ শুনুন। অমরকুমারের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহেচ্ছা অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। অমরের পিতা পিশাচের ন্যায় ধনলোভী। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, অমরকুমার তাঁহার পিতাকে না জানাইয়া, স্বয়ং এই বিবাহসম্বন্ধ ঠিক্ করিয়াছেন। তজ্জন্য চক্রধর বাবু বিশেষ রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি দেড় হাজার টাকা নগদ চান। আপনি দিতে পারিবেন কি ? আমি দেখিতেছি, শেষে

আপনার এ কূল ও কূল দুকূল যাইবে। আপনি অমরকুমারের প্রলোভনে ভুলিবেন না। আপনার ওজন বুঝিয়া, অপর পাত্র ঠিক্ করুন। ইতি ১৮ই মাঘ, ১২৯৩ সাল।

আপনার হিতকাঙ্ক্ষী
শ্রী———

কনিষ্ঠ যুবা উড়ো চিঠীর খস্ড়া পড়িয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "পরশু এই পত্র লিখেচ ?"

"পরশু লিখে পরশুই ডাকে চালান করেচি। কোল্‌কাতার লোক কোল্‌কাতার পত্র এক দিনেই পায়। পরশু সন্ধ্যে থেকেই আগুন জ্ব'লেচে, ভায়া।"

কনিষ্ঠ যুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তুমি আমার আশা পূর্ণ কোত্তে পার্‌বে কি ?"

জ্যেষ্ঠ দর্পের সহিত বলিল, "না পারি তো আমার নাম শ্যামলাল ঘোষালই নয়—শেয়ো কুকুর।"

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ভাবিল, যেন জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাবিল, যেন অন্দরমহলে বামাকুলকলকণ্ঠে কুলু কুলু করিয়া হুলুধ্বনির স্রোত ছুটিল। ভাবিল, বাসরঘরে নবপ্রণয়িনীর সঙ্গে বসিয়া, রঙ্গিনীগণের সহিত রসরঙ্গে রঙ্গিলা হইল। আরও ভাবিল, শ্যামলাল ঘোষাল তার যথার্থ পরমহিতৈষী বন্ধু।

এই শ্যামলাল ঘোষাল অমরকুমারেরও পরম-হিতৈষী বন্ধু না ? বাহবা শ্যামলাল! বাহবা তোমার পরমহিতৈষিতা! বাহবা তোমার বন্ধুতা! তোমার মত বন্ধু এ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়! তোমার মত বন্ধুর খর্পরে পড়িয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—হইতেছে—হইবে!

অনন্তর শ্যামলাল ঘোষাল বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিল, "ভাই বিনোদ! তুমি এখন এক কাজ কর। আমাকে এক শো টাকা দাও। এই টাকা নিয়ে আমি তোমার রত্নলাভের যোগাড়টা পাকিয়ে রাখি। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিই তোমাদের দু হাত এক কোরে দেবো। তুমি নিশ্চয় জেনো, যখন শ্যামলাল ঘোষাল তোমার ঘটকবন্ধু, তখন শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী তোমার হৃদয়বিহারিণী হয়েচেন।"

বিনোদবিহারী অবিবাহিত, তাতে আবার দেখিয়াছে জ্যোতির্ম্ময়ীকে, তার উপর হিতৈষী বন্ধুর কৃপায় তার সঙ্গে বিবাহ, আর বাকি কি ? বিনোদ তো এখন শ্যামলালের কলের পুতুল। সে এটাকে যেমন কোরে নাচাবে, এটা সেই রকম নাচবে। রূপের জমা জন্য রূপার খরচ সুরু হইল। কৈফিয়ৎ কাটিয়া কি বাকি থাকিবে, ভগবানই জানেন।

বিনোদবিহারী এক শো টাকার খুচরা নোট আনিয়া বন্ধুকে দিল। বন্ধু নোট লইয়া কোট-পকেটে পুরিল। বলিল, "খুব সাবধান, ভাই, আমার কথামত সর্ব্বদা চোলো। কারো কাছে আমার নাম কোরো না—কারো কাছে এ সব কথা প্রকাশ কোরো না। কোল্লে সব ফ'স্‌কে যাবে।"

বিনোদ বলিল, "রাম রাম! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌বো না কি ?"

অনন্তর উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্দেহভঞ্জন।

অমরকুমার আজ কয় দিন কলিকাতায় ভগিনীপতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। মনে সুখ নাই। সর্ব্বদা কি এক দুর্ভাবনা জাগিয়াই আছে। বিশেষতঃ সেই উড়ো চিঠিখানার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, তিনি আরও অস্থির হইয়াছেন। কোন্ শত্রু তাঁহার বিবাহ ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় এই কার্য্য করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আজ কয় দিন

ধরিয়া, তলে তলে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

তারাপুর হইতে আসিয়াই সেই দিন অমরকুমার একবার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া, আগামী ১৯এ ফাল্গুনেই বিবাহের দিন সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অদ্য আবার সন্ধ্যার সময় অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটী গেলেন। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অমরকুমারকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

তার পর কথায় কথায় উড়ো চিঠীর কথা পাড়িলেন। এখানি শ্যামলাল ঘোষালের সেই চিঠী। অমরকুমার পত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু বাক্সের মধ্য হইতে চিঠীখানি বাহির করিয়া, অমরকুমারের হস্তে দিলেন। অমরকুমার মনে মনে দুই তিন বার চিঠীখানি পড়িলেন। মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। অথচ ক্রোধের চিহ্নও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইল। দুষ্ট লোক যে শান্ত লোকের অনিষ্ট করিবার জন্ত আড়ে হাতে লাগিতে পারে, ধর্ম্মভয় করে না, এই ভাবিয়া তিনি রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইবার আরও কারণ আছে। এক হাতেরই দুইখানি পত্র, একটা পিশাচই দুই দিকে তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে। বিশেষরূপে তাহা বুঝিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ জামার পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া, তন্মধ্য হইতে তাঁহার পিতার নামীয় সেই উড়ো চিঠীর নমুনা বাহির করিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামীয় উড়ো চিঠীর অক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন। অক্ষর ঠিক্ এক ছাঁদের, এক ধরণের ও এক রকমের হইল।

তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু বলিলেন, "বাবাজী, তুমি ও কি মিলুচ্চো?"

বৃদ্ধ মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ভাই! তোমার মুখের ভাব কেন এমন হোলো? তুমি ক্ষুণ্ণ অথচ রেগেচো দেখ্‌চি।"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনারা এই পত্র পেয়ে কি ভাব্‌চেন, সত্য কোরে আমাকে যদি বলেন, তবে অক্ষর মিলুবার কথা বলি।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দুই দিকই ভাব্‌চি; হয় আমাদের কোন শত্রু মিছিমিছি এই সন্দেহ জন্মিয়ে দিচ্চে, নয় তোমার পিতা বাস্তবিক আমাদের উপর উৎপীড়নের মৎলব কোরেচেন। কিন্তু, অমরকুমার, আমার তেমন অবস্থা নয় যে, ৪০০৲ টাকার বেশী আর কিছু দিতে পারি। সে দিনও বোলেচি, আজিও বোল্‌চি, যদি তোমার পিতা আমাদের অবস্থার প্রতি অনুকূল না হন, বা আমাদের কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে আমার আর ক্ষমতা নাই। আমি নগদ দেড় হাজার টাকা কোথায় পাব, বাবা?"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনি এই তো বোল্লেন, হয় কোন শত্রুরও এই কাজ। মহাশয়, তাই সত্য। যে লোকটা এই পৈশাচিক কার্য্য কোচ্চে, সে শুধু আপনাদের শত্রু নয়, আমারও পরমশত্রু। সে আমার পিতাকেও আপনাদের বিরুদ্ধে একখানি উড়ো চিঠী লিখেচে। এই দেখুন, সেই চিঠীর নকল। আর এই দেখুন, এক হাতের লেখার নমুনা।"

কৃষ্ণকান্ত বাবু অমরকুমারের হস্ত হইতে সেই পত্রখানি লইয়া একটু উচ্চ শব্দে পাঠ করিলেন। তাঁহার পিতাও শুনিলেন। তার পর অক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক্ এক হাতের লেখা।

এই বার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রের মন পরিবর্ত্তিত হইল। চক্রধরের উপর যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কাটিয়া গেল। এখন বিশ্বাস হইল যে, কোন নীচপ্রকৃতির লোকের এই পাপ কাজ!

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত আপনা আপনি সদুঃখে বলিলেন, "ছিছি, এমন পাপিষ্ঠ নারকী মনুষ্যও জগতে আছে! ধিক্ ধিক্, গড়াকে ভাঙ্‌বার জন্ত এরূপ শত্রুতা কোচ্চে। আমরা তো কারই কোনরূপ অপকার করি নি, তবে কেন এমন শত্রুতা করা?"

পুত্রের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন বলিলেন, "কৃষ্ণ! নীতিশাস্ত্রে আছে,—

"অপরাধো ন মেঽস্তীতি নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি॥"

অর্থাৎ আমার অপরাধ নাই, এটি বিশ্বাসের কারণ নহে, কেন না গুণবান্ লোকেদেরও নিষ্ঠুর লোকদের নিকট হোতে ভয় থাকে। আমার বেশ্ বোধ হচ্চে, অমরকুমারের মত গুণবান্ পাত্রকে তুমি কন্যাদান কোর্‌বে, নিষ্ঠুর লোকের তা সহ্য হবে কেন? সে দুরাত্মা এই উড়ো চিঠী-গুলো লিখে অমরের, তোমার আর আমার অনিষ্ট কোত্তে বুক বেঁধেচে।"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনারা আর কোন সন্দেহ বা ভয় কোর্‌বেন না। যদি এই দুখানা পত্র দু'হাতেরও হোতো, তা' হোলেও কথা ছিল। কিন্তু আর ভয় নাই। অনুগ্রহ কোরে ঐ পত্র-খানা আমাকে দিন। আমি আমার পিতাকে দেখাবো। আপনারাও যেমন ঐ পত্র পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিও তাঁর নামীয় পত্র পেয়ে তেমনি হয়েছিলেন। তার পর চন্দ্রনাথ বাবু, শ্যামলাল বাবু তাঁকে বিশেষ কোরে বুঝিয়ে বলাতে তিনি সন্দেহ ত্যাগ কোরেচেন। এখন আবার আপ-নার নামীয় পত্রখানা দেখ্‌লে আর তিলমাত্রও সন্দেহ থাক্‌বে না। আমি কাল আবার বাড়ী যাব। এর মধ্যে যেতেম না, কিন্তু এই পত্রখানার জন্যই যেতে হবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, এই পত্র নেও।"

অমরকুমার পত্র লইয়া বলিলেন, "এখন অনে-কেই শত্রুতা সাধন কোর্‌বে। আপনারা কারই কোন কথায় কান দেবেন না। আমি শীঘ্রই আবার কোল্‌কাতায় ফিরে এসে, আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।"

এই বলিয়া অমরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার সেই যুগল বন্ধু।

অমরকুমার বরাবর কৃষ্ণকান্তের বাটী হইতে শ্যামলালের বাটী আসিলেন। দেখিলেন, হিতৈষী বন্ধু বৈঠকখানা ঘরে একখানি তক্তাপোসের উপর শুইয়া আছেন। মাথার নীচে একটা মাঝারি গোছের তাকিয়া। শ্যামলাল চিৎ হইয়া শয়ান। বাঁ পা খানা হাঁটুমোড়া এবং ডান পা খানা বাঁ পার উপর স্থাপিত। উভয় হস্তের তলদেশ মস্তকের নিম্নে প্রবিষ্ট। শয়নভাব দেখিয়া অমরকুমার বুঝিলেন, বন্ধু কি ভাবিতেছেন।

"কি শ্যামলাল, শুয়ে যে?" এই বলিয়া অমর-কুমার নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্যামলাল উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাড়ী থেকে এসে এক দিন মাত্র এসেছিলে, তার পর এস নি কেন?"

"সে কি? আমি তার পর দু দিন এসেছি, তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকর বোল্লে, 'সিম্‌লে গেচেন।'"

"সিম্‌লে না, শিয়ালদা। চাকর ব্যাটা ধান শুন্‌তে পান শোনে। তা যাক্, তোমার শ্বশুর বাড়ী আর গিয়েছিলে?"

"তোমার সকল কথাতেই তামাসা।"

"আচ্ছা, তামাসা কোর্‌বো না। কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়েছিলে?"

"এই সেখান থেকে আস্‌চি।"

"সংবাদ কি?"

"সংবাদ বড় গুরুতর। কঠিন সমস্যা।"

"সে কি?"

"সে বিষয়, ভাই, তোমা বই অপর কাউকে বোল্‌তে পারি নি। তুমিই আমার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু।"

"ব্যাপার কি বল দেখি?"

"কে একটা দুষ্ট লোক কৃষ্ণকান্ত বাবুকে এক উড়ো চিঠী লিখেচে। এই দেখ।" এই বলিয়া শ্যামলালকে সেই পত্রখানা দিলেন।

শ্যামলাল পত্র পড়িল। পড়িয়া বিস্মিত হইল। বলিল, কোন্ ষ্টুপিড্ রাস্কেল্ এমন গাধার কাজ করেচে!"

পাঠক মহাশয়! পাঠিকা মহাশয়া! শ্যামলালের মিষ্টবচনে বন্ধুর সন্তোষবর্দ্ধনের খেলাটার দিকে একবার মনোযোগ দিন্। আপনাদেরও এরূপ সরল হিতৈষী পুরুষবন্ধু বা সরলা হিতৈষিণী স্ত্রীবন্ধু আছে কি? শ্যামলালকে দেখিয়া এখনও সতর্ক হউন।

তার পর অমরকুমার আবার বলিলেন, "ভাই! শুধু কৃষ্ণকান্ত বাবুকে সন্দিগ্ধ করা নয়, আমার পিতাকেও এরূপ একখানা উড়ো চিঠী লিখেচে। সে দিন সেই পঞ্চানন ঘটক যে চিঠীর কথা বোলে ফেলেছিলো, তার পর বাবার বকুনিতে সে কথা চাপা দিয়েছিলো, সেই উড়ো চিঠিখানা আর এখানা এক জনেরই হাতের লেখা।"

শ্যামলাল যেন কতই বিস্মিত হইল। বলিল, "অ্যাঁ, বল কি!"

"সত্য বল্‌চি। আমি শেষে পত্রখানা পেয়ে নকল কোরে এনেচি। এই পড়।"

শ্যামলাল সে পত্রখানার নকলও পড়িল। পত্রলেখকের উপর কত কটু কাটব্য প্রয়োগ করিল। সাবাস্ শ্যামলাল!

তার পর বলিল, "তুমি ঠিক্ জান, এক হাতের লেখা?"

সত্যি মিথ্যে এই দেখ, সেই আসল পত্রের খানিকটে ছিঁড়ে এনেচি। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখ।"

শ্যামলাল কেরোসিন্ ল্যাম্পের কাছে বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখিল।

অমরকুমার বলিল, "কেমন, শ্যাম, ঠিক্ কি না?"

শ্যামলাল প্রগাঢ় বিস্ময়ের সহিত বলিল, "তাই তো বটে। এক হাতেরই কলম দেখ্‌চি যেন। কোন্ শুওর এমন সর্ব্বনাশের চাল চাল্‌চে!"

অমরকুমার বলিল, "বাস্তবিক, ভাই, এই গাধা শুওরের জ্বালায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। একে তো কৃষ্ণকান্ত বাবু চার শো টাকার বেশী দিতে পার্‌বেন না। তার উপর তোমরা আরও দু শো টাকা বাড়িয়ে দিলে। তারই বা কি উপায় হবে? আবার এই সকল উড়ো চিঠীর খোঁচা-খুঁচি। দেখ্‌চি, জ্যোতির্ম্ময়ীর অপূর্ব্ব জ্যোতি আমার পক্ষে বুঝি চিরান্ধকার হল।"

"কোন চিন্তা নাই। শ্যামলাল বেঁচে থাকতে জ্যোতির্ম্ময়ী তো তোমারই।" মনে মনে বলিল, "জ্যোতির্ম্ময়ী বিনোদবিহারীর। তার সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে যে, কৃষ্ণকান্ত বাবু যেমন গরীব, তেমনি অল্প টাকা পণে বিনোদ রাজী। এমন কি, দেড় শো দু শো টাকা পণ নিয়েই, বিনে জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিয়ে কোত্তে এখনি রাজী। সে টাকাটা বিনে আমাকে দেবে। তার পর আমি ঘটকালি কোরে এই কার্য্য সিদ্ধি কর্‌বার দরুণ আমাকে আরও পাঁচ শো টাকা দেবে। তা ছাড়া এ দিক ও দিকেও দু তিন শো টাকা তার মাথায় হাত বুলিয়ে পকেটে পুর্‌বো। বিনেকে যে রূপ দেখিয়েচি, সে তো এখন আমার কলের পুতুল। তার মায়ের সে আব্‌দেরে ছেলে। যখন যা চায়, তাই পায়। বাস্তবিক, এমনতর দু চারটে বোকা এয়ার না পেলে আমাদের খোকা টাকা হয় কৈ? অম্‌রাটার বাবা ব্যাটা বেঁচে থেকেই যত কণ্টক হয়েচে। নৈলে এরই মাথায় হাত বুলুতেম। যদিও এ আগে ক'নে দেখে ঠিক্ কোরে শেষে আমাকে দেখিয়েচে, তবু ফিকির কোরে আমি আগে, আর ওকে শেষে ফেল্‌তেম। এখনি বা তার করুক কি? ওর কাছে কিছু পট্‌লো না বোলেই বিনোদের চিত্তবিনোদনে মন দিলেম,—দু দিকে দুই উড়ো চিঠীরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ কোল্লেম। অম্‌রার কপালে নবডঙ্কা! বি, এ,-ই পড় আর আইনই পড়, হোমিওপ্যাথিক

আমার কাছে কেউ নও বাবা! এক ফোঁটা জলে গোটা গোটা টাকা।”

মনে মনে এই কথাগুলি বোল্‌তে শ্যামলালের কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব হইল। তদ্দর্শনে অমরকুমার বলিলেন, “তুমি চুপ কোরে রইলে যে? একটা সদ্‌যুক্তি বল।”

“সদ্‌যুক্তিই ভাব্‌চি। তোমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ তো হ’তে পারে না। তবু তত বেশী নয়, চার শোর উপর দু শো। কৃষ্ণকান্ত বাবু কি আর দিতে পার্‌বেন না?”

অমরকুমারের মাতা যে দুই শত টাকা দিবেন বলিয়াছেন, তাহা অমরকুমার শ্যামলালকে বলিলেন না। কারণ, যদি তাঁহার পিতা কোন সূত্রে জানিতে পারিয়া সে টাকা আটক করেন, তা হইলে সুফল ফলিবে না। এই জন্য অমরকুমারের এখনও মনের উদ্বেগ যায় নাই। তাই তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীর লাভের আশা করিয়াও করিতে পারিতেছেন না। একণে শ্যামলালের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “তুমি তো জান, কৃষ্ণকান্ত বাবু চার শো টাকার বেশী একটি কড়িও দিতে পার্‌বেন না। থাক্‌লে দিতেন।”

“তা তো জানি, কিন্তু ২০০৲ টাকা না হ’লে যে তোমার পিতা সম্মত হবেন না। চন্দ্রনাথ বাবুকে তো তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে কথা বোলে তার দিয়েচেন।”

অমরকুমার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, “দেখ শ্যামলাল, এক কাজ কর। চন্দ্রনাথ বাবুকে কোন কথা বোলে কাজ নি। তুমি আমাকে ২০০৲ টাকা ধার দেও। আমি চার পাঁচ মাসের মধ্যে পরিশোধ কোর্‌বো।”

শ্যামলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আমি চেষ্টা কোর্‌বো।”

“চেষ্টা কোর্‌বো বোল্লে হবে না। দিতেই হবে, তুমি না দিলে এ বিষয়ে আমি কার কাছে ধার কোত্তে যাব?”

“আচ্ছা। এখনও তো সময় আছে। প্রয়োজনের সময় দেবো।”

অমরকুমার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, “তুমিই, ভাই, আমার যথার্থ বন্ধু।”

শ্যামলাল মনে মনে বলিল, “তোমায় ফাঁদে ফেল্‌বার আর একটা রাস্তা পেলেম।”

অনন্তর অমরকুমার বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হুঁসিয়ার ব্যবসায়ী।

দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস গত হইল। অদ্য ফাল্গুন মাসের প্রথম দিন।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের টেলার সপে কামাখ্যাচরণ বসু দর্জ্জিদিগকে থান কাটিয়া দিতেছেন। বেলা তিনটা হইয়াছে।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার দোকানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সহাস্যে বলিল, “কেমন আছেন, মহাশয়?”

কামাখ্যাচরণ তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। সাদরে বলিলেন, “আসুন—আসুন, বসুন, আপনার নাম শ্যামলাল ঘোষাল নয়?”

“এরি মধ্যে ভুলে গেলেন?”

“আজ্ঞে, ভুল্‌বো কেন? আপনারাই আমাদের লক্ষ্মী। এখন আছেন কেমন?”

“মন্দ নয়। আপনি কেমন?”

“আপনাদের কৃপায় বেঁচে আছি।”

“আজকালকার দিনে বেঁচে থাকাই যা কিছু লাভ, তা বই আর কোন লাভ নাই।”

ইত্যবসরে কামাখ্যাচরণ এক জন দর্জ্জিকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। দর্জ্জি তামাক আনিল। কামাখ্যা বাবু তাহার হস্ত হইতে কলিকা লইয়া কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকার মাথায় বসাইয়া শ্যামলালকে দিলেন। বলা বাহুল্য যে, শ্যামলাল তামাক টানিতে খুব মজবুত।

কামাখ্যাচরণ শ্যামলালকে বলিলেন, "অমরকুমার বাবুর বিবাহের কি হইল?"

"সবত্তই ঠিক্ ঠাক্।"

"এই ফাল্গুন মাসে না বিবাহ?"

"আজ্ঞে।"

"কোন্ তারিখে?"

"উনিশে।"

"চক্রধর বাবু পুত্রের বিবাহে তেমন ঝাঁকজমক কোর্ব্বেন না?"

"ঝাঁকজমক কোত্তেন, কিন্তু কটা মাম্‌লা মকদ্দমায় পড়েছেন। মোটামুটিই সারবেন।"

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ ভাবিলেন, "ও, তাই চক্রধর বাবু আমার পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। তা আর কি হবে! যখন তিনি নিজে বিব্রত, তখন আমার কিছু আশা করা ভাল নয়। যাই হোক্, শ্যাম বাবুর কথাটা শুনে মনের ভাবনাটা তবু ঘুচে গেল। বাজা ভাবনায় অস্ত ফলদায়ক কার্য্যেরও হানি করে।"

কামাখ্যাচরণের এই কথাগুলি ভাবিতে যে টুকু সময় লাগিল, সে টুকুর মধ্যে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিশনর শ্যামলাল বোবাল গুড়ুকে এমনি গোটা দুই তিন লেখ টান বা শোষ টান দিল যে, হুঁকা কলিকা বুঝিল, শ্যামলাল শুধু হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিশনর নয়, গুড়ুকেও একজন প্রথম শ্রেণীর সার্জ্জন্-মেজর।

অনন্তর শ্যামলাল কামাখ্যাচরণের সম্মুখে হুঁকা ধরিল, কামাখ্যাচরণ তাহার হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া, বৈঠকের উপর রাখিলেন এবং কলিকাটি লইয়া নিজের হুঁকায় বসাইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই এক টান টানিয়াই কলিকা সমেত হুঁকা বৈঠকে রাখিলেন। বুঝিতে পারিলেন, শ্যামলাল বাবু তামাকে ভাসিল বটে।

এমন সময়ে শ্যামলাল কামাখ্যাচরণকে বলিলেন, "আমি আপনার কাছে আজ কিছু জিনিষ নেবো।"

"কি কি চাই বলুন?"

"বক্তার দুটো চায়না কোট, লংক্লথের দুটো পিরাণ, দু যোড়া হাফ্ ষ্টকিং আর দুখানা রুমাল।"

"যে আজ্ঞে।"

"ফরাসডাঙ্গার ধোয়া উড়ানী আছে?"

"আজ্ঞে, আমার দোকানে নাই। পাশের দোকানে শীল কোম্পানির কাছে আছে।"

"তাও এক যোড়া আনিয়ে দিন্।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া সরকারকে একখানা চিরকুট লিখিয়া শীল কোম্পানির দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। সরকার এক যোড়া ফরাসডাঙ্গার ভাল ধোয়া উড়ানী আনিল। বলিল, "এ যোড়ার দর ৩৲ টাকা।"

অনন্তর কামাখ্যাচরণ, গ্লাস্‌কেস হইতে শ্যামলালের ফরমাইস মত কোট্, পিরাণ, ষ্টকিং ও রুমাল বাহির করিয়া দিলেন।

শ্যামলাল, গায়ের মাপ সই হইল কি না, জানিবার জন্ত একটা চায়না কোট গায়ে দিল। গায়ে দিবার সময় নিজের পিরাণটা হঠাৎ কেমনতর হইয়া জড়াইয়া গেল। "আ, কচুপোড়া খা" বলিয়া পিরাণটা খুলিয়া চেয়ারের ঠেসের উপর রাখিয়া দিল। সেই সময় পিরাণের জেব হইতে রুমালজড়ানো কি পড়িয়া গেল। চেয়ারখানা প্রায় দেওয়ালঘেঁসা হইয়া ছিল এবং চেয়ারের নীচে কতকগুলা টুকরা কাপড় ও কয়েকটা কাটিমসূতার বাক্স ছিল, সুতরাং রুমালপতন কাহারই নেত্রগোচর হইল না।

অনন্তর শ্যামলাল চায়না কোট গায়ে দিয়া দেখিল ফিট হইয়াছে। অবশেষে, সমস্ত জিনিষের দাম কত জিজ্ঞাসা করিল।

কামাখ্যাচরণ বহু খতাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বশুদ্ধ আট টাকা বার আনা।"

শ্যামলাল বলিল, "বলেন কি! কম নয়?"

"আজ্ঞা খদ্দেরের সঙ্গে আমার দর দস্তর নেই। প্রত্যেক জিনিষে টিকিট আঁটা দর। এক ডাকে বিক্রী।"

"আচ্ছা। এখন এক কাজ করুন। আট

টাকা বার আনা আমার নামে হাওলাত খাতায় লিখে রাখুন। ইংরেজি মাস কাবারে বেবাক মিটিয়ে দেবো।"

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ বসু বলিলেন, "আজ্ঞে, যা বোল্‌চেন সত্য; কিন্তু আমার ধারে কারবার নেই।"

"কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমার সঙ্গে একবার কারবার কোরেই দেখুন না।"

"আজ্ঞে, আমার অল্প স্বল্প পুঁজি। নৈলে আপনি ভদ্র লোক, আপনাকে ধার দিতে বাধা কি? (ভাবিয়া) একটা কাজ কোল্লে হয় না?

"কি বলুন দেখি?"

"আমার সরকারকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দি। বাড়ী গিয়ে এর মারফতে দামটা অনুগ্রহ কোরে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আমি এখন বাড়ী যাব না।"

"তবে কালই না হয় নেবেন।"

"আচ্ছা। তাই ভাল।" এই বলিয়া চায়না কোট খুলিয়া রাখিয়া, নিজের পিরাণ গায়ে দিল।" তার পর বলিল, "কাল আপনি দোকানে কখন্ থাকবেন?"

"আমি দশটার সময় থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত থাকি। তবে যদি কোথাও কার্য্যবশত বেরিয়ে যাই, আমার সরকার আপনাকে সমস্ত জিনিষ দেবে।"

"যে আজ্ঞে। আসি তবে, কামাখ্যা বাবু।"

"প্রণাম, আসুন।"

শ্যামলাল টেলার সপ্ থপ্ করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এক্ষণে কামাখ্যাচরণ বসুকে আমি সাবাস্ দি। তিনি কারবারে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমি জানি, অনেক ব্যবসায়ীকে এক চক্ষুলজ্জা ও খাতিরের দায়ে পড়িয়া দয়ে ডুবিতে হয়। নগদ মূল্যে যৎসামান্য লাভও পরম লাভ, কিন্তু হাওলাতে জগৎব্রহ্মাণ্ড লাভও কিছুই নয়। ব্যবসায়ীর খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলা উচিত। নহিলে ফন্দিবাজ, জুয়াচোর প্রভৃতি ও পরিচিত খদ্দেরের খর্পরে পড়িয়া, দু দিনে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনসাদাস সরকার।

শ্যামলাল টেলার সপের কামাখ্যাচরণ বসুর স্পষ্ট জবাবে মনে মনে কিছু রুষ্ট হইল। কতকটা অপমান হইল কি না, কাজেই তুষ্ট হইতে পারিল না। কিন্তু শ্যামলালের এরূপ রুষ্ট হওয়া ও তুষ্ট না হওয়ার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, যার সঙ্গে আদৌ কখন এক কড়ার কারবার হয় নাই, তার নিকটে হঠাৎ কোন সামগ্রী হাওলাতে কেনা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানটুকু থাকিলে হোমিওপাথকে আজ ফুটপাথে নামিয়া, এমন করিয়া বিদায় হইতে হইত না। শ্যামলাল বাবুর ন্যায় এইরূপ অনেক বাবু আছেন।

কিয়ৎ দূর আসিয়া, ফুটপাথের ধারে একটা কদম গাছের নিকট শ্যামলাল দাঁড়াইল। সেখানে একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল। সেই লোকটার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ; কৃষ্ণবর্ণ, একহারা। নাম মনসাদাস সরকার, জাতিতে ব্রাহ্মণ।

শ্যামলালকে দেখিয়া মনসাদাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিল, "কি কি আন্‌লেন দেখি? পিরাণ চাদর নিতান্ত খেলো নয় তো?"

শ্যামলাল আসল ব্যাপার গোপন করিয়া উত্তর করিল, "খেলো জিনিষ ব'লেই কিছু কিন্‌লেম না। ও ব্যাটার টেলার সপ্ একবারে সাফ। ভাল জিনিষের একটু টুক্‌রও নেই।"

"তবে উপায়? কি বেশে যাব? একখানি মাত্র ধুতি ধোপ্ করা আছে। জামা চাদর না হ'লে তো ক'নে দেক্তে যাওয়া হয় না?"

"চল আমার বাড়ী থেকে জামা চাদর দি।"

"মিছিমিছি এতটা পথ হাঁটিয়ে মার্‌লেন।"

ব'লে কি টাকা দিয়ে কাঁকা জিনিষ কিন্‌বে ? টেগার সপ্ জুওচুরির আড্ডা।"

"তবে এক কাজ করি। জুতো জোড়াটা সারিয়ে বুরুস্ করিয়ে নি।"

"চিল্ ছোঁ মার্‌লে কুটো গাছটাও নিয়ে ওড়ে।"

"হাঁটালেন কেন ? পুরুণো জুতোর গুঁতো সবার শক্তি কত ?"

এক জন মুচি যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই মনসাদাসের জুতোর দিকে নজর পড়িয়াছিল। এই বার তাহাকে ডাকিল। দুই পয়সায় পাদুকার রূপ-পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইল।

এমন সময়ে শ্যামলাল বলিল, "সরকার! রাস্তার মাঝে অনেক লোক যাওয়া আসা কোর্ব্বে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে জুতো সারানো ভাল দেখায় না। চল, ঐ গলিটের ভিতরে যাই।"

মনসাদাস হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঙালির ঐ একটা কেমন দোষ। নিজের জুতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারিয়ে নেবে, তাতে এত লোকলজ্জা, কিন্তু চাক্‌রিস্থলে কত লোকের সম্মুখে সাহেবের জুতো খাবে, তার বেলা লজ্জা সরম হয় না। উল্টে যেন কত মান সম্মান!"

"মিছে বোকো না। চল।"

"আচ্ছা চলুন।" এই বলিয়া জুতাবুরুস্-ওয়ালাকে বলিল, "ঐ গল্লিমে আও।"

অনন্তর তিন জনে পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে প্রবেশ করিল। মুচি এক যোড়া পুরাতন জুতা দিল। মনসাদাস নিজের জুতা খুলিয়া সেই যোড়া পায়ে দিয়া দাঁড়াইল। মনসাদাসের সিম্‌লাপাহাড়ের জুতা, দাম এক টাকা পাঁচ আনা।

চর্ম্মকার জুতা মেরামত করিতে লাগিল। সেই অবসরে শ্যামলাল ও মনসাদাসে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

শ্যামলাল বলিল, "যা যা বোলে দিয়েছি, ঠিক্ কোরে বোল্‌তে পার্‌বে তো ?"

"আমার ঘটকালিতে খুব দখল আছে। আপনার শিক্ষামত কাজ তো কোর্ব্বোই, তা ছাড়া কথার উপর কথা পোড়লে, ঠিক্ কোরে সওয়াল জবাব কোর্ব্বো। কিন্তু আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিতে হবে। পঁচিশ টাকায় কি এত বড় শক্ত কাজটা কোর্‌তে পারি ?"

"তার জন্য চিন্তা কি ? কাজ হাসিল কোল্লে তাই দেবো।"

"বিনোদ বাবু আপনাকে কত টাকা দিয়েচেন ?"

"ঐ এক শো টাকা। বিনোদবিহারী আমার পরমহিতৈষী বন্ধু। বন্ধুর সাহায্য বন্ধুর করাই উচিত। বন্ধুর উপকার কোল্লে কি টাকা নিতে আছে ? যে নেয়, সে আবার কিসের বন্ধু ? সে তো শত্রু। কেবল তোমাকে দিতে ও অন্যান্য খরচের জন্য তার কাছে এক শো টাকা নিয়েচি।"

মনসাদাস বিশ্বাস করিল। কারণ সে হালে মোতায়েন্ হইয়াছে। ভিতরকার খবর কিছুই জানে না। তাতে আবার শ্যামলাল কৌশল করিয়া, বিনোদবিহারীকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে। বিয়েপাগ্‌লা বিনোদ আজ কাল শ্যামলালের কলের পুতুল। শ্যামলাল জানে, সে পাকা শঠতার জাল পেতেছে; কিন্তু বিনোদবিহারী জানে, শ্যামলাল প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করিতেছে। কিন্তু আমি জানি, মাঝখানে আগুন জ্বলে ষ্টিম্ তৈয়ার হইতেছে—বয়লার ফাটিবার যোগাড় হইতেছে। শ্যামলাল মনসাদাসকে বলিল, সে বিনোদবিহারীর নিকট কেবল আসল খরচের জন্য এক শো টাকা লইয়াছে, কিন্তু তা নয়, ক্রমে ক্রমে কথার প্যাঁচ দিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শো টাকা হস্তগত করিয়াছে। শ্যামলালের পরামর্শানুসারে বিনোদ তাহার মাতাকেও ভুলাইয়াছে।

অনন্তর মনসাদাসের জুতা মেরামত হইল। মুচিকে দুই পয়সা দিয়া, উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ॥

নর চর ও নারী চর।

সন্ধ্যা হইলে মনসারাম সরকার, শ্যামলাল ডাক্তারের প্রদত্ত পিরাণ, চাদর ও নিজের দুথেলের ধুতিতে বরবপু সাজাইয়া, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শুভযাত্রা করিল। শ্যামলালও মনসারামের জুড়িদার হইয়া চলিল।

যথা সময়ে উভয়ে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটীর নিকটে উপস্থিত হইল। শ্যামলাল বলিল, "সরকার! তুমি একাকী যাও। আমি এই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী যাব না। তুমি সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ কোরে এস।"

অমরকুমারের সহিত শ্যামলাল পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী আসিয়াছিল, সুতরাং পরিচিত। অথচ আজ আবার নূতন ঘটকালি, তাই দেখা দিতে চাহিল না। বরঞ্চ মনসাদাসকে বলিল, "তুমি কোন মতে আমার নাম টাম কোরো না।"

"না, আপনার নাম কোর্‌বো কেন? আপনি তো পূর্ব্বেই নিষেধ কোরে দিয়েচেন।"

"আচ্ছা, তবে এখন যাও, আমিও মোড়ে চোল্লেম।"

শ্যামলালের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, মনসাদাসের সঙ্গে যায়। কিন্তু একটু সুবাতাস না বহিলে যাওয়াটা কোনমতেই সঙ্গত নহে। চেনা হইয়াই মুস্কিল হইয়াছে।

অনন্তর উভয়ে উভয়ের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

তার পর মনসাদাস সরকার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটী গিয়া দেখিল, কৃষ্ণকান্ত বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু মনসাদাসকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার তল্লাস কোচ্চেন, মহাশয়?"

মনসাদাস বলিল, "কৃষ্ণকান্ত বাবুর। তিনি কোথায়?"

"আমারি নাম।"

"নমস্কার, মহাশয়!"

"নমস্কার। বসুন।"

মনসাদাস উপবেশন করিল।

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

"শুন্‌লেম, আপনার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। বিবাহের যোগ্যা হয়েচে। আমার হাতে একটি পাত্র আছে?"

"আপনার নাম?"

"শ্রীমনসাদাস শর্ম্মা উপাধি সরকার।"

"নিবাস?"

"শান্তিপুর। বাসা এই নিকটেই।"

"কোথা?"

"উল্টোডিঙ্গি।"

"তা হ'লে নিকটে হোলো কই?"

"আমার কাছে কোল্‌কাতার মধ্যের ও কোল্‌কাতার পাশের সমস্ত স্থানই নিকট।"

"বোধ হয় আপনি খুব হাঁট্‌তে পারেন।"

"দালাল, ঘটক আর ছেক্‌ড়া গাড়ীর ঘোড়া দিন রাত হাঁট্‌বার জন্যেই জন্মেচে, মশায়!"

এই কথা কয়েকটি হাসিতে হাসিতে বলিল।

এমন সময়ে, সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ছেঁচা পান চিবাইতে চিবাইতে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বৈঠকখানায় আসিলেন। মনসাদাস সরকারের সহিত তাঁহারও আলাপ পরিচয়াদি হইল। অদ্য কি জন্য মনসাদাসের শুভাগমন, তাহাও বৃদ্ধ জানিয়া লইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত মনসাদাসকে বলিলেন, "সরকার মহাশয়, আমার কন্যার পাত্র স্থির হয়েচে।"

"স্থির হয়েচে, না কথাবার্ত্তা চল্‌চে?"

"পাকাপাকিই স্থির হয়েচে। এই ফাল্গুন মাসের উনিশে বিবাহ।"

"পাত্র কোথাকার?"

"হুগলী জেলার তারাপুর গ্রামের।"

ত্রের নাম

"শ্রীমান্ অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পিতার নাম?"

"শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আপনাকে কত টাকা দিতে হবে?"

"কেন বলুন দেখি?"

"আমি যে পাত্রটি ঠিক্ করেচি, তাঁকে বেশী দিতে হবে না। আড়াই শো টাকা কুলমর্য্যাদা আর দানসামগ্রী যা পারেন।"

"পাত্রের নিবাস?"

"এই কোল্‌কাতা—সিমুলিয়া।"

"নাম কি?"

"বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পিতার নাম?"

"৺মথুরাবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্রের মাতা জীবিতা। একখানি ভদ্রাসন বাড়ী আছে। বিষয় আশয়ও মন্দ নয়।"

"আন্দাজ কত হবে?"

"প্রায় বার চৌদ্দ হাজার।"

"লেখা পড়া কেমন জানে?"

"ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে অনেক দূর পড়েচে।"

"পাস টাস কিছু দিয়েচে?"

"না, তা কিছু দেয় নি বটে, কিন্তু বাড়ীতে সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা করে। একটা আফিসেও বেরুচ্চে। শীঘ্রই টাকা চল্লিশের একটা পোষ্ট পাবার কথা আছে। পাত্র বেশ্ সচ্চরিত্র শান্ত। চেহারাও অতি পরিষ্কার।"

কৃষ্ণকান্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "সরকার মহাশয়, আমি আমার কন্যার জন্য একটি বিশেষরূপ বিদ্বান্ অথচ সচ্চরিত্র পাত্রের চেষ্টায় ছিলেম। প্রজাপতির ইচ্ছায় তা পেয়েচি। অতএব আর মতান্তর কোত্তে পাচ্চি নি।"

মনসাদাস একটু হতাশ হইল। বলিল, "তা আপনার যেমন ইচ্ছা, তাই কর্‌বেন। তবে কি না এটা হ'লে খুব সুবিধা হোতো। এখনো বুঝুন।"

"না, আর অন্যমত হোতে পাচ্চি নি।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া মনসাদাস নিজের কান চুল্‌কাইতে লাগিল। এটা কি হতাশের লক্ষণ?

এমন সময়ে পরাণী দাসী বৃদ্ধ মধুসূদনের জন্য এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল। আনিয়া মনসাদাসকে বৈঠকখানায় দেখিল। দেখিয়াই মনে মনে বলিয়া ফেলিল, "এ মিন্সে সেই নয়?"

অনন্তর পরাণী ঝি মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকা দিল। তিনি কলিকা লইয়া, হুঁকায় বসাইয়া টানিতে লাগিলেন।

পরাণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পরাণী যাইবার পরই কৃষ্ণকান্ত বাবুও বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। পরাণী আর এক ছিলিম তামাক্ সাজিয়া রাখিয়াছিল, তাই খাইবার জন্য কৃষ্ণকান্ত বাবু উঠিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় পিতা আছেন, তাই তাঁহাকে উঠিতে হইল।

এখানে বৈঠকখানায় মধুসূদনে ও মনসাদাসে পর্য্যায়ক্রমে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং ওখানে কৃষ্ণকান্ত বাবু একাকী একখানি টুলের উপর বসিয়া হুঁকা ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এইরূপে তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে পরাণী তাঁহাকে বলিল, "হ্যাঁ ছোট বাবু, ঐ যে নোকটা বোটোকখানায় বোসে আছে, ও কে?"

"কেন?"

"নীলু মুদীর দোকান থেকে এক সের নুন্ আন্‌বার সময় ওকে এই কতক্ষণ আমি সেই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে শুনে এলুম।"

"কোন্ বাবুর সঙ্গে?"

"তোমার যিনি জামাই হবেন, তেনার সঙ্গে সেই যে শ্যামলাল বাবু এসেছিলো, তেনারি সঙ্গে।"

"কোথা?"

"গলীতে একটা গেসের খুঁটীর কাছে।"

"শ্যামলাল বাবু তুই নিশ্চয় জানিস্?"

"আমি কি কাণা? শ্যাম বাবু যে এখেনে তোমার জামাই বাবুর সঙ্গে পূর্বে দু দিন না ক দিন এসেছিল।"

পরাণীর এই কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর মনে কি একটা খট্‌কা লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হুঁকা রাখিয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এক জালে আর এক জাল।

এখানে মোড়ের একটু দূরে ফুটপাথের উপর শ্যামলাল ঘোষাল, গায়ে মাথায় একখানি শাল জড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কখন্ মনসাদাস সরকার কার্য্যসিদ্ধির উপায় করিয়া আসিবে, ভাবিতেছিল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু একখানি বালাপোস্ মুড়ি দিয়া শ্যামলালকে গলীতে খুঁজিলেন, কিন্তু পাইলেন না। গলী ছাড়াইলেন, মোড়ে আসিলেন, দেখিলেন কিছু দূরে একজন দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলেন সেই হয় তো শ্যামলাল ঘোষাল।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু হঠাৎ দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট না আসিয়া, বিপরীত দিকে খানিকটা গিয়া রাস্তা পার হইলেন। রাস্তা পার হইয়া অপর দিকের ফুটপাথে উঠিলেন। উঠিয়া ও পার হইতে আড়ে আড়ে শ্যামলালকে দেখিয়া বরাবর অনেকটা দূর চলিয়া গেলেন। তার পর সে ফুটপাথ ত্যাগ করিয়া, শ্যামলাল যে ফুটপাথে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উঠিলেন। ক্রমে শ্যামলালের দিকে আসিতে লাগিলেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতে আসিতে একবারে শ্যামলালের পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়াই হাস্যমুখে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু যে! এখানে একলা দাঁড়িয়ে হিম খাচ্চেন কেন?"

কৃষ্ণকান্তকে হঠাৎ দেখিয়া, শ্যামলাল একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনোভাব গোপন করিয়া, সহাস্যে উত্তর করিল, "নমস্কার, মহাশয়! কোথা গিয়েছিলেন?"

কৃষ্ণকান্ত কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "চাঁপাতলায় একটু দরকার ছিল।"

"ভাল আছেন?"

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি এক প্রকার।"

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

"একটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাব, কোন মতেই আদায় কোত্তে পাচ্চি নি। চক্ষুলজ্জা বশতঃ নিজেও তেমন কড়াকড়ি কোত্তে পারি নি। তাই একজন লোক পাঠিয়েচি। দেখি তাতেও কি হয়। আজ একটা হেস্তোনেস্তো কোরে যাব। টাকা না পাই, কাল নালিস রুজু কোরবো।"

"ও, তাই দাঁড়িয়ে আছেন?"

"আজ্ঞে।"

শ্যামলালের কথায় কৃষ্ণকান্তের আরো খট্‌কা লাগিল। ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তা এখানে কেন? আমাদের বাড়ী আসুন।"

"লোকটি ফিরে এলে দেক্তে পাবো না। আপনি অগ্রসর হোন্। লোকটি এলেই তাকে নিয়ে আপনার নিকট যাচ্চি।"

"আচ্ছা, আমি না হয় একটুখানি অপেক্ষা করি।"

শ্যামলাল বিষম গোলযোগে পড়িল। মনে মনে বলিল, "আ-ম'লো যা। এ কণ্টকটা আবার কোত্থেকে জুট্‌লো। যেতে চায় না যে। যা হোক্ কোরে তাড়াতে হোলো।" তার পর কৃষ্ণকান্ত বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়! আচ্ছা আমি আমার লোকটিকে ডেকে আন্‌চি। আপনি অগ্রসর হোন্।" এই বলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল।

কৃষ্ণকান্ত বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি সে লোকটিকে আঃ

কোথায় খুঁজতে যাবেন? আমার বাড়ী চলুন। সেই খানেই তিনি যাবেন এখন।"

"তিনি যে আপনার বাড়ী চেনেন না।"

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু শ্যামলালের কৌশল প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু থামিয়া গেলেন।

এ দিকে শ্যামলাল ভাবিতে লাগিল, "তাই তো, মনসাদাসটা যদি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে বাড়ীতে দেক্তেই না পেলে, শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এলো না কেন? বোধ হয়, বুড়োটার সঙ্গে কথা কোচ্চে। কিন্তু আমি যে বিষম ফাঁফরে পোড়্‌লেম। ছিনে জোঁকের পাল্লা বিষম পাল্লা।"

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মের কল হাওয়ায় নড়িল। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিদায় লইয়া, মনসাদাস সরকার আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়াই শ্যামলাল বলিল, "টাকা দিলে কি?"

শ্যামলাল ঠিক করিয়াছিল, কৃষ্ণকান্ত তো বাহিরে সুতরাং তিনি মনসাদাসকে দেখেন নাই। কিন্তু শ্যামলাল! আজ তুমি জাল করিতে গিয়া জালে জড়াইয়াছ।

মনসাদাস শ্যামলালের কথার উত্তর আর দিবে কি! কৃষ্ণকান্তের চক্ষে পড়িল। আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। ভাবিল, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।"

শ্যামলাল তবু হটিবার পাত্র নয়। আবার বলিল, "কিছু বোল্‌চো না যে? টাকা দিলে না? আচ্ছা না দিক্‌, কালই নালিস রুজু কোচ্চি।"

মনসাদাসের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাবু ঘৃণারোষহাস্যে বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু! আপনি ডাক্তার, ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, আপনার কি এরূপ নীচ কার্য্য করা উচিত হয়েচে?" এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিলেন, "আপনি এঁরি পরামর্শে আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ কোত্তে গিয়াছিলেন, কেমন?"

মনসাদাস ভয়ে জড় সড় হইয়া গেল। শ্যামলাল চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এই বার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু আপনি না অমরকুমারের পরম-হিতৈষী বন্ধু! এই বুঝি আপনার বন্ধুর উপযুক্ত কাজ! আমি এতক্ষণে বেশ্‌ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আপনি অমরকুমারের মহাশত্রু। আপনিই খানা উড়ো চিঠী চক্রধর বাবুকে এবং আর এক-খানা আমাকে লিখেছিলেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের ওরূপ পাপ পত্র লেখা কি উচিত হয়েচে?"

শ্যামলালের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। কিন্তু মনসাদাস সরকার উড়ো চিঠীর কথা কিছুই জানিত না, তাই সে অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

শ্যামলাল আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল না। শীঘ্র সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। এই জন্য সে বলিল, "কৃষ্ণকান্ত বাবু! আপনি ভদ্র-লোক, তাই আপনাকে কিছু বোল্লেম না। অন্য লোক হ'লে আজ প্রতিশোধ নিতেম। আপনি উড়ো চিঠীর কথা পেড়ে বৃথা আমার অপমান কোচ্চেন। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই নি।" এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিল, "এস, সরকার!"

এই বলিয়া মনসাদাসকে লইয়া ক্রোধভরে শ্যামলাল প্রস্থান করিল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু বাড়ী আসিয়া পিতাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। বৃদ্ধ মধুসূদন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্যামলালকে গালি দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্‌।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌॥"

অদ্য ২রা ফাল্গুন।

অমরকুমার বাড়ী গিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামীয়

উড়ো চিঠীখানি পিতাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে কতক বুঝাইয়া, অদ্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাতার নিকট হইতে ২০০৲ টাকাও আনিয়াছেন। সেই টাকা গোপনে আনিয়াছেন, সুতরাং গোপনে রাখিতে হইবে। এমন কি, চন্দ্রনাথ বাবুও যাহাতে জানিতে না পারেন, তাহাও করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি ২০০৲ টাকার গবর্ণমেন্ট নোট আপাততঃ নিজের নিকটেই রাখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় পরমহিতৈষী সখা শ্যামলালের নিকট রাখিয়া আসিবেন। অদ্যই বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, বেলা হইয়াছে, তাই কালেজে যান নাই।

ক্রমে বেলা সাড়ে চারিটা বাজিল। অমরকুমারও টাকা লইয়া শ্যামলালের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ জলখাবার খাইলেন। খানসামা বাহির হইবার পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। অমরকুমার আটপহরে কাপড় ছাড়িয়া বহিঃপরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নামই না অমরকুমার বাবু?"

অমরকুমার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আমারই নাম। আপনার নাম?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু।"

"আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

"আপনারই নিকট বিশেষ কথা আছে।"

"আমারি নিকট? আচ্ছা বলুন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "মহাশয়ের বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?"

"আমার একটি টেলার সপ্ আছে।"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমারের কি যেন মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আপনিই কি আমার পিতাকে গত মাঘ মাসে একখানি পত্র লিখেছিলেন?"

'আজ্ঞে।"

"আমি এখন আপনাকে বেশ্ চিন্‌তে পাল্লেম। আমার পিতার সঙ্গে একবার আপনার দোকানে গিয়েছিলেম।"

"আজ্ঞে তা আমার বেশ্ মনে আছে। আমিও আপনাকে চিনি।"

"আচ্ছা, আপনি কার কাছে আমার বিবাহের সন্ধান পেয়ে পিতাকে পত্র লিখেছিলেন?"

"আপনার বন্ধু বাবু শ্যামলাল ঘোষালের কাছে।"

"তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ পরিচয় আছে?"

"পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না, সম্প্রতি কতকটা হয়েচে।" এই বলিয়া কামাখ্যাচরণ গত মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া যে সূত্রে শ্যামলালের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

অমরকুমার সমস্ত কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। হাসিবারই কথা, উহাতে যে তাঁর বিবাহের কথা ছিল।

অনন্তর কামাখ্যাচরণ বলিলেন, "শ্যামলাল বাবুর মুখে শুনেছি, আপনার পিতা আপনার বিবাহে তেমন কিছু খরচপত্র কোর্‌বেন না, তাই আমার পত্রের উত্তর দেন নি। এ কথা কি সত্য?"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার ভাবিলেন, প্রকৃত উত্তর দেওয়া উচিত কি না। যদি সত্য উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে পিতাকে খাটো করা হয়, আবার যদি তা না দেওয়া হয়, তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। ক্ষণকাল এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পিতা মহাশয়কে আর একখানি পত্র লিখ্‌বেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া কামাখ্যাচরণ বসু সায় দিলেন।

তার পর অমরকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তো আপনার কথা। আর কিছু বক্তব্য আছে?"

নন্ বিশেষ কথাটি বলা হয় নি।"

"বলুন তবে।"

"আমি একটা বিষয়ে গোলকধাঁধায় পড়েছি। আপনি বই সে ধাঁধা ঘুচ্‌বে না।"

"কি সে বিষয়টা?"

এই বার কামাখ্যাচরণ মুখে কোন কথা কহিলেন না, হাতে কথা কহিলেন। অমরকুমারকে একটি পাটজড়ানো রুমাল দিলেন।

অমরকুমার আগ্রহের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, রুমালে কি আছে?"

"অনুগ্রহপূর্ব্বক খুলে দেখুন।"

অমরকুমার রুমালের পাক খুলিলেন। দেখিলেন, কএকখানা চিঠী। বলিলেন, "এ সব কিসের চিঠী?"

অমরকুমার এক এক খানি করিয়া চিঠীগুলি পড়িলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারি খানি। অমরকুমার এক এক খানি চিঠী পড়িয়া, এক এক রকম হইয়া উঠিলেন। মনের ভিতর খট্‌কার উপর খট্‌কা লাগিল, ঝড়ের পর ঝড় বহিল। অমরকুমার কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। এক এক বার কামাখ্যাচরণ বসুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব চিঠী পেলেন কোথা?"

গত কল্য কামাখ্যাচরণ বসুর দোকানে শ্যামলাল জামা উড়ানী কিনিতে গিয়া, জামা পরিবার সময় রুমাল-জড়ানো এই চারিখানি চিঠী হারাইয়া আসিয়াছিল। অদ্য ঝাঁট দেওয়াইবার সময় কামাখ্যাচরণ এইগুলি পাইয়াছিলেন। খুলিয়া পড়িয়াছিলেন। অমরকুমারকে এ গুলি দেখান কর্ত্তব্য বোধে এক্ষণে লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। অমরকুমারকে চিঠীপ্রাপ্তির সমস্ত ঘটনা বলিবার পর বলিলেন, "অমর বাবু, এই আমার বিশেষ কথা। এখন আপনি আমার ধাঁধা ভাঙুন।"

আর ধাঁধা ভাঙুন! এখন অমরকুমার নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন।

অমরের মুখনেত্রের বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া কামাখ্যাচরণ কি বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন "শ্যামলাল বাবুর নিকট একবার যাই চলুন।"

"আপনি না এলে যেতেম; যাবার জন্ত প্রস্তুতও হয়েছিলেম; কিন্তু আর যাচ্চি নে। কামাখ্যা বাবু! আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় হিতোপদেশে পড়েছিলেম,—

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।"

অসাক্ষাতে কার্য্যনাশ অথচ সাক্ষাতে মিষ্টভাষী যে বন্ধু, তাকে ভিতরে বিষে ভরা উপরে ক্ষীরে পোরা কলসের ন্যায় পরিত্যাগ কোর্‌বে। সুতরাং কামাখ্যা বাবু, আমি শ্যামলালের নিকট আজ বোলে নয়, এ জন্মে আর কখনও যাব না। হিতোপদেশ পাঠের নিগূঢ় মর্ম্ম আজ প্রত্যক্ষ কোল্লেম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে ঘোরতর ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। সেই ঘৃণা তিনি মনে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর ঘৃণা অমরকুমারের মুখপথ দিয়া এইরূপে বাহির হইল,—"ছি শ্যামলাল! ধিক্ শ্যামলাল! তোমারই এই কাজ! তুমি না আমার পরমহিতৈষী বন্ধু! আমার ব্যথার ব্যথী! দুখের দুখী! সুখের সুখী! ধিক্ তোমাকে।"

অমরকুমারের এই কথাগুলি কামাখ্যাচরণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিলেন, "অমর বাবু! জগতে শ্যামলালের ন্যায় অনেক বন্ধু আছে। আপনি এখন থেকে বিশেষ সতর্ক হয়ে থাকুন।"

"কামাখ্যা বাবু, আপনি আজ এই চিঠীগুলো এনে আমাকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত কোল্লেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ কচ্চি।"

"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করুন।"

অমরকুমার উদ্দেশে ললাটে করস্পর্শ করিয়া

ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তার পর কামাখ্যাচরণকে বলিলেন, "মহাশয়, শ্যামলালই যে, আমার পিতাকে এবং কৃষ্ণকান্ত বাবুকে এই দুখানা জাল উড়ো চিঠী লিখেছিল, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তে পারি নি। এই দুখানা চিঠী আসল কাপি। এই থেকেই সে দুখানা নকল কোরে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার কৌশল খেলেছে।" এই বলিয়া অপর দুখানা চিঠীর কথা পড়িলেন। বলিলেন, "বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনি জানেন কি? এই দুখানা চিঠী তো সেই লোকটার সম্বন্ধে দেখ্‌চি। শ্যামলাল তলে তলে তারই সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ দেবার চেষ্টা কোচ্চে দেখ্‌চি।"

"আমি বিনোদবিহারীকে চিনি নি। চিনেও দরকার নেই। কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করি।"

"কি বলুন দেখি?"

"শ্যামলাল বাবুকে এক বার কাবু কোরে হাবুডুবু খাওয়াব কি?"

অমরকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আজ্ঞে, না। জগদীশ্বরই স্বয়ং সে কার্য্য ক'র্‌বেন।"

কামাখ্যাচরণ অমরকুমারের এই মহত্ত্ব দর্শনে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তার পর বলিলেন, "তবে এখন আমি যাই। আবার সাক্ষাৎ হবে। খুব সাবধানে থাক্‌বেন।"

"যে আজ্ঞে। চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

"আপনি এখন্ কোথায় যাবেন?"

"কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী।"

"আসুন তবে।"

অনন্তর উভয়ে বৈঠকখানা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য আসিয়া সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

চতুর্থ অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দম্পতিকলহ।

দেখিতে দেখিতে আরও কএক দিন অতীত হইল।

১৫ই ফাল্গুন মধ্যাহ্ন সময়ে চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন। আগামী ১৯এ ফাল্গুন তাঁহার পুত্র অমরকুমারের শুভবিবাহ, আজ ১৫ই তারিখে তিনি হঠাৎ এমন রাগ করিলেন কেন? রাগেরই বা কারণ কি? কাহার উপরই বা রাগ? একবার সন্ধান লওয়া উচিত হইতেছে। এই যে কর্ত্তা গিন্নীতে বিবাদ বাঁধিয়াছে।

অমরকুমারের মাতা অনধিক রাগত স্বরে বলিলেন, "তা দিয়েচি, বেশ্ কোরেচি, জলে তো ফেলে দি নি। ছেলেকেই দিয়েচি।"

অমরকুমারের পিতা অধিক রাগত স্বরে বলিলেন, "ছেলেকে দেবার তোমার অধিকার কি? এক আধ টাকা নয়, এক দমে দু শো টাকা। কোথায় আমি ক'নের বাপের কাছ থেকে টাকা নেবো, না আমার টাকা গোপনে গোপনে ক'নের বাপের হাতে চালান হল। এ টাকার দায়ী কে?"

"দায়ী আবার কে? সামান্যি টাকা নিয়ে অমন চাঁদ পারা বৌ পাওয়া যাবে, সেটা বেশী হল না?"

"বৌ কৌ গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। ছেলে তো আমার আর কাণা খোঁড়া কুঁজো নয় যে, ঘরের টাকা দিয়ে বৌ আন্‌তে হবে। পাস্ করা ছেলের দাম কত, তা যদি তুমি বুঝ্‌তে, তা হলে দু শো টাকা লুকিয়ে ঘুস দেওয়া চুলোয় যাক্, দু হাজার চার হাজার টাকা নিয়ে তবে ছেলে ছাড়্‌তে।"

"তুমিই বা হোক টাকা চিনেচো!"

"তুমিও বা হোক বৌ চিনেচো!"

"চিনেচিই তো।"

"তুমি টাকা ফিরে দেবে কি না?"

"নিতান্তই যদি ফিরে চাও, তবে আমার এক-খানা গয়না বেচে নেও।"

"বটে! টাকা তবে দেবে না?"

"তুমি কেমন কথা কোচ্চো? দু শো টাকা তো তোমার পক্ষে যৎসামান্যি।"

যৎসামান্যই হোক্ আর অসামান্যই হোক্, আমার টাকা আমি চাই। আমি কুলীন, আমার ছেলে বি, এ, পাস, দেক্তে কার্ত্তিকের মত। তুমি কিন্তু সব মাটি কোত্তে উদ্যত হয়েচো। লোকে আমায় কি বোল্‌বে?"

"লোকে তোমায় ভালই বোল্‌বে।"

"ও কথা তোমার শিকেয় তুলে রাখো। একটা ছেলেকে পাস করাতে কত টাকা খরচ হয়, জান?"

"ছেলে পাস করানো কি মেয়ের বাপের গলায় ফাঁস জড়ানোর জন্যে?"

"তবে আমার গলায় ফাঁস জড়াতে চাও না কি? আচ্ছা দেখি, তোমার দৌড়খানা কত দূর।"

এই বলিয়া চক্রধর, সাক্ষাৎ চক্রধর ক্রূর ভুজ-ঙ্গের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। অমরের মাতা কত বার তাঁহাকে ফিরিয়া আরও গোটা কএক কথা শুনিবার জন্য ডাকিলেন; কিন্তু চক্রধরের কর্ণকুহরে সে কথা প্রবেশ করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদের ভাবান্তর।

অমরকুমার শ্যামলালের উপর একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন। যে শ্যামলালকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতেন, এখন তাহাকে ততোধিক অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। যাহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এখন তাহাকে প্রকৃত শত্রু বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। যাহাকে মনের সুখদুঃখের সমস্ত কথা বলিতেন, যাহার সহিত কত কি পরামর্শ করিতেন, এখন তাহার নাম করিতেও বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

সে দিন কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়া শ্যামলাল-ঘটিত উড়ো চিঠীর কথা পাড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখেও শ্যামলালের জাল ঘটকালির কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে করিয়া শ্যামলালের উপর তাঁহার কিরূপ মনোভাব দাঁড়াইয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সেই দিনই অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর হস্তে মাতৃদত্ত ২০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। মধুসূদন চট্টো-পাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়েই অমর-কুমারকে সেই টাকা দেওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, দুষ্ট লোকে তাঁহার পিতাকে উড়ো চিঠী লিখিয়া কান-ভারি করিয়া দিয়াছে; সেই জন্য ছয় শত টাকা নগদ লইবেন। অথচ আপনারা চারি শত টাকার বেশী দিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার মাতা গোপনে দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। সপুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কোন মতে সেই টাকা লইতে চাহেন নাই, কিন্তু অমরকুমারের নিতান্ত অনুরোধে শেষে লইয়াছিলেন।

অমরকুমারের ন্যায় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও শ্যামলাল ঘোষালের উপর যার পর নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনসাদাসের মুখে বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ধাম জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিবার পর দুই তিন দিনের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বাবু এক দিন বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়া, গোপনে তাহাকে শ্যামলালের সমস্ত জালজুয়াচুরির ব্যাপার বলিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী তাঁহার প্রমুখাৎ সেই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, এবং তিনিই স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতা, ইহা অবগত হইয়া, শ্যামলা-

লের উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠিল। অনেকগুলি টাকা ফাঁকি দিয়া ঠকাইয়া লইয়াছে, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বর্ণনব্যাপারে বিনোদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। বলা বাহুল্য যে, বিনোদও অমরকুমারের দলভুক্ত হইল। কিন্তু অমরকুমার অবজ্ঞা করিয়া শ্যামলালকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিনোদবিহারী তাহা করিল না। বিশেষরূপে প্রতিফল দিয়া তবে পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

CALL কল।

কৃষ্ণকান্ত বাবুর নিকট ধমা পড়িবার দিন হইতে শ্যামলাল কতকটা ফাঁকরে পড়িয়াছিল। এই জন্য বিনোদবিহারীর বাড়ীতে আর যায় নাই। তাহার অনুপস্থিতি দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবুর কথায় বিনোদবিহারীর আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। বিনোদবিহারী স্বয়ং দুই তিন দিন শ্যামলালের বাড়ীতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ পায় নাই। ধূর্ত্ত শ্যামলাল বাড়ীর সকলকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, যদি কেহ তাহাকে অন্বেষণ করিতে আইসে, তবে যেন বলে, "শ্যামলাল বাবু বাড়ী নাই।" এই জন্যই বিনোদবিহারী একটি দিনও শ্যামলালের সাক্ষাৎ পায় নাই।

অবশেষে বিনোদবিহারী অন্য উপায়ে শ্যামলালকে ধরিবার কৌশল খেলিতে লাগিল।

১৮ই ফাল্গুন অর্থাৎ অমরকুমারের বিবাহের পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় একজন লোক শ্যামলালের বাড়ী আসিল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষানুসারে চাকর বলিল, "বাবু বাড়ী নাই।"

আগন্তুক লোকটি বলিল, "কোথা গিয়েছেন।"

চাকর উত্তর করিল, "তা বোল্‌তে পারি নি।"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"তাও জানি নি।"

"বাড়ীতে কখন্ থাকেন?"

"ডাক্তার মানুষ, কখন্ থাকেন, কখন্ না থাকেন, তারও ঠিক্ নেই।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ক্ষণকাল কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তাই তো, তবে উপায় কি?"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হয়েছে?"

"আমার পরিবারের ভয়ানক ভেদবমি হচ্চে। শ্যামলাল বাবু ভেদবমির ভাল ডাক্তার। তাই শুনে কাশীপুর থেকে দৌড়াদৌড়ি এলুম, কিন্তু তিনি যে বাড়ী নেই।"

চাকর এই শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বাড়ীর ভিতর মা ঠাক্‌রোণকে জিজ্ঞাসা কোরে আস্‌চি বাবু কখন্ বাড়ী আস্‌বেন।"

আগন্তুক শশব্যস্তে বলিল, "একবার শীগ্‌গির জেনে এসো দিকি।"

চাকর আগন্তুককে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে কহিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়া দোতলার উপর উপস্থিত হইল। মা ঠাক্‌রোণের স্থলে বাবা ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাও শ্যামলালের শিক্ষা-কৌশল। অন্য লোক হইলে চাকরটা তৎক্ষণাৎ সাফ জবাব দিয়া, ফিরাইয়া দিত; কিন্তু সে লোকটি রোগপ্রতিকারের জন্য আসিয়াছে বলিয়া ফিরাইল না। খবর জানিতে বা দিতে মা ঠাকুরাণী ওরফে বাবা ঠাকুরের নিকট হাজির হইল।

শ্যামলাল একাকী একটা ঘরে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। চাকরকে দেখিয়া অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, খবর কি?"

চাকরও বেশ্ তালিম্। অনুচ্চস্বরে সে বলিল, "ভেদবমি।"

"কার?"

"যে লোকটি ডাক্‌তে এয়েচে, তার পরিবারের।"

"কোথায় থাকে?"

"কাশীপুরে।"

"আচ্ছা তুই গিয়ে বল্, মা ঠাক্‌রোণ বোল্লেন, বাবু পনর মিনিটের মধ্যেই আস্‌বেন তুমি একখানা গাড়ী আনো।"

চাকর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং মা ঠাকুরাণীর কথামত কাজ করিতে বলিল। আগন্তুক ঠিকা গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

চাকর কিয়ৎক্ষণ বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেখিল, আগন্তুক লোকটি গলি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন শ্যামলালের নিকট পুনর্ব্বার দর্শন দিল।

শ্যামলাল চাকরের মুখে আগন্তুকের গাড়ী আনিতে প্রস্থান করিবার সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ডাক্তারি পোষাক পরিধান করিল। পোষাক যথা—ডসনের বাড়ীর ডবল স্প্রিং বার্ণিস জুতা, হাফ্ মোজা, কাশ্মীরার পেণ্টুলেন, কাল আলপাকার হাফ্ চাপকান ও চোগা, কাল মখমলের ক্যাপ, সোণার ঘড়ি ও সোণার চেন। পকেটে ল্যাভেণ্ডারসিক্ত রেশমী রুমাল। ডাক্তার বাবু তৈয়ার হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গলিতে গাড়ীর চাকার ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠিল। শ্যামলাল ভৃত্যকে কি বলিয়া দিয়া দেখিতে বলিলেন। ভৃত্য বহির্দ্বারে গমন করিল। দেখিল, একখানি সেকেণ্ড্ কেলাস গাড়ী আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী শ্যামলাল ডাক্তারের দ্বারসমীপে আসিল। গাড়ীর ভিতর হইতে সেই লোকটি "সবুর, সবুর, খাড়া করো" বলিয়া গাড়োয়ান্‌কে সাড়া দিল। গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগাম টানিয়া দ্বারসম্মুখে গাড়ী থামাইল গাড়ীখানি দেখিতে বেশ্, নূতন রঙ্ করা, গদি স্প্রীংওয়ালা, এক ঘোড়া শাদা মাঝারি-গোছের ঘোড়া। সবি হল, গাড়োয়ান বাকি থাকে কেন? গাড়োয়ানের মাথায় নীল রঙের পাগড়ী, গায়ে ছিটের জামা, পরণে একখানা ময়লা কাপড়, পায়ে নাগরা জুতা।

আগন্তুক চাকরকে বলিল, "এই তো গাড়ী আন্‌লুম, ডাক্তার বাবু কতক্ষণে আস্‌বেন?"

চাকর উত্তর করিল, "তিনি এই এলেন। মা ঠাকুরোণ তাঁকে সমস্ত বোলেচেন। তাই তিনি আর পোষাক ছাড়েন নি।"

আগন্তুক বলিল, "ভালই হয়েচে। তবে আর একবার সংবাদ দাও।"

চাকর আবার উপরে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্যামলাল ডাক্তার অগ্রে অগ্রে এবং ঔষধের বাক্স ও কএকখানি ডাক্তারি পুস্তক লইয়া চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্যামলালকে দেখিয়া আগন্তুক প্রণাম করিল। শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের পরিবারের ভেদবমি হচ্চে?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "আজ্ঞে।"

"কতক্ষণ থেকে?"

"আজ ভোরের বেলা থেকে।"

"আচ্ছা, কোন ভয় নাই। আমাদের হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধ কলেরা রোগের অমোঘ অস্ত্র। বিশেষতঃ এ রোগের প্রতীকারের জন্য আমি একটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেটেণ্ট মেডিসিন্ আবিষ্কার কোরেচি। সে ওষুধে শতকরাকে শতকরাই বাঁচে।"

"আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো মশায়ের কাছে এয়েচি।"

চাকর, গাড়ীতে বাক্স বহি উঠাইয়া দিল। শ্যামলাল আগন্তুককে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার।

ক্রমে ক্রমে সেকেণ্ড্ কেলাস গাড়ী খালের পুল পার হইয়া কাশীপুরে পঁহুছিল। তার পর সদর রাস্তার ধারে একটা গলির মোড়ে দাঁড়াইল। গলির ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং শ্যামলাল ঘোষাল সেই লোকটির সহিত মোড়েই নামিল। লোকটি শ্যামলালের ঔষধের বাক্স ও বহি লইল। লোকটী অগ্রে অগ্রে, শ্যামলাল পশ্চাৎ

পশ্চাৎ গলির ভিতর বরাবর চলিল স্থানটি পল্লী-গ্রামের মত। গলির দুই পার্শ্বে খানা, তাহার পর সজনা, ভেরাণ্ডা, বাব্‌লা, সেওড়া ইত্যাদি নানা-বিধ বৃক্ষ। কোথাও কোথাও আম জাম কাঁঠাল গাছও হাওয়ায় ডাল পালা নাড়িতেছিল। যেখানে সেখানে করিয়া একখানি দুখানি ছোট ছোট খড়ের ঘর। সেই স্থানটায় লোকবসতি অতি কম। গরীব দুঃখী লোকের সংখ্যাই বেশী।

অনন্তর সেই লোকটি শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া একটি ছোট একতলা ইটের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীটি অনেক দিনের পুরাতন। দেও-য়ালে বালির কাজ নাই, কেবল পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি। কোন স্থানের ইট খসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দুই চারিটা অশ্বত্থ ও বটের চারা বাহির হইয়াছে। জানালা কপাট কম মজবুৎ হইয়াছে; আল্‌কাৎরা চটিয়া গিয়া কাঠের ফেঁকাসে রঙ্ দেখা দিয়াছে। কোন কোন অংশ ঘুই পোকার দংশনে জীর্ণ ও সারশূন্য হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝোপ জঙ্গল।

সেই লোকটি বাহিরের একটি ঘরে শ্যাম-লালকে একখানি সামান্য গোচের চেয়ারে বসা-ইয়া আর একটি লোককে তামাক দিতে বলিল এবং নিজে অন্দরমহলে চলিয়া গেল।

এ দিকে অপর এক ব্যক্তি গলির মোড়ে আসিয়া, গাড়োয়ানকে বলিল, "ডাক্তার বাবু রুগীর কাছে এখন থাক্‌বেন; সুতরাং তুমি ভাড়া নিয়ে চোলে যাও।"

গাড়োয়ান্ বলিল, "মেরা যানে আনেকা ভাড়া হুয়া। ডবল ভাড়া দেও।"

লোকটি বলিল, "তোমার তো আর বেশী দেরি হল না। দেড়া ভাড়া নেও।"

গাড়োয়ান সম্মত হইয়া, ভাড়া লইয়া, কলি-কাতার দিকে গাড়ী ফিরাইয়া, হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

লোকটিও রোগীর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সেই লোকটি বাটীতে প্রবেশ করিয়া অন্দর-মহলে যাইবার পরেই, যে লোকটি শ্যামলালকে গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে অন্দরমহল হইতে শ্যামলালের নিকট আসিয়া বলিল, "মেয়েরা আড়ালে গিয়েছে, এই বার আপনি অনুগ্রহ কোরে রুগী দেখে আসুন।"

শ্যামলাল ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সঙ্গে অন্দরমহলে গেল।

তার পর সেই লোকটি শ্যামলালকে বলিল, "ডাক্তার বাবু, আসুন, এই ঘরে রুগী আছে।" এই বলিয়া সে শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

যেমন কুঠরী মধ্যে শ্যামলালের প্রবেশ, অমনি পাঁচ ছয় জন জোয়ান গুণ্ডা তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল! তন্মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ একখানা গামো-ছায় বেশ্ করিয়া, তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।

শ্যামলাল অবাক্, স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও অস্থির হইয়া উঠিল। এই অচিন্তিত ঘটনায় কোন্ মানুষ না শ্যামলালের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়? মুখ বদ্ধ, সুতরাং চীৎকার করিবার উপায় নাই—যম-দূতের কঠিন হস্তে হস্ত ধৃত, পলাইবার পথ নাই। শ্যামলাল বুঝিল, জুয়াচোর বদমায়েস্‌রা তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে, এখনি দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবে এবং প্রাণেও বা আঘাত দিবে। যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু পাছে হত্যা করে, এই ভয়েই শ্যামলাল ডাক্তার আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিল। যোড়হাত করিয়া প্রাণ ভিক্ষা মাগিতে চাহিল, কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হস্ত যোড় বাঁধিল না। চক্ষু দিয়া গল গল করিয়া জল পড়িতে লাগিল। "যা চাও, দিচ্চি; আমাকে প্রাণে মেরো না।" শ্যামলাল এই কয়টি কথা বলিল, কিন্তু গাত্রমার্জ্জনীবদ্ধ মুখ হইতে উহা আদৌ ফুটিল না, কেবল "কোঁ কোঁ ওঁকোঁ কেঁকেঁকেঁ কেঁওও" হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে আর একটি লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি কোষমুক্ত শাণিত ক্ষুদ্র তরবারি। সেই লোকটাকে দেখিয়াই

শ্যামলালের প্রাণ উড়িয়া গেল। কম্পনের উপর শত গুণ কম্পন।

সেই নবাগত লোকটি রুক্ষ স্বরে বলিল, "আজ আমি তোমাকে কোনমতে ছাড়্‌চিনি। তুমি বিনা ওজরে আমার নিকট হ'তে কর্জ্জ নিয়েচ, এই ভাবে গত ডিসেম্বর মাসের ৭ই, ১০ই ও ১৫ই তারিখ দিয়ে, তিন হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দেও।"

শ্যামলাল "উঁ উঁ" করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিছামিছি এত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে এবং আদালতে নালিস্ করিয়া সেই লোকটা সমস্ত টাকা ডিক্রী করিবে, এই ভাবিয়া শ্যামলাল ডাক্তার যেন কি এক রকম হইয়া গেল।

শ্যামলালের অনিচ্ছার ভাব দর্শনে সেই তরবারিধারী বলিল, "আর বিলম্ব কোত্তে পারি নি। এখনি তিনখানি এক আনার রসিদের টিকিট আঁটা কাগজে এক হাজার টাকা কোরে তিন হাজার টাকার অন্‌ডিমাণ্ড্ হ্যাণ্ডনোট লেখ এবং টিকিটের উপর নাম সহি কর। নৈলে এই তলওয়ারে তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো।" এই বলিয়া সে তরবারি উত্তোলন করিল।

শ্যামলাল আর দ্বিরুক্তি করিল না। হাত পাতিয়া কাগজ চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিকিট আঁটা তিনখানি কাগজ ও দোয়াত কলম দেওয়া হইল। মুখবদ্ধ শ্যামলাল সেই লোকটির নামে তিন হাজার টাকার তিনখানি অন্‌ডিমাণ্ড্ হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া প্রত্যেক টিকিটের উপরে নিজের নাম সহি করিয়া দিল। পার্শ্বে তারিখ ও ঠিকানা লিখিয়া দিল।

তার পর সেই তরবারিধারী তিনখানি হ্যাণ্ডনোট লইয়া নিজের নিকট রাখিল এবং সঙ্গী লোকদিগকে বলিল, "তোমরা ডাক্তার বাবুর সোণার ঘড়ি ও সোণার চেন কেড়ে নেও। ঘড়ি গুঁড়িয়ে ফেলে গালিয়ে নেও। মার্কা দেওয়া ঘড়ি আদৎ রাখ্‌বার প্রয়োজন নাই। ঘড়ি ও চেনে দু শো টাকাও হবে। তোমরা সেই টাকা ভাগ কোরে নিও।"

অনুসঙ্গী লোকেরা তাহাই করিল।

অনন্তর সেই তরবারিধারী, শ্যামলালকে তীব্র-বিদ্রূপ সহকারে বলিল, "কেমন ডাক্তার! আর জুয়াচুরি কোরে লোক ঠকাবে? তুমি ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া জান, ডাক্তারি কর, ভদ্রসমাজে সর্ব্বদা গতিবিধি কর। তোমারই এই কাজ! ছি তোমাকে! ধিক্ তোমাকে! প্রবঞ্চক! তুমি না আমার বন্ধু! তুমি না অমরকুমারের বন্ধু! তোমার মত নারকী বন্ধুর মুখদর্শন কোল্লেও নরক-গামী হতে হয়। আমি বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার কুহকে ভুলে অত্যন্ত অর্থকষ্ট ও মনকষ্ট পেয়েচি। অর্থকষ্ট অপেক্ষা মনঃকষ্টই বেশী। আজ তার কথঞ্চিৎ প্রতীকার কোল্লেম। প্রিয়তম বন্ধু হে! তুমি আমার বড় উপকারী! তুমি জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিয়ে, যার পর নাই উপকার কোরেচো। আমার কিন্তু তেমন ক্ষমতা নাই যে, তোমার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করি। তবে 'কিঞ্চিৎ' না হলেও 'যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার' করা উচিত, নৈলে ধর্ম্মের কাছে কি বোলে জবাব দেবো?" এই বলিয়া বিনোদবিহারি বেশ্ করিয়া শ্যামলালের কান দুটা মলিয়া দিল। কান লাল হইয়া উঠিল। শ্যামলাল যন্ত্রণায় "উঃ উঃ উঃ" শব্দ করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনন্তর তাহারা শ্যামলালের হস্তপদবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। মুখ তো বাঁধা আছেই। তার পর রাত্রির প্রথম ভোগের সময় বিনোদবিহারী ও তাহার সঙ্গীরা হস্তপদমুখবদ্ধ শ্যামলালকে সেই দ্বিতীয় যমপুরীর ন্যায় অন্ধকার কুঠরীতে ফেলিয়া রাখিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। ভাঙ্গা বাড়ীতে আর কেহই নাই, কেবল শ্যামলাল ঘোষাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই বাড়ীটার ভিতরে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেলে। শ্যামলাল পীড়িতাবস্থ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছিল এবং নিজ কর্ম্মের হাতে হাতে ফলভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে আবার মনুষ্যপদের শব্দ পাইয়া অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই বার বুঝি প্রাণটাও যায়। আবার বুঝি বিনে ছোঁড়াটা তলওয়ার নিয়ে ঢুকেচে। এই ভাবিয়া, আরও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জোর পাইল না, আবার পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে প্রদীপালোকের আভা ছুটিয়া, উঠানে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আলোকাভা আরও উজ্জ্বল হইল। শ্যামলাল বিস্ফারিতনেত্রে দ্বারবহির্ভাগে চাহিয়া রহিল। আলোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা বিকটাকার পুরুষ শ্যামলালের কুঠরীতে ঢুকিয়া পড়িল। শ্যামলাল তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিল।

এ দিকে লোকটা শ্যামলালকে দেখিয়া, রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। রুক্ষ চীৎকার স্বরে বলিল, "ওরে শালা চোর! চুপু চুপু আমার ঘরে ঢুকে ভাঙা পাথর, পান্তা ভাতের হাঁড়ী চুরি কোচ্চিস্। জানিস্ নি পাজী ব্যাটা, এ রাজবাড়ী মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের! তোর এত মস্ত আস্পদ্দা! এত আস্ত ভরসা, রাজবাটীতে চুরি! দাঁড়া, শালা!"

এই বলিয়া সে লোকটা উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

তার কাণ্ডকারখানা ও তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, শ্যামলালের আত্মাপুরুষ শুখাইয়া গেল! না জানি কি সর্ব্বনাস ঘটিবে ভাবিয়া, শ্যাম মনে মনে কি এক ভয়ঙ্কর ভাবনা ভাবিতে লাগিল। শ্যামের হৃৎপিণ্ডের আঘাত নির্ঘাত হইয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বেই সেই বিকট মূর্ত্তি অধিকতর বিকট হইয়া, পুনর্ব্বার শ্যামলালের কুঠরীতে ঢুকিল। এবার তার বাম হস্তে প্রদীপ এবং দক্ষিণ হস্তে একটা চেলা কাঠ। যেন সাক্ষাৎ যম। দন্তে অধরাংশ দংশিত, চক্ষু দুইটা ঘূর্ণিত।

শ্যামলাল অকস্মাৎ তাহার এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণের পূর্ণশঙ্কায় "ওঁ ওঁ কোঁ কোঁ" করিতে লাগিল। প্রাণপণে গড়াগড়ি, ছটফট ও মুখ ঘস্‌ড়াইতে লাগিল। অতিঘর্ষণে মুখবদ্ধ গাত্রমার্জ্জনী কতকটা সরিয়া পড়িল। শ্যামলালের মুখ ফুটিল। অমনি ভয়বিহ্বল-চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিল, "অ্যাঁ অ্যাঁ, তুমি কে! হাতে কাঠের চেলা! আমি চোর নই, ডাক্তার।"

শ্যামলালের এই কাতরোক্তি শুনিয়া, কোথায় সে লোকটার দয়া হইবে, না আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। সে তখন অত্যন্ত রাগত স্বরে বলিল, "কি কি, তুই ব্যাটা ডাক্তার! তবে তুই চোরের সর্দ্দার।"

শ্যামলাল বলিল, "সে কি! ডাক্তার চোর কি?"

"ডাক্তার চোর নয় তো চোর কে? আমার ছেলেকে বদন ডাক্তারই তো চুরি কোরেচে!"

"সে কি! ডাক্তারে ছেলে চুরি ক'রেচে?"

"বিষ ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেচে। চুরি নয় তো কি রে তেড়ের ভেড়ে হতচ্ছেড়ে? তুই বুঝি বদনা শালার শালা? আমার ভাতের হাঁড়ী, ভাঙা পাথরখানাও বুঝি রাখ্‌বিনি? তা হচ্চে না বাবা! মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের হাতে পার পাচ্চ না। এই তোর চুরিবিদ্যে ছোর্‌কুটে দি। রে রে রে রে রে হুঁ হুঁ—চেরে রে রে রে রে— ধড়াস্ ধড়াস্।" এই বলিয়াই শ্যামলালের মস্তকে পৃষ্ঠে সবলে চেলাকাঠের আঘাত করিতে লাগিল। শ্যামলালের হাত পা দৃঢ়রূপে বদ্ধ, সুতরাং আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর

চীৎকার করিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি চার পাঁচ ঘা আঘাতের পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

তখন সেই আঘাতকারী তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া, তাহার হস্ত পদ ও মুখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া অট্টহাস্যে বাটীর বাহিরে আসিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। তাহার হুঙ্কারে ও চীৎকারে এ দিক ও দিক হইতে কয়েক জন লোক ছুটিয়া আসিল। দুই জন চৌকিদারও আসিয়া উপস্থিত হইল।

চৌকিদারদ্বয়কে দেখিয়া, সেই লোকটা গর্জ্জিয়া বলিল, "কি হে বাবা চৌকিদার! কোম্পানির মাইনে খেতে পার, চোর ধোরতে পার না? বাবা! প্রজায় চৌকিদারী টেক্স দেবে, আর তোমরা ভাল রুটি মেরে পেট মোটা কোর্‌বে। হুঁ হুঁ বাবা, বুঝেচি, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই! কেমন ঠিক্ না? শোন সকলে,—চৌকিদার চোর! জমাদার চোর! দারোগা চোর! থানা পুলিষের সব বেটাই চোর ঘুষখোর!

তাহার এই কথা শুনিয়া, এক জন চৌকিদার পার্শ্ববর্ত্তী এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আদ্‌মিঠো কোন্ হ্যায়? বাওরা হ্যায়?"

সেই লোকটি বলিল, "হ্যাঁ চৌকিদারজী! এ লোকটা বদ্ধ পাগল। এর নাম জগা কুমোর।"

তাহার এই কথা শুনিয়া সেই লোকটা রাগিয়া বলিল, "কি, আমি জগা কুমোর! খবরদার এমন কথা আর বলিস্ নি। আমি মহারাজ জগন্নাথ কুম্ভকার রায় বাহাদুর মহোদয় প্রবল প্রতাপেষু, সাকিন্ দমদমা, হাল সাকিন্ কাশীপুরের এই ভাঙ্গা রাজবাড়ী।"

চৌকিদার দুই জন এইবার বুঝিতে পারিল, বাস্তবিক লোকটা বিষম পাগল। এক জন চৌকিদার তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, "এই পাগলা! তুম্ কেও গোলমাল লাগায়া হ্যায়?"

[illegible] বলিল, "খালি গোলমাল নেহি বাবা! পর[illegible] করা হ্যায়। বাড়ীর বিচমে সামাল সামাল ডাক[illegible] হ্যায়। সত্যি মিথ্যে আমার সঙ্গে রাজবাড়ীর অন্দর মহলে আয়কে দেখে যাও, চৌকিদার বাবু। চোর খুন করেচি—এই চেলা কাঠ—চার পাঁচ ঘা।"

ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুই জন চৌকিদার ও দর্শকেরা তাহার সহিত ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সকলে দেখিল, বাস্তবিক একটা লোক পড়িয়া রহিয়াছে—নড়িতেছে না—মস্তকের দুই এক স্থান দিয়া রক্ত বাহির হইয়া গাত্রবস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ দুই জন চৌকিদার "আঁধারের আলো" দিয়া শ্যামলালকে বিশেষ করিয়া দেখিল—পরীক্ষা করিল। বুঝিতে পারিল, তখনও জীবিত আছে। অতি ধীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে।

জগা পাগলের এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া সকলে তাহার প্রতি রুষ্ট হইল। চৌকিদারেরা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। জগা কিন্তু তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওর বাঁধন খুলে দিলুম, মোর বাঁধন তুলে নিলুম, কলিকালই বটে!"

অনন্তর চৌকিদারেরা তাড়াতাড়ি একখানা পাল্কী আনাইয়া, চেতনাবিহীন শ্যামলালকে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিল এবং জগা পাগলকে স্থানীয় থানায় ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শকেরা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাত দুপুরে একটা সোর গোল পড়িয়া গেল।

পঞ্চম অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ।

অদ্য ১৯এ ফাল্গুন। অদ্য রাজেন্দ্রর বাটী [illegible]শ্বরীর সহিত অমরকুমারের শুভ পরিণয়[illegible] তাই বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং [illegible] সে দিন কান্ত চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য বিবাহের [illegible] করিয়া,

করিয়াছেন। দানসামগ্রী ও বরযাত্রগণের ভোজন-ব্যাপারের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় এবং পাঠিকা মহাশয়া আমার উপর হয় তো বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, যে জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া এই উপন্যাসের সৃষ্টি, যে জ্যোতির্ম্ময়ী এই উপন্যাসের নায়িকা, এই পুস্তকখানার মধ্যে তাহার কোন উচ্চবাচ্য নাই কেন? এই জন্যই তাঁহারা চটিয়াছেন বোধ হয়। কিন্তু কি করিব, জ্যোতির্ম্ময়ী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, তাহাতে এখনও সে আবার অবিবাহিতা। এই জন্যই আমি নিরস্ত। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে বীজটি কোথায় লুকাইয়া থাকে, কেহই তাহা জানিতে পারে না, অথচ সকলেই তাহার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে। জ্যোতির্ম্ময়ী সম্বন্ধেও তাই। বীজ না হইলে বৃক্ষ হয় না, জ্যোতির্ম্ময়ী না হইলে এই উপন্যাস গ্রন্থখানাও হইত না। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতির্ব্বিস্তারের কথা না থাকিলেও, সম্বাসম্বন্ধে আদি মধ্য অন্তে জ্যোতির্ম্ময়ীই মূল।

যাই হউক, জ্যোতির্ম্ময়ী সম্বন্ধে এখানে দুই চারিটা কথা উত্থাপন করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পাঠক পাঠিকার মনস্তুষ্টির জন্য উত্থাপন করা যাউক।

জ্যোতির্ম্ময়ী অতিসুন্দরী, যেন মানবী আকারে দেবী।

জ্যোতির্ম্ময়ী অমরকুমারকে বড় ভালবাসে। যখনই অমরকুমার তাহাদের বাড়ী আসিত, তখনই সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গের চাঁদ বা তদপেক্ষাও কি এক প্রাণের জিনিষ পাইত। সে গোপনে গোপনে জানালার ফাঁক দিয়া কমলনয়নে অমর-কুমারের দিকে—কান পাতিয়া তাঁহার কথা পরিস্ফুট মনে কি এক আনন্দ উপ-নিজে সাধ করিয়া তাম্বুল রচনা ঝিকে দিয়া, অমরকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিত। পরাণী হাসিত, জ্যোতির্ম্ময়ী লজ্জায় মুখ নামাইত।

যে দিন অমরকুমার সীতার বনবাস পুস্তক খানি দিয়া গিয়াছিলেন, সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ী অতিশয় সুখী হইয়াছিল। নিজে পয়সা দিয়া পরাণীর দ্বারা একখানি ভাল রুমাল ক্রয় করাইয়া আনাইয়াছিল। সেই বই খানি সর্ব্বদাই পড়িত এবং সেই রুমালে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সীতার বনবাসখানি এক বার দুইবার নয়, এই কয় দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় বার আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে। অর্থ পুস্তক সত্বেও সকল স্থলের মানে বুঝিতে পারে নাই, তবু যেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া একমনে সীতার বনবাস খানি পড়িত। আবার এক এক বার ভাবিত, "বিবাহের পর স্বামীর নিকট ভাল করিয়া এইরূপ ভারি ভারি বই পড়িতে শিখিব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সীতার বনবাসখানিতে আর একটি কাজ করিয়াছিল। উহার এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা করিয়া কয়েক স্থানে উড্‌ন্ পেন্সিলে, কাল কালিতে ও লাল কালিতে অমরকুমারের নাম ও নিজের নাম লিখিয়াছিল। তা ছাড়া বালিকা ঐ পুস্তকের মুখপত্রের উল্টা দিকে সাদা পাতে বড় অক্ষরে এই কয়টি লাইন লিখিয়া রাখিয়াছিল;

"শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়—রাম।
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সীতা।
সীতার বনবাস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রধরের চক্র।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়ে বরাবাধ্য বরসজ্জা সাজাইতে লাগিলেন, লণ্ঠন টাঙ্গাইয়া আলো জ্বালাইলেন,

বেণীদের নিকট কোন কোন জিনিষ চাহিয়া আনিয়া অভাবপূরণ করিলেন।

কার্য্যের ভিড় বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু কয়েক জন ঠিকা দাস দাসী আনাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বাহাল করিয়া দিয়াছেন। পয়ারী ঝি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল এবং নিজেও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, দৌড়ঝাঁপ করিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে এক স্থানে হোগলার এক চালা তৈয়ার করিয়া, তন্মধ্যে তিন জন পাচক ব্রাহ্মণ লুচি কচুরি তরকারি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। দিনের বেলা হইতে এই সমস্ত ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বাবুর দম্ ফেলিবার অবকাশ নাই। বৃদ্ধ মধুসূদন বয়সদোষে তত খাটিতে পারিতেছেন না, তবু আজ পৌত্রীর বিবাহে যেন নূতন বলে এটা সেটা করিয়া অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। নির্জ্জীব বলকে সজীব করিবার জন্য মুহূর্মুহুঃ তামাক টানিতে টানিতে লোকজনকে কায় ফরমাইস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি অগ্রসর হইয়া আসিল। বর আসিবার সময়ও হইল।

অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর। তিনি বরাবর তারাপুরের বাড়ী হইতে না আসিয়া, কলিকাতাস্থ তদীয় ভগিনীপতি চন্দ্রনাথ বাবুর বাটী হইতে বিবাহ করিতে আসিবেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

এ দিকে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় বরের শুভাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে বরের আসিবার সময় হইল, তথাপি বরের দেখা নাই। কন্যাপক্ষীয়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে কৃষ্ণকান্ত বাবু চিনিতেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসুন, আসুন, বর কত দূর?"

সেই লোকটি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, "বরের আস্‌তে আরও কিছু বিলম্ব আছে।"

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে আসিয়া সে কথা শুনিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু লোকটির এই কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও বিলম্ব কেন? এখানে সমস্ত প্রস্তুত। লগ্নসমাবেশেরও সময় হয়ে এলো।"

লোকটি বলিল, "তা বটে, তবে আগেভাগে একটা কাজ ক'র্‌তে হচ্ছে। পূর্ব্বের কথামত ছয় শত টাকা এবং আরও পাঁচ শত টাকা কোন লোক দিয়ে চক্রধর বাবুর নিকট শীঘ্র পাঠিয়ে দিন।"

তাহার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত বাবু একসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, "আরও পাঁচ শত টাকা কিসের?"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে, তা আমি বল্‌তে পারিনি। কিন্তু এই এগার শত টাকা চক্রধর বাবুর নিকট না পৌঁছুলে বর আস্‌বে না।"

"সে কি! সে কি! ব্যাপার কি!" বলিয়া পিতাপুত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ আর কালবিলম্ব না করিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু পিতার হস্তে এ দিকের সমস্ত ভার দিয়া, ছয় শত টাকা সঙ্গে লইলেন। এই টাকার মধ্যে নিজের কষ্টোপার্জ্জিত চারি শত এবং অমরকুমারের প্রদত্ত দুই শত—মোট ছয় শত টাকা।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু সেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া, এক খানা ভাল সেকেণ্ড ক্লেলাস গাড়ী ভাড়া করিয়া, চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী দৌড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিশাচ।

আজ দুই দিন হইল চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য শ্বশুর জামাতার বাড়ী আসিয়াছেন। পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দিবার ভার চন্দ্রনাথ বাবুর হস্তে দিয়াছিলেন; কিন্তু সে দিন দুই শত টাকার জন্য গৃহিণীর সহিত বিবাদ করিয়া,

তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। পুত্রের বিবাহ দিতে নিজেই আসিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিলাম, ২০০৲ টাকার ব্যাপার ৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, একি কথা শুনলেম? বাস্তবিক কি আপনি আরও পাঁচ শত টাকার আপত্তি তুলেছেন?"

চক্রধর বলিলেন, "দেখুন কৃষ্ণকান্ত বাবু, আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেম যে, আপনার বাড়ীতে থেকে আপনার খরচে অমরকুমারের আইন পড়াটার কোন প্রয়োজন নাই। সেই খরচটার বাবদ ৫০০৲ টাকা অদ্যই নগদ দিন।"

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্তের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অস্থির চিত্তে বলিলেন, "সে কি, মহাশয়! বলেন কি! এই অসময়ে আমি এত টাকা পাব কোথা? আমার প্রতিশ্রুত ৬০০৲ টাকা এনেচি। অনুগ্রহ কোরে তাহা নিয়ে বর পাঠান। আর সময় নাই।"

চক্রধর বলিলেন, "ছ শো আর পাঁচ শো এগার শো টাকা বেবাক মিটিয়ে দিন।"

"এমন সময়ে এমন কথা বলা আপনার কি উচিত হচ্চে? আমি এখনি একবারে এত টাকা কোথায় পাব? অমরকুমার বাবাজীর আইন পড়ার হিসাবে মাসে মাসে খরচ দিতে পারি, কিন্তু একবারে পারি নে। আমার আর্থিক অবস্থা আপনার তো জানাই আছে।"

এই কথা শুনিয়া চক্রধর একবার ভাবিলেন, অমরকুমার কৃষ্ণকান্তকে যে দুই শত টাকা গোপনে দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন, কিন্তু কি ভাবিয়া প্রকাশ করিলেন না। শেষে এই কথা বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত বাবু, আপনি যা বলচেন, তাতে সম্মত হতে পাচ্চিনি, তজ্জন্ত কিছু মনে করবেন না। কন্যার বিবাহে পিতাকে ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। আপনি কি জানেন না যে, কন্যা টাকাভরা লোহার সিন্দুক খোল্‌বার জীবন্ত চাবি? আর বিলম্ব কোরবেন না, এগার শো টাকা করেন্সি নোটে হোক, নগদে হোক চুকিয়ে দিন। বিনা ওজরে বর পাঠাচ্চি।"

এইবার কৃষ্ণকান্ত বাবু বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে কি আপনার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত ছিল?"

"আপনাকে তো সমস্ত টাকা দিতেই হবে। পরে না দিয়ে আগেই দিলেন, তাতে আর ক্ষতি কি? আমি অমরকে আমার নিকট রেখে আইন পড়াব।"

"মহাশয় বারম্বার ঐ কথাই বলচেন। আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তবে বলুন দেখি, এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা কি আপনার উচিত হচ্চে?"

"অন্যায় ব্যবহার তো কিছুই নয়। টাকা নিয়ে কথা, টাকা হলেই সব মিটে যায়। আমি তো আপনার নিকট এগার শো টাকার উপর আর একটা কড়িও বাড়াই নি। তা বাড়ালে বরং অন্যায় হত।"

"আপনার উদ্দেশ্য কি সত্য বলুন?"

"আমি তবে মিথ্যাবাদী?"

"আমি তা বলচি নি।"

"তবে 'সত্য বলুন' কথাটার মানে কি?"

"যদি আপনি এতে দোষ দেখে থাকেন, তবে অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা করুন্। এই ৬০০৲ টাকা নিন্, বর পাঠিয়ে দিন। নৈলে আজ আমার জাত কুল সব নষ্ট হবে।"

"কেন নষ্ট হবে?"

"আমার কন্যার হস্তে মঙ্গলসূত্র, আপনার পুত্রের হস্তে মঙ্গলসূত্র বাঁধা হয়েচে। বিবাহের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়েচে, কেবল সম্প্রদান কার্য্যই বাকি। এখন আপনি এরূপ বেঁকে দাঁড়ালে আমার জাত কুল থাকে কই?"

"কিছু না, কিছু না, আপনি মনে কল্লেই টাকা দিতে পারেন।"

"দোহাই ঈশ্বর, আমি এ অসময়ে ৫০০৲ টাকার

সংস্থান কত্তে সক্ষম নই। দোহাই আপনার, আমার জাত কুল ধর্ম্ম কর্ম্ম মান সম্ভ্রম রক্ষা করুন্। আমার সর্ব্বনাশ কোর্ব্বেন না।"

"তবে আপনি অন্য পাত্র দেখুন।"

"বলেন কি! নিশ্চয় বুঝ্লেম্, আপনি কোন একটা গুরুতর কু অভিসন্ধির বশীভূত হয়েচেন।"

"সেটা আপনার ভ্রম।"

"তবে আপনি একজন ধনবান্ জমীদার হয়ে একজন গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি এতদূর বিমুখ হচ্চেন কেন?"

"কৃষ্ণকান্ত বাবু, যতক্ষণ আপনি বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট কচ্চেন, ততক্ষণ বাকি পাঁচ শো টাকা আন্‌বার উপায় কোল্লে ঠিক্ কাজ হ'ত।"

"আর কত বল্‌বো? আমার দেবার শক্তি নাই।"

"তবে আমারো কোন অপরাধ নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন্। আমি বর নিয়ে বাড়ী চল্লেম।" এই বলিয়া চক্রধর গাত্রোত্থান করিলেন।

তদ্দর্শনে কৃষ্ণকান্ত বাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার প্রতি দয়া করুন্।"

"আপনি অন্য পাত্র দেখুন। আমিও ছেলে নিয়ে তারাপুরের পথ দেখি।"

"আচ্ছা বাঁড়ুয্যে মশায়, আর একটা কাজ করুন্।"

"কি?"

"আমি আপনাকে ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্চি। বিবাহের পর অন্যত্র কর্জ্জ ক'রে এক মাসের মধ্যে আপনার এই ৫০০৲ টাকা মায় সুদ সমেত চুকিয়ে দেবো।"

"আমি ও সব বুঝিনি।"

"তবে যে আমি মারা যাই।"

"কি কর্‌বো বলুন।"

"কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অক্ষয় পুণ্য আছে।"

"আমি চল্লেম।"

কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন, চক্রধর তাঁহার দুঃখ বিপদ আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তথাপি পাষণ্ড চক্রধরের নির্দ্দয় হৃদয় গলিল না। পিশাচ অনায়াসে মহাবিপন্ন কৃষ্ণকান্তের অশ্রু দর্শন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত সবলে আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "চক্রধর বাবু, আজ যখন আপনি ধর্ম্মের অপমান কোল্লেন, তখন ধর্ম্মই এর বিচার কর্‌বেন। হা জ্যোতির্ম্ময়ি! আজ তোর ভাগ্যে কি ঘট্‌লো!" এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন।

কএক পদ গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কাতরস্বরে "চক্রধর বাবু, চক্রধর বাবু" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ নরপিশাচ চক্রধর আসিল না, সাড়াও দিল না, চাকরের মুখ দিয়া বলিয়া পাঠাইল, এগার শো টাকা না আন্‌লে বৃথা ডাকাডাকিতে কোন লাভ নাই।

আবার কৃষ্ণকান্তের অর্দ্ধশুষ্ক চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "হা জগদীশ্বর!" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু, পিশাচের আমাতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

পিতা যে হঠাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিবেন, অমরকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এখন তিনি একবারে মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। একবার জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভাবিয়া, একবার পিতাকে দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। আজ অমরকুমারের অবস্থা আর জীবন্মৃতের অবস্থা একই হইয়া উঠিল।

অমরকুমার পিতাকে সাতিশয় ভক্তি করেন, সেই জন্য এমন বিপদের সময়ও তিনি তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথ বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনি সমস্তই শুন্‌লেন। এখন উপায় ?"

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "তাই তো, ভাই আমি অবাক্ হয়ে গেছি।"

"আপনি পিতা মহাশয়কে বিশেষরূপে বুঝিয়ে, বলুন।"

"কথা রাখ্‌বেন কি ?"

আপনার কথা রাখ্‌বেন।"

"সন্দেহ।"

"না রাখবেন।"

"আচ্ছা দেখি।"

এই বলিয়া যেমন তিনি চক্রধর বাবুর নিকট যাইবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি অমরকুমার তাঁকে আস্তে আস্তে কয়েকটি কি কথা বলিয়া দিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু শ্বশুরগোচরে গমন করিলেন। অমরকুমার অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত বাবু ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে চাচ্চেন, তাতে আপনি অনুগ্রহ কোরে সম্মত হোন্।"

চক্রধর আবার চক্র ধরিল। বলিল, "না, বাপু! নগদ টাকাই ভাল। কে অত কাগজ ফাগজের হাঙ্গামায় যাবে ? আমি ও সব ভাল বুঝিনি। আরও বলি শোনো, কৃষ্ণকান্ত বাবু এখনি সব টাকা আন্‌বেন।"

"আজ্ঞে, তিনি পার্‌বেন না।"

"কে বোল্লে ?"

"অমরকুমার।"

চক্রধর চটিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অমরকুমারই তো যত কু। ওই তো সব মাটি কোরেচে। নিজে গিয়ে পাত্রী দেখেচে, নিজে ঠিক্ করেচে, নিজে আমার সর্ব্বনাশের গোড়া হয়েচে। আমি অমরের কথায় বিশ্বাস করি না।"

"অমরকুমার আপনার পুত্র। যদিও অপরাধীই হয়ে থাকে, তো ক্ষমা করুন্। অমরের আজ হরিষে বিষাদ।"

"অমন কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনের ঐরূপ হরিষে বিষাদ হওয়াই উচিত।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু আবার সেই গাড়ীতে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও আসিলেন।

বৃদ্ধ মধুসূদন হস্তে পইতা জড়াইয়া কাকুতি মিনতি সহকারে চক্রধরকে বলিলেন, "এই অথর্ব্ব বৃদ্ধের প্রতি সদয় হও, ভিক্ষা দাও, আমার জাত কুল মান সম্ভ্রমের দিকে ফিরে চাও। দোহাই দোহাই!"

যদিও পর্ব্বত নড়ে, তবু চক্রধর নড়িবার নহে। নীরবে বসিয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মধুসূদন আবার বলিলেন, "দয়া কোরে বর পাঠাও। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে। আমরা পিতাপুত্রে ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট সহি কোরে দিচ্চি। আর এই ছ শো টাকা নেও। হ্যাণ্ডনোটের জন্য রসিদের টিকিট এনেচি। অনুগ্রহ কোরে কাগজ কলম দেয়াত দেও।"

চক্রধর এইবার কথা কহিল। কথা বড় সাংঘাতিক। চক্রধর বলিল, "আমি নগদ এগার শো টাকা না পেলে বর পাঠাব না—পাঠাব না—পাঠাব না।"

মধুসূদন কৃষ্ণকান্তকে গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন, "ইনি যে তিন সত্য কোল্লেন, এখন উপায়!"

কৃষ্ণকান্ত পিতাকে বলিলেন, "আমি তো আপনাকে বারম্বার নিষেধ কোল্লেম, তবু আপনি এলেন।" এই বলিতে বলিতে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইয়া চক্রধরকে বলিলেন, "আপনি কি হিন্দু! আপনি কি ব্রাহ্মণ!"

চক্রধর রাগিয়া উঠিল। বলিল, "ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে অভদ্রের মত কথা কবেন না।"

রুষ্ট কৃষ্ণকান্ত আবার বলিলেন, "আপনার মত ভদ্রলোকের সংখ্যাই আজ কাল বড় বেড়ে উঠেচে। অভিধানে আপনার ভদ্রতার নূতন অর্থ করা উচিত।"

এই বলিয়া মর্ম্মাহত বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষাদে বিষাদ।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীর নিকট একজন গণ্য, মান্য, পরোপকারী, সদাশয় ও পরম হিন্দু ব্রাহ্মণের বাস। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অকপট বিশ্বাসী। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, পূজাহ্নিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে সময়াতিপাত করেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত। সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ ও হিন্দুধর্ম্মশীল ভক্তগণ আসিয়া থাকেন। দায়গ্রস্ত লোকেরা তাঁহার নিকট ভরসা পায়। সেই মহাত্মার বাটীতেও অদ্য বিবাহ। তাঁহার অন্যতম পুত্রের কন্যার বিবাহ।

তাঁহার বাটীতে বর আসিয়াছে। তাঁহার পুত্রেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা বরযাত্র ও কন্যাযাত্রগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতেছেন। চারিদিকে উৎসব কোলাহল।

এমন সময়ে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসন্ন বিপদের সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "ছাই তো, বড় লজ্জার কথা, নিতান্ত ঘৃণার কথা! হিন্দুর মধ্যে এরূপ পাষণ্ড ধর্ম্মভ্রষ্ট নরপিশাচও আছে!"

মধুসূদন সদুঃখে বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়! অকূল পাথারে ডুবেচি। জাতিনাশ ঘট্‌লো। নিরুপায় হয়েচি। আপনি এখন দয়া না কোর্‌লে হিন্দুর হিন্দুয়ানি নষ্ট হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কোন চিন্তা নাই। আমার পুত্রগণের মধ্যে একটিকে নিয়ে গিয়ে আপনার পৌত্রী সম্প্রদান করুন।"

পরোপকারী ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব [illegible] করিয়া মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত মৃতদেহে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি পুত্রকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অনির্ব্বচনীয় উদারতা, কর্ত্তব্যতা ও পরোপকারিতা দেখিয়া বাটীর সমস্ত লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অবিলম্বে সেই কথা পল্লীময় প্রচারিত হইল। সকলেরই মুখে "ধন্য ধন্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ হিন্দু" এইরূপ ও অন্যরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য শুনা যাইতে লাগিল।

চক্রধরের গুপ্ত চর ছিল। সে গিয়া চক্রধরকে এই কথা বলিল। এইবার চক্রধরের চক্ষু বাঁধিয়া গেল। ঠকাতে গিয়া নিজে ঠকিল। পিশাচ আপ্‌শোসে বলিয়া ফেলিল, "অ্যাঁ, বল কি! বর পেলে!"

মর্ম্মাহত অমরকুমারও এই নিদারুণ সংবাদ পাইলেন। পাইয়া তিনি যে কি রকম হইলেন, সে মর্ম্মভেদিনী কথা আরও কি বলিতে হইবে? হা, অমরকুমার! আজ তোমার হরিষে বিষাদ! তার উপর আবার অনন্ত যন্ত্রণা—বিষাদে বিষাদ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিনামেঘে বজ্রপাত।

জ্যোতির্ম্ময়ী আজ সমস্ত দিন কতই আনন্দ ভোগ করিয়াছিল, কতই ভবিষ্য সুখ কল্পনা করি-

তেছিল, শৈশব সময়ে পুতুলের বিবাহ দিয়া যে সুখের সঞ্চার হইত, আজ তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর লজ্জামাখা আনন্দ। কিসের সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করা যাইতে পারে? শরৎকালের তরল জলদজাল-জড়িত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে কতকটা মিলে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা আরও যেন কি এক বস্তুর সঙ্গে ঠিক্ তুলনা হইতে পারে, অথচ সে বস্তু এই বাহ্য জগতে নাই। সে বস্তু বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল হৃদয়কন্দরেই প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে।

দিন গেল, জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দ বাড়িল। সন্ধ্যা আসিল, আনন্দ আরও বাড়িয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণ পরেই জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দ পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বাধা পড়িল—বাধা বলিয়া বাধা, যেন এক সঙ্গে শত শত নিদারুণ বজ্র বালিকার প্রস্ফুটোম্মুখ আনন্দের মস্তকে সবলে নিক্ষিপ্ত হইল। আনন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জ্বলিয়া গেল। সেই সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীও অগাধ অনন্ত নৈরাশ্য-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। অভাগিনী শুনিল, তাহার ভবিষ্য শ্বশুর চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার আশা ভরসা ঘুচাইল—সর্ব্বনাশ করিল—মনস্তাপের অপেক্ষা মনস্তাপ দিল।

প্রভাতের পর মধ্যাহ্নের পরিবর্ত্তন ততটা বোঝা যায় না, কেন না প্রভাত ও মধ্যাহ্ন উভয়েই আলোকের অংশ। সেইরূপ আনন্দের পর আবার আনন্দ বৃদ্ধিরও তেমন তারতম্য করা যায় না, কেন না উভয়ই প্রফুল্লতার অংশ। কিন্তু দিনের পর রাত্রি এবং আলোকের পর অন্ধকার বেশ বুঝা যায়, সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া জানা যায়। তাই জ্যোতির্ম্ময়ীরও দুইটা বিপরীত অবস্থা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। বালিকার পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ নিরানন্দে মিলিয়াছে—পূর্ণ হাস্য পূর্ণ রোদনে মিশিয়াছে জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোকও বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট আসিয়াছে। বিবাহের দিন; তাই তাহারা বিবাহবাড়ী আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। কিন্তু তাহারাও এই নিদারুণ কুসংবাদে অত্যন্ত অস্থির হইল, চক্রধরকে যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল, কিন্তু তাতে কি অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর ভুজঙ্গদংশিত হৃদয় স্বাস্থ্য লাভ করিবে!

অনন্তর জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিল, অপর একটি পাত্র আসিয়াছেন। শুনিয়া সে কিরূপ হইল, তাহা বলা বাহুল্য। একবার ভাবিল, "ভগবান আমার পিতার জাতকুল রক্ষা করিবার উপায় করিলেন, খুব ভালই হইল; কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে এ কি লিখেছিলেন!"

এই ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর শুষ্ক মুখ-জ্যোতি আরও শুষ্ক হইল; নয়নাশ্রু অজস্র ধারে গোলাপ-নিন্দিত গণ্ডস্থল বহিয়া হতাশ বক্ষের উপর গড়াইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সুলোহিত চেলীর অঞ্চলে বারম্বার সেই অশ্রু মুছিতে লাগিল। সুন্দর চেলী অশ্রুসিক্ত হইয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর ন্যায় মলিন হইল। চেলীই যেন এখন জ্যোতির্ম্ময়ীর এক মাত্র দুঃখসঙ্গিনী। দুজনেই নয়ন-জলে ভিজিতেছে, দুজনেই সেই জলে ম্লান হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

আজ নিশাকালে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে নিরানন্দের উৎসব। উৎসব তো আনন্দেরই সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। তবে আবার নিরানন্দের উৎসব কি? বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই সম্পন্ন হইল, অথচ আনন্দ নাই, এই জন্যই ইহাকে নিরানন্দের উৎসব বলিতেছি।

যে সময়ে জ্যোতির্ম্ময়ী বরের গলদেশে মাল্য প্রদান করিতে যাইবে, সেই সময়ে তাহার সুকোমল ভুজলতা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠনের মধ্যে বালিকার কমলনিন্দিত কোমল নয়নযুগল ফুটিয়া, হুহু করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর মুছিবার অবকাশও

নাই, সুবিধাও নাই। অশ্রু চেলীর উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাহা জানিতে পারিলেন; অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। কৃষ্ণকান্তেরও চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া রাখিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী ইতিপূর্ব্বে তাহার পিতামহের কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিয়াছিল। তাহার স্মরণ-শক্তি বেশ প্রখরা; পঠিত বিষয়ের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে বরগলে মাল্যদান সময়ে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যানের এই কয়টি পংক্তি হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া

"শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥"

যেমন এই চারিটি পংক্তি মনে জাগিল, অমনি বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। অনুচ্চ কাতর স্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকান্ত কন্যার সেই রোদনশব্দ শুনিতে পাইলেন। সদুঃখে বলিলেন, "মা গো, কাঁদ্‌চিস্ কেন! এ সময়ে কি কাঁদতে আছে! অমঙ্গল হবে যে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বলিল, "বাবা! আর অমঙ্গলের বাকি কি! আমার সমস্ত মঙ্গলই ঘুচেচে! এখন আমি মলেই বাঁচি!"

বিলম্ব দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দাও মা, বরের গলায় মালা দাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পিত্রাদেশ পালন করিয়া, বরের কণ্ঠদেশে যেমন পুষ্পমাল্য প্রদান করিবে, অমনি কম্পিত হস্ত আরও কাঁপিয়া উঠিল। মালা ভূতলে পড়িয়া গেল।

ওদিকে বিন্ধ্যবাসিনী যেমন শঙ্খধ্বনি করিবেন, অমনি শঙ্খ তাঁহারও হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া, খানিকটা কিনারা ভাঙ্গিয়া গেল।

এই সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া, মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত মনে মনে বলিলেন, "ভাগো মা জানি কি বিপদ ঘটিবে! হরি মঙ্গল কর, মা দুর্গা মঙ্গল কর!" এইরূপ বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ক্রমে ক্রমে বিবাহের প্রত্যেক কার্য্য সম্পন্ন হইল। বরযাত্র ও কন্যাযাত্রগণের ভোজনব্যাপার সমাধা হইল। কিন্তু ভোজনে কাহারও অণুমাত্র আনন্দ হইল না।

যথাসময়ে, সুখনিশি কি দুঃখনিশি, বলিতে পারি না, প্রভাত হইল।

পরদিন যথাসময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু নব জামাতার সহিত কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল আরো সিক্ত হইল।

ষষ্ঠ অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুত্রহন্তা

ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন ঘুরিয়া, ফাল্গুন মাসকে টানিয়া কোথায় লইয়া গেল, খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেইরূপ করিয়া চৈত্র মাসও সরিয়া পড়িল। ১২৯৪ সালের প্রথম মাস বৈশাখ দেখা দিল। "গতস্য শোচনা নাস্তি"। তাই বুঝি লোকে আর গত বৎসরের বড়. নামগন্ধ করিতে লাগিল না, বর্ত্তমানের ভাবনাতেই নিদ্রাজাগরণে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবিয়া রহিল।

অমরকুমার কিন্তু বর্ত্তমানের অপেক্ষা অতীতের চিন্তাতেই বেশী নিমগ্ন হইলেন। গত বৎসরের ১৯এ ফাল্গুন তারিখটি তাঁহার পক্ষে ও বক্ষে যেন শক্তিশেল হইয়া ফুটিয়া রহিল। দিন যত যায়, যন্ত্রণা তত বাড়ে। ১৯এ ফাল্গুনের দিবসের অমর-

কুমার ১৯এ ফাল্গুনের রাত্রিকালে সেই যে কি এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন, তাহার আর কোন মতে শান্তি হইল না। এমন কি, তিনি সেই অসুহ্যতম যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এক একবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কেবল মায়াময়ী জননীর মায়াতেই সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরের পিতৃমাতৃভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কেবল পিতার প্রতি প্রকৃত ভক্তিবশতঃই আজ এই অসীম নৈরাশ্য-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন। অন্য পুত্র হইলে, বোধ হয়, এতদূর অসহ্য মনোভঙ্গ সহিতে পারিত না, পিতার বাক্য দূরে টানিয়া ফেলিয়া, নিজেই বিবাহ করিত। অমরকুমার কিন্তু তেমন অবাধ্য পুত্র নহেন। অমরকুমার যেমন উপযুক্ত পুত্র, চক্রধর তেমন উপযুক্ত পিতা নহে। এক যৎ-সামান্য অর্থের লোভে লোভিচূড়ামণি চক্রধর কুটিল চক্র করিয়া, পিতৃভক্ত পুত্রের কণ্ঠে চক্র নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু যিনি কোটি কোটি অনন্ত কোটি চক্রধরের চক্রান্ত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই চক্রধর এই চক্রধরের প্রতি কিরূপ চক্র নিক্ষেপ করিবেন, তা তিনিই জানেন।

অমরকুমার দিন দিন কেমনতর হইতে লাগিলেন। আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় সুখ নাই, স্বপ্নেও সুখ নাই। এমন অপর্য্যাপ্ত বিবিধবস্তু-পরিপূরিত জগৎসংসারও যেন তাঁহার চক্ষে শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কখন পিতাকে, কখন মাতাকে, কখন শ্যামলালকে ভাবনার পথে আনিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন। আবার সে ভাবনা এবং সে বলা শেষ হইতে না হইতেই জ্যোতি-র্ম্ময়ীকে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল ভাব-নার মূলই জ্যোতির্ম্ময়ী। জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভাবিয়া, কখন আত্মহারা, কখন প্রাণে মরা এবং কখনও বা জীবিত হইতে লাগিলেন। অধ্যয়নে আর মন বসে না, ভ্রমণে আর পা চলে না, কোন কার্য্যে আর ইচ্ছা হয় না, কেবল উৎকণ্ঠা—কেবল বক্ষোভেদী দীর্ঘনিশ্বাস—কেবল মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা—এবং তাহার ফল কেবল দুর্ভেদ্য নৈরাশ্য-অন্ধকার।

এইরূপে বৈশাখ মাসেরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

অনন্তর চক্রধর অমরকুমারের আবার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক্ করিলেন। পঞ্চানন ঘটক সে বার খালি জাল তুলিয়াছিল, এবার মাছ পড়িল। এবার পাত্রী আর ফুলতলার চন্দ্রমুখী নয়, হুগলীর দয়াল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা নবমবর্ষীয়া বসন্ত-সুন্দরী। নামেও বসন্তসুন্দরী, কাজেও বসন্ত-সুন্দরী। রঙে কৃষ্ণা, ঢঙে উগ্রা। দয়ালচন্দ্র নগদ তিন হাজার টাকা দিয়া এই রমণীকুলফুল-মালাকে চক্রধরের পুরীশোভার্থ সুবন্দোবস্ত করি-লেন। বসন্তকুমারী একে তো সুন্দরী নয়, কিন্তু যদি জ্যোতির্ম্ময়ীর অপেক্ষাও সুন্দরী হইত, তথাপি অমরকুমার নিজ ইচ্ছায় তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গী করি-তেন না; কেবল পিতার গঞ্জনায় বসন্তের পাণি-গ্রহণ করিলেন।

বৈশাখের মধ্যভাগে পিতৃভক্ত অমরকুমারের স্কন্ধে এই দুর্ব্বিসহ ভার পড়িল। অমর নীরবে স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে সহিতে পারিলেন না। ভাঙা মন একবারে ভাঙিয়া গেল। অর্থলোভী চক্রধর তুচ্ছ অর্থের লোভে ভয়ঙ্কর অনর্থপাতের পন্থা করিল।

বসন্তসুন্দরীলাভের পর শান্তশীল অমর-কুমারের চিত্ত দিনে দিনে আরও অশান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের গাঢ়তর দুশ্চিন্তা বৈশাখে আরও বিকৃত, জ্যৈষ্ঠে তদপেক্ষা বিকৃত, আষাঢ়ে পূর্ণমাত্রা ছাড়াইয়া বিকৃত হইল এবং সেই বিকৃতি অমর-কুমারের বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ পূর্ণরূপে বিকৃত করিল। পিতৃভক্ত অমরকুমার একবারে উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। বদ্ধ পাগলের সমস্ত লক্ষণ অমর-কুমারে লক্ষিত হইল। অমরকুমার এখন কি দিন কি রাত্রি, সর্ব্বদাই স্তম্ভিত হইয়া জীবনযাপন

করিতে লাগিলেন। আহা, অমরকুমার! তোমার ন্যায় পিতৃভক্তেরও কি এইরূপ পরিণাম!

চক্রধর পুত্রের আকস্মিক অতি কঠিন উন্মাদ রোগ উপস্থিত দেখিয়া, মোটামুটি চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহাতে কিছুই উপকার না হইয়া, আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন পত্নীর ও গ্রামশুদ্ধ লোকের ভর্ৎসনায় নামজাদা চিকিৎসকগণকে আনাইয়া বিবিধমত প্রকারে অনবরত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চক্রধরের দশ বার হাজার টাকা খরচ হইল, কিন্তু অমরকুমারের ভাগ্য আর ফিরিল না। যে ভাগ্য একবারে দগ্ধ হইয়াছে, আর কি তা ফিরিবে!

ধিক্ নররাক্ষস চক্রধর! তুমিই তোমার পুত্রের এই সর্ব্বনাশের মূল! পিশাচ, তোমার পক্ষে অতি তুচ্ছ যৎসামান্ত ২০০৲ টাকার জন্য আজ তুমি স্বয়ং একপ্রকার পুত্রহন্তা হ'লে! তোমাকে মরিয়া তো নরকে যাইতেই হইবে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়াও তোমার ভাগ্যে সেই ভয়ঙ্কর নরকভোগ আরম্ভ হইল! ২০০৲ টাকার লোভে এইবার কত হাজার টাকা উড়িয়া গেল—পরে কত যাইবে। আর অমূল্য ধন পুত্র তো গিয়াছেই!—ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া, এই দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ কর আর তোমার মত অর্থপিশাচ পিতারা তোমাকে দেখিয়া সতর্ক হউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সীতার বনবাস।

দেখিতে দেখিতে ১২৯৪ সালও চলিয়া গেল। ১২৯৫ সাল দেখা দিল।

এই সালের শ্রাবণ মাসে আর একটা অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। যাহার সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তিনি অকালে অসাধ্যরোগগ্রস্ত হইয়া, ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবা হইল।

অভাগিনি জ্যোতির্ম্ময়ি! বালবিধবে জ্যোতির্ম্ময়ি! তোমার সকল সুখ তো পূর্ব্বেই ঘুচিয়াছে, ছায়ার মত যেটুকু ছিল—বলিতে হয় বলিয়া বলিলাম - তাহাও ঘুচিল। এখন তোমাকে কুমারী বলিব, কি বিধবা বলিব, তাহা ভগবানেই জানেন। অভাগিনি! আমি বেশ বলিতে পারি, বিধাতা তোকে চিনিয়াছে, আর তুইও বিধাতাকে চিনিয়াছিস্! মা, আর কাঁদিয়া কি করিবি! না না, তাই বা বলি কেন? এ জগৎ তো কাঁদিবারই স্থান। কাঁদ্ মা কাঁদ্ তবে। জ্যোতির্ম্ময়ি! আজ তুই ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মচর্য্যই তোর এখন জীবনব্রত। তুই এই পরম ব্রতের উপর নির্ভর করিয়া, পরমব্রহ্ম ভগবান হরির পাদপদ্মে অশ্রুবর্ষণ করিয়া, ভাগ্যক্রমে ঘুরিতে থাক্।

আহা, জ্যোতির্ম্ময়ী এক দিন বড় সাধ করিয়া অমরকুমারের প্রদত্ত সীতার বনবাসের এক স্থলে লিখিয়াছিল—

"শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়—রাম।
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সীতা।
সীতার বনবাস।"

আজ আমি, সেই পুস্তকখানি পাইলে, উপরের তিনটি পংক্তি কাটিয়া দিয়া, কেবল রাখিতাম নীচের পংক্তিটি—

"সীতার বনবাস।"

মীরাবাই।

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক।)

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

কুম্ভসিংহ	... ...	চিতোরের মহারাণা।
রসকুম্ভ	... ...	কুম্ভসিংহের সহচর।
আকবর শাহ	... ...	দিল্লীর সম্রাট্।
তান্‌সেন	... ...	গায়ক।
শ্রীরূপ গোস্বামী	... ...	ভক্ত বৈষ্ণব।
অমু } অনু }	... ...	জহ্লাদ।

নাগরিকগণ, প্রহরিগণ, ভৃত্যগণ, জ্যোতির্ম্ময় বালক ও গ্রাম্য বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মীরাবাই	... ...	চিতোরের মহারাণী।
চূড়া	... ...	রসকুম্ভের স্ত্রী।

মূর্ত্তিমতী হরিভক্তি ও সখীগণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোরনগর—পুষ্পবাটিকা।

পুষ্পবেদিকায় মীরাবাই কবিতারচনায় উপবিষ্টা

দুই পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মানা।

সখীগণ।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে
'ফুলের কুঁড়ির্ কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দোবো,
ফুটবে কুঁড়ি, দেখ্‌বো তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুলের গায়ে মাখিয়ে দিয়ে,
খেল্‌বো সুখে, আর না, ভাই।

মীরা। সখীগণ! এই গানটি নূতন রচনা ক'রেছি। একবার গাই। শোনো দেখি কেমন হোলো।

তমাল ডালে কোকিল বঁধু
বঁধূর পানে চেয়ে আছে।
বঁধু আবার সোহাগ মধু
ঢাল্‌চে বধূর কানের কাছে॥
কি এক ভাবের ছুট্‌ছে ধারা,
বঁধু বধূ মাতোয়ারা,
প্রেম শেখেনি আজো যা'রা,
যাক্ না তা'রা ওদের কাছে॥

১ম সখী। কবিশ্বরি! বড় সুন্দর গান হ'য়েছে। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়, আমাদের প্রিয়তমা সখী চিতোরেশ্বরী মীরাবাই রূপে গুণে অতুলনীয়া।

২য় সখী। (প্রথম সখীর প্রতি) সখি! আরো আনন্দের বিষয়, এঁর স্বামী চিতোরেশ্বর মহারাণা কুম্ভও কবিকুলশিরোমণি।

সখীগণ।

পতি কবি, পত্নী কবি, কবির সহচরী মোরা।
নিতুই নতুন গানের তানে
প্রাণে ছোটে সুখের ধারা॥

নিতুই নতুন কতই শুনি,
মধুর গন্ধে বীণার ধ্বনি,
ভাবের আবেগে বিভোর হ'য়ে,
হই গো সবাই আপনহারা ॥

যোগিনীবেশে মূর্ত্তিমতী হরিভক্তির ভূতল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান।

হরিভক্তি।
দারুণ বিষাদে, প্রাণ মন কাঁদে,
দেখে শুনে মানব-রীতি।
দুর্লভ কবিতা, দুর্লভ গীতিকা,
যাহে জাগে হরির প্রীতি ॥
এবে সে দুহুঁ নিধি, মানব মানবী,
পারথিব ভাবে শুধু ভাবে।
হা হরি, হা হরি, কবে নর নারি,
সে দোঁহে তব নাম গাবে ॥
যমে ফাঁকি দিতে, কবে জীবের চিতে,
জাগিবে কবিতা, গান।
কবে জীবের প্রাণে, কবিতা-গান তানে,
উথলি' উঠিবে হরিনাম ॥

(ভূগর্ভে হরিভক্তির অন্তর্ধান)

মীরা। (চিন্তা করিয়া স্বগত) এ যোগিনী কে? কোথা থেকে এলেন? কোথাই বা গেলেন? কিন্তু ইনি যিনিই হোন্, আজ আমাকে একটি মহাশিক্ষা দিয়ে গেলেন। এত দিন আমি ভাব্তেম, আমি রাজরাণী, আমার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, বিলাস-বস্তুর অভাব নাই, জীবনে যত প্রকার সুখের প্রয়োজন, তার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম ঘুচে গেল। ঐশ্বর্য্য, বিলাস-বস্তু সমস্তই অসার অপেক্ষা অসার বোধ হলো। আমি কবি-পত্নী এবং নিজেও কবি। আমার কবিতা আর গান এতদিন ঐহিক জীবনের সুখ-ভোগের জন্যই রচিত হচ্ছিল। এত দিন আমি ভ্রমবশতঃ এই স্বর্গীয় ও মানবদুর্লভ অপূর্ব্ব কবিতা ও গানের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্তে পারি নি। আজ সৌভাগ্যক্রমে ঐ পূজনীয়া যোগিনী আমায় তা'র প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। যথার্থিক, এত-ক্ষণে বুঝ্তে পারলেম, যে কবিতা ও যে গানে হরি-নাম নাই, সে কবিতা কবিতাই নয়,—সে গান গানই নয়। ছি ছি, আমি এত দিন হ'য়ে এই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোক ছটিতে কেবল অসার বস্তুর অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিলেম। আজ আমার চৈত-ন্যোদয় হলো—আজ আমার ভ্রম ঘুচে গেল—আজ আমার জীবনের প্রকৃত কর্ম্ম করিবার সুযোগ লাভ হলো। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দয়াময় হরি! আমি মহাপাপিনি, আমি অজ্ঞানের দাসী, আমি ঐহিক সুখের জন্য লালায়িতা, আমি এত দিন পার্থিব প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে, তোমার জগদারাধ্য পাদ-পদ্ম পূজা করি নি। আজ হ'তে তা'র প্রায়শ্চিত্ত করবো। যাবজ্জীবন তোমার সেবাতেই কাল-ক্ষেপ করবো। (কিঞ্চিৎ অস্থির হইয়া প্রকাশে) দূর হও ঐশ্বর্য্য! দূর হও বিলাসিতা! দূর হও পার্থিব প্রলোভন! আর তোদের এ হৃদয়ে স্থান দেবো না।

সখীগণ। (শশব্যস্তে) এ কি! এ কি! এ কি! সখীর এ কি ভাব হলো।

১ম সখী। সখি! সহসা তুমি এ কি বল্‌চো?

মীরা। বিলাসের বেশ, যাতনা অশেষ,
নাহি সুখ-লেশ তায়।
বৈষ্ণবী হইব, হরিরে পূজিব,
নমিব তাঁহার পায় ॥
কবিতায় হরিনাম লিখিব,
হরিনাম গা'ব গানে,
হরির প্রেমে মাতি', র'ব দিবারাতি,
বিভোর হইয়ে প্রাণে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজকক্ষ।

কুম্ভ ও রসকুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। বয়স্য! আজ আর একটি নূতন কবিতা রচনা করেছি। শুনবে কি?

রস। ছারপোকা-বিওনের মতন আপনার কবিতা রোজ রোজ শুন্‌তে পারি নি। আমার দুটো বই কান নয়। ইন্দ্রের মত সহস্র চক্ষু থাক্‌তো, তা হ'লে যেমন বক্তা, তেমনি শ্রোতা ঠিক্ মিলে যেতো।

কুম্ভ। সহস্র চক্ষু কি হে? তোমার চক্ষুরও শ্রবণ-শক্তি আছে না কি?

রস। (সলজ্জে) ঠকেছি, রাজা।

কুম্ভ। তবে কবিতা শোনো।

রস। কাজে কাজে।

কুম্ভ। আকাশে দেখেছি চাঁদ পূর্ণিমার রাতে।
প্রেয়সীর মুখ-শোভা কিন্তু নাই তাতে॥
বসন্তে কোকিল-কণ্ঠ করেছি শ্রবণ।
কিন্তু নয় প্রেয়সীর কণ্ঠের মতন॥
শারদী প্রকৃতি-শোভা দেখেছি নয়নে।
কিন্তু নহে তুলনীয়া প্রেয়সী-সদনে॥"

রস। (বাধা দিয়া)—বস্—বস্, ঐ পর্য্যন্ত।

কুম্ভ। কেন? কি হয়েছে?

রস। হ'বে আবার কি?

কুম্ভ। তবে?

রস। ভাল লাগে না।

কুম্ভ। এমন আদিরসের কবিতা——

রস। (বাধা দিয়া)—আঃ!—অন্তরস যা'র শুকিয়ে থাক্, তা'র কাছে আদিরস ফাঁক!

কুম্ভ। অন্তরস কি?

রস। পেট।

কুম্ভ। (সহাস্যে) তোমার পেটে কি ফোড়া হ'য়ে সমস্ত রস বেরিয়ে যাচ্চে?

রস। শত্রুর পেটে ফোড়া হোক্।

মীরাবাইয়ের প্রবেশ।

কুম্ভ। প্রিয়তমে! তোমার কারণ
নূতন কবিতা এক করেছি রচনা।
শুন, প্রিয়ে! করি পাঠ;—
আকাশে দেখেছি চাঁদ পূর্ণিমার রাতে।
প্রেয়সীর মুখ-শোভা কিন্তু নাই তাতে॥

মীরা। মহারাজ!
আর কাজ নাই ছাই হেন কবিতায়।

রস। বাস্তবিক, একতারার এক-ঘেয়ে সুরের মত রোজ রোজ আদিরসের কবিতা আমারি ভাল লাগে না, তা মহারাণীর ভাল লাগ্‌বে? তা'র চেয়ে, মহারাণি! আমার একটা অন্তরসের কবিতা শুনুন্—লাগ্‌বে ভাল;—

দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড মোর পেট।
শূন্য এবে, তাই মাথা হেঁট॥
এ পেটে মিষ্টান্ন ঢাল যদি।
এখনি বহিবে রস-নদী॥

মীরা। স্থির হও,
ভাল নাহি লাগে কানে।

রস। (স্বগত) তবেই তো গোল! (চিন্তা করিয়া)—ও, ঠিক হ'য়েছে। ভরা পেটের কাছে খালি পেটের কবিতাটা আওড়ানই বৃথা! কেন না, "যোগ্যং যোগ্যেন যোজ্যতে।" যাই এখন, কোসে লুচি কচুরি ঠুসে, ভরা পেটের কাছে, ভরা ভেটের কবিতা-সুধা উদ্গার কর্‌বো। (প্রকাশে)—মহারাজ! মহারাণি! যাই এখন ঘরে, আসবো খানিক পরে।

[প্রস্থান।

যোগিনীবেশে মূর্ত্তিমতী হরিভক্তির ভূতল ভেদ করিয়া উত্থান।

হরিভক্তি।
দারুণ বিষাদে, প্রাণ মন কাঁদে,
দেখে শুনে মানব-রীতি।
দুর্লভ কবিতা, দুর্লভ গীতিকা,
যাহে জাগে হরির প্রীতি॥
এবে সে দুর্লভ নিধি, মানব মানবী,
পারথিব ভাবে শুধু ভাবে।
হা হরি, হা হরি, কবে নর নারী,
সে দোঁহে তব নাম গা'বে॥
যমে ফাঁকি দিতে, কবে জীবের চিতে,
জাগিবে কবিতা, গান।

কবে জীবের প্রাণে, কবিতা-গান-তানে,
উথলি' উঠিবে হরিনাম ॥

(ভূগর্ভে হরিভক্তির অন্তর্ধান)

মীরা। মহারাজ! আবার সেই দেবী আবির্ভূত হ'য়ে অন্তর্হিত হলেন। এই কতক্ষণ, ইনিই উদ্যানে এই অপরূপ যোগিনী-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে, আমার মনে নবভাবের আবির্ভাব কোরে দিয়েছেন, আমাকে নব জীবন দান কোরেছেন। মহারাজ! এই মহাদেবী বোলে গেলেন,—

যমে ফাঁকি দিতে, কবে জীবের চিতে,
জাগিবে কবিতা, গান।
কবে জীবের প্রাণে, কবিতা গান-তানে,
উথলি' উঠিবে হরিনাম ॥

স্বামিন্! আর পার্থিব গানে বা পার্থিব কবিতায় প্রয়োজন নাই। আজ থেকে আমি—

যমে ফাঁকি দিতে, জাগা'ব জীবের চিতে,
জাগা'ব নিজের চিতে কবিতা গান।
তাহে নিজের প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে,
উথলি' উঠিবে হরিনাম ॥

কুম্ভ। রাজ্ঞি——

মীরা। (বাধা দিয়া) মহারাজ! আপনার রচিত প্রণয় কবিতা কি শোনা'তে চাচ্চেন? ও কবিতা ত্যাগ করুন।

কুম্ভ। মহিষি! সে কবিতা ত্যাগ করেছি।

মীরা। কখন্ ত্যাগ কোল্লেন?

কুম্ভ। যখন সেই মহাযোগিনী মধুর গম্ভীর স্বরে সেই মহামন্ত্র আমার কর্ণকুহরে বর্ষণ কোল্লেন।

মীরা। নাথ! বোধ হয়, আপনি আমায় প্রবোধ দেবার জন্য এ কথা বোল্‌চেন।

কুম্ভ। না রাজ্ঞি, সত্য বোল্‌চি।

মীরা। তবে আপনার হস্তে ঐ পার্থিব অসার কবিতাটা এখনও রয়েছে কেন?

কুম্ভ। আমার পার্থিব অসার মনকে ভর্ৎসনা করবার জন্য—হরিভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য। এই অসার পার্থিব কবিতায় যতগুলো অক্ষর আছে, তত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় কোরে প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বো। বল, রাজ্ঞি, কিরূপ প্রায়শ্চিত্তে আমাদের পতিপত্নীর হরিভক্তি লাভ হ'বে?

মীরা। (সানন্দে) ওই অত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় হরিমন্দিরনির্ম্মাণ, হরিমূর্ত্তিস্থাপন ও পরমহরিভক্তগণের সহিত দিবানিশি হরিপূজা, হরিসঙ্কীর্ত্তন।

কুম্ভ। অতি উত্তম পরামর্শ। আজ হ'তেই তা'র আয়োজন করচি।

[প্রস্থান।

মীরা।

নব ভাবে ভরিল জীবন।
ঘুচিল আঁধার ঘোর, আলোকিত মন ॥
লৌকিক সুত যত,
হ'য়ে গেল ভস্মীভূত,
অলৌকিক সুখসিন্ধু দিল দরশন;—
হরিপদ ধরি' তাহে দি' গে সন্তরণ ॥

[প্রস্থান

—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা—দুর্গপ্রাসাদ।

আক্‌বর শাহ ও তান্‌সেন।

তান্‌সেন। (আক্‌বর বাদশাহের প্রশংসাসূচক গীত।)

আক্‌বর। তান্‌সেন! তোমার কণ্ঠস্বর আজ আমার কর্ণে তেমন অমৃতধারা বর্ষণ ক'চ্চে না।

তান। জাঁহাপনা! আমি তো অচঞ্চল মনে গান কোল্লেম, তথাপি কেন এমন হোলো?

আক্। সঙ্গীতনায়ক তান্‌সেন! তোমার গীতকৌশলের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নি; কিন্তু আজ আমার তেমন মিষ্ট লাগ্‌চে না।

তান্। ভারতেশ্বর! যদি আমাকে বলবার বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ কোরে এর কারণটি বোল্‌লে নিতান্ত বাধিত হই।

আক্। আমি অন্য প্রাতে বীরমলের মুখে শুনেছি যে, মহারাণা কুম্ভের মহিষী মীরাবাই সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রে সাক্ষাৎ সরস্বতী। বনের পশুপক্ষীও মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে, তাঁ'র সুমধুর কণ্ঠস্বর কান পেতে শোনে। তা ছাড়া আরও শুনেছি, কিছু দিন হ'তে রাজ্ঞী মীরাবাই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ কোরে, রাজপুতানার শত সহস্র লোককে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত কোরেছেন। তাঁ'র অমৃত-প্রস্রবণ কণ্ঠের হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কোরে, হরিভক্ত-গণ আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে।

তান্। তাই কি আপনি আজ অন্যমনস্ক হয়েছেন?

আক্। মহারাণী মীরাবাইএর গান শোন্‌বার জন্য বাস্তবিক আমি চঞ্চল হয়েছি।

তান্। তিনি হিন্দুরমণী, তাতে আবার মহারাণা কুম্ভের সহধর্ম্মিণী, অতএব আপনি কিরূপে তাঁর গান শ্রবণ কোর্ব্বেন?

আক্। আমি শুনেছি, তাঁ'র হরিমন্দিরে হরিভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রবেশ-নিষেধ নাই। অতএব, আমিও বৈষ্ণববেশ ধারণ কোরে, হরিভক্তদের সঙ্গে হরিমন্দিরে গিয়ে, তাঁ'র গান শ্রবণ কর্‌বো।

তান্। জাঁহাপনা! আপনি মুসলমান হয়ে, বিধর্ম্মী কাফের বৈষ্ণবের বেশ ধারণ কোরে, কাফের বৈষ্ণবীর গান শুন্‌তে যা'বেন? সেখানে আবার কাফের দেবতা আছে।

আক্। তানসেন! তুমি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলে; এখন মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ কোরেছো; কিন্তু, সত্য বল দেখি, ধর্ম্মতারতম্য কিছু আছে কি না? সত্য বল?

তান্। হে ধর্ম্মশীল সম্রাট্! আপনি সত্যস্বরূপ, অতএব আপনার নিকট সত্যই বোল্‌বো। আমি হিন্দু হয়ে মুসলমান হয়েছি, সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরেচি।

আক্। সূক্ষ্ম মর্ম্ম কি?

তান্। সমস্ত ধর্ম্মের মূল অভিন্ন।

আক্। তুমি অভ্রান্ত। তোমারও যা মত, আমারও তাই। তবে কেন তুমি আমাকে বৃথা ধর্ম্মভ্রান্তিতে জড়ীভূত করচো? আমার নিকটে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে সমান।

তান্। এই জন্যই আপনাকে হিন্দুমুসলমান্ সমানরূপে ভক্তি করে—পূজা করে। আপনি ধর্ম্মাদর্শ সম্রাট্।

আক্। তোমাকেও বৈষ্ণববেশে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।

তান্। আমি তো সম্রাটের চিরানুগত ভৃত্য। কবে চিতোর নগরে শুভ গমন কোর্ব্বেন?

আক্। সে কথা ভেবে বল্‌বো। তুমি এখন গোপনে গোপনে ছদ্মবেশের আয়োজন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজোদ্যান।

পুষ্পাধার লইয়া দুই জন উড়িয়া মালীর প্রবেশ।

(মালিদ্বয়ের পুষ্পসংগ্রহ)

রসকুম্ভের প্রবেশ।

রস। ওরে চিনির বলদরা! এখনো ঠাকুরবাড়ীতে ফুল নিয়ে যাস্‌নি কেন?

১ম মালী। ঠাকুরজী! চিনি কু বলদ্ কড় কহুছন্তি?

রস। চিনির বলদ যেমন চিনি বয়, অথচ চিনির স্বাদ জানে না, তেমনি তোরা ফুলের ঝুড়ি বোস, অথচ ফুলগন্ধের মজা জানিস্ নি।

১ম মালী। ইয়া কথা মিছি নই।

রস। যা শীগ্‌গির ফুল নিয়ে যা। রাণীজী গোবিন্দ-মন্দিরে আছেন। পূজার বেলা হয়ে উঠ্‌লো।

১ম মালী। দণ্ডবত। (দ্বিতীয় মালীর প্রতি) আরে মন্না। ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি মন্দিরমু চলি চ।

[মালিদ্বয়ের প্রস্থান।

রস। মহারাণীর অদ্ভুত ক্ষমতা, দেক্তে দেক্তে চিতোরনগরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে বিষ্ণুভক্ত কোরে তুল্‌লেন। সত্যযুগের প্রহ্লাদ কি কলিকালে নারীরূপে মীরাবাই নামে চিতোরে অবতীর্ণ হয়েচেন? আমি হেন পাষণ্ডও মহারাণীর কণ্ঠে হরিগুণগান শ্রবণ কোরে, তোষামোদ প্রভৃতি পাপকার্য্যগুলো এক একবার ভুলে যাই। কিন্তু এখনো ষোল আনা ভুলতে পারিনি। এ ঠিক যেন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য। শ্মশান দেখ্‌লে সংসার ভুলি— সংসার দেখ্‌লে শ্মশান ভুলি। আমার মত দুমনা মানুষই জগতে পৌনে ষোল আনা। অর্থই যত অনর্থের মূল।

কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। রসকুম্ভ! তোমার মুখে বিরক্তিচিহ্ন কেন?

রস। অর্থ ই যত অনর্থের মূল।

কুম্ভ। অর্থের মায়া পরিত্যাগ কর।

রস। লোকের ধোঙার পাটি প'ড়ে সব মাটি।

কুম্ভ। স্থানবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। সৎসঙ্গে সৎভাব ও অসৎসঙ্গে অসৎভাব ঘটে। অতএব, তুমি বৃথা অনর্থমূল অর্থের লোভে হরিনামরূপ পরমার্থ হারিও না। বরঞ্চ! মহারাণী পূর্ব্বের লৌকিক ভাব পরিত্যাগ কোরে, পরম হরিভক্ত হয়েচেন। আমি তাঁর পরামর্শে এ হেন অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া মমতা পরিত্যাগ কোরে, হরিপদে মনঃপ্রাণ অর্পণ করেচি। তুমি, ভাই, সামান্য অর্থের লোভ পরিত্যাগ কোত্তে পাচ্চো না?

রস। বড় গাছে বড় ঝড়ের ধাক্কা লাগে। আপনারা রাজা রাণীরূপ বড় গাছ, সুতরাং হরিনামরূপ ঝড় ধাঁ কোরে লেগে গেছে। আমি একটা অতি ক্ষুদ্র ঘাসগাছ, সুতরাং হরিনামরূপ ঝড় উপর দিয়ে বয়ে যাচ্চে—নাগাল পাচ্চিনি।

কুম্ভ। তোমার সেটা নিতান্ত ভ্রম। হরিনামরূপ প্রেমতুফানের হিল্লোলে ছোট বড় সবাই দোলে। কিন্তু তুফান দেখে, অবিশ্বাসে অর্থরূপ গর্ত্তের মধ্যে সর্পের মত ঢুকুলে, নরকের জীব নরকেই থাকে।

রস। (স্বগত) রাজার উক্তি সার যুক্তি; কিন্তু "মরণ সময়ে রোগী ঔষধ না খায়"। তাই বলচি, অর্থ ই যত অনর্থের মূল।

কুম্ভ। রসকুম্ভ! চল, গোবিন্দমন্দিরে যাই। সেখানে মহারাণী আছেন। আমি ভক্তকবি জয়দেবপ্রণীত "গীতগোবিন্দের" যে টীকাখানি রচনা করেচি, তা তোমাকে শোনাবো চল।

রস। চলুন, মহারাজ! (উভয়ের কিছু দূর গমন) ও হো হো, তাই তো!

কুম্ভ। ব্যাপার কি?

রস। অগ্রে আপনি গোবিন্দমন্দিরে যান। একটু পরে আমি যাচ্চি।

কুম্ভ। তবেই তুমি গিয়েচ।

রস। (স্বগত) তা ঠিক। আমার এ জাগায় ছেঁড়া পাগলা মন-ঘোড়া কেবল টাকারূপ ঘাসের খা'বার জন্যেই রাজা রাজড়ার ভাণ্ডাররূপ মাঠের দিকে দৌড়ায়; ভুলেও গোবিন্দমন্দিরের দিকে মুখ ফিরোয় না। করি কি? উপায় কি?

কুম্ভ। কেন বিলম্ব কোচ্চো, চল না?

রস। কেন বিলম্ব কচ্চেন, যান না?

কুম্ভ। তোমায় নিয়ে যা'ব।

রস। (স্বগত) মোহরগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেচি, এক বার গুণে গেঁথে দেখি গে। রাজা রাণী বলেন, গোবিন্দজী মনোহর। আমি বলি, মোহরজী মনোহর। কিন্তু—কিন্তু—আঁ—আঁই তো—অর্থই যত অনর্থের মূল। আচ্ছা, এক জন সুদখোরের কাছে এ বিষয়ের মীমাংসা ক'রে নেওয়া যাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—একটি পথ।

বৈষ্ণববেশে আক্‌বর শাহ ও তান্‌সেনের প্রবেশ।

আক্‌। তান্‌সেন! কেউ কি আমাকে বাদশাহ বোলে চিন্‌তে পারবে?

তান্‌। চিন্‌তে পারা তো দূরের কথা, জাঁহাপনা! বরং আপনাকে এক জন পরম বৈষ্ণব বোলে, পরম শ্রদ্ধা সম্মান কোর্‌বে। বেশভূষাতেই মনের সঙ্গে শরীরের ভাবান্তর ঘটে। বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ ও রত্নভূষণের ভাব রাজসিক এবং অতিতুচ্ছ ভক্তবেশের ভাব সাত্বিক। উচ্চবেশে মনে অহঙ্কার হয়, তুচ্ছবেশে মনে অহঙ্কার প্রবেশ কোত্তে পায় না। অহঙ্কারই আত্মনাশের মূল আর বিনয়ই আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন।

আক্‌। বাস্তবিক, তান্‌সেন! এই জন্যই যোগী, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেসেরা সম্রাটেরও পূজনীয়।

তান্‌। সম্রাট! যখন আমি আপনাকে রাজবেশে রাজসিংহাসনে বিরাজমান দেখি, তখনও আমার মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান জাগরিত হয়; আবার এখনও আপনার এই বৈষ্ণব-বেশ দর্শন কোরে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান জাগরিত হচ্চে। কিন্তু এই উভয় বেশে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মানের তারতম্য আছে। রাজবেশের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মানে পরকীয় ভাব, কিন্তু এই বৈষ্ণববেশে আত্মভাব আমার অন্তঃকরণে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখন আমার জ্ঞান হচ্চে, ভারতেশ্বর আক্‌বর বাদশাহ এবং তাঁহার সামান্য ভৃত্য তান্‌সেন অভিন্ন—সমান।

আক্‌। মিঞা! সত্য বলেচ। তোমারও বৈষ্ণববেশ দর্শন কোরে, এখন আমি, তোমাতে আমাতে স্বতন্ত্র জ্ঞান কচ্ছি না। ঈশ্বরের রাজ্যে সকল জীবই যে সমান এবং সকলেই যে তাঁ'র শ্রীচরণ সমীপে এক সন্তান, তা অদ্য আমাদের সমবেশে প্রত্যক্ষ হল। চল, মিঞা, এইবার চিতোরনগরে গমন করি।

তান্‌। জাঁহাপনা! সর্ব্বদা আপনি রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ শকটে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, আজ এই বৈষ্ণব-বেশে পদব্রজে আপনার চিতোরযাত্রায় না জানি, কত কষ্টই অনুভব কচ্চেন।

আক্‌। না, তান্‌সেন! আমার কোন কষ্টই হয় নি। বেশগুণে ক্লেশ নষ্ট হয়েচে। চল এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—গোবিন্দমন্দির।

সিংহাসনে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি বিরাজিত। মীরাবাই ও স্ত্রীপুরুষ হরিভক্তগণ।

সকলে। (হরিসঙ্কীর্ত্তন)

জয় গোবিন্দ, চিদানন্দ, নন্দগোপনন্দন।
কালীয়দমন, মদনমোহন, সুরনরগণবন্দন॥
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
ময়ূরপুচ্ছ চূড়াতে সাজে,
বামে রাধারাণী রাজে,
জলদে বিজলীলাঞ্ছন;—
ভক্তজীবন, পাপিপাবন, হর হরি ভববন্ধন॥

ছদ্মবেশে আক্‌বর শাহ ও তান্‌সেনের প্রবেশ।

আক্‌। মহারাণি! আমরা অনেক দূর থেকে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমাদের ঐকান্তিক বাসনা, আপনার কণ্ঠে হরিগুণগান শ্রবণ করি।

মীরা। (সানন্দে অভিবাদন করিয়া) আজ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, দু'জন দূরদেশবাসী পরম বৈষ্ণবকে হরিনাম শ্রবণ করা'ব। আপনারা কি শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে শুভাগমন করেছেন।

আক্‌। শ্রীবৃন্দাবনধামের নিকটবর্ত্তী স্থান হ'তে আগমন করেছি। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা নদী প্রবাহিতা, আমাদেরও বাসস্থানে যমুনা নদী প্রবাহিতা।

মীরা। ধন্য ধন্য!

(গীত)

নীলসলিলা, লহরীলীলা, ওগো যমুনা তটিনী।
তোর শ্যামতটে শ্যামের বাঁশরী,
বাজিত দিনযামিনী॥
ও তোর নীল কোমল গায়,
ছলিত শ্যামের নীল কায়,
নীলে নীলে নিখিল ধরণী হইত নীলবরণী;—
শুনিয়ে মুরলী, উছলি উছলি,
ছ'তিস্ উজানবাহিনী॥

আক্‌। ধন্য মা মহারাণি, ধন্য আপনার কণ্ঠস্বর!

তান্‌। আপনি যে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবী, তা'র সন্দেহ নাই।

মীরা। পূজনীয় বৈষ্ণব যুগল! আমি সামান্যা মানবী, আমাতে কোন গুণই নাই।

আক্‌। যিনি সদা ঈশ্বর-গুণগানে আত্মহারা হ'য়ে, সকলকে সৎপথে আনয়ন করেন, তিনি সর্ব্বশুভগুণের অধিকারিণী। (তান্‌সেনের প্রতি জনান্তিকে) কেমন তান্‌সেন!

তান্‌। (জনান্তিকে আক্‌বরের প্রতি) পৃথ্বিনাথ! আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, মহারাণী মীরাবাই সাক্ষাৎ সরস্বতী।

আক্‌। মহারাণি! আমি গোবিন্দজীকে কিঞ্চিৎ পূজা দিতে ইচ্ছা করি। এই যৎসামান্য মুক্তামালা বিগ্রহের কণ্ঠদেশে সংলগ্ন ক'রে দিন। (মুক্তামালা অর্পণ)

মীরা। (সাশ্চর্য্যে) এ তো যৎসামান্য মুক্তামালা নয়, এ যে বহুমূল্য মুক্তামালা। এর মূল্য অন্যূন দশ লক্ষ মুদ্রা। আপনারা ভিক্ষুক বৈষ্ণব, এ অমূল্য মালা কোথায় পেলেন?

আক্‌। রাজ্ঞি! যমুনায় স্নান কর্‌বার সময় কুড়িয়ে পেয়েছি। সেই জন্য দেবতাকে অর্পণ কচ্চি। আপনি গোবিন্দজীর কণ্ঠে পরিয়ে দিন।

মীরা। (তদ্রূপ করিয়া) গোবিন্দজীর প্রসাদ গ্রহণ করুন। (আক্‌বর শাহ ও তান্‌সেনকে প্রসাদ অর্পণ)

আক্‌। এক্ষণে বিদায় হই।

তান্‌। (গীত)

সোহি ধন্য, সোহি মান্য,
জগভর ওয়াকো কীরতি ধাওয়ে।
যোহি অন্য, চিন্তা ভিন্ন,
প্রেমভর প্রভু-মহিমা গাওয়ে॥
ওয়াকো না রহে পাপলেশ,
তাপদাপ হোরত শেষ,
প্রেমপূর্ণ স্বরগ দেশ,
তু'পর ওহি ভকত পাওয়ে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজকক্ষ।

রসকুম্ভের প্রবেশ।

রস। লোকে কথায় বলে, "মারি তো হাতী লুট তো ভাণ্ডার" আমার দুটোই উপস্থিত। হাতী

মেরেচি, তাওয়ারও লুটেচি। হাতী কে?—রাণী মীরাবাই। তাওয়ার কি?—আকবর বাদশাহের দশ লক্ষ টাকার মুক্তার মালা। একবার মহারাণাকে পেলে হয়। "শুভস্য শীঘ্রম্" সুতরাং তাঁর কাছে যা'ব কি? উঁহুঁ—যা'ব না। "শুভস্য বটে, কিন্তু নেহাৎ তাড়াতাড়িতে সব সময়ে মৎলব হাসিল্ হয় না। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এই যে মহারাণা আসচেন। আমিও কাঁদপাতা মূর্ত্তি ধারণ কোরে দাঁড়াই। (বিস্ময়প্রকাশসূচক মূর্ত্তি ধারণ)

কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। এ কি, বয়স্য! এ কি মূর্ত্তি?

রস। (নিরুত্তর)

কুম্ভ। কি দেখে এমন হতভম্ভ হয়েছ?

রস। (নিরুত্তর)

কুম্ভ। কথা ক'চ্ছ না যে?

রস। (নিরুত্তর)

কুম্ভ। উৎকট ক্ষুধারূপ বজ্রাঘাতে কি নির্জ্জীব হয়েছ?

রস। না, মহারাজ! ক্ষিদে তেষ্টা এ জন্মের মত বিদেয় নিয়েচে।

কুম্ভ। ব্যাপার কি?

রস। ভয়ে বল্‌বো, না অভয়ে বল্‌বো?

কুম্ভ। অভয়ে বল।

রস। তবে বলা হ'ল না।

কুম্ভ। ভাই, তুমি আজ এ কি পরিহাস কোচ্চো?

রস। না, মহারাজ, পরিহাস নয়। যাঁর নুণ খাই, তাঁর গুণ গাই।

কুম্ভ। ব্যাপার কি বল দেখি?

রস। এত দিনে আপনার মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, গৌরব-সৌরভ সমস্তই ঘুচ্‌লো।

কুম্ভ। (বিস্ময়ে) সে কি! কেন?

রস। না, মহারাজ, বল্‌বো না! ভয় হয় বড়।

কুম্ভ। কোন ভয় নাই। যদি পরিহাস না হয়, নির্ভয়ে বল।

রস। এত দিনে আপনি অকূলকলঙ্কসাগরে ডুব্‌লেন।

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) সে কি! হয়েছে কি?

রস। থাক্, মহারাজ, শুনে কাজ নাই। আমি যাই।

প্রস্থানোদ্যোগ।

কুম্ভ। (হস্ত ধরিয়া) আমার শপথ, বল।

রস। ইচ্ছে করে বল্‌বো না, কিন্তু সেই ভৃত্যই যথার্থ ভৃত্য, যে প্রভুর মঙ্গলকামনা করে। আর সেই প্রভুও যথার্থ প্রভু, যিনি প্রভুভক্ত ভৃত্যের মঙ্গলময় সৎপরামর্শ শ্রবণ করেন।

কুম্ভ। আঃ, তোমার গৌরচন্দ্রিকা রাখ। কি হয়েচে বল?

রস। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) মহারাজ! এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। অন্তরালে চলুন।

কুম্ভ। জড় পদার্থ দেওয়ালের আবার কান কি? তুমি বল।

রস। আমি নিজে নিজেরই কানকে বিশ্বাস করি নি, তা দেওয়াল।

কুম্ভ। তা তুমি এম্নি বিশ্বাসের পাত্রই বটে!

রস। পরিহাস রাখুন। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। অচল হরিভক্তি হ'লে অটল মঙ্গল হয়। নইলে অত দূরদেশ থেকে দু'জন পরম বৈষ্ণব এসে, প্রভু গোবিন্দজীকে কেন দশ লক্ষ টাকার মুক্তাহার পুজোপহার দিয়ে যা'বেন আমার হরিসেবা ধন্য! আমার হরিভক্তি ধন্য! আজ মহারাজকে এই শুভ সংবাদ দিয়ে, আমার হৃদয়ের আনন্দপ্রকাশ করবো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—কারাগার।

বন্ধনাবস্থায় রসকুম্ভকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। (সরোষে) ধিক্ পাপিষ্ঠ! আমি দুগ্ধপান করিয়ে তোর মত কালসর্পকে গৃহে পরিপোষণ কোচ্চি। রে দুর্ম্মতি! তোর সঙ্গে পরিহাস করি বোলে, তুই একেবারে আমার মস্তকে আরোহণ ক'ত্তে ইচ্ছা করেছিস্?

রস। (সভয়ে) আমি সত্য কথা বোলে মহারাজের নিকট অপরাধী হ'লেম, এই দুঃখ আমার বক্ষে যেন শূলতুল্য বিদ্ধ হ'চ্চে।

কুম্ভ। এখনো লৌহ-শূল বাকি।

রস। (সভয়ে) দোহাই মহারাজ চিতোর-পতি! আমি আপনার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী।

কুম্ভ। তাই পতির সম্মুখে পত্নীর অযথা ঘোরতর নিন্দা। নরাধম! আমার অন্নে তোর এতদূর দুঃসাহস হ'বে, তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। নিন্দা ব'লে নিন্দা, এ নিন্দার অপেক্ষা আর কি নিন্দা আছে?

রস। মহারাজ! শূলে দিতে হয় শূলে দিন, বন্ধন খুলে দিতে হয় খুলে দিন, কিন্তু আমি নিন্দুক নই। সত্যই আমার প্রাণ।

কুম্ভ। আচ্ছা, এখন এই কারাগারে অবরুদ্ধ থাক্। তার পর প্রমাণে তোর প্রাণের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণিত হ'বে। (কারাগার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া তালাদ্বারা দ্বাররুদ্ধ করিতে করিতে স্বগত) আমাকে একবার গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়ে মুক্তামালা দেখ্‌তে হ'চ্চে। পাপিষ্ঠ আমার পরম পতিব্রতা হরিভক্তিমতী মহিষীর প্রতি যেরূপ বৃথা দোষারোপ করেচে, তা'র প্রতিশোধ এই দুরাত্মার প্রাণদণ্ড।

[রেগে প্রস্থান।

রস। (সকাতরে) হা পোড়া কপাল রে! হিতে বিপরীত হ'ল! মুক্তোর মালাছড়াটার লোভে প্রাণটা গেল! তা আর এখন ভেবে কি হ'বে! যেমন কর্ম্ম তেমি ফল! পাপ ক'ল্লেই ভুগ্‌তে হয়। পরের মন্দ ক'ত্তে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। ভগবান্ হরির উপর আমার বিশ্বাস নেই। আমি হরিভক্তির ভণ্ডামি ক'রে যেমন পাপ স্বার্থ সাধন কোত্তে বুক বেঁধেছিলেম, হাতে হাতে, মুখে তেমি চুণ কালি পড়্‌লো—শূলের হুলে প্রাণটা গেল! কেন ছাই, এমন কথা রাজাকে বোল্লেম। ছাই কেন? আমি তো ঠিক্ ব'লেচি। আমার দোষ কি? যত দোষ রাজার। কেন রাজা আমায় অভয় দিলেন? অভয় দিয়ে শেষে কি এম্নি কোরে ভয় দেখায়? না দেখাবেই বা কেন? "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।" তা এ হাতে দড়ি হ'লেও বাঁচ্‌তেম, কিন্তু হাতে দড়ি নয়, তাতে শূল! (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া অত্যন্ত ভয়ে) ঐ যে আমার কালপুরুষ আবার এল। যে মুক্তোর মালাকে পূর্ব্বে আমি প্রাণের মালা ভেবেছিলেম, সেই মুক্তোর মালা এখন আমার পক্ষে ফাঁসীর দড়ির মত রাজার হাতে দুল্‌চে। হায় হায়, কি হ'বে! মলেম—গেলেম!

মুক্তামালা-হস্তে কুম্ভের পুনঃপ্রবেশ।

কুম্ভ। বয়স্য! আমি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি। তুমি অপরাধী নও—আমিই অপরাধী। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে।

রস। (স্বগত) এর নাম কি শূলে দেবার সান্ত্বনা!

কুম্ভ। তোমায় কারাগার হ'তে মুক্ত ক'ল্লেম। বাস্তবিক তুমি আমার পরমহিতৈষী।

রস। (স্বগত) সাধে কি বল্‌ছিলেম, "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" গতিক কিন্তু ভাল নয়।

কুম্ভ। (কারাগারের দ্বারোন্মোচন করিয়া) বেরিয়ে এস।

রস। (তথাকরণ)

কুম্ভ। এই মুক্তামালা তোমাকে পুরস্কার দিলেম।

রস। মহারাজ! মরাকে আর মারেন কেন?

কুম্ভ। না, বয়স্য, তা নয়। তোমার কথাই বাস্তবিক। এই দেখ মুক্তাহারের পদকে আমার পরম শত্রু যবন আক্‌বর শাহের পাপ নাম খোদিত আছে। তোমারই কথা সত্য, আমার পত্নী কলঙ্কিনী। হরিভক্তি তা'র কলঙ্কপসরা। আমি নিতান্ত স্ত্রৈণ, তাই তা'র কথায় বিশ্বাস কোরে হরিভক্ত হয়েছিলেম। আজ হ'তে আর আমি হরিভক্ত নই: হরি আমার দেবতা নয়। ধিক্ তুলসীমালায়! ধিক্ তিলকরেখায়! (কণ্ঠস্থ তুলসীমালা ছিন্ন করণ ও ললাটস্থ তিলকরেখা মুছন)

রস। মহারাজ গরীবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে।

কুম্ভ। যাও, তুমি এই মালা নিয়ে প্রস্থান কর। আমিও কলঙ্কমোচনের উপায় করি।

[বেগে প্রস্থান।

রস। (স্বগত) প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তবে মেলে এ হেন রতন! কেমন খেলা খেল্‌লেম, দশ লাখ টাকা মার্‌লেম। কিন্তু, মহারাণী পাপে নেই, পাপে আমিই। কলিকালে ঠিক্ বিপরীত; পুণ্যি যে করে, আগে সে মরে। যে করে পাপ, সে দশ লাখ টাকার বাপ। কলিকালে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম, হরি ফরি! কেবল স্বার্থসাধনের জন্য পাপের জাল ফেল, ক্ষেপে ক্ষেপে বড় বড় রুই কাতলা প'ড়্‌বে। যদি মহারাণীর ঘাড়ে এই ভয়ঙ্কর দোষটা না চাপাতেম, তা হ'লে নিজেই ঠক্‌তেম। কলিকালে পরকে না মার্‌লে, টাকা হয় কই? তবু একটু দুঃখ হ'চ্চে। না জানি, মহারাণীর আজ কি সর্ব্বনাশ ঘ'টবে। তা কি কর্‌বো বল? রাজা বেঁচে থাক্‌লে অমন ঢের ঢের রাণী যুটবে।

[প্রস্থান।

বেগে মীরার প্রবেশ।

মীরা। শুন্‌লেম, মহারাজ না কি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হয়ে, নিরীহ রসকুম্ভকে কারাগারে বদ্ধ কর্‌বার জন্য এনেচেন? কই? কারাগার তো শূন্য। ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। এখনো, বোধ হয়, আসেন নি। এলে আমি মহারাজকে অনুরোধ কোরে গরীব বেচারাকে মুক্তি দান কর্‌বো। আমার পরমপূজনীয় স্বামী মহারাজ চিতোরপতি আমার ইষ্টদেবতা; তিনি হরিভক্ত; তবে কি এ নিষ্ঠুর কার্য্য করা তাঁ'র উচিত? আজ অবশ্যই হরির কৃপায় রসকুম্ভ রক্ষা পা'বে।

বেগে কুম্ভের প্রবেশ।

স্বামিন্! আপনি না কি রসকুম্ভকে কারারুদ্ধ ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছেন? আপনার চরণে ধরি, তা'কে ক্ষমা করুন।

কুম্ভ। (রোষে স্বগত) পাপিষ্ঠে, কুলকলঙ্কিনি! তা'কে ক্ষমা ক'রেচি, কিন্তু তোকে ক্ষমা কর্‌বো না। রে দ্বিচারিণি! তোকে তোর পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেবো।

মীরা। মহারাজ! আজ আপনার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হয়েচে, তাই এখনো আপনার বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'চ্চে না। স্বামিন্! নিরীহ রসকুম্ভকে ক্ষমা করুন্। তা'কে অন্য কোন স্থানে কি রুদ্ধ কোরে রেখেছেন? চলুন্, স্বামিন্, তা'কে মুক্ত কর্‌বেন চলুন।

কুম্ভ। (স্বগত) আর এ পিশাচীর মুখ দেখ্‌তেও ইচ্ছা করে না। ভ্রষ্টার মুখদর্শনে পাপ হ'বে। অবিলম্বে পাপিষ্ঠার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

[বেগে প্রস্থান।

মীরা। (সবিস্ময়ে) তাই তো, এমন ক্রোধ তো এঁ'র কখনও দেখিনি। আহা, নিরপরাধীর আজ, না জানি, কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ ঘটবে। (কৃতাঞ্জলিপুটে)

(গীত)

হে ভয়ভঞ্জন, রোষরিপুগঞ্জন,
কৃষ্ণ নীলাঞ্জন রাধারঞ্জন।
সঙ্কট ঘোরে, ডাকি তোমারে,
কর, প্রাণদান, বাধাভঞ্জন।
জয় মুরারে, জয় মুরারে,
জয় মুরারে, শ্রীমধুসূদন॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—দেবোদ্যান।

অম্বু ও জম্বু কোদালীদ্বারা একটা বৃহৎ গর্ত্তখননে ও ঝুড়ীদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলনে নিযুক্ত।

অম্বু। ভেইয়া জম্বু হো! মট্টিয়া বড়িয়া কড়া হো। কুদারী টুটে, তব্‌ভি মট্টি ন কাটে। কয়সন্ করব্ হো?

জম্বু। ভেইয়া অম্বু হো! জোর সে কুদারী মারো, টোক্‌রী ভরো, ঝট্‌সে গহড়া করো।

অম্বু। আরে খশুরা! তু তো হুকুম হাসিল্ করৎ বা, লেকেন্ হুকুম তামিল্ কোন্ করব্ রে? সারে বদনমে পশিনা ভয়ল্ বা রে বাপ্। হাম্‌কো টোক্‌রী দে, তু কুদারী লে।

জম্বু। লাও ভালা। দেখ্ মেরা তাকৎ। (অম্বুর হস্ত হইতে কোদালী লইয়া, তাহাকে ঝুড়ী দিয়া, গান গাইতে গাইতে তালে তালে কোদালীর আঘাত করিয়া মৃত্তিকাখনন)

(গীত)

মট্টিমে সব হুয়া (হো হো হো হো)
হীরা পান্না সোণা চাঁদি পিত্তল তামা লোহা॥
অম্বু জম্বু বম্বু গম্বু মট্টিমে সব্ কোই,
হাতী ঘোড়া চিড়িয়া ভেড়া রাজা উজীর মিঞা।
ফের্ মট্টিমে সব্ গিয়া॥

অম্বু। বস্ কর্। হো গিয়া। অব্ চল্ ভেইয়া, উঙ্গা পেড়্‌কা আড়ে দম্ লেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সখীগণের সহিত মীরার প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

অচল হো রে সচল পওঅন,
ফুলসুরভি ন কর হরণ;
সুরভিহীন ফুলফুল ভারি,
কয়সে পূজব হরিকি চরণ॥
শুন শুন ফুলকুমারি, ছিপক ছিপক রহ রে,
লোভী পওঅন আওত ধাই,
সৌরভ নহি দিহ রে;—
হম্ কুলনারী, তুহুঁ ফুলনারী,
মান্, রে গোরি, মোরি বারণ॥

[সখীগণের প্রস্থান।

অম্বু ও জম্বুর পুনঃপ্রবেশ।

উভয়ে। (মীরাকে প্রণাম)

মীরা। কি সংবাদ?

অম্বু। মহারাণী জী! মহারাজকা এক পরওয়ানা।

মীরা। কিসের পরওয়ানা?

অম্বু। আপিকে। এহি লিজিয়ে, পঢ়িয়ে।

মীরা। (পরওয়ানা পাঠ করিয়া গভীর দুঃখে স্বগত) হা বিনামেঘে বজ্রাঘাত! স্বপ্নের অগোচর ঘটনা! মীরার প্রাণদণ্ড! হা অদৃষ্ট!—হা মীরা! তুই হরিপূজা কোরে, শেষে এই পুরস্কার পেলি! বোধ হয়, অবশ্য তোর হরি-সেবা যথাবিধানে সাত্ত্বিক ভাবে হয় নি, তাই তোকে মহারাজের আদেশে ভূগর্ভে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত হ'তে হবে। মহারাজ—দুঃখিনী মীরার স্বামী—জীবনসর্ব্বস্ব! আমি কিসে কুলকলঙ্কিনী, ভ্রষ্টা, কুলটা হয়েছি, তা এখনো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। ভগবান্ সর্ব্বসাক্ষী হরিই জানেন, আমি ভ্রষ্টা কি পতিব্রতা। কে আপনার নিকট

আমার বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর অপবাদ র'টিয়েছে? সে যে হোক্ হরি তাকে ক্ষমা করুন্। অথবা যদি আপনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে এরূপ নীচ জ্ঞান কোরে থাকেন, তা হলেও দয়াময় হরি আপনাকে ক্ষমা করুন্। স্বামিন্! আমি হরির শপথ কোরে ব'লচি, আমি আপনি ব্যতীত অন্য পুরুষকে জানি না। মহারাজ! আপনিই আমার স্বামী; অন্য পুরুষ আমার সর্ভজ পুত্রতুল্য। তবে যদি, আমি প্রাণত্যাগ কোল্লে আপনি শান্তি লাভ করেন, আমি অবিলম্বে আপনার আদেশ প্রতিপালন করবো। পতি বই পত্নীর গতি কৈ? পতিই পত্নীর সর্ব্বস্ব—পতিই নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। অতএব পতির আদেশ পতিব্রতা নারীর অবশ্য পালনীয়। (অম্বু ও জম্বুর প্রতি প্রকাশে) আমি অন্তিম সময়ে একবার মহারাণার পাদপদ্ম দর্শন ক'ত্তে বাসনা ক'চ্চি। আমাকে নিয়ে চল্। তিনি এখন কোথায়?

অম্বু। রাণী জী! মা জী! পরওয়ানামে——

মীরা। বটে, বটে, পরওয়ানায় মহারাজ লিখেছেন, আর আমার মুখদর্শন ক'রবেন না। আচ্ছা, আর আমি যা'ব না। এখনি আমি মহারাণার আদেশে এই গর্ত্তমধ্যে ঝাঁপ দিচ্চি। তোরা আমাকে মাটি চাপা দিয়ে বধ্ কর্। কিন্তু আমার একটি শেষ কথা তোদের রাখ্‌তে হবে।

অম্বু। হুকুম কিজিয়ে, মা জী!

মীরা। আমি গোবিন্দজীর বৈকালিক পূজার জন্য দেবোদ্যানে পুষ্পচয়ন ক'ত্তে এসেছিলেম। এই সাজীভরা ফুলে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করবো, কিন্তু আর তাঁর বিপদভঞ্জন চরণযুগল দেক্তে পা'ব না। এখন উদ্দেশে এই ফুলগুলিতে একবার সেই বিশ্ববিধাতা সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম পূজা করি। তোরা একটু অপেক্ষা কর্।

অম্বু। যো হুকুম, রাণী মাই!

মীরা। (গীত)

(হরি!) তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ,
দারুণ মরণ-গ্রাসে।
ছার তনু প্রাণ, করিব প্রদান,
তব কৃপালাভ-আশে॥
(আমার তুমি বই আর কেউ নেই,
তুমি অগতির গতি হরি হে)
তব পদযুগে, ভক্তি অনুরাগে,
শেষ ফুলকুল ঢালি।
কর হে গ্রহণ, মদনমোহন,
ব্রজরাজ বনমালী॥
(দাসীর প্রতি দয়া কোরে,
রাখ দাসীরে ঐ চরণতলে)

(পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে গর্ত্তমধ্যে ঝম্প প্রদান)
(অম্বু ও জম্বু কর্ত্তৃক মৃত্তিকা নিক্ষেপে গর্ত্ত পরিপূর্ণ করণ)

অম্বু। চল্, জম্বু, মহারাজকো খবর দেউ।

[উভয়ের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে কুম্ভের প্রবেশ।

। কই? কই? এই যে মৃত্তিকা-স্তূপ। কলঙ্কিনী এই গর্ত্তমধ্যে, মৃত্তিকারাশিতে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রেচে। পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েচে। পিশাচি! অনন্তকাল এই নরককুণ্ডে তুই তোর পাপ আত্মার সহিত কর্ম্মফল ভোগ কর্। ভ্রষ্টা ছিচারিণি!

মীরা। (গর্ত্তমধ্য হইতে) স্বামিন্! হরি সাক্ষী, মীরা ভ্রষ্টা ছিচারিণী নয়।

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! মীরার কণ্ঠস্বর না? না না, সে পাপিষ্ঠা তো ঐ গর্ত্তমধ্যে জীবন্ত প্রোথিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেচে। এ আমার মনের ভ্রম! বৃথা তা'র কণ্ঠস্বর অনুমান ক'চ্চি! যাই এইবার স্নান কোরে পবিত্র হই। (সহসা গর্ত্তোপরি জ্যোতিঃপ্রকাশ ও কৃতাঞ্জলিপুটে মীরার উত্থান। তদ্দর্শনে অধিকতর বিস্ময়ে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ কে! এ কে! সেই কলঙ্কিনী মীরা না? পাপিষ্ঠা জীবিতা, না প্রেতযোনিপ্রাপ্তা? (প্রকাশে) কে তুই?

মীরা। (কুম্ভের পদমূলে পতিত হইয়া) দাসী চিতোরপতি মহারাণার ধর্ম্মপত্নী অভাগিনী মীরা।

কুম্ভ। তুই জীবিতা না মৃতা?

মীরা। দাসী জীবিতা।

কুম্ভ। না, তুই প্রেতযোনি।

মীরা। না, স্বামিন্! দাসী জীবিতা।

কুম্ভ। তুই জীবিতা আছিস্ কিরূপে?

মীরা। (গীত)

বুঝি বুঝি বুঝতে নারি
কেমনে পেয়েছি প্রাণ।
কি এক নীল জ্যোতি এসে
কোরে গেল জীবনদান॥
আঁধারে মাটির মাঝে,
শুনেছিনু নূপুর বাজে,
লোহিত বরণ যুগল চরণ,
আমার পানে ধাবমান;—
সেই চরণ ধোরে, মরণ ঘোরে
পেয়েছি, নাথ, পরিত্রাণ॥

কুম্ভ। (স্বগত) এ তো দেখ্‌ছি গোবিন্দজীর পাদপদ্ম। তিনিই মীরাকে মৃত্যুমুখ হ'তে উদ্ধার করেছেন। এতক্ষণে বুঝ্‌লেম—এতক্ষণে আমার সন্দেহ নিরাশ হ'ল, মীরা ভ্রষ্টা নয়। ভ্রষ্টা রমণী কখনই এরূপে নিদারুণ মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা পেতে পারে না। আমি পূর্ব্বে যা ভেবেছিলেম, তাই সত্য—দুরাত্মা রসকুম্ভই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধী। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি। (প্রকাশে) পত্নি! আমি তোমার প্রতি বৃথা দোষারোপ ক'রেচি। মনুষ্য সন্দেহের ক্রীতদাস, তাই তোমায় নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছি। এক্ষণে তার জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হয়েচি। আমাকে ক্ষমা কর।

মীরা। ভগবান্ হরি আপনার অযথা সন্দেহ বিনাশ করেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁ'র পাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি।

কুম্ভ। আমিও ভগবান হরির পাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি। তাঁরই কৃপায় আমি আমার হারানিধি আবার পেলেম। মহিষি! তোমাকে আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।

মীরা। আদেশ করুন্।

কুম্ভ। আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে চল।

মীরা। দাসী আপনার চিরাধিনী। আপনি কায়া, দাসী ছায়া। কায়া ব্যতীত ছায়া কখন স্বতন্ত্র থাকতে পারে না।

কুম্ভ। (স্বগত) আমাকে ধিক্! আমি এমন হরিভক্ত সতী লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীকে নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার।

রসকুম্ভ, অম্বু ও জম্বুর প্রবেশ।

রস। ক হাত গর্ত্ত করেছিলি?

অম্বু। চওড়া তিন হাত, লম্বা পাঁচ হাত, গহেড়া নও হাত।

রস। গহেড়া দশ বার হাত কোত্তে পারলি নি?

অম্বু। ভর্‌ভরায় পানী উঠল্‌বা।

অম্বু। ফকৎ বালু আউর কঙ্কর।

রস। হাঁ, রাজপুতানা যে বালী কাঁকরেরই দেশ। তা যাক্, মাটিচাপা দেবার পর রাণীজী কি ছট্‌ফট্ করেছিল?

অম্বু। আজী ভালা, চাপা মট্টিকা নীচু ক্যা ভেয়া আউর ক্যা ন ভেয়া, কয়সন্ বাতাউঁ?

রস। চাপা মাটি কেঁপে উঠেছিল কি?

অম্বু ও জম্বু। ন কাঁপলবা।

[উভয়ের প্রস্থান।

রস। (স্বগত) তবে দেখ্‌ছি, রাণীকে ছট্‌ফটাতে হয় নি। যেই পড়া, সেই মরা। আমি এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম। মনের বুক থেকে ভয়ের কাঁটা বেরিয়ে গেলো। রাণী বেঁচে থাকলে

আমাকেই হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা হয়ে মাটির গর্ব্বে দম আটকে মোরতে হতো। আমার জালিয়াৎ, চাতুরী জুয়াচুরি সব ধরা পড়তো। এবার মহারাজের আর একটা বিবাহের যোগাড় করি। ভৃত্যের উচিত, প্রভুকে বিরহানলে আহুতির মত না ফেলা। একটাকে মেরে দশ লাখ টাকার মুক্তোর মালা লাভ ক'ল্লেম, আবার একটাকে মহারাজকে জুটিয়ে দিয়ে উঁচুদরের বক্‌সিস্ মারবো। এ কাঠামোর শর্ম্মার এই ব্রত;—যেন তেন প্রকারেণ খোদরং পরিপুরয়েৎ।

বেগে কুম্ভের সহিত অম্বু ও জম্বুর পুনঃপ্রবেশ।

কুম্ভ। (অম্বু ও জম্বুর প্রতি) শীঘ্র দুরাত্মাকে বন্ধন কর।

রস। (ভয়ে ও বিস্ময়ে) অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ! মহারাজ!

কুম্ভ। শীঘ্র বন্ধন কর।

(রসকুম্ভকে অম্বু ও জম্বুর বন্ধনকরণ)

রস। (সভয়ে স্বগত) অ্যাঁ অ্যাঁ। এ আবার হ'ল কি! ঘড়িকে ঘোড়া ছুট্‌ছে যে! এই হাঁফ্ ছেড়ে প্রাণ বাঁচলো; আবার যে হাঁফ্ লাগ্‌লো! আমার পাপ চাতুরী ধরা পড়্‌লো না কি? (প্রকাশে) দোহাই, মহারাজ!

কুম্ভ। যা, দুরাত্মা পাপিষ্ঠ নরাধম কৃতঘ্ন পিশাচকে ইন্দারার নীচে ফেলে দিয়ে বধ কর।

রস। (অত্যন্ত ভয়ে) দোহাই—দোহাই প্রভু—দোহাই দয়াময়—দোহাই গরীবের মা বাপ্। (কুম্ভের সম্মুখে পতিত হইয়া রোদন)

কুম্ভ। পিশাচ! তোর মুখাবলোকন ক'ত্তে নাই। তুই যৎসামান্য অর্থের লোভে আমাকে আর আমার পত্নীকে কলঙ্কী ক'ত্তে চেষ্টা করেছিলি। আমি তোরি কুহকে প'ড়ে নিরপরাধিনী সতী সাধ্বীকে বিনাশ করেছিলেম, কিন্তু ভগবান্ গোবিন্দজী তাঁকে রক্ষা করেছেন। তোর কিন্তু আর রক্ষা নাই।

রস। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কুম্ভ। যমালয়ে যমের নিকট বোঝ্ গিয়ে। যা তোরা শীঘ্র এই কুকুরকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ কর

রস। আর এমন কর্ম্ম কর্‌বো না। ক্ষমা করুন, মহারাজ!

কুম্ভ। আমার দৃষ্টিপথ হতে দূর হ।

(রসকুম্ভকে বন্ধনদশায় লইয়া অম্বু ও জম্বুর গমনোদ্যোগ ও রসকুম্ভের আর্ত্তনাদ)

সহসা বেগে মীরার প্রবেশ।

মীরা। (কুম্ভের প্রতি) স্বামিন্! স্বামিন্! আবার দাসী ভিক্ষা প্রার্থনা কচ্চে। কৃপা কোরে নির্ব্বোধ রসকুম্ভকে ক্ষমা করুন।

কুম্ভ। সে কি, মহিষি! যে তোমার বৃথা কলঙ্ক ঘোষণা কোরে, তোমায় মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়েছিল, সেই স্ত্রীঘাতক নরপিশাচকে ক্ষমা কোত্তে অনুরোধ কচ্চো?

মীরা। মহারাজ! ধর্ম্মপথে থাক্‌লে, হরিপদে মতি রাখ্‌লে কা'র সাধ্য, কে কা'র অণুমাত্রও অনিষ্ট সাধন কোত্তে পারে? আপনি একে ক্ষমা করুন, ধর্ম্মরূপী হরি আপনার আর আমার মঙ্গল বিধান কর্ব্বেন।

কুম্ভ। না, মহিষি! এ হেন নীচ কৃতঘ্নকে ক্ষমা করা কখনই উচিত নয়। (অম্বু ও জম্বুর প্রতি) যা পাপাত্মাকে নিমেষ মধ্যে কূপে নিক্ষেপ কর।

রস। (অত্যন্ত রোদনে মীরার প্রতি) দোহাই, মহারাণি! দোহাই অনুগত ভৃত্যের জীবনদায়িনি! আপনি বই আজ আমার রক্ষে নেই। গরীব আজ কূওর তলায় প'ড়ে ধড়্‌ফড়িয়ে মর্‌বে। আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে প্রাণদান করুন। ভগবান্ হরির শপথ কোরে বল্‌চি, আমি কোন দোষে দোষী নই। ধর্ম্মই আমার গুরুমন্ত্র। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! জয় গোবিন্দজী—জয় গোবিন্দজী! হরিবোল!—হরিবোল!

মীরা। (কুম্ভের প্রতি) মহারাজ! দাসীর মিনতি রাখুন, একে পরিত্যাগ করুন, নৈলে প্রভু হরি আমাদের উপর রাগ কর্‌বেন।

কুম্ভ। মহিষি! প্রভু হরি রাগ করবেন? আচ্ছা, আমি তোমার অনুরোধে নরাধমকে মুক্তি-দান কল্লেম। (রসকুম্ভের বন্ধনমুক্ত হওন)

মীরা। (রসকুম্ভের প্রতি)

(গীত)

পরের মন্দ কোত্তে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।
পরের মন্দ আর কোরো না, সদাই যেন মনে রয়॥
বুদ্ধি হৃদয় তনু প্রাণ,
হরির পদে কর দান,
থাক্‌বে সুখে, সদাই মুখে,
কর হরিনামের গান;—
ধর্ম্মপথের হও গে পথিক,
নৈলে আবার ঘটবে ভয়॥

[কুম্ভ ও মীরার প্রস্থান।

রস। (স্বগত) রাণী মরে নি! কাণ্ডটা কি! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। ঘোর গোলোক-ধাঁধা!

অম্বু। (সবিস্ময়ে রসকুম্ভের প্রতি) ইয়া করসন্ ভেইল্ বা! কোনা দেওকা ভোজবাজী!

রস। (অধোমুখে) দেও.না রে দেও.না,— ভূত!

জম্বু। (সভয়ে) ওহি বাত্ ঠিক্। হাম আপনা দোনো আঁখমে দেখা—আপনা হাতমে কুদারি পকড়্‌কে গহড়া মেঁ রাণীজীকো উপর মট্টি ডারা। ফিন্ উন্‌হে কাঁহাসে কটসে বাহারমেঁ আই! বড়া তাজব হো!

রস। ভূত পেত্নীর কাণ্ডকারখানাই ওই!

জম্বু। তব্ তো বড়া জুলুম হোঅব্। হাম্ দোনো তো ঝট্‌সে মারা যাঅব্।

অম্বু। আরে কাহে মারা যাঅব্। রাণী জী ভূতপ্রেত নেহি ভই হো। হর্‌নামকে জোরসে বঁচ্ গই। ভূত হোনেসে অভি তো রসকুম্ ঠাকুরজী মারা যাতা। রাজা জী তো ইন্‌কা জান্ লেনেকে হুকুম দিন্ থা, ফকৎ রাণী জী জিয়া দিহিন্। ভূত কভি এইসন্ কাম করৎবা হো?

জম্বু। এহি বাত ঠিক্।

রস। দূর বেটারা দূর—পালা—দূর হ। (প্রহার)

[অম্বু ও জম্বুর বেগে প্রস্থান।

অ্যাঁ হ'ল কি! কল্লে কি! করি কি! মীরা-বাই ম'রে বেঁচে উঠ্‌লো! না বাঁচ্‌বে কেন? সে তো পাপে নেই—পাপে আমি। কিন্তু ব্যাপারটা নেহাৎ সুবিধে গোছের নয়। রাজা কখন্ যে কি কোরে বোস্‌বেন, তা'র ঠিক নেই। আমাকে এক-বার স্বর্গে তুল্‌চেন—একবার নরকে ফেল্‌চেন। পুরুষের দশ দশা—রাজাতে আমাতে তা'র এক একটা সুরু হয়েচে। কথা কিন্তু ভাল নয়—ব্যাপার সহজ নয়। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ", সুতরাং আট ঘাট বেঁধে আত্মরক্ষা করা চাই। মীরাবাই-টেকে—হুঁ—আচ্ছা দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—নদীতট।

গোবিন্দজীর মূর্ত্তি সমেত সিংহাসনস্কন্ধে মীরা ও সখীগণের প্রবেশ।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষগণের বাদ্যযন্ত্রবাদনসহ প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

যমুনার জল, উছল উছল,
চল চল মিলে সকলে যাই।
প্রাণের যতনে, শ্যামরতনে,
নবনী মাখায়ে সুখে নাওয়াই॥
নীল নীরে, নীলমণিরে, চল সখী রে রাখি,
নীলে নীলে, মিলে মিলে, হইবে মাখামাখি;—

দেখিব নয়ন ভরি',
সাজিবে কেমন হরি,
চল চল ধীরে ধীরে নীল যমুনাতীরে ;—
নীল জলে, নীলকমলে,
নিরখিবে আজি মীরাবাই ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—পথ।

রসকুম্ভের প্রবেশ।

রস। রসকুম্ভের কলে ত্রিভুবন টলে, তা কুম্ভ তো কুম্ভ। আমার হাতে সন্দেহের তুবড়ী-বাজী। আগুন লাগ্‌লে কি আর রক্ষে আছে? ভর্ ভর্ কোরে সন্দেহের ফুল কাটে। মহারাজ কুম্ভের মন তা'র মধ্যে একটা ফুল। এইবার যে জাল করেছি বিস্তার, জন্মের মতন পাইব নিস্তার। মাগী এলেই ঠিক্ কোরে নি। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এই যে আমার লক্ষ্মী আস্‌চেন। মেয়ে মানুষগুলো গহনার লোভে অন্ধকার রেতেও বন জঙ্গলে ভূতের ভয় করে না। স্ত্রীলোকের দ্বারা যদি কোন দুর্ঘট ঘটনা ঘটা'তে চাও, তো বসনভূষণের লোভ দেখাও, নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি।

চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। বলি হাঁগা, তুমি কেমনতর লোক।

রস। অপরাধ?

চূড়া। এই চম্‌চমে রেতে আমাকে একলা ফেলে পোঁ পোঁ কোরে এগিয়ে এলে।

রস। তবে দেখ্‌চি তোমার কপালে অমূল্য মুক্তোর মালা ঘটলো না। একলা পথে আস্‌তে এত ভয়, তবে সেই জঙ্গলটায় কি কোরে একলা দু ঘণ্টা চোক বুজে কুবের ঠাকুরের পূজো কোর্‌বে। কুবের হচ্ছেন ভগবতীর ভাণ্ডারী। তিনি প্রত্যহ সেই জঙ্গলে আসেন। সুতরাং সেখানে একলা তাঁ'র আরাধনা না ক'র্লে গহনা পাবে না—পাবে না—পাবে না—পাবে না। চল, বাড়ী ফিরে চল।

চূড়া। না না, পারবো—পারবো। তুমি তো কাছে থাক্‌বে?

রস। একলার মানে কি আমি কাছে থাক্‌বো?

চূড়া। তুমি আমার সোয়ামী, আমি তোমার ইস্তিরী। অদ্ধ অঙ্গ কি না, তাই বল্‌চি, তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে থাক্‌লেও এক্‌লা।

রস। উহুঁ, এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের সে বিধিটে খাটে না। ইস্তিরীর কাছে মিস্তিরী থাক্‌লে কুবের ঠাকুর দস্তুরী দেন না।

চূড়া। (ভাবিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—একলাই জঙ্গলে বোসে চোক্ বুজে পূজো কর্‌বো।

রস। আর একটা কথা শোনো। হয় তো তোমার পূজার ত্রুটি হ'লে কুবের ঠাকুর প্রথমে চোটে লাল হ'বেন ; যা ইচ্ছে তাই বোলে গাল মন্দও দেবেন।

চূড়া। আমি তাঁ'র পূজো কর্‌বো, তিনি গাল মন্দ দেবেন, এ কেমন কথা?

রস। তিনি যে কুবের। 'কু' অর্থাৎ খারাপ, 'বের' অর্থাৎ মুখ—খারাপ মুখ। তাই বল্‌চি, তাঁ'র গাল মন্দই ভক্তের পক্ষে বরদান।

চূড়া। বটে—বটে ; তা বেশ—তা বেশ। তিনি যা ইচ্ছে মুখ খারাপ কোরে আমায় গাল-মন্দ দিন, আমি কান পেতে সব সইবো। কিন্তু যদি তেড়ে এসে ধোরে ফেলেন, তবেই তো—

রস। (সহাস্যে) ভয় নেই—ভয় নেই। কুবেরের সঙ্গে এক জন সহচর থাকে। যদি তোমার দিকে তাড়াহুড়ো পড়ে, সেই সহচর অমি কুবের ঠাকুরকে খপ্ কোরে ধোরে টেনে রাখ্‌বেন। টান লাগ্‌লেই—বস্—ঠাণ্ডা।

চূড়া। আচ্ছা। আমি তবে চল্লেম! এইখানে থাক্‌বে তো?

রস। ঠিক্ এই বড় গাছটার গোড়ায় বোসে থাক্‌বো।

চূড়া। বড্ড অন্ধকার, পা টিপে যাই, নইলে ফুল নৈবিদ্যি প'ড়ে যাবে।

রস। আর একটা কাজ কর। (বৃক্ষান্তরাল হইতে একটা বুচ্‌কী আনিয়া) দেখেচো?

চূড়া। কি?

রস। গোপিত বস্তু।

চূড়া। গোপিত কি?

রস। আজকালকার ভাষাবিদেরা এইরূপ শব্দ ব্যবহার করে। ব্যাকরণে তাদের উৎকট দখল।

চূড়া। একটা বুচ্‌কী না?

রস। হুঁ। বুচ্‌কীটে খোলো।

চূড়া। এতে কি?

রস। বুচ্‌কীই জবাব দেবে।

চূড়া। বুচ্‌কী খুলিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! এ যে দামী দামী পেশোয়াজ, সলুকা, ওড়না দেখ্‌চি। (অত্যুচ্চ হাস্যে) আমায় আজ তোমার রাজরাণী সাজাবে না কি? পর্‌বো কি?

রস। (সহাস্যে) তাই তো এনেচি।

চূড়া। (সহাস্যে) আচ্ছা, পর্‌চি যেন, কিন্তু পূজো কোত্তে এ বেশ কেন?

রস। আরে অবোধা নারিণি! যে দেবতা খুব ধনী, তার কাছে একটু জাঁক জমকের পরিচ্ছদ না পোলে অর্থলাভ হয় না। কলিকালে ধনীরা, তেলা মাথায় ঢালে তেল—রুখু মাথায় ভাঙে বেল।

চূড়া। তবে মাথায় দি তেল।

রস। রাস্তার মাঝে সেটা ভাল নয়। বুচ্‌কী নিয়ে যাও, সেই জঙ্গলে পোরে পূজোয় বোসো।

চূড়া। কুবের ঠাকুর আজি কি গহনার সিন্দুক দেবেন?

রস। আজ নয়, তিন দিনের দিন শোবার ঘরে আপ্‌না আপ্‌নি একটা মস্ত সিন্দুক এসে হাজীর হবে। এক একটা গহনা তিন তিন সুট বাজুর ওপর বাজু, তার ওপর বাজু; হারের ওপর হার, তার ওপর হার; মলের ওপর মল, তার ওপর মল; নথের ওপর নথ, তার ওপর নথ, সীঁথির ওপর সীঁথি, তার ওপর সীঁথি; চন্দ্রহারের ওপর চন্দ্রহার, তার ওপর চন্দ্রহার; ঝুম্‌কোর ওপর ঝুম্‌কো, তার ওপর ঝুম্‌কো; এম্নি বরাবর ওপর ওপর তর বেতর গহনা।

চূড়া। আর তবে দেরি কর্‌বো না,—যাই।

বুচ্‌কী ইত্যাদি লইয়া চূড়ার প্রস্থান।

রস। (সহাস্যে) রসকুম্ভের খেলা—চাক্ ভৌরির মেলা। এমন বুদ্ধি না হলে কি জয়লাভ হয়? সকলে দেখুক, রসকুম্ভ যে সে লোক নয়—সাক্ষাৎ কলির কল। যাই এইবার কাজ হাসিল করিগে। (করতালি দিতে দিতে) এইবার মেরেচি—মেরেচি—মেরেচি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজকক্ষ।

কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। এ আবার কি! গভীর জটিল সমস্যা। ভয়ঙ্কর গুপ্তপত্র! মীরা কি বাস্তবিক ডাকিনী। প্রতি অমাবস্যার গভীর রজনীতে অরণ্যে গিয়ে মারণমন্ত্র জপ করে—নানাবিধ মায়াবিদ্যার আলোচনা করে—আমার মাননাশ ও প্রাণনাশ তা'র মূলমন্ত্র? এ কথা কি সত্য? এ গুপ্তপত্র কে আমায় লিখ্‌লে? সে যে হোক্, সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আজ তো অমাবস্যা—রাত্রিও গভীরা। এই সময়ে আমি গোপনে গোপনে সেই অরণ্য মধ্যে গমন করি। আজ নিশ্চয় সন্দেহভঞ্জন কোত্তে হবে। আচ্ছা, মীরা এখন শয়নকক্ষে নিদ্রিত আছে কি না, অগ্রে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) মীরা তো শয়ন-কক্ষে নাই। গুপ্তপত্র মিথ্যা নয়। মীরা আমার মান-প্রাণ-বিনাশিনী। ওঃ, আমি কি স্ত্রৈণ। কি নির্ব্বোধ! পিশাচীর মায়া-কৌশলে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলি! আর না, এখনি এর প্রতীকার করি।

[প্রস্থান।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। গুপ্তপত্রখানি যে লিখেচে, সে আমার পরমহিতৈষী। সে পত্রে লিখ্‌বে—

"মহারাণি! আপনার স্বামী মহারাজ কুম্ভ আপনার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছেন। এরূপ হইবার প্রধান কারণ, তিনি এক্ষণে বিকৃতমস্তিষ্ক। সুতরাং আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। অদ্য অমাবস্যা, অদ্য রাত্রিকালে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আপনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবেন না। রাজ-বাটীর একটি নির্জ্জন স্থানে অতি গোপনে সন্ধ্যার পর হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত একাকিনী হরির আরাধনা করিবেন। তাহা হইলে আপনার স্বামী সুস্থ হইবেন। ইহার অন্যথা করিলে, নিশ্চয় আপনার স্বামীর ও আপনার জীবন-সংশয় ঘটিবে। সাবধান, এ গুপ্তপত্রের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করি-বেন না।"

এই তো পত্রানুসারে আমি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নির্জ্জনে হরিনাম জপ কোরে এলেম। তুলসীপত্র এনেছি। মহারাজ নিদ্রিত আছেন, গোপনে গোপনে তাঁ'র মস্তকে স্পর্শ করিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার মীরার প্রবেশ।

মীরা। (সবিস্ময়ে) মহারাজ শয়নকক্ষে তো নাই। কোথায় গেলেন? এমন সময়ে কখনও তো তিনি অন্যত্র থাকেন না। মহারাজ কোথায় গেলেন? (ভাবিয়া) গুপ্তপত্রের কথা তবে তো সত্য। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হরি! আমার স্বামীকে স্বাস্থ্যদান কর। অন্য অন্য কক্ষে অনুসন্ধান করি

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোরের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য।

পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ও নৈবিদ্যাদি লইয়া চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। বিচ্ছিরি অন্ধকার, হেঁটে আস্‌তে পায়ে পাঁচ সাতটা হোঁচোট্ লেগেছে; দুটো তিনটে কাঁটাও ফুটেচে। তা লাগুক্ গে—ফুটুক্ গে। এক সিন্দুক গয়না—কম নয়; কাঁটা তো কাঁটা, কেউটে সাপে কামড়ালেও বিষ ঝেড়ে ফেল্‌বো। এই ঠাঁইটে বেশ পরিষ্কার। এইখেনে উত্তরমুখী হয়ে কুবের ঠাকুরের পুজো করি। আবার চক্ষু বুজিয়ে পুজো। যে দেবতার যেমন বিধেন, তা না কোল্লে অঙ্গহীন হবে যে। (উপবিষ্ট হইয়া মুদিতনেত্রে পূজাকরণ)

কিয়ৎকাল পরে চূড়ার পশ্চাতে রসকুম্ভের প্রবেশ।

রস। (স্বগত) এই যে আমার ইষ্টদেবতা চক্ষু বুজিয়ে গহনার স্বপ্ন দেখ্‌চেন। সাবাস মাগীর বুকের পাটা! না হবে কেন? কেমন লোকের মাগ! আমি এইবার আস্তে আস্তে ওই ঝাউ গাছটার উঠে বসি। বোধ হয়, আজি আমার দুখানা গুপ্তপত্রের ফল ফল্‌বে। না ফলে—পরে ফলাব। রাজা আমায় তাড়িয়েছেন, আবার তাঁকে হাত কর্‌বো।

[প্রস্থান।

দূরে বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। (স্বগত) এই যে পিশাচী। গুপ্তপত্র-লেখক ঠিক সন্ধান বলেছে। পাপিষ্ঠার কুহকে প'ড়ে আমি একবারে আত্মহারা হয়েছি। এতক্ষণে বুঝলেম, মীরা মানবী আকারে দানবী। এর হরিপূজা, হরিভক্তি কেবল মায়াখেলা। মায়াবিনী মায়াবলেই সেই একটা যোগিনীমূর্ত্তি সৃষ্টি কোরে, ভূগর্ভ হ'তে তাকে উত্থান করিয়ে, আমার হরি-ভক্তিতে ভ্রমান্ধ করেছিল এবং রুদ্ধ গর্ত্ত হ'তে নিজে বহির্গত হয়ে, আমার বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল। ওঃ পিশাচী! এই কি তোর পতিভক্তি! এই কি তোর পাতিব্রত্য! এই কি তোর হরিপূজা! তুই আমার পত্নী হয়ে আমারি সর্ব্বনাশ কর্ত্তে উদ্যতা! এখনি এর প্রতিফল দিচ্চি। কুলটাকে জীবিত রাখা আর আত্মঘাতী হওয়া সমান। এখন এখানে একে কিছু বল্‌বো না। থাক্, পিশাচি।

[প্রস্থান।

রসকুম্ভের পুনঃপ্রবেশ

রস। (স্বগত) হুঁ হুঁ! আগুন জ্বলেচে। আর যায় কোথা? এইবার মীরা গেলো—আমার রাজবাড়ী ঢোক্‌বার পথ হলো। তা তো হোলো, কিন্তু মাগীটে আজ ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণে বেঁচেচে। এখন যদি রাজা এটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো কত্তো, তা হলেই আমি গৃহশূন্তি হয়ে পড়্‌তেম। তাতে আর আসে যায় কি? এক মীরা গেলে কুম্ভের দশ মীরা হবে—আমারো এক চুড়া গেলে দশ চুড়া হবে। তা বোলে এক চুড়ার আশায় তো আমার মন-চুড়াকে খোঁড়া কত্তে পারি নি। যাই আবার ঝাউ গাছটায় উঠে আমার চুড়ামণিকে কুবের ঠাকুর সেজে দৈববাণী শুনিয়ে দি।

[প্রস্থান।

চুড়া। (স্বগত) তাই তো গা, অনেকক্ষণ চোক বুজিয়ে আছি, কুবের ঠাকুর কই? ঠাকুর দেবতাও কি মানুষের মত গুটি গুটি হাঁটে! আর খানিক চুপ কোরে কুবের ঠাকুরকে মনে মনে ডাকি।

নেপথ্যে রসকুম্ভ। (বিকৃত স্বরে) আরে চুড়ে! পুড়ে মর্‌তে কেন এখানে এলি?

চুড়া। (সভয়ে স্বগত) ঐ গো! এয়েচে। পুড়িয়ে মার্‌বে বলে যে! অ্যাঁ!

নেপথ্যে রসকুম্ভ। আজ তোর পেট চিরে নাড়ী ভুঁড়ীর সঙ্গে লোভ টেনে বার কচ্চি, দাঁড়া মাগী।

চুড়া। (অত্যন্ত ভয়ে উঠিয়া পড়িয়া) ও মা, বলে কি গো! নাড়ী ভুঁড়ি টানে! কাজ নি মা আমার গয়নার সিন্দুকে। বরং আমি জন্ম জন্ম রাঁড় হয়ে খালি হাতে থাক্‌বো, তবু নাড়ী ভুঁড়ীর টানাটানি সইতে পার্‌বো না মা!

নেপথ্যে রসকুম্ভ। তুই কি চাস্? গয়নার সিন্দুক? আচ্ছা, দেবো, কিন্তু একবার তোর হাম খাবো।

চুড়া। (সভয়ে স্বগত) ও মা, কি ঘেন্না! হাম খাবে কি গো! আমি কি কচিখুকী? পালাই মা! (পলায়নোদ্যোগ)

নানাবিধ স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বেগে রসকুম্ভের পুনঃ প্রবেশ।

(দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ে) ও বাবা রে! সাম্‌লে রে! হাম খেয়ো না, বাবা ঠাকুর! খেয়ো না বাবা ঠাকুর! তুমি আমার বাবা! মেয়েকে ছুঁয়ো না বাবা!

রস। দূর কাণা মাগী! কাকে কি বলিস্, জ্ঞান নেই?

চুড়া। ওগো আমি ঠিক্ বল্‌চি, তুমি আমার বাবা!

রস। তোর বাবার বাবা!

চুড়া। (রসকুম্ভকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া) ও মা, কি লজ্জা! তুমি!—অ্যাঁ!—ছি!

রস। তা থাক্। কুবের ঠাকুর কি ব'লে?

চুড়া। হাম খেতে চায়।

রস। ঘাম খেতে চায়নি তো?

চূড়া। তাও খায় না কি? কেমন ঠাকুর গো?

রস। আমি তো আগেই বলেচি। তা যাক্ গহনার সিন্দুক?

চূড়া। দেবে বলেচে।

রস। তবে আর কি? তুই তো মার দিয়া কেল্লা।

চূড়া। (সিদ্রূপে) "তুই তো মার দিয়া কেল্লা", কিন্তু যে ঘাম। বাপ্ রে! এখনো ঠক্ ঠক্ কোরে বুকটো কাঁপ্‌চে।

রস। তবে ঘরে চল, গজেন্দ্রগামিনি! রেড়ির তেলে চোনা মিশিয়ে বুকে মালিস্ কোরে দিগে।

চূড়া। উঁ! মা গো! যে গন্ধ!

রস। তা কি কর্‌বে বল, ভুবন-সর্ব্বস্বে! এক সিন্দুক গয়না যে!

চূড়া। তুমি আমার হাত ধর।

রস। দুটো না একটা?

চূড়া। একবার এটা, একবার ওটা।

রস। পা দুটোও ধর্‌বো কি?

চূড়া। আবার ঘাম খাবার জুজু আস্‌বে কি?

রস। একবারেই এত, আবার!

চূড়া। তবে পা ধ'রে দরকার নেই।

[একবার দক্ষিণহস্ত একবার বামহস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে চূড়াকে লইয়া রসকুম্ভের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—মীরার শয়নকক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি মীরা নিদ্রিতা।

কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। (সরোষে স্বগত) এই যে পাপিষ্ঠা আমার অগ্রেই এসে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিতা হয়েচে। স্ত্রী-লোক হয়ে যখন পুরুষের অগ্রে এত শীঘ্র আস্‌তে পারে, তখন এ প্রকৃতই ডাকিনী। ছি ছি, যাকে আমার হৃদয় দান ক'রেছিলেম, সেই আমার হৃদয়ের রক্তশোষিণী। কোটি কোটি কালভুজঙ্গী কি আমায় দংশন করবার জন্য সুন্দরী রমণী আকার ধারণ করেছে? স্ত্রীচরিত্র দেবতারও বোঝ্‌বার শক্তি নেই, তা মানুষ তো কোন্ তুচ্ছ জীব। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রহস্যই ভেদ হল। আহা, আমি আমার হিতকাঙ্ক্ষী বিশ্বাসী ভৃত্য রসকুম্ভকে কতবারই নির্যাতন কল্লেম, অথচ যে দুশ্চারিণী আমার সর্ব্বনাশের মূল—ভয়ঙ্কর কলঙ্কের আকাশভেদী পর্ব্বত—ক্ষোভ ও লজ্জার গভীর সমুদ্র, সেই নিশাচরী মীরাকে পরমবিশ্বাসিনী ভেবে নিশ্চিন্ত রয়েছিলেম। ধিক্, পাপিয়সী মীরা! ধিক্, কুম্ভসিংহের জীবন্ত নরক! আজ এই তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে এই নিদারুণ নরক-জ্বালা নিবারণ কচ্চি। (মীরার নিকট অগ্রসরণ) রে মর্ম্মঘাতিনি! রে পতিঘাতিনি! এই কি তোর সতীধর্ম্ম? এই কি তোর ধর্ম্মবিশ্বাস? এই তোর বিশ্বাসজীবন? আজ তোর পাপ জীবনের সঙ্গে তোর মর্ম্মসুখ, আমার মর্ম্মদুঃখ নিঃশেষ করি। (অসি উত্তোলন) ছিছি, না না, এ আমি কি কচ্চি? আমি কি উন্মত্ত? তা নইলে কি জন্য, একে নারী, তাতে নিদ্রিতা, এমন দুর্ব্বল জীবকে হত্যা কত্তে উদ্যত হচ্চি? জাগরিত করি। না, তাও কর্‌বো না; কল্লে এই ভুজঙ্গীর বিষ আমার দৃষ্টিকে নিশ্চয় জর্জ্জরিত করবে। নারীর দৃষ্টিই সাক্ষাৎ মৃত্যুদ্বার, নইলে আমার আজ এ অবস্থা হবে কেন? আজ আমি জীবন্মৃত হব কেন? অতুল রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধিপতি হয়ে পথের ভিখারী হব কেন? সুস্থ বলিষ্ঠ হয়ে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় হব কেন? কুম্ভসিংহের কিছুরই অভাব নেই—কেবল এক অভাব—সেই অভাব অনন্ত অভাব—আমার সমস্ত সম্পদ, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত আরাম, সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা, সমস্ত বিশ্বাস, সেই এক অভাবেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে

উৎসন্ন হয়েচে! ওঃ সে অভাব কি? সে অভাব এই। (পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিতা মীরার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

মীরা। (স্বপ্নোক্তিতে) মহারাজ আজ এখনো কোথায় আছেন? আমি চার দিক খুঁজে বেড়াচ্ছি, তবু দেক্তে পাচ্চি নি।

কুম্ভ। (স্বগত) পিশাচী মীরা নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌চে—স্বপ্নোক্তিতে বল্‌চে—আমার চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ কচ্চে, দেক্তে পাচ্চে না। কিন্তু, আরে পিশাচি, তুই আমায় না দেক্তে পাস্, আমি তোকে দেক্তে পাচ্চি। তোকে একবার দেখ্‌চি সেই নিবিড় অরণ্যে, আবার দেখ্‌চি এই পর্য্যঙ্কোপরি। তোর সে মূর্ত্তি আর এ মূর্ত্তি উভয়ই আজ কুম্ভসিংহের পক্ষে ভীমা ভয়ঙ্করী—জ্বালাময়ী যন্ত্রণা—উৎকণ্ঠা—মৃত্যুস্বরূপা! আর না, আজ তোর শেষ। মনে করেছিলেম, নিদ্রিতা নারীকে বিনাশ কর্‌বো না, কিন্তু এ পাপিষ্ঠা, কি জাগরিতা, কি নিদ্রিতা, উভয় অবস্থাতেই আমার প্রাণবিনাশে প্রাণপণে চেষ্টিতা, নৈলে স্বপ্নেও কেন বল্‌বে, আমাকে চারদিকে অন্বেষণ কচ্চে, তবু দেক্তে পাচ্চে না? আমায় অন্বেষণ? রাত্রিকালে অন্ধকারে অন্বেষণ? কেন? অরণ্যমধ্যে অন্বেষণ? কি জন্য? বুঝেছি আমার প্রাণবিনাশ। পৈশাচিক মন্ত্রবলে, ডাকিনী আমার রক্তপানের আশায় লোলরসনা হয়েছে। সুতরাং এর নিদ্রা জাগরণ উভয়ই সমান। এমন জীবনশত্রুকে এখনি শতখণ্ড করি। (সরোষে অসি উত্তোলন, কিন্তু সহসা মুষ্টিচ্যুত হইয়া ভূতলে অসিপতন)

মীরা। (অসিপতনশব্দে সহসা জাগরিত হইয়া সশঙ্কে) এ কি! আমি কি স্বপ্নে অসিপাতের শব্দ শুন্‌লেম? (রাজাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া) না, স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা,—এই যে মহারাজ—ঐ যে অসি! (কুম্ভের পদমূলে পতিত হইয়া) স্বামিন্! স্বামিন্—

কুম্ভ। (সরোষে) সাবধান, ডাকিনি! আমার পদস্পর্শ করিস্‌নি।

মীরা। (স্বগত) গুপ্তপত্র সত্য, মহারাজ উন্মাদগ্রস্ত! হা, এ কি হল! (প্রকাশে) নাথ! কেন দাসীকে এমন রূঢ় কথা বল্‌চেন? যদি আপনার পাদপদ্মে কোন অপরাধ কোরে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করুন্।

কুম্ভ। তোর দোষ ক্ষমাযোগ্য নয়। তুই ভ্রষ্টা, তুই ডাকিনী।

মীরা। (মর্ম্মাহত হইয়া) হা ভাগ্য! আবার সেই মর্ম্মভেদী বজ্রপাত! (রোদন)

কুম্ভ। পিশাচি! অদ্য এই গভীর রজনীতে একাকিনী অরণ্যে গিয়ে কি মন্ত্র জপ কচ্ছিলি?

মীরা। (সবিস্ময়ে) অরণ্যে গিয়েছিলেম! না, মহারাজ! দাসী এমন স্বেচ্ছাচার কার্য্য কখনই করেনি।

কুম্ভ। আমি স্বচক্ষে দর্শন করেচি।

মীরা। না, মহারাজ! কিঙ্করী অরণ্যে যায় নি।

কুম্ভ। তবে আমি মিথ্যাবাদী?

মীরা। কেন এমন কথা বল্‌ছেন, স্বামিন্?

কুম্ভ। ধিক্ অবিশ্বাসিনী নারি! ততোধিক্ ধিক্ তাকে, যে তোর মত বিশ্বাসঘাতিনী স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে বিশ্বাস করে।

মীরা। মহারাজ, কিসে আমি বিশ্বাসঘাতিনী?

কুম্ভ। শুধু বিশ্বাসঘাতিনী নয়, আমার জীবনঘাতিনী।

মীরা। (সরোদনে) হা গোবিন্দ! হা নারায়ণ!

কুম্ভ। আর তোর দেবনাম উচ্চারণে কোন প্রতীকার হবে না। কুলটা ডাকিনীর পাপজিহ্বার আহ্বানে দেবতা প্রসন্ন হন না। বিশেষতঃ তোর মত পাপিষ্ঠার পাপমুখে দেবনাম উচ্চারণে দেবতা অপবিত্র হন।

মীরা। (সরোদনে) স্বামিন্!

কুম্ভ। আমি তোর স্বামী নয়। কুলটার স্বামী মহারাজ কুম্ভসিংহ? ধিক্ আমাকে!

মীরা। (সরোদনে) স্বামিন্!

কুম্ভ। আবার, পিশাচি,—আবার!

মীরা। হা ভাগ্য! স্বামীকে স্বামী বল্‌বার অধিকারিণী নই। এ দুঃখ রাখবার স্থান নাই। ছিছি, তবে আর এ জীবনে কি প্রয়োজন? যাতে আমার স্বামী শান্তিলাভ কত্তে পারেন, তাই করি। মহারাজ! দয়া কোরে ভূতল থেকে অসি উত্তোলন করুন—দয়া কোরে ঐ অসিতে আমাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

কুম্ভ। না, পাপিষ্ঠা! তোকে বিনাশ কর্‌বো না। বিনাশ কত্তেম, কিন্তু যখন অসি মুষ্টিচ্যুত হয়ে বাধা সংঘটিত হয়েচে, তখন তোকে হত্যা কর্‌বো না!—বোধ হয়, এতে তোর পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কেন হবে না, তাও বুঝেছি, তুই মায়াবিনী; মায়াবলে পুনর্ব্বার জীবন লাভ কর্‌বি। সুতরাং তোকে পরিত্যাগ কল্লেম। তোর যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর্। আমার রাজ্যের কোন স্থানে যেন তোর পাপ পদচিহ্ন দৃষ্ট না হয়—আমার কর্ণ যেন তোর পাপ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ না করে—চক্ষু যেন তোর পাপমূর্ত্তি দর্শন না করে—মন যেন তোর পাপ কার্য্যকলাপ চিন্তা না করে। পাপিয়সি! এই মুহূর্ত্তেই—এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে আমার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ কোরে—আমার অন্তঃপুর পরিত্যাগ কোরে দূর হ—দূর হ। (গমনোদ্যোগ)

মীরা। (বাধা দিয়া) স্বামিন্! আপনার পাদপদ্ম বই দাসীর দ্বিতীয় স্থান নাই। চিতোরপতি মহারাণা কুম্ভের পট্টমহিষী স্বামী ত্যাগ কোরে কোথায় যাবে, নাথ!

কুম্ভ। অরণ্যে যাবার সময় এ কথা মনে জেগেছিল কি?

মীরা। নাথ! আর কেন হৃদয়ভেদ করেন? ভগবান হরি সাক্ষী, আমি এখনও বল্‌চি, অরণ্যে যাই নি।

কুম্ভ। আচ্ছা, এইবার যা।

মীরা। (সরোদনে) কোথা যাবো নাথ! রাজার রাণী হয়ে, কোথায় যাব, নাথ!

কুম্ভ। এখনই দূর হ।

মীরা। তার চেয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করুন্। রাজার রাণী রাজার পাদপদ্মে শান্তি লাভ করুক।

কুম্ভ। আর কোন কথা শুন্‌তে চাই নি। শোন্, নিশাচরি! বিশ্বাসঘাতিনি! ব্যভিচারিণি! ডাকিনি! আর তুই আমার পত্নী নহিস্। ধর্ম্ম সাক্ষী, মীরা কুম্ভসিংহের পরিত্যক্তা। দূর হ, পিশাচি! (গমনোদ্যোগ, মীরাকর্ত্তৃক বাধাপ্রদান, কিন্তু মীরাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওন)

[কুম্ভের বেগে প্রস্থান।

মীরা। (গীত)

ওরে অভাগিনী মীরা! এখনো মরিলিনি রে।
গেল না কঠিন প্রাণ কঠিন হৃদয় চিরে॥
পতির দারুণ রোষে, দোষী হ'লি বিনা দোষে,
পদে পদে অপবাদ, ডুবিলি কলঙ্ক-নীরে।
রাজার মহিষী হ'য়ে, বজ্রের আঘাত স'য়ে,
কি সাধে করিস্ সাধ বাঁচিতে প্রাণে;—
ফুরা'ল জীবন-খেলা, জুড়া'ব প্রাণের জ্বালা,
ডুবিব যমুনা-নীরে ঝাঁপ দিয়ে বজ্রতীরে॥

[সরোদনে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রসকুম্ভের বাটীসম্মুখ।

(বাটীর মধ্যে রসকুম্ভ ও চূড়ার বিবাদ-কোলাহল)

বেগে রসকুম্ভের প্রবেশ।

রস। ভাল ঘ্যাঙায় পড়েচি যা হোক্। একা মাগী একশোর ধাকা। বাপ্, চেঁচামেচিতে কাণে তালা লাগ্‌লো—মাথা ধর্‌লো। ঘোড়ার ডিম মলেই বাঁচি। হাড় জ্বালাতন—প্রাণ পোড়াতন—ধড় চিড়িতন! হয় তুই মর্, নয় মর্ তুই। ইস্, দরদরিয়ে ঘাম গড়াচ্চে। এখানেও একটুকু হাওয়া নেই; যত হাওয়া মাগীর গলায় আওয়াজে। গল্‌তা খারাপ হ'লেই সবাই বিগড়োয় রে—সবাই বিগড়োয়! (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) এই মলো, আবার তুফান এলো। (দর-

আর উঁকি পাড়িয়া) ও বাবা, যেন ঘূর্ণী স্রোতাস ছুটেচে যে!—চম্পট দি, নৈলে ঝণ্টচম্পটে ওকম্ম হব। (পলায়নোদ্যোগ)

বেগে বাটীর বহির্দ্বার দিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে চূড়ার বাহিরে আগমন ও রস-কুম্ভের কাছা ধরিয়া আকর্ষণ।

চূড়া। ও ড্যাগ্‌রা! ও হতচ্ছাড়া! ও হাড়-হাবাতে! ও পোড়ারমুখো! ও ছেঁড়া জুতো! ও বিছানায় মুতো! পালাবি কোথা? তিন দিন ছেড়ে ছ দিন হলো যে। কই তোর গয়নার সিন্দুক?

রস। (বিনয়ে) ভদ্রে! সদর দরজার একটু ভদ্রতার খাতির রাখ।

চূড়া। (সরোষে) রেখে দে তোর ভদ্রা সুভদ্রা। গয়নার সিন্দুক দিয়ে তবে কথা ক।

রস। হে সুভ্রূক! ধৈর্য্যং ধুরু, কৃপাং কুরু, অহং গুরু।

চূড়া। ঝেঁটিয়ে ছাল তুলবো সাতপুরু। (ঠোনা মারণ)

রস। দোহাই তোমার, তেহাই তোমার, চোহাই তোমার! মরাকে মেরো না। কাঁছা ছাড়, চূড়ামণি!

চূড়া। ছাড়্‌বো বই কি কাঁছা? বরং গলায় দেবো গামছা। ভাল চাস্ তো গয়নার সিন্দুক দে।

রস। চূড়ে! বড় লজ্জার কথা যে, ঠাকুর দেব-তাও মিথ্যে কথা কয়।

চূড়া। আর তোর মত জুওচোর মানুষে সত্যি বচন কয়!

রস। মহাভারত—রাধেমাধব, আমি জুও-চোর? এতে তোমার বদনাম হবে যে রসকুম্ভ-ভঞ্জিনি!

চূড়া। তা হয় হোক্। গয়নার সিন্দুক দে—সিন্দুক দে—সিন্দুক দে।

রস। (সরোষে) কি! মেয়ে মানুসের মুখে তিন সত্যি! যত কিছু বলচিনি, তত কিছু বাড়! ছাড়্ কাঁছা, ছাড়্। (সবলে কচ্ছ ছাড়াইয়া লওন)

চূড়া। (সরোষাভিমানে) কি! পুরুষের হাতে মেয়ে মানুষের অপমান! তবে রে ধানখেকো! (রসকুম্ভের উত্তরীয় আকর্ষণ করিতে করিতে পুনঃ-পুনঃ ঠোনামারণ)

রস। (সচীৎকারে) মা গো! মা গো! গেলেম গো! ওরে মাগী ছাড়্—ছাড়্—ছাড়্। ও বাবা রে, মলেম রে! ঠোনা নয় তো যেন অষ্ট-বজ্জর। গাল ফাট্‌লো! তাল ফাট্‌লো! অসামাল—পয়মাল—বদমাল—ছাড়্—ছাড়্—ছাড়্!

চূড়া। সিন্দুক দে—সিন্দুক দে—সিন্দুক দে।

রস। দূর তোর সিন্দুক! যতই গোবেচারা হচ্চি, ততই আস্পর্দ্ধা বাড়চে। প্যাঁচামুখি—নচ্ছারি—আমানীখাকি—বেরালচোখি! যা, দূর হ! আজ থেকে তোকে পরিত্যাগ কল্লেম। তুই আমার মাগ ন'স্। বেরো আমার বাড়ী থেকে। (সবলে চূড়াকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করণ)

চূড়া। (সকাতরে) মা গো, গেলুম গো! স্বজাগ মুচ্ছোয় ভির্ম্মি লাগলো গো। একে কেতো শরীর, তায় আছাড়! উহুহু! (সরোদনে) ওরে বাবা চণ্ডরব! তুই কোথা গেলি রে! একবার তোর অভাগিনী মায়ের দশা দেখে যা রে বাবা। আমায় মুখপোড়া মিন্সে ঠেঙিয়ে খুন কল্লে রে বাপধন! (ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিতে করিতে) খিল্ খোল্ রে কালামুখো!

রস। (ভিতর হইতে) কভি নেহি খুলেঙ্গে। তেরা যাহা খুসী, চলা যা হারামজাদী, শুওরকা বাচ্চী, উল্লুককা নাৎনি!

চূড়া। (অত্যন্ত রোষে) কি, আমি হারাম-জাদী? শুওরকা বাচ্চী? উল্লুককা নাৎনী? আচ্ছা, থাক্ তুই। তোর সব্বনাশ কর্‌বো—কর্‌বো—কর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতট।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। (সদুঃখে) এই যে অন্ধকারের ক্ষীণালোকে অভাগিনী মীরার শান্তিরাজ্য দেখা যাচ্চে। এই শান্তিদায়িনী তরঙ্গিণীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি, সর্ব্বসন্তাপ—দারুণ যন্ত্রণা ঘুচে যাবে। (সরোদনে) মহারাজ! আপনার সর্ব্বসুখনাশিনী-মীরা নদীজলে নয়নজল মিশিয়ে, আপনার পাদপদ্মে চিরবিদায় নিচ্চে। আপনি নিকটে নাই, আপনাকে দেক্তে দেক্তে মত্তে পেলেম না; সুতরাং মরণেও আমার তৃপ্তি হ'ল না। তা না হোক্, কিন্তু আমি ম'লে আপনার তৃপ্তি হবে, সেই আমার পরম তৃপ্তি। সমীরণ! তুমি আমার দুঃখের রোদন শুন্‌চো। তুমি সর্ব্বগামী, তাই বল্‌চি, একবার এই চিরদুঃখিনীর প্রতি দয়া কোরে চিতোরনগরে যাও। আমার স্বামীকে বল,—মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আপনার কিঙ্করী মীরা নদীনীরে ঝাঁপ দিয়ে, জীবনবিসর্জ্জন করেচে। তা হ'লে রাজা সুস্থির হ'বেন, আমিও মরণের কোলে সুস্থির হ'ব (নদীতটে উত্থান করিয়া) দয়াময় হরি! হতভাগিনী মীরাকে তোমার রাঙা পায় স্থান দাও (ঝম্পপ্রদান)

(সহসা নীলজ্যোতিঃপ্রকাশ ও শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় বালকমূর্ত্তিধারী হরির নদীজলে প্রবেশ ও মীরার হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন)

বালকমূর্ত্তিধারী হরি। (গীত)

কি সের তরে, বিষাদভরে, নদীর নীরে মরবি ডুবে
ভক্ত মোলে, ভূমণ্ডলে
আর কে হরির নাম গাহিবে॥
মরবি কেন মা, বৃন্দাবনে যা,
দেখ্‌বি সেথা, মুক্তিদাতা হরির চরণ ভক্তিভাবে।
ও মা রাজার রাণি, রাখ্ গো ছেলের বাণী,
মা মোলে, কাঁদ্‌বে ছেলে,
চোখের জল কে মুছিয়ে দেবে॥
ছেলে ফেলে মর্‌বে মাতা,
কোলের ছেলে থাক্‌বে কোথা,
ব্যথার উপর বাড়্‌বে ব্যথা,
ক্ষীর নবনী কে খাওয়াবে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ।

ঘোষযন্ত্রবাদন করিতে করিতে ঘোষযন্ত্রবাদক, নাগরিক স্ত্রী পুরুষগণ ও বন্ধনাবস্থায় মুণ্ডিতমস্তক রসকুম্ভকে ধরিয়া প্রহরিগণের প্রবেশ।

(রসকুম্ভের দুর্দ্দশাকাণ্ড)

বেগে সশস্ত্রে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। (রসকুম্ভের প্রতি) ধর্ম্মের জয় চিরকাল, এই জন্য তোরই পত্নীর মুখে তোর সমস্ত পাপ কুটিলচক্র ভেদ হ'ল। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই বুঝেও বুঝিনি। পাপিষ্ঠ! পিশাচ! তোরি দোষে আজ হতভাগ্য কুম্ভসিংহ মীরাহারা! তোরি দোষে আমার পরমপতিব্রতা পত্নী নিরুদ্দেশ! হা মহিষি! তুমি কি জীবিত আছ! না, মীরা জীবিত নাই। যদি, তাই-ই হয়, মীরা আমার যে কৃতঘ্নের দোষে প্রাণত্যাগ করেচেন, মীরার পবিত্রাত্মা আজ স্বর্গ হতে সেই নরাধম কৃতঘ্ন রসকুম্ভের শিরশ্ছেদন দর্শন করুক্। (ঊর্দ্ধে তরবারি উত্তোলন)

বেগে সরোদনে চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। (কুম্ভের পদতলে পতিত হইয়া অত্যন্ত রোদনে) মহারাজ! মহারাজ! ভিক্ষা।

কুম্ভ। তুমি আবার এ সময়ে এখানে কেন?

চূড়া। আমিই আপনাকে আমার স্বোয়ামীর

পাপকৌশলের কথা বোলে দিয়েচি। যে যেমন কৰ্ম্ম করে, সে তেম্নি ফল ভোগও করে। আমার স্বোয়ামীর পাপের যথেষ্ট শাস্তি হয়েচে। এখন দয়া কোরে একটি ভিক্ষা দিতে অনুমতি হয়।

কুম্ভ। কি চাও?

চূড়া। হাজার হোক্, ইনি আমার স্বোয়ামী, আমি এঁর পত্নী। আপ্‌নি হেন দয়াময় রাজা দুঃখিনীকে বিধবা কর্‌বেন না, এই ভিক্ষা।

কুম্ভ। এ ভিক্ষা দিতে আমি অক্ষম। আর কিছু প্রার্থনা কর।

চূড়া। তবে দুঃখিনীকেও বিনাশ করুন। (রোদন)

কুম্ভ। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তোমার অনুরোধ রক্ষা কল্লেম। কিন্তু শোনো, চূড়ে! তোমার নর-পিশাচ স্বামী জীবিত রইল, যাবজ্জীবন কারাগারে।

চূড়া। (সরোদনে) দোহাই, মহারাজ! দোহাই, মহারাজ!

কুম্ভ। না, আর কোন উপরোধ শুন্‌বো না। (প্রহরিগণের প্রতি) দুরাত্মাকে কারাগারে অবরুদ্ধ কর্।

[প্রস্থান।

রস। (চূড়ার প্রতি) ও চূড়ামণি! আর একবার দৌড়ে গিয়ে মহারাজের পায়ে হাতে ধর না। হায় হায়, যাবজ্জীবন কারাগারে! তোমায় যে আর দেক্তে পাব না, চূড়ামণি!

চূড়া। তোমার দেখার মুখে আগুন, তোমারও মুখে আগুন। আমায় যদি সে দিন অন্ধকার রেতে রাণী ভেবে রাজা কেটে ফেল্‌তো, তবে কি হোতো, রে ড্যাক্‌রা? ভাতার হয়ে মাগকে যে খুন কর্‌বার ফিকির করে, তেমন ভাতারকেই খুন কোল্লে ঠিক্ কাজ হয়। তবু তো তোর প্রাণদান কল্লেম। অন্তি মাগ হলে এখনি রাজার হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে, নিজের হাতে তোর ধড় মুড় ফাড়ফোড় কোত্তো। পোড়ার মুখো কিপ্টে! তোর টাকাই কি এত ইষ্টি গুরু যে, ইস্তিরীহত্যে কত্তে গিয়েছিলি?

রস। তোমারও তো গয়নার লোভ।

চূড়া। (বাধা দিয়া সরোষে) সাধে কি গয়নার লোভ হয়? কোন্ জন্মে আমায় বিয়ে করেছিস্, দেড় কুড়ি দু কুড়ি বচ্ছর ঘুরে গেলো, আজো অঙ্গে এক খানা সোণাও ছোঁয়াতে দিলিনি। দুগাছা রুলী পরেই এয়োৎ রাখ্‌চি।— তবে বল্ দেখি, পোড়ার মুখো মিন্সে, কার দোষ? মা গো! কি ঘেন্নার কথা, গয়নার লোভ করে-ছিলুম বোলে, ফিকির কোরে আমায় রাণী সাজিয়ে, রাজার তলোয়ারের তলায় বসিয়ে রেখে-ছিল গা!

রস। তাই আমার যেমন কৰ্ম্ম তেম্নি ফল। আমাকে দেখে আমার মত পাপিষ্ঠেরা সাবধান হও।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। (গীত)

খেলার ছলে হরি ঠাকুর
গড়েছে এই জগৎখানা।
চাদ্দিকে তাই খেলার মেলা,
খেলার খালি আনাগোনা॥
খেল্‌তে খেলা ভবের বাসে,
কোত্থেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে, খেল্‌না ফেলে,
কোথায় পালায় যায় না জানা॥

১ম বা। দেখ্ ভাই, রাজার মেয়ের মত কেমন একটি ভিখিরীর মেয়ে আস্‌চে।

২য় বা। আহা, ও কেঁদে কেঁদে আস্‌চে।

১ম বা। ভাই! এই যে, এই দিকেই আস্‌চে।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। (গীত)

কে কোথায় আছ, বল গো আমায়,
কোন্ দিকে গেলে ব্রজ পাইব।
সেখানে আমার, প্রাণের হরির
পদ দু'টি আঁখি-নীরে ধুইব॥
(আহা, সুরধুনী ধায় যে রাঙা পায়,
শির লুটাইব আমি গো তায়,
বোলে দে বোলে দে মোরে,—
কাঙালিনী আমি, ভিখারিণী আমি,
বোলে দে বোলে দে মোরে);
পথ যে চিনি না, কিছুই জানি না,
এ পথে সে পথে কত ঘুরিব?
কত দিন ধোরে, এনু কত দূরে,
আরো কত দিনে ব্রজে যাইব॥
(আমি, ব্রজের ধূলি মাখিব গায়,
মরম-যাতনা জুড়া'ব তায়,
বোলে দে বোলে দে মোরে,—
এ দাসীরে হরি দেবে না কি দেখা,
বোলে দে বোলে দে মোরে)।

১ম বা। (মীরার প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি ব্রজধামে যাবে?

মীরা। হ্যাঁ বাবা, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কোত্তে ব্রজধামে যাব।

৪র্থ বা। হ্যাঁ গা, তুমি কে?

মীরা। ভিখারিণী।

১ম বা। না, তা কক্ষুণি নয়। তুমি রাজরাণী। ভিখিরীর কি এমন রূপ, এমন মিষ্টি কথা হয়? তোমায় মা বোলে ডাক্‌তে ইচ্ছে করে।

মীরা। (সরোদনে) বাছা রে! কাঙালিনীকে মা বোলে ডাক্‌লে কি হবে?

২য় বা। মা গো! তোর মত কাঙালিনীকে মা বোলে ডাক্‌লে মা বলা সার্থক হবে। তোকে মা বোল্‌লে যে আনন্দ হয়, আপনার মাকে মা বোলে ডাক্‌লেও তেমন আনন্দ হয় না।

১ম বা। হ্যাঁ গা কাঙালিনী মা! তোর দেশ কোথা?

মীরা। গরীব দুঃখীর দেশ বাড়ী ঘর কিছুই নেই, বাবা।

৩য় বা। তবে তুই বড্ড কাঙালী। তুই খিদের সময় খেতে পাস্‌নি বোধ হয়। মা, এখন তোর বড্ড খিদে পেয়েচে—না?

মীরা। না, বাবা, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।

৪র্থ বা। উঁহুঁ, তুই লজ্জায় বল্‌চিস্ নি। আমাদের কাছে ফল আছে, খাবি মা?

মীরা। না, বাবা! তোমরা খাও।

১ম বা। তবে তুই হাতে কোরে খাইয়ে দে।

(মীরাকর্তৃক বালকগণের ফলভক্ষণ)

মীরা। বাবা, তোমরা ব্রজধামের পথ জান?

২য় বা। খুব জানি।

মীরা। কোন্ দিকে? কত দূরে?

১ম বা। এই দিকে, খানিক দূরে। এখেন থেকে চার পাঁচ কোশ।

মীরা। আশীর্ব্বাদ করি, সকলে দীর্ঘজীবী হও। এখন আসি, বাবারা।

১ম বা। চল্ মা, তোকে আগবাড়িয়ে রেখে আসি।

বালকগণ। (গীত)

মা চলে ধীরে ধীরে,
ছেলেরা চলে ঘুরে ফিরে,
আগে পাছে মাকে ঘিরে,
নেচে নেচে পায় পায়॥
এ দিক্ পানে রোদের তাপ,
নাচ্‌তে গেলে লাগ্‌বে হাঁফ,
ও দিক্ দিয়ে যাই চল মা,
তমাল গাছের ছায় ছায়;—
দেখ্ চেয়ে মা, ছেলের নাচন,
শোন্ মা ডালে পাখী গায়॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবনধাম—শ্রীরূপ গোস্বামীর কুটীর।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। এই তো আমার পরমারাধ্য দেবতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাভূমি ব্রজধামে উপস্থিত হলেম। কিন্তু কোথায় অবস্থান করি? আহা, এই যে একটি মনোহর কুঞ্জকুটীর। বোধ হয়, এখানে কোন পরম বৈষ্ণব বাস করেন। ডাক্‌বো কি? না, ডাক্‌বো না। যদি তিনি এখন কৃষ্ণপূজায় নিযুক্ত থাকেন, তবে তাঁর পূজার বাধা পড়্‌বে। বরং এখানে অপেক্ষা করি।

মীরার পশ্চাদ্ভাগে দূরে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রবেশ।

শ্রীরূপ। (ভ্রান্তিবশতঃ বিরক্তভাবে) হ্যাঁ রে গোকুলদাস, স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করেছিস্ কেন? এ দিকে আয় দুরন্ত বালক! আজ তোকে প্রহার কর্‌বো। সে দিনও তুই এইরূপ করেছিলি। গুরুর সঙ্গে পরিহাস?

মীরা। তাই তো ইনি কে? কাকে তাড়না কচ্চেন? শুনেছিলেম, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপ গোস্বামী জী স্ত্রীলোকের প্রতি বড় বিরূপ। ইনিই কি তিনি?

শ্রীরূপ। বলি, এখনো মুখ ফিরিয়ে রইলি যে? দেখ্‌বি তবে?

মীরা। (শ্রীরূপ গোস্বামীর দিকে ফিরিয়া) আমি গোকুলদাস নই, প্রভু।

শ্রীরূপ। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়ে স্বগত) তাইতো বাস্তবিক একটি স্ত্রীলোক। (প্রকাশে) কে তুমি?

মীরা। প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী কি আপনি?

শ্রীরূপ। হাঁ।

মীরা। (প্রণাম করিয়া) আপনার শিষ্যা হ'তে আমার নিতান্ত বাসনা।

শ্রীরূপ। (বিস্ময়ে) শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্যা স্ত্রীলোক! তা কখনই হতে পারে না।

মীরা। কেন, পিতা, এরূপ বল্‌ছেন?

শ্রীরূপ। না, তা কখনই হবে না।

মীরা। কিছু বাধা আছে কি?

[illegible]। কিছু কি? সম্পূর্ণ বাধা।

মীরা। কি সে বাধা?

শ্রীরূপ। স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ মনের চাঞ্চল্য।

মীরা। একটি কথা নিবেদন কত্তে ইচ্ছা করি, যদি অনুমতি করেন

শ্রীরূপ। কি বল?

মীরা। এই শ্রীবৃন্দাবনধামে কেবল একমাত্র নিরাকার পুরুষ সাকার পুরুষরূপে বিরাজমান আছেন, তিনি মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। বাকি এখানকার সকলেই স্ত্রীলোক। আমিও স্ত্রী, আপনিও স্ত্রী।

শ্রীরূপ। (অচেতন ভাবে) মা! কে তুই?

মীরা। দীনহীনা ভিখারিণী।

শ্রীরূপ। না, মা! তুই সামান্যা নারী নহিস্। আমি বেশ বল্‌তে পারি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তভ্রম বিনাশ কর্‌বার জন্য, আজ তোকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। প্রকৃত পরিচয় দে মা।

মীরা। আমি আপনার অনুগত শিষ্যা।

শ্রীরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষী, তুই আমার ভ্রমসংহারিণী শিষ্যা। গুরুর উচিত শিষ্যাকে বরদান করা। কি বর প্রার্থনা করিস্?

মীরা। এই তীর্থরাজ ব্রজমাঝে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে অবস্থান কোরে আপনার মুখে সর্ব্বদা ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করি।

শ্রীরূপ। তথাস্তু। চল্, মা তোকে হরিমন্দিরে নিয়ে যাই। সেখানে সর্ব্বদা তুই ভগবানের পাদপদ্ম

[illegible]

চলুন, গুরুদেব

শ্রীরূপ। (গীত)

চল্ মা তোকে রেখে আসি,
রাঙা পায়ের ছায়ার কাছে।
তাপিত প্রাণে শান্তি দিতে,
সেই ছায়া বই আর কি আছে॥
সেই ছায়াতে কি এক ছায়া,
উঠছে ফুটে লুটিয়ে কায়া,
সেই কায়াতে ফুটছে দয়া,
সেই দয়াতে জগৎ বাঁচে;—
বাঁচার পরে আবার বাঁচে,
এখন জগৎ মিশায় পাঁচে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। হা মীরা! হা নিষ্ঠুর কুম্ভসিংহের অভাগিনী মহিষি! কোথায় তুমি? এই সুবিশাল পৃথিবীর কোন্ অজ্ঞাত স্থানে তুমি অবস্থান কোচ্চো? রাণি! তুমি নরলোকে, না পরলোকে! হা, মীরা জীবিত নাই—নির্ম্মম কুম্ভসিংহের জীবন্ত জীবন মীরা জীবিত নাই! হা, নিষ্ঠুর হা কঠিন কুম্ভসিংহ! তুই রাজা হয়ে, রাজবুদ্ধি ধারণ কোরে, নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায়—নিতান্ত চঞ্চলচিত্তের ন্যায় কি সর্ব্বনাশ কোল্লি—ননীর পুতলীকে মৃত্যুরূপ অগ্নির করাল গ্রাসে নিক্ষেপ কল্লি! হা দুর্ভাগ্য! আমার অমূল্য রত্ন কোথায় হারিয়ে গেলো! আজ কত দিন ধোরে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, শৈলে শৈলে সেই হারানিধির অনুসন্ধান কচ্চি, বিধি তো সদয় হচ্চেন না। কেন তিনি সদয় হবেন? আমি যেমন পিশাচের—রাক্ষসের কার্য্য করেচি, তেমনি ফলভোগ কচ্চি। কিন্তু আর যে সহ্য হয় না, এ অসহ্য অদর্শ কাল সহ্য করবো? মীরা—মীরা! নিষ্ঠুর, কিন্তু তুমি তো সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি; তবে তুমিও কেন এমন নিষ্ঠুর হলে! যিনি পরম দয়াল হরির পরমভক্ত, তাঁর কি দয়ামায়াহীন হওয়া উচিত? উচিতই বা নয় কেন? সুকোমল কুসুম তীক্ষ্ণধার কণ্টকে ছিন্ন ভিন্ন হলে নিতান্ত কাতর হয়, তাই আজ আমার দয়াবতী মীরা আমার বিরূপ। কিন্তু, মীরা! আমার পাপের পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত হয়েচে। দন্তে তৃণখণ্ড ধারণ কোরে, কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার করুণাকণা ভিক্ষা কচ্চি, একবার দেখা দাও। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সরোদনে) কই—কই—কই মীরা? হা, মীরা আমার নাই! (হতাশভাবে ভূতলে উপবেশন)

হরির বালকবেশে প্রবেশ।

বালক। (গীত)

খুঁজ্চো কাকে, ফাঁকে ফাঁকে,
অশ্রু কেন নয়ন-কোণে।
অধীর হয়ে, বিষাদ সয়ে,
ঘুর্চো কেন পাগল-মনে॥
পথ না চিনে অন্য পথে,
ঘুর্‌লে খালি দিনে রেতে,
আর কি তুমি পার্‌বে পেতে,
বুকটি পেতে হারাধনে॥
পথ বোলে দি তোমায় আমি,
শোনো মীরার নিঠুর স্বামী,
রাজার রাণী ভিখারিণী,
ভিক্ষা মাগে বৃন্দাবনে॥

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে ও সকাতরে) বালক রে! কি বোল্লি, রাজার রাণী ভিখারিণী! ধিক্ কুম্ভসিংহ! ধিক্ নির্দ্দয় পিশাচ! তুই তোর পরম পতিব্রতা পত্নীকে পরের কথায় কলঙ্কিনী কোরে, নিজেই অগাধ কলঙ্কসাগরে মগ্ন হলি! সতীর অপমানের প্রতিশোধ অবশ্যই হয়। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আচ্ছা, বালক, তুমি কিরূপে জান্‌লে, আমি কুম্ভসিংহ, আমার পত্নী মহারাণী মীরা?

বালক। আপনার ভাবগতি দেখে—আপনার কথা শুনে।

কুম্ভ। তা ছাড়া?

বালক। চোখের জল দেখে।

কুম্ভ। বাস্তবিক কি এই কঠিন কুম্ভের কঠিন চক্ষু ফুটে জল পড়্‌চে?

বালক। আগুনের তাপে কঠিন লোহা গলে, মনস্তাপে কঠিন হৃদয় গোলে চোক ফুটে উথলে বেরোয়।

কুম্ভ। বৎস! মীরা আমার বৃন্দাবনে আছে, তুমি কিরূপে জান্‌লে?

বালক। তীর্থযাত্রী ভিখিরী বোষ্টমদের মুখে শুনেচি।

কুম্ভ। তারা কি বোলেচে?

বালক। মহারাণী মীরাবাই নিজের ভনিতে দিয়ে দোঁহা রচনা কোরে, বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে গান করেন।

কুম্ভ। বালক, আমি তোমার কথায় এখনি, বৃন্দাবনে চল্লেম। তুমিই আমার অকুল শোকসাগরের কুলপ্রদর্শক কাণ্ডারী। তুমি কি চাও?

বালক। রাণীর যদি সন্ধান দিতে না পাত্তেম, তবে কি দিতেন?

কুম্ভ। বোধ হয়, কিছুই না।

বালক। তবে এখনো তাই।

কুম্ভ। না, বৎস! তুমি আমার কণ্ঠের মুক্তামালা লও।

বালক। ওতে আমার দরকার নেই।

কুম্ভ। (স্বগত) অবোধ বালক মুক্তামালার মূল্য বুঝ্‌তে পাচ্চে না। কিন্তু এই বালকের অপেক্ষা আমি আরও নির্ব্বোধ, নৈলে অনন্তকোটি মুক্তামালার অপেক্ষা যার মূল্য অধিক, আমার এ হেন ধর্ম্মপত্নী মীরাকে পরিত্যাগ কর্‌বো কেন? বোধ হয়, এ বালকটি অবোধ নয়, এ নির্ব্বোধ কুম্ভসিংহের জ্ঞানদাতা। (প্রকাশে) তুমি কিছুই নেবে না?

বালক। না, রাজা।

[বেগে বালকের প্রস্থান।

কুম্ভ। মহারাণী মীরা ভিখারিণী, সুতরাং আমাকেও ভিখারীবেশে তাঁর নিকট যেতে হবে। ভগবান্ হরির কৃপায় মীরার অনুসন্ধান পেলেম, এইবার দর্শন লাভ কত্তে পেলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হে ভগবন্ হরি! তোমার ভক্তপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন যেন মীরাশূন্য না দেখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবনধাম—শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরদ্বার।

দ্বারদেশে মীরা উপবিষ্টা।

মীরা। (দোঁহা)

"নিত্ নহনে সে, হরি মিলে তো, জলজন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো, বাহুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখণকে, হরি মিলে তো,
বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে, হরি মিলে তো,
বহুত রহে হায় খোজা॥
দুধ্ পিকে, হরি মিলে তো,
বহুত বৎস বালা॥
মীরা কহে, বিনা প্রেমসে, না মিলে নন্দলালা॥"*

ভিখারী ছদ্মবেশে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ। কে তুমি কোকিলকণ্ঠরবে বৃন্দাবনের হরিমন্দির পরিপূর্ণ কোচ্চো?

মীরা। আমি দীনহীনা ভিখারিণী।

কুম্ভ। ভিখারিণী?

মীরা। হাঁ, মহাশয়! আপনি কে?

কুম্ভ। ভিখারী।

মীরা। আপনি কি এই ব্রজপুরে থাকেন?

---

* সুপ্রসিদ্ধ তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি ভক্তগণের ন্যায় মহারাণী মীরাবাইরচিত অনেকগুলি জ্ঞানোপদেশক দোঁহা প্রচলিত আছে। এই দোঁহাটি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত।

কুম্ভ। সম্প্রতি এসেছি। তোমার নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

মীরা। ভিখারিণীর নিকট ভিক্ষা! আপনি ধনীদের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা কোল্লে কৃতকার্য্য হবেন। (অতিবিনয়ে) ভিখারিণীর কি আছে যে, ভিক্ষা দেবে?

কুম্ভ। প্রকৃত ভিখারীকে ধনীরা ভিক্ষা দেয় না,—প্রকৃত ভিখারীকে প্রকৃত ভিখারীই ভিক্ষা দেয়।

মীরা। যদি অসঙ্গত আর আমার পক্ষে সাধ্যাতীত না হয়, প্রার্থনা করুন্।

কুম্ভ। ক্ষমাভিক্ষা।

মীরা। (সবিস্ময়ে) ক্ষমাভিক্ষা! আপনি আমার নিকট কিসে অপরাধী?

কুম্ভ। যে অপরাধের আর অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই, কেবল তোমার ক্ষমা।

মীরা। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

কুম্ভ। (অত্যন্ত মনের আবেগে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া) মীরা! মীরা! মহিষি! এই তবে বোঝো—আমি সেই পত্নীপীড়ক নরাধম কুম্ভসিংহ।

মীরা। (শশব্যস্তে সাশ্রুনয়নে) মহারাজ! স্বামিন্! দাসীকে কি মনে পড়েচে! (কুম্ভের পদতলে পতন)।

কুম্ভ। (মীরাকে উত্তোলন করিয়া) জীবিতেশ্বরি! পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাবার আশায় এত দিন জীবন ধারণ কোরে আছি। দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ছদ্মবেশে তোমার অনুসন্ধান কোরে ভ্রমণ কচ্চি, কিন্তু কিছুতেই এত দিন কৃতকার্য্য হতে পারি নাই। আজ বৃন্দাবনধামে ভগবান হরির কৃপায় আমার হারানিধি আবার পেলেম।

মীরা। মহারাজ! আমিও সেই দিন প্রাণত্যাগ কত্তেম, কিন্তু নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌বার সময় কোথা থেকে একটি কিশোরবয়স্ক শ্যামবর্ণ বালক এসে, আমার বাধা দিয়ে বোল্লে, হরিভক্তের আত্মহত্যা কত্তে নেই। হরিভক্ত আত্মহত্যা কোল্লে জগতে কে আর হরিপূজা ও হরিসংকীর্ত্তন কোর্‌বে? তুমি বরাবর শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন কোরে আত্মাকে শান্তি দান কর।" মহারাজ! তাই আজ আপনার অনুগতা দাসী জীবিতা।

কুম্ভ। রাজ্ঞি! হরির কৃপায় আজ আমাদের পুনর্মিলন হল।

উভয়ে। ধন্য হরিলীলা!

বেগে চূড়ার প্রবেশ।

চূড়া। (মীরার পদতলে পতিত হইয়া) মহারাণি! একটি বিশেষ ভিক্ষা।

মীরা। (বিস্ময়ে) আবার ভিক্ষা! কে তুমি?

চূড়া। আপনাদের পাপিষ্ঠ ভৃত্য রসকুম্ভের পত্নী।

মীরা। তুমি কি প্রার্থনা কর?

চূড়া। পতির কারামুক্তিভিক্ষা।

মীরা। রসকুম্ভ কারাগারে? (কুম্ভের প্রতি) মহারাজ! আবার কেন তাকে কারাগারে রেখেছেন?

কুম্ভ। রাজ্ঞি! মীরাবিসর্জ্জনের মূলকারণ সেই দুরাচার। সে———

মীরা। (বাধা দিয়া) থাক্, তার কোন কথা শোন্‌বার প্রয়োজন নাই। আমার অনুরোধে তা'কে আবার দয়া কোরে মুক্তিদান করুন।

কুম্ভ। তা হলে আবার হয় তো তোমায় আমায় কষ্টভোগ কোত্তে হবে।

মীরা। ভগবান্ হরি যাদের ভরসা সহায়, তাদের আবার কষ্ট কি? যদিই প্রথমে কোনরূপ কষ্ট হয়, সে কষ্ট কষ্টই নয়—পরিণামে অনন্ত সুখ। তার সাক্ষী আজ আমরা উভয়ে।

কুম্ভ। আচ্ছা, মহিষি! তোমার অনুরোধে আবার সেই পাপাত্মাকে মুক্তিদান কল্লেম। (চূড়ার প্রতি) আমি আমার স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র লিখে দিচ্ছি। তুমি সেই পত্র আমার কারাধ্যক্ষকে

দেখালে, সে তৎক্ষণাৎ তোমার কৃতঘ্ন স্বামীকে কারাগার হতে মুক্ত কোরে, আমার রাজ্য থেকে দূর কোরে দেবে।

চুড়া। জয় হোক্, মহারাজ! জয় হোক্ মহারাণি!

কুম্ভ। আচ্ছা, চুড়ে! আমি এখানে এসেছি, কিরূপে জান্‌লে?

চুড়া। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ! আমিও ছদ্মবেশে বরাবর আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসেছি। ছদ্মবেশ ত্যাগ কোরে মহারাণীর নিকটে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা কল্লেম। আপনাদের মঙ্গল হোক্।

[প্রস্থান।

মীরা। মহারাজ! আজ আমরা বহু দিনের পর যাঁর অপূর্ব্ব দয়ায় একত্র হলেম, ঐ দেখুন, মন্দিরমধ্যে সেই পরমারাধ্য ভগবান্ গোবিন্দজী।

(সহসা পটপরিবর্ত্তন)

চিত্র-বৈচিত্র্য (PANORAMA) দৃশ্য।

লতাকুঞ্জমধ্যে সিংহাসনে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

স্ত্রীপুরুষ হরিভক্তগণ। (গীত)

প্রেমের হরির প্রেমের খেলা,
এই বেলা আয়, আয় দেখে যা।
(এ প্রেম) যে জন বোঝে, সে জন মজে,
সে জন ভজে ঐ রাঙা পা॥
হরির প্রেমের ছায়ার ছায়া দেখ্‌তে যারা পায়,
কোটি স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ আর কি তারা চায়;
প্রেমের হরির প্রেমের লাগি,
হয় গো তারা প্রেম-যোগিনী-যোগী,
প্রেমের ভিখারী হয়ে গো তারা,
প্রেমের সাগরে ভাসায় গা॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

ডাক্তার বাবু।

(প্রহসন।)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

গৌর ... ... জনৈক দোকানদার।
নিতাই ... ... গৌরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
জয় ডাক্তার ... জনৈক চিকিৎসক।
ভজহরি ধন্বন্তরি ... জনৈক কবিরাজ।
কালীচরণ ... গৌর ও নিতাইএর আত্মীয়।

একজন টহলদার বৈষ্ণব, দুইজন রোগী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নিস্তারিণী ... ... গৌরের স্ত্রী।

একটি স্ত্রীলোক, একটি বালিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্যামপুর—নিতাই মুদির দোকান।

নিতাই মুদি দোকানে উপবিষ্ট।

এক জন টহলদার বৈষ্ণবের প্রবেশ।

ট-বৈষ্ণব। (করতাল বাজাইয়া নাম গান করিয়া) হরি তোমার মঙ্গল করুন, বাবা! বাবাজীকে বিদেয় কর।

নিতাই। এই নাও বাবাজী দুটি পয়সা। (পয়সা দেওন)

ট-বৈষ্ণব। ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্। জয় হোক্ বাবা।

[প্রস্থান।

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। আধ পয়সার নুন, দেড় পয়সার ঘি, পোন পয়সার নারকেল তেল, সিকি পয়সার পাঁচ ফোড়ন দাও।

নিতাই। নগদ না ধার?

স্ত্রী। পরশু পয়সা দেবো।

নিতাই। আমি ধারে বেচি না।

স্ত্রী। (ঈষৎ ক্রোধে) কেন? আমি জুওচ্চোর না কি?

নিতা। না, তুমি খুব সাধু, তাই সাড়ে সাত পয়সা দেড় মাসেও আদায় কোত্তে পারলুম্ না।

স্ত্রী। মর্ মিন্সে, যা মুখে আসে, তাই বলিস্ যে; নিস্ তোর পয়সা। তোর সাড়ে সাত পয়সা না শুধে আমি জলটুকুও মুখে দেবো না এই দিব্যি কল্লুম

একটি বালিকার বেগে প্রবেশ।

বালিকা। (স্ত্রীলোকের প্রতি সাবদারে) মা! মা! খিদে পেয়েচে, মুড়ি কিনে দে না মা।

স্ত্রী। (ক্রোধে) দূর হ মুখপোড়া মেয়ে, আমি যে জলটুকুও মুখে দেবো না দিব্যি কল্লুম।

নিতাই। ভ্যালা যা হোক্। উনি জলটুকুও মুখে দেবেন না, তো মেয়ে পর্য্যন্ত শুকিয়ে থাক্। বা রে দিব্যি।

স্ত্রী। (সরোষে) এ আমার পেটের মেয়ে, না তোর পেটের মেয়ে? মা মেয়ে কি তফাৎ রে মিন্সে? তোর মুড়ি মিইয়ে যাক্, পাখপক্ষীতেও যেন না খায়।

নিতাই। ধারে কিন্তে এসে এত অভিশাপ! না জানি নগদ কিন্লে এতক্ষণ ভস্ম কোরে ফেল-

তিস্! আমার মুড়ি নিইয়ে যাক্, তবু যেন তোর মত থেরো খদ্দেরের পেটে না যায়।

বালিকা। দে না মা মুড়ি কিনে।

স্ত্রী। ওলো মুড়ীপুড়ীর মেয়ে, মুড়ি খেয়ে কাজ নি লো কাজ নি, ঘরে পান্তা ভাত আছে দিইগে চল্।

বালিকা। ঘরে নুন নেই যে।

স্ত্রী। ও মা, তাও তো বটে, (আবদারে নিতাই-য়ের প্রতি) ও নিতাই, বলি আমার ওপর কি রাগ কত্তে আছে? না হয় আধ পয়সার নুন ধারে দে। সেই সাড়ে সাত পয়সা আর এই আধ পয়সা, মোট আট পয়সা আমি বাটী বাঁধা দিয়ে নিশ্চয়ই দিয়ে যাব।

নিতাই। তোর সে সাত-পুরুষে ভাঙা পাথর-বাটী কে বাঁধা রাখ্‌বে রে মাগি?

স্ত্রী। (সরোষে) আ-মর মিন্সে! যা ইচ্ছে তাই বল্‌চিস্ যে! আচ্ছা এক্ষুনি আমি তোর পয়সা এনে দিচ্চি।

[বেগে প্রস্থান।

খঞ্জনী, বেহালা ও মন্দিরা লইয়া একদল নেড়া নেড়ীর প্রবেশ ও উপবেশন করিয়া গীত

নিতাই। এই নাও চারিটি পয়সা। (পয়সা দেওন)

নেড়ানেড়ীগণ। জয় হোক্, জয় হোক্।

নেড়া নেড়ীগণের প্রস্থান।

নিতাই। (বালিকার প্রতি) তোর মা চোলে গেলো, তুই যে দাঁড়িয়ে রইলি?

বালিকা। (সাবদারে) দুটি মুড়ি দাও না।

নিতাই। নেহাৎ মুড়ি না খেয়ে ছাড়্‌বি নি? আচ্ছা তুই আমার এক কুড়ি পাকাচুল তুলে দে, মুড়ি দোবো।

বালিকা। তোমার মাথায় যে কাঁচা চুলই খালি, কাঁচা চুলই তুলে দেবো?

নিতাই। খুঁজলে পাকাও পাবি।

বালিকা। আচ্ছা। (চুল তোলন)

কালীচরণের প্রবেশ।

নিতাই। কি হে কালীচরণ, কেমন আছ? কখন্ এলে?

কালী। আমি আছি ভাল, কিন্তু—

নিতাই। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্‌লে যে? তোমার বাড়ীর সব ভাল ত?

কালী। আমার বাড়ীর সব ভাল বটে, তোমার দাদার বড় শক্ত ব্যারাম হয়েছে, এখুনি তোমার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নিতাই। (শশব্যস্তে) অঁা, সে কি, দাদার ব্যারাম! কি ব্যারাম?

কালী। ব্যারামটা কেউ ঠাওরাতে পাচ্চে না।

নিতাই। কে দেখ্‌চে?

কালী। জয় ডাক্তার।

নিতাই। (বালিকার প্রতি) নে নে, তুই মুড়ি নিয়ে যা। (মুড়ি প্রদান)

[বালিকার প্রস্থান।

কালী। এ গাঁয়ে ভাল কোব্‌রেজ আছে কি?

নিতাই। আছে। ভজহরি বদ্দি সাক্ষেৎ ধন্ব-ন্তরি।

কালী। চল তবে, সেই কোব্‌রেজকে নিয়ে এখুনি দোকান বন্ধ কোরে বাড়ী চল।

নিতাই। তুমি একটু বোসো, আমি কোব্‌-রেজের কাছে যাই। ঐ চকমকীতে টিকে তামাক আছে, সেজে খাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্যামপুর—ভজহরি কবিরাজের চণ্ডীমণ্ডপ।

ভজহরি কবিরাজ ও রোগিদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম রোগী। আমার সকাল বেলা ডান-দিকের মাথা ধরে, আর বিকেল বেলা বাঁ দিকের মাথা ধোরে।

ভজ। আর রেতের বেলা?

১ম রোগী। বেষ্মতেলোটা দপ্‌দপায়।

ভজ। (গম্ভীরভাবে) হুঁ, এ দেখ্‌ছি গন্ধর্ব্ব-রাজ সান্নিপাতিকের লক্ষণ। এ রোগে যমদণ্ড-প্রহার মোদক ব্যবস্থেয়।

১ম রোগী। সে কি কোব্‌রেজ মশায়, আপন-কার কাছে রোগ সারাবার তরে এলুম, আপুনি যমদণ্ড বল কি গো?

ভজ। ওরে বাপু, আমি যে সে কবিরাজ নহি, আমার হাতে রুগী পড়্‌লে একবারে সেরে যায়। যমদণ্ডপ্রহার-মোদক আমার প্রধান ঔষধ। এর অপর নাম সর্ব্বজীবঘ্ন।

১ম রোগী। তবে তাই দেও। দামটা পড়্‌বে কত?

ভজ। হাতে রেখে বোল্‌বো, না ঠিক্ বল্‌বো?

১ম রোগী। হাতে রেখে কি, মশয়?

ভজ। ওরে বাপু! কবিরাজ, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিমেরা টিপ্ রেখে রোগীর চিকিৎসা করে। যে রোগটা এক তিল, তাকে তাল কোরে রোগীর অর্থ শোষণ করে। আবার যে রোগটা আট আনা বা এক টাকার ঔষধ খেয়ে সাত দিনে সেরে যেতে পারে, সে রোগটাতে তিন চার মাস ঔষধ খাইয়ে হপ্তায় হপ্তায় টাকা লোটে, একেই বলে চিকিৎ-সকের হাতের টিপ্।

১ম। এজ্ঞে আমি বড় গরীব, আমাকে অমন টিপ্ দিও না।

ভজ। আচ্ছা, তুই এক টাকা পাঁচ আনা দে, তোর রোগের মত ঔষধ দি। (মূল্য লইয়া ঔষধ প্রদান)।

দ্বিতীয় রোগী। আমার একবার হাতখানা দেখুন।

ভজ। তোর কি হয়েচে?

২য় রোগী। আজ তিন দিন ধোরে আমার ডান পায়ের গাঁটুটা ফুলেচে।

ভজ। তবে হাতের নাড়ী টিপ্‌লে কি হবে? দেখি তোর ডানপা। (পা টিপিয়া দেখিতে দেখিতে) বাপু, ও বাপু, তুমি দৈএ ঘোল মিশিয়ে খেয়েছিলে?

২য় রোগী। এজ্ঞে না, দুদে জল মিশিয়ে খেয়ে-ছিলুম।

ভজ। ওরে বাপু, ও একই কথা, এক গরুর বাঁট থেকেই ঘোল, দই, দুধ নিষ্ক্রান্ত হয়।

২য় রোগী। তবে উপায়?

ভজ। বিষস্য বিষমৌষধম্। এবার দুদে ঘোল মিশিয়ে খাওগে, আর এই একটা বড়ী দিচ্চি, এর নাম পঙ্গুচূড়ামণি। এই বড়িটি, শুক্‌নো শাল-পাতার রস বার কোরে, তাতে বেশ কোরে মেড়ে খেয়ে ফেলো গে।

২য় রোগী। এজ্ঞে, শুক্‌নো শালপাতার রস বার কর্‌বো কেমন কোরে?

ভজ। দু আনার পয়সা দে, আমিই দিচ্চি।

২য় রোগী। (সাশ্চর্য্যে) আপুনি শুক্‌নো শালপাতার রস বার কোত্তে পারো?

ভজ। ওরে বাপু! শ্যামপুরের ভজহরি ধন্বন্তরির বকযন্ত্রে কিসের রস না বেরোয়? শুক্‌নো শালপাতা তো শুক্‌নো শালপাতা, আগুনের রস পর্য্যন্ত চোঁ চোঁ কোরে বেরোয়, বাপু।

২য় রোগী। (প্রণাম করিয়া) এজ্ঞে, আপুনি সাক্ষেৎ শিব।

বেগে নিতাই মুদির প্রবেশ।

নিতাই। (নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়-মান)

ভজ। (স্বগত) ওঃ, লোকটা ছুটে এসেচে। তবে দেখ্‌চি একটা বড়গোচের দাঁও পট্‌লো। মুখখানা শুক্‌নো, চোক্ দুটো ছলছল, সুসংবাদ বটে। (প্রকাশে) তুমি কি চাও, বাপু?

নিতাই। আজ্ঞে আপনাকে?

ভজ। (বিস্ময়ে) আমাকে?

নিতাই। আজ্ঞে আপনাকে এখুনি আমার সঙ্গে জগৎপুরে যেতে হবে।

ভজ। কেন?

নিতাই। আমার দাদার বড় ব্যারাম হয়েচে।

ভজ। কি ব্যারাম ?

নিতাই। কেউ ঠাওরাতে পাচ্চে না।

ভজ। গো-বদ্দি, গো-ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে কি রোগ ঠাওরানো যায়, বাপু ? আমি ভিন্ন অন্য কে তন্ন তন্ন কোরে রোগ ঠাওরাতে পারে ?

নিতাই। আজ্ঞে তাইতো আপনাকেই চাই।

ভজ। তা যেন হলো, এখন্ ওদিগের ব্যাপারটা কি ?

নিতাই। কত নেবেন ? কিন্তু একটু বিবেচনা করবেন, আমি বড় গরীব।

ভজ। আচ্ছা তার জন্য চিন্তা কি ? অন্যে পুরো যোল আনা দেয়, তুমি পৌনে যোল আনা দিও।

নিতাই। আজ্ঞে আরও কিছু কম—

ভজ। (বিরক্ত হইয়া) তবে কোন হাতুড়ের কাছে যাও।

নিতাই। আজ্ঞে তার কাজ নেই, যা লাগে দেবো, আপনিই চলুন।

ভজ। এখান থেকে জগৎপুর আট ক্রোশ, তোমাকে স্বতন্ত্র পাল্কীভাড়া দিতে হবে; তা ছাড়া আমাকে দর্শনী ও ঔষধের খরচ শুদ্ধ জড়িয়ে পোনেরোটি টাকা দাও।

নিতাই। আজ্ঞে আপনার ওষুধে সারবে তো ?

ভজ। (সহাস্যে) ভয় কচ্চ কেন, বাপু ? আমার ওষুধ, কি রোগী কি অরোগী সকলকেই সারে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগৎপুর—গৌর মুদির গৃহ।

রোগশয্যায় গৌর মুদি শায়িত।

পার্শ্বে নিস্তারিণী উপবিষ্টা হইয়া পাখা লইয়া গৌরকে বাতাস করণে নিযুক্তা।

গৌরের যন্ত্রণাপ্রকাশ।

নিস্তা। (সরোদনে) হায়, হায়, কি হলো, আজ যে রোগ বেড়ে উঠ্‌লো, ডাক্তার বাবু কখন্ আসবে ?

গৌর। (কাতরবচনে) জল—হাওয়া—গেলুম—মলুম—মলুম—পুড়ে গেল—জলে গেল!

নিস্তা। (মুখে জল দেওন ও বাতাস করণ)

নেপথ্যে জয় ডাক্তার। গৌর, কেমন আছ এখন ?

নিস্তা। (শুনিয়া) ঐ যে ডাক্তার বাবু এসেচেন, আমি একটু আড়ালে যাই। (অন্তরালে গমন)

জয় ডাক্তারের প্রবেশ।

জয়। ও গৌর; গৌর, কেমন আছ ?

গৌর (মুখভঙ্গিদ্বারা যন্ত্রণাপ্রকাশ)

জয়। (স্বগত) এই যে আমার ওষুধ লেগেচে, এ রকম না হলে, কখনো কি কার্য্যসিদ্ধি হয় ? যে রকম ওষুধ খাইয়েচি, রোগী মরবে না বটে, কিন্তু মরার বাড়া। এর এ অবস্থা দেখে, এর স্ত্রী নিস্তারিণী অবশ্য ভয় পেয়েচে। ঐ যে ও ঘরে বোসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে। এইবার ও আমার কাঁদে পড়েচে। ধন্য আমার ডাক্তারী শিক্ষা! ধন্য ইংরাজের মেডিকেল কলেজ স্থাপন! ধন্য আমার এল্, এম্, এস্ ডিগ্রিভূষণ, সাবাস্ মেটিরিয়া মেডিকা! সাবাস্ সারজারি! সাবাস্ বোটানি! সাবাস্ এনাটমি! সাবাস্ ফিজিওলজি! সাবাস্ এলোপেথিক্ ট্রিটমেণ্ট! সাবাস্ ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট্‌স্! ততোধিক সাবাস্ ক্লুরো-ফর-

ভরা, শিশির কোলে জলপোরা, ডাক্তারকুলের জল-জীয়ন্ত ফাঁদ ডিস্‌পেন্সারি! এই বার ছুঁড়ীটেকে আঁৎকে তুলি। (ঘড়ি মিলাইয়া হাত দেখিতে দেখিতে মুখ সিট্‌কাইয়া) ইস্, তাইতো, বড় গোল-যোগ যে। ওগো ও ঘরে আছ তো শোনো, গতিক বড় ভাল নয়, এই এখন সন্ধ্যে, বোধ হয় নটা দশটার মধ্যেই—তাইতো আহা, লোকটা বড় ভাল ছিল। আমি চল্লেম। (কিঞ্চিদ্দূর গমন)

নিস্তা। (বেগে সরোদনে আসিয়া ডাক্তারের পদতলে পতিত হইয়া) ওগো ডাক্তার বাবু! কি হবে গো, কি হবে গো, ফেলে যেয়ো না, ভাল ক'রে দেখ গো। আমার সোয়ামীকে আরোগ্যি কর গো। গরিবকে দয়া কোল্লে ধর্ম্ম হবে, ডাক্তার বাবু।

জয়। (স্বগত) ওঃ ছুঁড়ী কি সুন্দরী, যেন অপ্সরী! মুখখানি যেন ঢলঢলে পদ্মফুল, ঘোম্‌টা ফুটেও আভা বেরুচ্চে; চোক দুটি ফুটে জল বেরুচ্চে, আমার চোকে বোধ হচ্চে যেন ফোটা পদ্মে শিশির-বিন্দু। এই নিস্তারিণী—আমার নিস্তারিণী। ঠিক সময় পেয়েছি, এইবার মুখ ফুটে বলি। (বলিবার উদ্যোগ কিন্তু বলিতে না পারিয়া) ওঃ মুখ যে ফোটে না, বুক যে ফাটে, দূর ছাই, আর না বোলে থাক্‌তে পারি না, বোলে ফেলি, যা থাকে কপালে। (প্রকাশে) বলি ওগো, শোনো গো—বলি ওগো শোনো।

নিস্তা। বলুন, ডাক্তার বাবু।

জয়। আর একটু এ দিকে সোরে এস দিকিনি (উভয়ের কিঞ্চিৎ দূরে গমন) বলি বলি তা,—বলি বলি তা—বলি বলি তা—বলি বলি তুমি বড় সুন্দরী, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি যদি আমাকে তার শতাংশের একাংশও ভাল-[illegible]ল আমি আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পাই।

নিস্তা। (সভয়ে ও সরোদনে) ওগো ডাক্তার বাবু, এ কি বল! আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা!

জয়। না, জয়ডাক্তার-জয়কারিণী, আমি তোমার গোলাম!

নিস্তা। ছি, ডাক্তার বাবু, অমন কথা বল্‌তে নেই, তুমি আমার বাবা।

জয়। না, সুন্দরি, আমি তোমার প্রেম-ভিখারী।

নিস্তা। ওগো তুমি ভদ্রনোক, নেখা পড়া জানো, ও কথা বল্‌তে নেই, আমি তোমার মেয়ে।

জয়। তুমি আমার মনোমোহিনী।

নিস্তা। ছি! ছি! ভগমান! আজ এ কি শুনি! পিরথিবী দোফাঁক্ হও, আমি তোমার কোলে ঢুকুই। সোয়ামী গেল, আমিও যাই।

জয়। সুন্দরি! এখুনি তোমার সোয়ামীকে ভাল কোরে দেবো, কোন দুঃখু নেই, আমার দুঃখু দূর কর। (হস্তধারণে উদ্যোগ)

নিস্তা। (অত্যন্ত ভয়ে সরোদনে) ওগো কে কোথায় আছ, রক্ষে কর, রক্ষে কর, আমার জাত-কুল মালে। ভগমান! ভগমান! ভগমান! হরি! হরি! রক্ষে কর, রক্ষে কর। (চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে পতন ও মূর্চ্ছা)

জয়। (স্বগত) এ কি হলো! এও মলো না কি! শেষে যে খুনের দায়ে পোড়ে মারা যাই দেখ্‌চি।

নেপথ্যে নিতাই। বড় বৌ! ও বড় বৌ! আমি নিতাই এসেচি। (সঙ্গীদের প্রতি) আসুন কবরেজ মশাই! এস কালীচরণ! ওরে বেহারারা, একটু দাঁড়া; আমি বাড়ীর ভিতর থেকে এসে জলখাবার দিচ্চি।

জয়। (স্বগত শশব্যস্তে ও সভয়ে) ও বাবা! গৌরের ভাই নিতাই যে, এইবার গেলুম, এইবার সারলে—পাপের ফল হাতে হাতে ফল্‌লো, কোথা যাই, কোথা পালাই, আর যে পথ নাই, দোরগোড়ায় নিতাই! (চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে) ঐ যে আমার যম এসে পড়্‌লো রে। গৌরের তক্ত-পোষের নীচে ঢুকুই, (তক্তপোষের নিম্নে লুক্কায়িত হওন)

বেগে নিতাই, কালীচরণ ও ভজহরির প্রবেশ।

নিতাই। (শশব্যস্তে) বড় বৌ, বড় বৌ, কৈ বড় বৌ কোথা? দাদা কোথা? (বেগে গমনোদ্যোগ ও পদে নিস্তারিণীর গাত্রস্পর্শ) এ কি! কে এখানে! (দেখিয়া) তাই তো, বড় বৌ যে; ও বড় বৌ, বড় বৌ। তাই তো সাড়া নেই যে, (নাকে হাত দিয়া) নিশ্বেস আছে। কালীচরণ, শীগ্‌গির জল আন।

কালীচরণের প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

নিতাই। (জল দিতে দিতে) বড় বৌ, বড় বৌ!

নিস্তা। (চেতনা লাভ করিয়া নিমীলিত নেত্রে সভয়ে) ডাক্তার বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

নিতাই। (স্বগত) বড় বৌ এ কি বোল্‌চে, এ যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি, ব্যাপার কি? (প্রকাশে) আমি নিতাই।

নিস্তা। (সরোদনে) কে? ঠাকুর-পো! আমায় রক্ষে কর, যমের হাত থেকে আমায় রক্ষে কর।

নিতাই। যম কে বড় বৌ?

নিস্তা। জয় ডাক্তার।

নিতাই। সে কি!

নিস্তা। সে আমার জাতকুল মারতে এসেচে—

নিতাই। (সরোষে) কৈ সে শালার ব্যাটা শালা!

নিস্তা। এই যে এখেনে ছিল, তবে বুঝি পালিয়ে গেচে।

নিতাই। না, পালাবে কোন্ পথে? আমরা যে সদর দরজায় ছিলুম।

কালী। শালা কি হাওয়ায় মিশে গেল?

ভজ। তা বড় আশ্চর্য্য নয়, বাপু। ডাক্তার থেকে হাওয়া বার কত্তে পারে, তখন নিজেরাও যে বেয়ালুম হাওয়ায় মিশে যাবে, তার সন্দেহ কি?

নিতাই। বল কি, কব্‌রেজ মশয়? ডাক্তারগুলো কি যাদুকর?

ভজ। শুধু যাদুকর কেন, বাপু? সময়ে সময়ে ওরা আবার মধুকরও হয়। আজ্‌কের ব্যাপার দেখে বুঝ্‌চো না?

নিতাই। গোরবেটা শালা পাজী গেল কোথা? একবার পেলে শালার ঘাড়ের রক্ত চুষে খাই।

জয়। (তক্তপোষের নীচে থাকিয়া হাঁচিয়া ফেলন)

নিতাই। দাদা, আছ কেমন? তুমি হাঁচ্‌লে? (নিকটে গমন ও পুনর্ব্বার তক্তপোষের নীচে হাঁচির শব্দ শুনিয়া) না না, এ ত দাদার হাঁচি নয়, এ যে তক্তপোষের নীচে। (তক্তপোষের নীচে দেখিয়া সরোষে) পেয়েচি পেয়েচি, কালীচরণ, শালা কোলা ব্যাঙের মত তক্তপোষের নীচে ঘুসুড়ে আছে। দাঁড়া শালা! তোকে মুসুড়ে দিচ্ছি, শালা শাগুড়ে? এস, কালীচরণ, দুজনে মিলে শালাকে টেনে বার কোরে পাঁটা ছেঁড়া করি।

ভজ। আমিও ব্যাটার দুটো কান ধোরে টানি। বেটা চিকিৎসককুলের কলঙ্ক, লম্পট, কামুক, পাষণ্ড, নাস্তিক, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড! এখুনি ব্যাটাকে ধোরে লণ্ডভণ্ড খণ্ডখণ্ড কোরে ফেল।

(কালীচরণ ও নিতাই জয় ডাক্তারের ঘাড়ে হাতে ধরিয়া এবং ভজহরি কান ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, গালি গালাজ ও প্রহার)

জয়। (অত্যন্ত যন্ত্রণায়) দোহাই নিতাই, আমার ঘাট হয়েচে। আমায় মাফ্ কর, আর এমন কর্ম্ম করবো না। আমি ভান হাতে কোরে গু খেয়েচি।

নিতাই। চোপ্ রাও শালা। তোদের মত কুলাঙ্গারদের দোষেই বাপ্ মাকে গাল খেতে হয়,

জয়। নিতাই, তুমি যা বলো আমি তাই, আমি আর এমুখো হব না।

নিতাই। কখনই ছাড়্‌ব না, তোকে খুন কোরে ফাঁসি যাব।

জয়। (সভয়ে) তোমার পায়ে পড়ি, নিতাই, পায়ে পড়ি, আমায় খুন কোরো না।

নিতাই। আচ্ছা, আমার দাদাকে আরোগ্যি কর্, নাকে কানে খৎ দে, দাদার বউকে মা বল্।

জয়। আচ্ছা, আমার কাছে ওষুধ আছে, খেলে এখনি তোমার দাদা ভাল হবে। (ঔষধ-প্রদান) আর এই নাকে খৎ দিচ্চি (তথাবিধ-করণ)। তোমার দাদার স্ত্রী নিস্তারিণী আমার গর্ব্ভধারিণী মা।

জয়। এখনো বাকি আছে, রে পাষণ্ড! গৌরকে বাবা বল্, নিতাইকে খুড়ো বল্।

কালী। আর আমাকে বোনাই বল্; নৈলে এখনি গলা টিপে মার্‌বো।

জয়। (সভয়ে) আচ্ছা বল্‌চি, গৌর আমার বাবা, নিতাই আমার খুড়ো, আর তুমি আমার বোনাই। এইবার দাও রেহাই, আমি পালাই, দোহাই দোহাই!

নিতাই। দূর হ, শালার ব্যাটা শালা, দূর হ!

(জয় ডাক্তারের প্রতি সকলের পদাঘাত)

জয়। আজ আমার যেমন কর্ম্ম তেমি ফল! সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ পদাঘাত! আমার মতন যারা, তারা সাবধান হও!

সম্পূর্ণ।

জগা পাগলা।

প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ।

[A FARCICAL COMEDY.]

প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

া পাগলা ... জনৈক ভাবুক পাগল।
াহরি ভট্টাচার্য্য ... জনৈক পুরোহিত ব্রাহ্মণ।
বিন ময়রা ... জনৈক দোকানদার।
জীবন ময়রার ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রচতুষ্টয়। ভূত।

স্ত্রী।

র্ব্বতী ... ... জগা পাগলার মাতা।
দনমণি ... ... জীবন ময়রার পত্নী।
পঞ্চ পরী।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—জগা পাগলার খোড়োবাড়ী।

সময়—অপরাহ্ণ।

এক তড়্পা খড় মস্তকে লইয়া
জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। (ভূতলে খড়ের তড়্পা ফেলিয়া) শালার নো খড়ও এত ভারি। শালারা হাওয়ায় ওড়ে, গুনে পোড়ে তবু এত ভারি! তা ঠিক বটে, । কিছু সার নেই, সেই এখনকার দিনে ভারি , আর যার সার আছে, সেই হাল্‌কি। তার এই দেখ না—খালি জালা ঠং ঠং ঢং ঢং । বেয়াড়া চীৎকার করে, কিন্তু জলভরা জালা, আস্তে টুক্ টুক্ টুব্ টুব্ শব্দ করে। মাটির জালার মত মানুষজালাও ঢের দেখ্‌চি, বাবা। মাটির খালি জালাগুলোর ঠংঠঙানির জ্বালা বরং সয়, কিন্তু মানুষ-জালাগুলোর জ্বালা সয় না. আমার। এইবার ঢিল মেরে সে গুলোর পেট ছেঁদা কোরে দেবো। দাঁড়াও ঢিল কুড়িয়ে আনি। (গমনোদ্যোগ)

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্বতী। ও বাবা জগু, কোথা যাচ্চিস্?

জগা। কোথাও না, মা!

পার্ব্বতী। ঢিল কুড়ুতে যাচ্ছিলি কি?

জগা। বড্ড মনে কোরে দিয়েচো মা। তাই বটে।

পার্ব্বতী। ঢিল কি হবে?

জগা। পেট ছেঁদা কোর্‌বো।

পার্ব্বতী। কার পেট?

জগা। জালার পেট।

পার্ব্বতী। (সরোষে) ও মুখপোড়া! কুলে একটি কানাভাঙা জলের জালা ঘরের কোণে আছে, তাও তোর সইলো না রে ভ্যাক্‌রা।

জগা। দূর বোকা বেটি! সে জালার পেট কাটালে তেষ্টায় মারে পোয়ে ছাতি ফেটে মার্‌বো যে গো।

পার্ব্বতী। তবে আবার কোন্ জালা?

জগা। যে জালা জালার বড়।

পার্ব্বতী। সে আবার কোন্ জালা?

জগা। বদ্‌মাস মানুষ-জালা।

জয়। নিতাই, তুমি যা বলো আমি তাই, আমি আর একুখো হব না।

নিতাই। কখনই ছাড়্‌ব না, তোকে খুন কোরে ফাঁসি যাব।

জয়। (সভয়ে) তোমার পায়ে পড়ি, নিতাই, পায়ে পড়ি, আমায় খুন কোরো না।

নিতাই। আচ্ছা, আমার দাদাকে আরোগ্যি কর্, নাকে কানে খৎ দে, দাদার বউকে মা বল্।

জয়। আচ্ছা, আমার কাছে ওষুধ আছে, খেলে এখনি তোমার দাদা ভাল হবে। (ঔষধ-প্রদান) আর এই নাকে খৎ দিচ্চি (তথাবিধ-করণ)। তোমার দাদার স্ত্রী নিস্তারিণী আমার গর্ব্ভধারিণী মা।

জয়। এখনো বাকি আছে, রে পাষণ্ড! গৌরকে বাবা বল্, নিতাইকে খুড়ো বল্।

কালী। আর আমাকে বোনাই বল্; নৈলে এখনি গলা টিপে মার্‌বো।

জয়। (সভয়ে) আচ্ছা বল্‌চি, গৌর আমার বাবা, নিতাই আমার খুড়ো, আর তুমি আমার বোনাই। এইবার দাও রেহাই, আমি পালাই, দোহাই দোহাই!

নিতাই। দূর হ, শালার ব্যাটা শালা, দূর হ!

(জয় ডাক্তারের প্রতি সকলের পদাঘাত)

জয়। আজ আমার যেমন কর্ম্ম তেমি ফল! সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ পদাঘাত! আমার মতন যারা, তারা সাবধান হও!

সম্পূর্ণ।

জগা পাগলা।

প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ।

[A FARCICAL COMEDY.]

প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তি

পুরুষ।

জগা পাগলা ... জনৈক ভাবুক পাগল।

নরহরি ভট্টাচার্য্য ... জনৈক পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

জীবন ময়রা ... জনৈক দোকানদার।

জীবন ময়রার ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রচতুষ্টয়। ভূত।

স্ত্রী।

পার্ব্বতী ... ... জগা পাগলার মাতা।

মদনমণি ... ... জীবন ময়রার পত্নী।

পঞ্চ পরী।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—জগা পাগলার খোড়োবাড়ী।

সময়—অপরাহ্ণ।

এক তড়্পা খড় মস্তকে লইয়া
জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। (ভূতলে খড়ের তড়্পা ফেলিয়া) শালার শুক্‌নো খড়ও এত ভারি! শালারা হাওয়ায় ওড়ে, আগুনে পোড়ে তবু এত ভারি! তা ঠিক বটে, যার কিছু সার নেই, সেই এখনকার দিনে ভারি ভারি, আর যার সার আছে, সেই হাল্‌কি। তার সাক্ষী এই দেখ না—খালি জালা ঠং ঠং ঢং ঢং কোরে ষেয়াড়া চীৎকার করে, কিন্তু জলভরা জালা, আস্তে আস্তে টুব্ টুব্ টুব্ টুব্ শব্দ করে। মাটির জালার মত মানুষজালাও ঢের দেখ্‌ছি, বাবা। মাটির খালি জালাগুলোর ঠংঠঙানির জালা বরং সয়, কিন্তু মানুষ-জালাগুলোর জালা সয় না. আমার। এইবার টিল মেরে সে গুলোর পেট ছেঁদা কোরে দেবো। দাঁড়াও ঢিল কুড়িয়ে আনি।

(গমনোদ্যোগ)

পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী। ও বাবা জগু, কোথা যাচ্চিস্?

জগা। কোথাও না, মা!

পার্ব্বতী। ঢিল কুড়ুতে যাচ্ছিলি কি?

জগা। বড্ড মনে কোরে দিয়েচো মা। তাই বটে।

পার্ব্বতী। ঢিল কি হবে?

জগা। পেট ছেঁদা কোর্‌বো।

পার্ব্বতী। কার পেট?

জগা। জালার পেট।

পার্ব্বতী। (সরোষে) ও মুখপোড়া! কুলে একটি কানাভাঙা জলের জালা ঘরের কোণে আছে, তাও তোর সইলো না রে হ্যাক্‌রা।

জগা। দূর বোকা বেটি! সে জালার পেট ফাটালে তেষ্টায় মারে পোরে ছাতি ফেটে মার্‌বো যে গো।

পার্ব্বতী। তবে আবার কোন্ জালা?

জগা। যে জালা জালায় বড়।

পার্ব্বতী। সে আবার কোন্ জালা?

জগা। বদ্‌মাস মানুষ-জালা।

পার্ব্বতী। তা যত পারিস্ পেট ফাটা। (খড়ের তড়্পা দেখিয়া) হ্যাঁ রে জগা! এক তড়্পা খড় কেন আন্‌লি? গরু কই?

জগা। (আত্মবক্ষে হস্ত দিয়া) এই—এই।

পার্ব্বতী। মুণ্ডে আগুন, মুণ্ডে আগুন।

জগা। ওগো মা, খড়ে ঘরের চাল ছাইবো।

পার্ব্বতী। ছাওয়া চাল বেচাল কোরে ছাইবি না কি?

জগা। আমি নিতুই নতুন ভালবাসি। রোজ রোজ চালের খড় বদ্‌লাবো।

পার্ব্বতী। তোর জ্বালায় আর পয়সা কড়ি থাক্‌বে না। আমি ধান্ ভেনে, ঘুঁটে বেচে, যা কিছু পয়সা কড়ি জমাই, তুই উড়িয়ে দিস্।

জগা। (সহাস্তে) আরে আবাগের বেটি! পয়সা কড়ি, টাকার কাঁড়ি তো চিরকালই উড়ে বেড়ায়। এগুলোও যে পাখী।

পার্ব্বতী। দূর মুখপোড়া! পয়সা টাকা আবার পাখী!

জগা। যে সে পাখী নয় মা, পয়সা টাকা লক্ষীর বাহন পেঁচা পাখী। অন্ত পাখী দিনে ওড়ে, দেক্তে পাই; পেঁচা রেতে ওড়ে, চোখে মালুম হয় না। টাকা পয়সাও তেম্নি। এগুলো এম্নি বেমালুম ওড়ে, কার সাধ্যি আট্‌কায়? টাকা পেঁচা, পয়সা পেঁচা, হরদম্ চোঁচা ওড়ন্ উড়চে।

পার্ব্বতী। না, আমার নক্ষী বাবা, তুমি আর মিছিমিছি উড়িও না।

জগা। তোর নক্ষী বাবার সাধ্যি কি যে নক্ষী মার পক্ষী আট্‌কে রাখে।

পার্ব্বতী। তবে আর তোকে পিঠে গোড়ে খেতে দেবো না।

জগা। ও বাবা! পিঠে না খেলে পেটের মেটে শুকিয়ে যাবে যে। আচ্ছা, এইবার থেকে, টাকা পেঁচা আর পয়সা পেঁচাকে খাঁচায় পুরে, কিপ্টের দলে নাম লিখিয়ে চেপ্টে চেপে বস্‌বো।

পার্ব্বতী। তা হলে শেষে সুখ পাবি।

জগা। যে করে সুখের আশ, দুঃখু তার বারো মাস। লোকে দেঁতো হাসি কেবল হাসে, মনের চোখে কেঁদে কাসে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) ও মা, একটা মস্ত সমিস্তে মনে পড়্‌লো।

পার্ব্বতী। কি সমিস্তে?

জগা। সে দিন গণ্ডগোলপুরের টোলে পণ্ডিতরা বল্‌ছিলো—সুখ ছিল অসুখ, সন্ধি হল সুখাসুখ। সুখাসুখ শুনে আমি সার ভেবেচি, সুখাসুখ কি না যার নাম সুখ, সে শুখা। তাই বল্‌চি মা, দুনিয়ায় কি আর সুখ আছে? সুখ শুখিয়ে গেছে। কেবল দুঃখু—দুঃখু—দুঃখু। এ যে না বিশ্বেস করে, সে মুক্ষু—মুক্ষু—মুক্ষু। (ক্ষণেক পরে) মা, আমার ভারি খিদে পেয়েচে।

পার্ব্বতী। পয়সা নষ্ট কোরে খড় এনেচিস্, খাবার দাবার তোয়ের কোর্ব্বো কিসে? খিদে পেয়েচে, ছাই খা।

জগা। তবে খড়গুলো পুড়িয়ে দে।

পার্ব্বতী। মুণ্ডে আগুন, মুখ-পোড়া! মর্ মর্, এখনি মর্।

[প্রস্থান।

জগা। মাতৃবাক্য অবশ্য পালনীয়। আমি নিশ্চয় মর্‌বো। পণ্ডিতরে বলে, পিতা মাতার কথা যে না শোনে, সে মহাপাতকী নরাধম। সুতরাং কেন মহাপাতকী নরাধম হব? অব্বিশ্যি মর্‌বো। মা! শেষ বিদায়, এই তোর সুবোধ ছেলে জগা চল্লো ম'ত্তে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—গ্রাম্য পথ। সময়—সন্ধ্যার পূর্ব্ব।

এক দিক্ দিয়া নরহরি ভট্টাচার্য্য ও অপর দিক্ দিয়া জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। পেন্নাম গো ভট্‌চাযি্য মশায়!

নর। বেঁচে থাক্, জগা, বেঁচে থাক্।

জগা। কোন্নে কি ঠাকুর, এমন আশীর্ব্বাদও কোত্নে আছে? বড় সঙ্কটে ফেল্লে, যে ঠাকুর!

নর। সঙ্কট কি, রে জগা?

জগা। তোমার আশীর্ব্বাদ নিতে গেলে মাতৃবাক্যি লঙ্ঘন করা হয়, আবার মাতৃবাক্যি পালন কোত্তে গেলে তুমি হেন ব্রাহ্মণের বাক্যি হেলন করা হয়।

নর। তোর মা কি বোলেচে?

জগা। তুমি যা বোলে আশীর্ব্বাদ কোল্লে, তারই ঠিক উল্টো।

নর। ম'ত্তে বোলেচে?

জগা। হ্যাঁ ঠাকুর মশায়। আমি ম'ত্তে যাচ্চি, তুমি মাঝে থেকে "বেঁচে থাক্" বোলে বাগ্‌ড়া দিলে। তোমায় পেন্নাম কোরে বড় আহাম্মুকিই কোরেচি।

নর। ওরে পাগল! তোর মা তোকে গাল দিয়েচে। নতুবা মাতা কি কখনও পুত্রকে সত্য সত্য ম'ত্তে বলে?

জগা। তবে কি মা আমাকে মিথ্যে মিথ্যে ম'ত্তে বোলেচে?

নর। তা বই কি?

জগা। তবে তুমিও মিথ্যে মিথ্যে "বেঁচে থাক্" বোলে আশীর্ব্বাদ কোল্লে?

নর। তুই ঘোর পাগল। তোর সঙ্গে বৃথা গণ্ডগোল ক'ত্তে পারিনে, বাপু। আমি চ'ল্লেম।

জগা। তা চল, কিন্তু টোলে গিয়ে তোমার শ্রাদ্ধতত্ত্বের পুঁথিখানা ভাল কোরে একবার দেখো, তাতে সেই বিধিটে লেখা আছে কি না।

নর। কোন্ বিধি?

জগা। জ্যান্তে মরার শ্রাদ্ধবিধি।

নর। মৃতেরই তো শ্রাদ্ধ হয়, জীবন্মৃতের অর্থাৎ জ্যান্তে মরার আবার শ্রাদ্ধ কি?

জগা। তোমার কথায় জীবন আর মায়ের কথায় মরণ, সুতরাং আমি জ্যান্তে মরা। তারি শ্রাদ্ধ।

নর। দূর পাগল।

জগা। পালালে ঠাকুর, তা পালাও। কিন্তু আমি মাতৃবাক্যি আর ব্রাহ্মণবাক্যি দুইই প্রতিপালন কোর্‌বো। জীবন্মৃত অর্থাৎ জ্যান্তে মরা হব। একবারে বাঁচবও না, কিম্বা একবারে ম'রবও না, দুয়ে মিশিয়ে হব জ্যান্তে মরা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—নদীতটে শ্মশান। সময়—সন্ধ্যার পর।

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। এই যে আমার সাধের শ্মশান। এখানে সবাই আসে,—মরা আসে, জ্যান্ত আসে, জ্যান্তে মরা আসে। জ্যান্তে মরা কে?—জগা পাগলা। জগা পাগলা কে?—আমি। শ্মশান বড় সুখের স্থান। শ্মশানে দুটো খুব লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ আছে। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে যাওয়া যায় স্বর্গে আর একটা দিয়ে নরকে। যে পাপ করে, সে যায় নরকের সুড়ঙ্গে; যে পুণ্যি করে, সে যায় স্বর্গের সুড়ঙ্গে। ও জগা! ত্থাখ্ ত্থাখ্, ইস্, নরকে যাবার সুড়ঙ্গটার ভিতরে ভিড় ত্থাখ্—অসংখ্য পাপীর ভিড় ত্থাখ্। কিন্তু, জগা, স্বর্গে যাবার সুড়ঙ্গটা খালি ব'ল্লেই হয়; দু একটা পুণ্যাত্মা লোক যাচ্চে। হায় হায়, দুনিয়াতে পোনে ষোল আনা নরনারী, নরকে যাওয়ার সুড়ঙ্গের অধিকারী। জগা! তোর কপালে কোন্ সুড়ঙ্গ? ভগা জানে। আমি মাতৃবচন, বিপ্রবচন করেচি পালন, পেয়েচি মরণে জীবন—জীবনে মরণ—অর্থাৎ জ্যান্তে মরা। এতে যদি পাপ হয়, যাব নরকে, যদি পুণ্যি হয় যাব স্বর্গে। ভয় কি, জ্যান্তে মরা জগা? মজা কোরে পদ্মনাভ হয়ে চিতের কয়লার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়্। এখনি দেখ্তে পাবি, তোকে বিষ্ণুদূতে টানে, কি যমদূতে টানে—তুই স্বর্গের সুড়ঙ্গে ঢুকিস্, কি নরকের সুড়ঙ্গে ঢুকিস্। এই শয়ে শুলো জগা পাগলা জ্যান্তে মরা। (একটা নির্ব্বাপিত চিতার উপর নেত্র

একটা শূন্য কলস লইয়া নরহরি ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

নর। অদ্য শনিবার অমাবস্যা। অদ্যই নিশীথ রাত্রিতে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বশীকরণক্রিয়া কোত্তে হবে। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়েচে। এই সময় এই শ্মশানসংলগ্ন নদী হ'তে এই নূতন মৃৎকলসে জল গ্রহণ করি। (নদীজলে কলসী পূরণ করিয়া) এইবার যাই। (সহসা হস্তে বেদনা অনুভব করিয়া) উঁহু উঁহু, হস্তে হঠাৎ কঠিন বেদনা হল যে। ভয়ানক কষ্ট, জলপূর্ণ কলসী যে আর তুলতে পাচ্চি না। কি করি? কাকেই বা ডাকি? এ নির্জ্জন শ্মশানেই বা কে আছে? আচ্ছা, একবার ডাকি, যদি কেউ থাকে তো সাড়া দেবে। (উচ্চৈঃস্বরে) কেউ এখানে আছ কি? বলি কেউ এখানে আছ কি?

জগা। (সহসা চিতা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া নরহরির সম্মুখে গিয়া) আছি বই কি।

নর। (সভয়ে ভূতলে কলসী রাখিয়া) ওরে বাবা রে! ভূত রে! রাম রাম রাম রাম! (পলায়নোদ্যোগ)

জগা। (নরহরির পা জড়াইয়া ধরিয়া) পালাও কোথা? ডাকলে কেন?

নর। দোহাই ভূত! দোহাই ভূত!

জগা। এখনো ভূত হয় নি।

নর। হাঁ বাপু, তুমি ভূত।

জগা। উঁহু, আমি জ্যান্তে মরা।

নর। জ্যান্তে মরা কি?

জগা। জগা পাগলা।

নর। না, তুমি ভূত।

জগা। না, আমি ন-ভূত।

নর। ন-ভূত—ন-ভবিষ্যতি। ন ভূত হবে না, সুতরাং তুমি ভূত।

জগা। মায়ের হুকুমে ম'রে ভূত হতুম, কেবল তোমার আশীর্ব্বাদে বেঁচে ম'রে আছি—অর্থাৎ জ্যান্তে মরা হয়ে, ন-ভূত হ'য়ে আছি। ভটচায্যি মশায়, বিকেলবেলার আশীর্ব্বাদটা সন্ধ্যের পরেই ভুলে গেলে? বামুনের এত ভুল, তাই তো আশীর্ব্বাদ ফলে না।

নর। পা ছাড়, বাপু ভূত!

জগা। (বিরক্ত হইয়া) ফের যদি ভূত ভূত বোল্‌বে, তো পা ভেঙে দেবো।

নর। আচ্ছা বাপু, তুমি ভূত নও, দেবতা। দেবতার কি উচিত মানুষের পা ধরা?

জগা। তবে ঘাড় ধরি। (দণ্ডায়মান হইয়া) কেমন, ধরি ঘাড়?

নর। (জগা পাগলার মুখ দেখিয়া) আরে তাই তো, জগুই যে! তুই এমন ভর সন্ধ্যার সময় শ্মশানে কেন?

জগা। আমি যে জ্যান্তো মড়া। মরা মড়া হলে এতক্ষণ পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতুম, কিন্তু জ্যান্তো মড়া বোলে চিতের চোড়ে ধড়ফড় কচ্ছিলুম। তোমার ডাক শুনে উঠে এলুম। তা যাক্, এখন জ্যান্তো মড়ার একটা গতিমুক্তি কর।

নর। তোর গতিমুক্তির উপায় ভেবে রেখেছি। এই জলের কলসীটে মাথায় কোরে আমার সঙ্গে আয়।

জগা। মজুরী?

নর। আমার উত্তরীয়খানায় পাঁচটা কলার একটা ছড়া বাঁধা আছে; তাই দোবো।

জগা। আগে দাও।

নর। এর পর দিলে হবে না?

জগা। না, হবে না।

নর। কেন?

জগা। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী।" জলের কলসী মাথায় ব'য়ে নিয়ে গিয়ে, শেষে কি পাজী হব?

নর। আচ্ছা, বাপু, অগ্রেই, কদলী গ্রহণ কর। (কদলী প্রদান)

জগা। এই আমিও মোট তুলি। (মস্তকে কলসী উত্তোলন)

নর। চল্ এইবার।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পথ। সময়—সন্ধ্যার পর।

নরহরি ভট্টাচার্য্য ও কলসীমস্তকে জগা পাগলার প্রবেশ।

নর। শীঘ্র শীঘ্র চল্।

জগা। একটা লণ্ঠন জ্বেলে এনে, ও কথা বোল্লে শোভা পেতো। একে অমাবস্তে, তাতে রাত্তির, তাতে আবার মিশ্‌মিশে অন্ধকার। আস্তে আস্তে চল, ঠাকুর! নৈলে ঘড়া শুদ্ধ ঘাড়মুড় থুব্‌ড়ে প'ড়ে যাব।

নর। তবে তাই চল, বাপু।

জগা। (স্বগত) এইবার আমার বড় মজা। মা তো পয়সা কড়ি আর দেবে না, অথচ আমার পয়সা না হলে চল্‌বে না; এই বামুণ পাঁচটা কলা দিয়েচে। একটা খাবো, চাট্টে হাটে বেচে একটা পয়সা পাবো। সেই একটা পয়সা পুঁজী কোরে ব্যবসা সুরু কোরবো। কোল্‌কাতা গিয়ে, এক পয়সায় পঁচিশটে ছুঁচ কিন্‌বো; গাঁয়ে এসে এক এক পয়সায় পাঁচটা কোরে বেচ্‌বো, পঁচিশটে ছুঁচে, পাঁচটা পয়সা হবে। তার পর, নিধে হাড়ীর কাছে পাঁচ পয়সায় একটা মাদী হাঁসের ছেনা কিন্‌বো। মাস কএক সেটা বড় হয়ে, রোজ রোজ এক একটা কোরে ডিম পাড়্‌বে। দিন দিন ডিম বেচে কিছু দিনে অনেক পয়সা জোম্‌বে। তার পর, একটা ছাগ্‌লী কিন্‌বো। সে তিন চাট্টে কোরে দফায় দফায় বাচ্চা বিওবে, বাচ্চাগুলোকে আচ্ছা পাঁটা পাঁঠী কোরে, বেচে টাকা জমাবো। টাকা কুড়ি জোমেই একটা আট-দশ-সের-দুধ-ওআলী গাই কিন্‌বো। সেই গোরুর দুধ তো বেচ্‌বোই; তা ছাড়া, তার দুধে দই হবে, মাখন হবে, ক্ষীর হবে, ছানা হবে, ঘোল হবে, ঘি হবে। এই নব্য গব্য বেচে টাকার আণ্ডিল হবে। তখন আর আমায় পায় কে? আমিই বা কে, আর আমাদের গাঁয়ের খগেন্দর বাঁড়ুয্যে জমীদারই বা কে? তখন খগা ভাই! হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থোলে একটি অতি সুন্দরী গাঙা টুকটুকে বৌ করতলগত হবে। দেখ্‌তে দেখতে কিছুকালে আমার অনেক ছেলে মেয়ে জুমিটি হবে। তখন আমার সোণার সংসার। আমি বাবু-বাড়ীর বোঠোকখানার তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়ে টানা-পাখার হাওয়া খাবো; ছেলেরা আমাকে ভাত খাবার তরে ডাক্‌তে আস্‌বে। তখন কি টানাপাখার ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়ে, গরম ভাত খেতে যাবো? কখনই না—কখনই না। ছেলেগুলোকে ধোম্‌কে এম্নি কোরে ঘাড় নেড়ে বোল্‌বো—হাম্ নেহি ভাত খায়েগে। (সজোরে ঘাড় নাড়ন ও মস্তক হইতে জলপূর্ণ কলসী ভূতলে পতিত হইয়া ভগ্ন হওন)

নর। (তদ্দর্শনে রুষ্ট হইয়া) আরে কলি কি ব্যাটা! কলস ভেঙে ফেল্লি!

জগা। আমার ছেলেরা কেন টানা-পাখার হাওয়া খাওয়ার সময় আমায় ভাত খেতে ডাক্তে এলো?

নর। (বিস্ময়ে) পথে টানা-পাখা! ছেলে!

জগা। তবে কি আমি মিছিমিছি কল্‌সী দিলুম ফেলে?

নর। ভাল পাগলের পাল্লায় পড়্‌লেম যে! ফিরে দে আমার কলা।

জগা। সাধে কি বোলেছিলুম,—"কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী"।

নর। বেল্লিক ব্যাটা! ভাল চাস্ তো দে ফিরে কলা।

জগা। এই বুড়ো আঙুলের কলা।

নর। (সরোষে) তবে রে পাষণ্ড ব্যাটা! আমাকে বুড়ো আঙুলের কলা! দাঁড়া পাজী! (প্রহার)

জগা। মারলে যে, ঠাকুর?

নর। আবার মার্‌বো।

জগা। বটে! বড় বাড়াবাড়ি যে। কি বল্‌বো, তুমি চরকাকাটা সুতো গলায় দিয়েচো, নৈলে চৌচা-

নর। আমাকে চর্‌কী ঘোরাবি, ব্যাটা! কে চর্‌কী ঘোরে ত্যাখ্‌। (পুনঃপুনঃ প্রহার)

জগা। উঃ, বাপ্‌ রে! ছেরাদ্দর চালকলা চট্‌কানো হাতের চড় এত শক্ত! রোসো, তোমারও অন্ত ছেরাদ্দর বরাদ্দ কচ্চি। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার উত্তমাঙ্গে আঘাত কোরে পাপ হবে, অধমাঙ্গ টেনে মারি আছাড়। (নরহরির পা টানিয়া ভূতলে নিক্ষেপ)

নর। (ভূতলে পড়িয়া কষ্টে) বাবা রে! গেছি রে! উঁহু, ব্যাটা এম্নি পাক্‌সাট আছাড় দিয়েচে, একবারে জ্যান্তে মরা ক'রে ফেলেচে।

জগা। কি, ঠাকুর, তুমিও জ্যান্তে মরা! তা হল ভাল, জ্যান্তে মরা একটা ছিল, দুটো হল। এখন তুমি এক পথে যাও, আমিও এক পথে যাই।

প্রস্থান।

নর। হা নারায়ণ! আর যে দাঁড়াতে পাচ্চি নে। পা দুখানা অবশ হয়ে গিয়েচে। আবার যদি পাগলা ব্যাটা ছুটে এসে ঠেঙায়, তবেই জ্যান্তে মরার পর মরা। তার চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পালাই।

[গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় অরণ্য। সময়—মধ্যরাত্রি।

পঞ্চ পরীর প্রবেশ।

পঞ্চ পরী। (গীত)

দেখ লো সজনি, নিঝুম রজনী,
ঝিকিমিকি করে আকাশে তারা।
এ ধারে ও ধারে, আঁধারে আঁধারে,
উঁকি পাড়ে যেন সুমুখী পারা॥
আঁধারে বহিছে মলয় বায়,
মৃদুল মৃদুল লাগিছে গায়,
আঁধারে কুসুম লুকিয়ে হাসে,
ছড়ায়ে সুরভি আমোদ-ভরা॥
সুরভি লখিয়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
ফোটা ফুল তুলি বাছিয়ে বাছিয়ে,
গাঁথি চারু মালা দুলাব গলে,
ঝরিয়া পড়িবে মধুর ধারা॥

দূরে জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। (উপবেশন করিয়া, ছড়া হইতে পাঁচটা কলা ভাঙিয়া ভূতলে সাজাইয়া) আজ বড় মজা, আচ্ছা মজা, ভারি মজা, এক আধটা নয়, পাঁচ পাঁচটা। একটা খাবো—দুটো খাবো—তিনটে খাবো—পাঁচটা খাবো। হুঁহুঁ, আজ বড্ড মজা পাবো। বাবা, এক আধটা নয়, পাঁচটা খাবো।

১ম পরী। (সভয়ে জনান্তিকে) ও সই! ওটা কে লো! বলে কি লো! পাঁচটা খাবে বলে যে! আমরাই তো পাঁচ পরী।

২য় পরী। তবেই তো, সই, বড় বিপদ হলো দেখ্‌চি।

৩য় পরী। এত খাবার জিনিষ থাক্তে ও খাবে কেন?

৪র্থ পরী। এখন উপায়?

৫ম পরী। নিরুপায়।

জগা। হুঁহুঁ, এক আধটা নয়, পাঁচ পাঁচটা সাবাড় কোর্‌বো। ভারি মিষ্টি ভারি পুষ্টি। পাঁচটাই কপাকপ্‌ গিল্‌বো।

২য় পরী। (১ম পরীর প্রতি জনান্তিকে) ও সই! খেলে যে! গেলেম যে!

১ম পরী। অত ভয় কোরো না, স্থির হও। ওকে কিছু সগাদ দি। তা হলে ও আমাদের পাঁচ পরীকে খাবে না। ঐ লতাকুঞ্জে আমি একটা ভেঙ্কিমগ আর দুটো লাঠি লুকিয়ে রেখে এসেচি; তাই এনে ওকে দি।

২য় পরী। দৌড়ে গিয়ে আন।

জগা। এই খাই পাঁচটা।

২য় পরী। যাও যাও, দৌড়ে যাও।

প্রথম পরীর বেগে প্রস্থান।

জগা। এই খেলুম, আর দেরি সয় না—

২য় পরী। একটু থামো। খেও না খেও না।

জগা। তা কখনই হবে না, এখনি খাবো, এই খেলুম।

ভেল্কি-মগ ও দুইটা লাঠি লইয়া বেগে প্রথম পরীর পুনঃপ্রবেশ।

১ম পরী। ও সই, গুণ্‌তিতে ঠিক্ মিল্‌বে তো?

২য় পরী। একবার গুণে দেখ।

১ম পরী। (নিজেকে বাদ দিয়া অপর চারি পরীকে গণনা করিতে করিতে) এক, দুই, তিন, চার। (সভয়ে) ও মা, চার জন যে! এক জনকে খেয়ে ফেল্লে না কি!

২য় পরী। আচ্ছা, আমি গুণে দেখি। (পূর্ব্ববৎ-গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার। (সভয়ে) হায় হায়, তাই তো! কাকে খেলে গো! দেক্তে পেলুম না, বেমালুম গিলে ফেল্লে!

৩য় পরী। আচ্ছা আমি গুণি। (পূর্ব্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার। (সভয়ে) একটাকে খেয়েচে! কি হবে!

৪র্থ পরী। ভাল, আমিও গুণে দেখি। (পূর্ব্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার। (সভয়ে) পাঁচটা তো হলো না। কাকে গিল্লে গো!

৫ম পরী। সবাই তো গুণ্‌লে আমিও গুণি। (পূর্ব্ববৎ গণিয়া) এক, দুই, তিন, চার। (সভয়ে) ও মা! নিশ্চয় একটা পরীকে খেয়েচে।

জগা। এইবার আমার গণবার পালা। (পঞ্চ পরীর প্রতি) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।

১ম পরী। তবে তুমি খাও নি? বেশ কোরেচো। খেও না—খেও না। এই ভেল্কি-মগ আর ভেল্কি লাঠি যোড়া নেও।

জগা। এতে কি হবে? আমার কি পেট ভরবে?

১ম পরী। ভর্‌বে, ভর্‌বে! তুমি ভেল্কি-মগের কাছে যে খাবার চাইবে, এ তৎক্ষণাৎ তোমার

জগা। সত্যি?

১ম পরী। সত্যি।

জগা। দূর! মিথ্যে কথা। খালি মগ, এর ভিতর কিছুই নেই। (উপুড় করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া) আমাকে ফাঁকি।

১ম পরী। ফাঁকি নয়, তুমি চাও না?

জগা। আচ্ছা চাই। ওরে মগ! আমাকে মুঠো মুঠো মুড়িমুড়কি দাও দিকি।... কই, দেয় না কেন?

১ম পরী। ঢাকা খুলে হাত পূরে দেখ, মুড়ি-মুড়্‌কি পাবে।

জগা। (তদ্রূপ করিয়া) আরে বাহবা! তাই তো! এই যে এক রাশ মুড়িমুড়্‌কি! জগা! জগা তোকে সদয় হয়েচে। (মুড়িমুড়কি খাইতে খাইতে) বেড়ে টাট্‌কা মুড়িমুড়্‌কি তো। আচ্ছা, এই লাঠি দুটোয় কি হবে?

১ম পরী। রাঙা লাঠিটে ছুঁয়ে ঠুক্‌লে, একটা মস্ত ভূত মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আস্‌বে। যাকে ঠেঙাতে বোল্‌বে, ভূত তাকেই ঠেঙাবে। আবার, শাদা লাঠিটে যেমন ছুঁয়ে ঠুক্‌বে, ভূত অমি পাতালে চোলে যাবে।

জগা। আচ্ছা, একবার পরখ করি। (ভূতলে রাঙা লাঠির আঘাত ও সহসা ভূতল ভেদ করিয়া একটা ভূতের উত্থান)

জগা। ওরে বাবা! এ যে তুইকোড় পাহাড়ে ভূত। আচ্ছা, ভূত ভায়া! তুমি এই পাঁচ পরীকে ঠেঙাও।

২য় পরী। সে কি! যে দেখালে তু, তাকেই দু।

জগা। তোমরা ছাড়া এখানে আর তো কেউ নেই, কার উপরে ঠেঙানির পরখ করি? ঠেঙাও, ভূত!

(পঞ্চ পরীকে ভূতের প্রহার ও পরীগণের আর্ত্তনাদ)

২য় পরী। বস্ বস্ আর না। ছুঁয়ে শাদা লাঠি ঠোকো হায়, হায়, সকলে জ্যান্তে মলা

জগা। মাতৈ মাতৈ! দুটো ব্যাঙে মরা ছিল, দুই আর পাঁচে সাতটা হল। ঠুকুচি বাঁয়া লাঠি।

(তদ্রূপ স্মরণ ও ভুতুড়ে ভুতের প্রবেশ)

১ম পরী। ছি ছি, তুমি ভারি নিষ্ঠুর।

জগা। জোড়া অজগর কোষলে ভাতায় কি নিষ্ঠুর হয়?

১ম পরী। ভুত দেখিয়ে ঠেঙানোর নাম বুঝি জোড়া অজগর?

জগা। খেতে গেলে তাই বটে। তা যাক্, তোমরা কিছু মনে কোরো না। আমি ভেল্কি-মগ লাঠি নিয়ে চল্লুম।

[প্রস্থান।

২য় পরী। আ, বাঁচ্লেম সই! ঘাম দিয়ে জর ছাড়্লো। এখনি আমাদের পাঁচটার দফারফা হোয়েছিলো। সাপে ব্যাঙ্ গেলার মত কপ্ কপ্ কোরে গিলে ফেল্তো।

৩য় পরী। ভূতের ঠেঙানিতে কিন্তু জ্যান্তে মরা হয়ে পড়েচি।

১ম পরী। তবু পুরো মরার চেয়ে লাখ গুণে ভাল। চল এখন এখান থেকে অন্য বনে পালাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—পথিপার্শ্বে ময়রার দোকান। সময়—প্রভাত।

দোকানে জীবন ময়রা উপবিষ্ট।

ভেল্কি-মগ ও যোড়া লাঠি লইয়া জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। ওহে জীবন! তোমার দোকানেই তো জীবের জীবন। মুড়ি বল, মুড়কি বল; সন্দেশ বল, বাতাসা বল; চিঁড়ে বল, ছোলা বল; গুড় বল; খাঁড় বল; ছেন বল, তেল বল, সমস্তই জীবের জীবন।

জীবন। তাতে তোর কি?

জগা। আমিও তো কৃষ্ণের জীব, কিঞ্চিৎ দান কর। জীবকে জীবনদানে মহাপুণ্যি হবে, দাদা।

জীবন। এ তো আর ভগবানের দোকান নয় যে, যিনি মুখে যাকে তাকে জীবন দান করবো।

জগা। দাদা, নিরাকার ভগবানকে কেউ দেখতে পায় না। তুমি সাকার ভগবান্। বড় খিদে, কর জীবনদান।

জীবন। কেন মিছে সকাল বেলা বকার বকার বক্‌চিস্? পাগলামীর কি আর জায়গা পেলি নি?

জগা। যে জানে না গোলামী, তারই কাজটা পাগলামী। তুমি এ দুটোর কোন্‌টা ইচ্ছে কর?

জীবন। ভাল আপদে পোড়্লুম যে গা। এ আঁটকুড়ীর ব্যাটা মরে না।

জগা। দাদা, ম'রে বেঁচে আছি। আমি কাল থেকে জ্যান্তে মরা। এখন জ্যান্তে মরা জীবটেকে যৎকিঞ্চিৎ জীবন দানে জ্যান্ত কর, জীবন দাদা। আশীর্ব্বাদ কোরে ঘরে চোলে যাই।

জীবন। পাগলের আবার আশীর্ব্বাদ।

জগা। আচ্ছা, এস তবে করি বিবাদ।

জীবন। তুই তো ভারি উন্মাদ।

জগা। এখনও বাকি প্রমাদ, নৈলে পুরাও সাধ।

জীবন। দে দাম, পুরোই মনস্কাম।

জগা। রাম রাম, রাম রাম!

জীবন। তবে কি অমি ঠকিয়ে মেঠাই মণ্ডা গিল্‌বে?

জগা। দাদা জীবন! তোমার ঠকায় কোন্ জন? আমি তো একটা জগা পাগলা—হ্যাঙলা, ন্যাঙলা, অবকাঙলা; আমি আবার তোমায় ঠকাবো? দাদা হে, তুমি পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে চোদ্দ ভুবন ঠকবুকে অর কোচ্চোল কত শত সরল লোক তোমার কাটা দাড়ি, ঘটা বা খাবার গোলোক-ধাঁধায় পোড়ে আঁধার দেখ্‌বে তোমার মত আবার এই দুনিয়ায় এই রকম ব্যব দার, দোকানদার, কারবারদার ঠক মানুষ অগুন্তী অগুন্তী।

জীবন। কেঊ যদি এমন কোরে যা ইচ্ছে, চাই বলিস্, তবে থানায় থেরে নিয়ে যাব।

জগা। আমায় তুমি মানুষের থানায় নিয়ে যাবে, ওদিকে যমদূত এসে যমের থানায় তোমায় টেনে হিঁচ্‌ড়ে নে গে ছিচুঁড়ে ফেল্‌বে। দাদা হে, একবার মনে কর,—"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!"

জীবন। ওরে আমার তত্ত্ববাগীশ! দূর হ আমার দোকান থেকে।

জগা। দূরেই আছি; তোমার গায়ে ঘেঁসে থাক্‌লে এখনি তোমার ঠকানি-গুণের বিশ গুণ আগুনে ঝল্‌সে পুড়ে ম'র্‌তেম। তেমন মরা ম'র্‌তে আমার ব'য়ে গেচে। আমি জ্যান্তে মরা।

জীবন। যাবি নি?

জগা। এক্ষুণি যাব, দাদা। গণ্ডা কতক বাতাসা ফেলে দাও, খেয়ে মজা কোরে ঘরের ছেলে ঘরে যাই।

জীবন। মাঠে বোসে বাতাস খেগে যা; বাতাসা খায় না।

জগা। আচ্ছা, তুমি না দাও বাতাসা, আমি বরং তোমায় গণ্ডা গণ্ডা দিচ্চি। আঁজলা পাতো। ঝগ্‌ঝগে মগ! (মগ দেখাইয়া) এর মধ্যে কি আছে?

জীবন। কই কিছুই তো নেই। ঘোড়ার ডিম্!

জগা। উঁহু, গুড়ের ডিম্। মগ! দাও তো বাতাসা। (মগ উপুড় করণ ও তন্মধ্য হইতে খড়মড় করিয়া বাতাসা নির্গত হওন) কেমন জীবন দাদা! ঘোড়ার ডিম্, না গুড়ের ডিম্!

জীবন। (সবিস্ময়ে স্বগত) অ্যাঁ, তাই তো! এ যে বড় তাজ্জব ব্যাপার! খালি মগের ভিতর থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি বাতাসা বেরিয়ে পড়্‌লো! (প্রকাশে) ওহে জগবন্ধু!

জগা। এখন জগবন্ধু বল কেন, দাদা? জগা বল। লোভের মিষ্টি রসে তোমার কট্‌কটে কথা মিষ্টি হল নাকি?

জীবন। গোবিন্দ গোবিন্দ! লোভ কোত্তে আছে? (স্বগত) পাগলা ব্যাটাকে ঠকিয়ে সবটা আত্মসাৎ করি। (প্রকাশে) বল্, আর কি চেয়েছিস্?

জগা। যা চাবে, তাই পাবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার এই খাবারের দোকানের মত এক-খানা দোকান সাজিয়ে দিতে পারে।

জীবন। বলিস্ কি জগা ভাই!

জগা। আর তোমার মসলাপে কাজ নাই। আমি যাই; পুকুরঘাটে বোসে বাতাসা খাই।

জীবন। আরে ভাই, রাগ কোত্তে আছে কি? আয় আয়, এই চাটাইখানা পেতে বোস্। হাত মুখ পা টা ধো। সারারাত বোধ হয়, তোর ঘুম হয় নি—না?

জগা। হুঁ। ভারি ঘুম আস্‌চে।

জীবন। তবে শো-শো; তার পর বাড়ী যাস্।

জগা। (স্বগত) খাতিরটা একবার দেখ, জামাই-আদর কোথায় লাগে! দুনিয়ার মানুষের কাণ্ডই এই। স্বার্থে যদি পড়ে ঘা, বলে শালা; স্বার্থ যদি সাধন হয়, বলে বাবা। হাতোর দুনিয়া! দুত্তোর মানুষ! পাঁশ পেড়ে মানুষে জন্মাই জন্ম, তুঁয়ে না রক্ত পড়ে।

জীবন। দাঁড়িয়ে কি বিড় বিড় কচ্চিস্? আমিই চাটাই পেতে দিচ্চি। আহা, ছেলে মানুষ, সারা রাত ঘুমোয় নি, চোক দুটো যেন টাট্‌কা ফোটা রক্ত জবা; মুখখানি শুকিয়ে গেচে। আয় শুয়ে পড়, আমি বাতাস কচ্চি।

জগা। (স্বগত) ব্যাটা জামাই-আদর ছেড়ে এইবার পতিভক্তি দেখাতে আরম্ভ কোরেচে। লোভের কি ছিড়িক, বাবা! তিড়িক তিড়িক—চিড়িক চিড়িক—পিড়িক পিড়িক। জীবনেটা আমায় ভেল্কি-মগের কাছে তর বেতর খাবার মেলা দেখে বোলে কেমন মনমজানে হাবভাব দেখাচ্চে।

জীবন। আর না ভাই, শো না।

জগা। আমায় থানায় নিয়ে যাবে না?

জীবন। (কৃত্রিম রাগে) আবার বাজে কথা।

জগা। বাজে না, কাজের কথা।

জী-পত্নী। (সকাতরে) ও ভূত বাবা! আমি ন মেসে গব্‌ভবতী, গব্‌ভপাত কোরো না, বাবা!

জগ। মার্ মার্—পেট না ফাটে—মার্ মার্

জী-ভ্রাতৃদ্বয়। (সকাতরে) নাকে কাণে খৎ, তোমার পায়ে পড়ি, জগু ভাই। ভূত ছাড়াও। হু ভেয়েই অসামাল হয়েচি। (জীবনের প্রতি) বড় দাদা! তুমিও কি?

জীবন। আমি ভাই আবার সামাল সামাল অসামাল। সব মাল পয়মাল!

জী-পুত্রচতুষ্টয়। জগুর গু খাই, ছাড় ভূত ভাই। মলুম, মলুম।

জী ১ম পু। ও বাবা! জগুর মাগ ফিরে দাও, বাঁচাও বাঁচাও।

জগা। মাগ কি রে পাজী! মগ—মগ।

জী-১ম পু। মগের মুলুকের ভূতের হাতে প'ড়ে মাগ মগ একসা হ'য়েচে। ও বাবা, মগ দাও, মগ দাও; রগ গেল, রগ গেল!

জীবন। একটু স'য়ে থাক্ বাবা। ভূতের হাতে ব্যথা হলেই ভূত আপনি ছাড়্‌বে।

জী-পত্নী। পেট ফাড়্‌বে, ভুঁয়ে পাড়্‌বে, তবে ছাড়্‌বে। ও মিন্সে নোভ ছাড়্ মগ ফগ কি নিয়েচিস্ ফিরে দে—আমার মাথার কিরে, দে ফিরে, নৈলে ভূতে ফেল্‌বে চিরে।

জীবন। মিনিট পাঁচেক কিল খেয়ে কিল চুরি কর্ পাগলি!

জগা। জীবন, এইবার হাগ্‌লি। ভূত! জীবনের পেটে দেও পা, নৈলে মগ বেরুবে না। (ভূতের তদ্রূপকরণ-চেষ্টা)

জীবন। না, জগবন্ধু! তুমি দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, মায়া-ইন্দু, ছায়া-বিন্দু! পেটে পা দিলে, হাঁ দিয়ে দশ হাত জিব বেরিয়ে পড়্‌বে। পেট ফাট্‌লে পট কোরে ম'রে যাব।

জগা। দে তবে।

জীবন। তা আর বল্‌তে হবে? এই আন্‌চি।

জগা। আমিও সঙ্গে যাব; নৈলে পালাবি।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

বেগে পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্বতী। (শশব্যস্তে) অ্যাঁ অ্যাঁ, কই আমার ছেলে কই! আমার ছেলে কই! জীব্‌নে ময়রা তাকে না কি মেরে খুন কোরেচে। কই আমার জগু কই! (ভূতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রহারিত হইতে হইতে সকাতরে) ও মা গো! গেলুম গো! এ কে গো! ও জগা! জগা রে! তোকে খুঁজ্‌তে এসে তোর মা ম'লো রে! তুই আগে গেচিস্, আমি শেষে গেলুম রে! জীব্‌নে মিন্সে ভূত সেজে ঠেঁঙিয়ে সার্‌লে রে, বাবা!

বেগে মগহস্তে জগা পাগলা ও শূন্যহস্তে জীবন ময়রার পুনঃপ্রবেশ

জগা। (স্বীয় মাতাকে ভূতকর্ত্তৃক প্রহারিত হইতে দেখিয়া শশব্যস্তে) ও ভূত! ও ভূত ভাই! এ যে আমার মা। মেরো না, মেরো না, ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। ওরে জগা। এ আসল ভূত নয়, জীব্‌নে ময়রা ভূত সেজে ঠেঙিয়ে সার্‌লে!

জগা। না রে বেটি না, জীব্‌নে ময়রা নয়, আসল ভূত।

পার্ব্বতী। (সভয়ে) ও মা, তবে কি হবে! আসল ভূতে ছুঁলে মানুষ যে বাঁচে না।

জগা। ভয় নেই, সাত জন্ম বাঁচ্‌বি। পালাও ভূত! (ভূতলে শাদা লাঠির আঘাত ও ভূতল-মধ্যে ভূতের প্রবেশ)

সকলে। বাপ্! ভূতের কি দাপ্!

জীবন। জগু! এই তোমার মনে ছিল, ভাই! আমায় ভূত লেলিয়ে দিয়ে জ্যান্তে মরা ক'ল্লে!

জগা। সাতটা ছিল, আটটা হল।

জী-পত্নী। আমিও জ্যান্তে মরা গো!

জগা। নটা হল!

জী-১ম ভ্রাতা। আমিও।

জগা। দশটা।

জী-২য় ভ্রাতা। আমিও।

জগা। এগারটা।

জী-১ম পুত্র। আমিও।

জগা। বারটা।

জী-২য় পুত্র। আমিও।

জগা। তেরটা।

জী-৩য় পুত্র। আমিও।

জগা। চোদ্দটা।

জী-৪র্থ পুত্র। আমিও।

জগা। পনরটা।

পার্ব্বতী। আমিও রে, আমিও।

জগা। ওমা! তুই বেটীও জ্যান্তে মরা! আচ্ছা, তবে সব শুদ্ধ হল ষোলটা। এখানে তো তুই, আমি, নরহরি ভট্টচাষ, পাঁচটা পরী আর ময়রারা আটটা, মোট ষোলটা জ্যান্তে মরা পাওয়া গেল। কিন্তু এ তো অতি সামান্তি, এই দুনিয়াতে সবাই জ্যান্তে মরা। আমার সাম্নে (দর্শকগণকে লক্ষ্য করিয়া) যাঁরা এই জ্যান্তে মরা দেখে হাস্‌চেন, ওঁরাও সবাই জ্যান্তে মরা। বাইরে হাস্‌চেন, ভিতরে কাঁদ্‌চেন। অন্ততঃ একটা না একটা ঘটনা-ধাক্কার দাপটে দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই জ্যান্তে মরা। আমি দেখে শুনে, ঠেকে ঠুকে এতক্ষণে বেশ বুঝ্‌লুম, এ দুনিয়া জ্যান্তর জন্তেও নয়, মরার জন্তেও নয়, কেবল জ্যান্তে মরার জন্তে। ও মা, মা! দুনিয়া-ভরা জ্যান্তে মরা! যদি এই জ্যান্তে মরার সত্যের জীবন চাও, তবে একবার সকলে মিলে ভক্তিভরে বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

পার্ব্বতী। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

জগা। জীবন দাদা! চোরেরা হরি বলে, না,—না?

জীবন। হরি না বোল্‌লে চোরের মুক্তি কই?

জগা। তবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

জীবন। এখনও ভূতের ভয় যায় নি।

জগা। আর ভয় নেই, চোরের প্রায়শ্চিত্ত হয়েচে। এইবার বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

টাট্‌কা টোট্‌কা।

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

।

হেমচন্দ্র ... কালেজের জনৈক ছাত্র।
মাধব ঘোষ ... জনৈক কৃষক।
নিমাইচাঁদ ... জনৈক বালক।

স্ত্রী।

চন্দ্রমুখী ... মাধব ঘোষের যুবতী স্ত্রী।

প্রথম দৃশ্য।

চণ্ডীপুর গ্রাম—মাধব ঘোষের বাড়ী।

মাধব ঘোষ ও চন্দ্রমুখী।

মাধব। (পাট কাটিতে কাটিতে) বলিস্ কি বৌ ?

চন্দ্রমুখী। সত্যি গো সত্যি, হেমা বামণাটার মত হতভাগা পাজী নচ্ছার আর আমাদের চণ্ডীপুর গাঁয়ে কেউ নেই। চন্দাবতী নদীর ঘাটে জল আন্‌তে যাওয়া ভারি ল্যাঠা হয়েচে।

মাধব। খালি তোকেই জ্বালাতন করে, না আর অন্যি অন্যি বাড়ীর ঝি বৌকেও জ্বালায় ?

চন্দ্র। আমাকেই বেশী।

মাধব। (জোরে ঢেরা ঘুরাইয়া) দাঁড়া বামণা শালা! এই ঢেরা-ঘুরুণির মত তোরেও ঘুর্‌ঘুরুণি ঘুরুবো। তার পর, বৌ ?

চন্দ্র। আমার জল আন্‌তে যাওয়া বন্ধ।

মাধব। (বাধা দিয়া) বড় আছে, তার ঘরে আছে, ছোটর সঙ্গে খুটিখুটি কেন ?

চন্দ্র। সে আবার বিয়ে করে, না বিয়ে পড়ে কোল্‌কেতার কেলাজে।

মাধব। তবে এমন করে কোন্ লাজে ? ওর কেলাজে পড়ার ল্যাজে আগুন দিচ্চি রও।

চন্দ্র। ওগো, একে টাকা, তায় দুষ্টুমি, তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা আমাদের কি সাজে ? তার চেয়ে ভিটে ছেড়ে অন্নি গাঁয়ে বাস করিগে চল।

মাধব। কিসের লেগে ভিটে ছাড়্‌বো ? বরং সে ব্যাটারই ভিটেয় ঘুঘু চরাবো। ভয় কি বৌ ? তুই আমার মৎলব মত কাজ কর্; দুষ্ট ব্যাটা খুব জব্দ হবে।

চন্দ্র। কি কোর্‌বো ?

মাধব। তুই আজ বিকেল বেলা নদীকে জল আন্‌তে যা। ঘাটে অবিশ্যি সে ব্যাটা থাক্‌বে। তোকে যখন ঠাট্টা তামাসা কোর্‌বে, তখন তুই বলিস্, বাবু! তুমি আজ রেতের বেলা আমাদের বাড়ী যেও। আমার সোয়ামী কদমপুরে কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেচে ; দু চার দিন আস্‌বে না।

চন্দ্র। (সলজ্জে) ও মা! কি নজ্জা! আমি মেয়ে হয়ে পরপুরুষকে ও কথা বোল্‌তে পার্‌বো না।

মাধব। তা না বোল্লে, ছুঁচো ব্যাটাকে দোরোস্তো কোত্তে পারা যাবে না। আমি নদী-ঘাটে আগে গিয়ে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌বো। তার বাবার সাধ্যি কি যে, তোর গায়ে হাত দেয়।

চন্দ্র। আমার বড় ভয় করে।

মাধব। আমি ভরসা হয়ে থাক্‌বো। তোকে বোল্‌তেই হবে। বোল্লে জাত কুল থাক্‌বে, না বোল্লে যাবে।

চন্দ্র। আচ্ছা, বোল্‌বো, কিন্তু তুমি আমার রক্ষে কোরো।

মাধব। রক্ষের তরেই তো এই অরক্ষের কাজটা কোত্তে হচ্চে। সোয়ামী রুক্ষু না হোলে, ইস্তিরী রক্ষে পায় না। জানিস্ তো, গরমের কাছে সবাই নরম; মানুষ তো মানুষ, শক্ত নোঙা পর্য্যন্ত নুণ্ডে যায়। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ও বৌ, নিমে ছোঁড়া আস্‌চে। ওর সঙ্গে যুক্তি আঁটি। তুই হেঁশেল-ঘরে গিয়ে রান্নার যোগাড় কর্।

[চন্দ্রমুখীর প্রস্থান।

নিমাইচাঁদের প্রবেশ।

নিমাই। ঠাকুদ্দা! নাতিকে দেখে এত ডরাও কেন? আমি কি চিল্ যে, ঠান্‌দিদিকে ছোঁ মারবো!

মাধব। নাতি! তুমি আমার চিল্ নও, চাল!

নিমাই। খাবার না দাবার?

মাধব। দাবার। আজ তোকে, ভাই, দাবার পিলুড়ী চালে চেলে, এক ব্যাটা বদমাস্‌কে দাবাবো—ভাবাবো—গাবাবো—ডোবাবো।

নিমাই। এ গাঁয়ে তো আমিই বদ্‌মাস্।

মাধব। তুই নিরিমিষ্যি বদ্‌মাস্; সে ব্যাটা আমিষ্যি বদ্‌মাস্।

নিমাই। কে সে আমিষ্যি? বল তো, হবিষ্যি কোরে ফেলি।

মাধব। অবিস্থি অবিস্থি। তার নাম হোচ্চে হেমা বামুনা—ধাম হোচ্চে এই চণ্ডীপুর।

নিমাই। পাজী ব্যাটা কেলাকে ছুটী পেয়ে লঙ্কাদগ্ধ কোত্তে এয়েচে! ছুঁচোটার জ্বালায় গাঁয়ের ঝি বউড়ী ভয়ে ধড়ফড়িয়ে মরে—ঘর থেকে ঘাটে যেতে চায় না।

মাধব। আমি ব্যাটাকে ঘাট মানিয়ে, ঝি বউড়ীর ঘাটে যাওয়ার পথ খোলোসা কোরবো। তুই এলি, ভাল হোলো। নিমে নাতি মোমের বাতি উজল করে আঁধার রাতি।

নিমাই। আমি, ঠাকুদ্দা, সে ব্যাটার ছাওয়াও মাড়াইনি। আমাকে দেখ্‌লেই ব্যাটা বলে, চাবুক লাগায়েঙ্গা। এম্নি শালা দাঙ্গাবাজ হারামজাদ।

মাধব। চাবুক লাগায়েঙ্গা বার করে তবে ছাড়্‌বো। আমিও শালাকে পয়জার লাগায়েঙ্গা।

নিমাই। বল কি, ঠাকুদ্দা! তুমি কি পাগল হোলে? সে কুত্তাটা যে ধনী।

মাধব। ধনীকে গুধার ধ্বনি ডাকাবো—তুলোধোনা কোরে ছাড়্‌বো। তুই ছোঁড়া, ছুঁড়ী সাজতে পারবি?

নিমাই। (সহাস্যে) পরচুলী কাঁচুলী কই?

মাধব। যোগাড় কোচ্চি। আমার সঙ্গে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীপুর—গ্রাম্য পথ।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। (গীত)

তোমরা আমি, ফুলবাগানে
নিতুই নিতুই করি খেলা।
দেখ্‌লে কতই সোহাগ করি মধুভরা ফুলবালা॥
ফুলের হাসি ভালবাসি,
ফুলের প্রেমের অভিলাষী,
ফুলের রূপে দিবানিশি হয়ে থাকি ভাবে ভোলা॥

বারো মাস যদি ভেকেশন্ হয়, তা হলে সোণায় সোহাগা। তবু মন্দের ভাল, দেড় মাস সমার ভেকেশনের ছুটি হয়েচে। এই দেড় মাস বাড়ী বোসে, কোসে ফুর্ত্তে আমোদ লুটবো। ফুরে চার দিন হলো, এখনো ঢের দিন বাকি। লুকিয়ে এক বাক্স ব্র্যাণ্ডী এনেছি; লম্বা ছুটীটে ভরপুর আমোদে কেটে যাবে। বিকেল বেলা চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়ে, গোঞ্জাপী বেসায় গোলাপ ফুল-

দের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ কোরবো। শাদা চোখে রঙ্ ফোটে না—রাঙা চোখেই রঙ্ ফোটে।

(গীত)

শাদা চোখে গাধাগুলো প্রেমকে কাদা করে।
রাঙা চোখেই রঙ লেগে যায়, প্রেমের সুধা ঝরে॥
মন্তপানে সন্ত মজা,
গন্ধ পদ্ম বাদ্য বাজা,
ফুরফুরিয়ে প্রেমের ধ্বজা ওড়ে রসের ভরে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীপুর—মাধব ঘোষের বাড়ী।

মাধব ঘোষ ও স্ত্রীবেশে নিমাইচাঁদের প্রবেশ।

মাধব। নাতি! তুই ঠিক্ মেয়েমানুষ হোলি কি না, একবার পরখ কোরে দেখি। আমি তোর সঙ্গে রসরঙ্গ করি। তুই বেশী কোরে ঘোম্‌টা টেনে ঠিক্‌রে বেড়া। তোর ঠান্‌দিদিকে ডাকি। ও বৌ—বৌ—ও বৌ!

নিমাই। তাকে ডাক্‌চো কেন?

মাধব। পরীক্ষে—পরীক্ষে। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বৌ আস্‌চে। এইবার তাকে নিয়ে রগড় করি। (বিবিধ ভঙ্গিঢঙ্গে নিমাইচাঁদের প্রতি) বলি, ও সুন্দরিবি! হে ঘোম্‌টাটাম্বুনি! রে মুচ্‌কিহাস্থুনি! ভো পদ্মমুখিনি! হা বঙ্কিমচোখিনি! আমি তোমার অনঙ্গশরে জরজর অঙ্গ, একবার রঙ্গে ভঙ্গে, ব্যঙ্গে ঢঙ্গে, আমার সঙ্গে, বিচ্ছেদ-উচ্ছেদ, প্রথম পরিচ্ছেদ সংঘটন ঘটাও—ঘোম্‌টা উঠাও—খ্যাম্‌টা ফুটাও—প্রেমতুফান ছুটাও—দগড় ফাটাও—রগড় লুটাও।

বেগে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ।

চন্দ্র। (দেখিয়া বিস্ময়রোষে) ও মা! কি ঘেন্না। বলি এ হচ্চে কি? তুমি যে দেখ্‌চি হেমো বামুণার বাবা।

মাধব। তাই তো বটি।

চন্দ্র। ছি ছি! তুমি বুড়্‌দার হয়ে, কোন্ সাহসে, কার মেয়েকে বাড়ীতে এনে, দিন দুপুরে বিতিকিচ্ছি ঢং কোচ্চো?

মাধব। রাগিস্ কেন পাগ্‌লি? নতুন সতীন হন অতি যতনের ধন। একে দুটো মিষ্টি কথায় তুষ্ট কর—কষ্ট হয়।

চন্দ্র। (রোষে) কাষ্ট-মেরে কষ্ট হরি। (স্ত্রী-বেশী নিমাইচাঁদের প্রতি) বলি, হ্যাঁলো হারামজাদী বাঁদী! তোর কি বুকের পাটা! আমার ভাতারকে হাত কোত্তে চাস্! আমারি সাম্নে, আমার বুকে বোসে, আমারি দাড়ি ওপ্‌ড়াতে চাস্!

মাধব। (সহাস্যে) মেয়ে মানুষের দাড়ী!

চন্দ্র। (সরোষে) চুপ্ কর, বুড়ো ধাড়ী! দাঁড়াও, চুলো থেকে পোড়া কাঠ আন্‌চি, দুটোরি মুখ পোড়াচ্চি। (গমনোদ্যোগ)

মাধব। (হস্ত ধারণ করিয়া) আর পোড়া কাঠ আন্‌তে হবে না, পরীক্ষা হয়েচে। হেমো বামুণা ফাঁদে পোড়েচে। (নিমাইচাঁদের প্রতি) ওহে আমার চন্দরমুখীর সতীন্! এইবার ঘোম্‌টা খুলে বৌকে ঠাণ্ডা কর।

নিমাই। (ঘোম্‌টা খুলিয়া সহাস্যে) ঠান্‌দিদি! পোড়া কাঠ এনে নাতির মুখটো পুড়িয়ে দাও! রসের ঠাকুদ্দাকেও ছেড়ো না।

চন্দ্র। (সলজ্জে) ও মা, কি লজ্জা! নিমে!

[বেগে প্রস্থান।

মাধব। নাতি! এইবার ফাঁদে পোড়েচে হাতী। যা যা কোত্তে বোলেচি, সব মনে আছে তো?

নিমাই। খুব মনে আছে।

মাধব। চল্, এখন শোবার ঘরে পরচুলী, কাঁচুলী, শাড়ী, মল, বালা খুলে রাখ্‌বি। সন্ধ্যের পর আবার পোরে, বাহার দিয়ে, ঘর গুল্‌জার কোরে বোস্‌বি। হেমা বেটাকে ঠকাতে পাল্লে তোকে আমি ধুতি উড়ুনি কিনে দেবো। কিন্তু

নিজে যদি ঠকিস্, তবে তোর দু গালে চার চড় মার্‌বো।

নিমাই। ঠাকুদ্দা! মদ্দা যখন মাদী, তখন হেমার কপালে বিধি বাদী।

মাধব। (সানন্দে) ভ্যালা মোর ভাই! তুই শোবার ঘরে যা, আমি হেঁশেল-ঘরে যাই। তোর ঠান্‌দিদিকে যা যা কোত্তে হবে, বোলে দিগে।

[দুই দিক্ দিয়া দুই জনের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চণ্ডীপুর—চন্দ্রাবতী নদীতটস্থ ঘাট।

গাহিতে গাহিতে হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। (গীত)

"নেসাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ান।
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবয়ান॥"

কলসীকক্ষে কএক জন যুবতীর প্রবেশ।

(দেখিয়া সানন্দে) মন্দ কি, চাঁদের বদল তারার হার! বাহবা কি বাহার! "একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি" তা হোক্, তবু তো যুবতী, আমার আঁধার হৃদয়ের মোমের বাতি। গায়ে ফুল ফেলে, কুলবতী কুলমণিদের অকুল প্রেমে আকুল করি। (যুবতীদের অঙ্গে ফুল নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে) শিরীষ কুসুম সম কোমল শরীর, বকুল কুসুমে কি হে হইল অধীর?

১ম যুবতী। (অপর যুবতীদের প্রতি সভয়ে) ওলো, এ কি সব্বনাশ! কোল্‌কাতার কালেজ বন্ধ হয়েচে?

২য় যুবতী। (সভয়ে) তা জান্‌লে কোন্ বেটী ঘাটে আস্‌তো। চল্ বোন্, জলে কাজ নি, খালি ঘড়া নিয়ে ঘরে পালাই।

(যুবতীগণের পলায়নোদ্যোগ)

হেম। Don't fear my beautiful young ladies! Don't fly. Look at me, I am not a tiger, but a honey fly.

১ম যুবতী। ওলো ইন্দুবালা! ও ইংরিজিতে কি বোল্‌চে?

২য় যুবতী। গায়ে হাত দেবে বোল্‌চে।

১ম যুবতী। ও মা, কি ঘেন্না! হেমা মুখ-পোড়া যে সম্বন্ধে আমার পিস্তুতো ভাই হয় লো।

২য় যুবতী। তাই মদ খেয়ে, মামাতো বোনের গায়ে হাত দিয়ে, সম্বন্ধ পাকাতে চায়।

১ম যুবতী। রাম রাম রাম! পালাই চল্।

অন্যান্য যুবতীগণ। কি ঘেন্না, ছিছিছি, রাম রাম রাম!

[যুবতীগণের বেগে প্রস্থান।

হেম। রাম রাম কেন বাবা! তোমাদের হেমচন্দ্র কি ভূত! যা পেত্নী শালীরে! হাম্ পেত্নী নেহি মাঙ্‌তা, মাধবপত্নী মাঙ্‌তা। (সুরে) "নেসাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ান, কোথায় রহিল আমার সে বিধুবয়ান"। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌চে না? নরম পায়ের মধুর শব্দ। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে, "মেঘ না চাইতেই জল।" আমার চিত্তহারিণী চন্দ্রমুখী!

দূরে কলসীকক্ষে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) এই যে বিট্‌লে বামুণ ঘেটেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হেম। (গীত)

মাইরি প্রিয়ে, আকুল হয়ে,
বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি।
অকুল পাথার, প্রেমের সাঁতার,
শিখিয়ে দিলে, তবেই বাঁচি॥
সামে এসে, মুচ্‌কি হেসে,
কও না কথা কাছে ঘেঁসে,
তুমি আমার প্রেমভরা রথ,
আমি তোমার রথের কাছী॥
তোমা বিনে তিন ভুবনে,
আঁধার দেখি দুই নয়নে,
আঁধারভরা হৃদ্‌গগনে,
তুমিই আমার চাঁদ—

চাঁদের আমি চকোর চাকর,
চাঁদের সুধার পেটুক মাছী ॥

চন্দ্রা। (অবনত মুখে) বাবু। আমাকে দেখ্‌লে আপুনি এমন কর কেন?

হেম। তোমার চমৎকার রূপ, চাঁদপারা মুখ আমায় পাগল কোরেচে। সুন্দরি! আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে, নির্জ্জনে বোসে দুজনে প্রেমালাপ রসাভাষ করি। ভগবান কি এমন সুদিন দেবেন?

চন্দ্রা। দেবেন।

হেম। বল কি! কোথায় সে নির্জ্জন স্থান?

চন্দ্রা। আমাদের বাড়ীতে।

হেম। তোমার ভর্ত্তা আছে যে।

চন্দ্রা। তিনি আজ সকালে কদমপুরে কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেচে। তিনি চার দিন আস্‌বে না।

হেম। (সানন্দে) অ্যাঁ, এমন মহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। তা খুব ভাল হল, মাধব গেছে কদমপুর, হেম যাবেন কদমতলায়। চল, সুন্দরি, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাই।

চন্দ্র। এখন না, বিকেল বেলায় পথে ঘাটে অনেক নোক, রেতের সময় যেও। আমি শোবার ঘরের জানালার কাছে থাক্‌বো।

হেম। আমি শিশ্ দিলে তুমি কপাট খুলে দিও—কেমন?

চন্দ্র। দেবো।

হেম। হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌বো না তো?

চন্দ্র। না।

হেম। তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। আমি এখন চোল্লেম। এখানে থাকা ভাল নয়; কেউ যদি দেখ্‌তে পায় তো যাওয়া ঘোট্‌বে না। আসি রূপসি! good-bye for a few moments only.

[প্রস্থান।

চন্দ্র। হতভাগা পাজী বামনার কথা শুনলে গা। নোভে পাপ, পাপে মিত্যু।

মাধব ঘোষের প্রবেশ।

মাধব। কি বোল্লে?

চন্দ্র। তুমি শোনো নি কি?

মাধব। ঝোপের মাঝ থেকে কতক শুনেচি, সব ভাল বুঝ্‌তে পারিনি।

চন্দ্র। আজ রেতের বেলা যাবে।

মাধব। বস্, এইবার শালার ঘুরঘুরুনি ভাঙ্‌বো। তুই রসুই-ঘরে এখন থেকে বরাবর থাক্‌বি; আমি না ডাক্‌লে, বেরুস্ নি বৌ।

চন্দ্র। তা থাক্‌বো। আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি, যদি এখনি আমায় একলা পেয়ে হেমা আমার গায়ে হাত দিতো, তবে—

মাধব। (বাধা দিয়া) মাধব তাকে থাক্‌তে দিতো না ভবে। ঝোপ্ ছেড়ে মেরে লাফ, হেমাকে বলাতুম তোকে মা, মোকে বাপ্! যা তুই জল নিয়ে ঘরে, আমি গা ঢাকা দে বেলাটা কাটাই।

[দুই দিক্ দিয়া দুই জনের প্রবেশ।

পঞ্চম দৃশ্য।

চণ্ডীপুর—মাধব ঘোষের বাড়ী।

স্ত্রীবেশে নিমাইচাঁদ উপবিষ্ট।

নিমাই। অমি লব, ধুতী উড়নী বক্‌সিস্। হে ভগবান্, আজ যেন আমার মুখ রক্ষে হয়, ঠাকুর্দ্দার মান রক্ষে হয়। সন্ধ্যে উৎরে গেচে, ঠাকুর্দ্দা কই? এই যে আস্‌চে।

মাধব ঘোষের প্রবেশ।

মাধব। নাতি! সব ঠিক্‌ঠাক্, খুব সাম্‌লে থাক্। শালা শিশ দিয়ে ইসেরা কোর্‌বে বোলেচে। শিশ শুন্‌লেই দোর খুলে দিবি। আর যা যা কোত্তে হবে, মনে আছে তো?

নিমাই। আওড়াবো?

মাধব। দরকার নেই। আমি চল্লুম। এখন দোরে হুড়কো এঁটে দিয়ে আস্‌বি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিমাইচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

নিমাই। লম্বা ঘোম্‌টা টেনে বসি। হুঁহুঁ, আজ ভারি মজা, ঘোম্‌টার ভেতোর খ্যাম্‌টা নাচ হবে।

(নেপথ্যে শিশের শব্দ)

(শুনিয়া) এই ফাঁদে ঘুঘু পড়লো!

(পুনর্ব্বার শিশের শব্দ)

এইবার দোর খুলে দিগে।

[প্রস্থান।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের সহিত স্ত্রী-বেশী নিমাইচাঁদের পুনঃপ্রবেশ

হেম। প্রিয়ে অবগুণ্ঠনবতি! আজ তুমি আমায় কেনা-গোলাম কোল্লে—ইংরিজিতে যাকে বলে slave। এখন আমায় কাট্‌তে পার—রাখ্‌তে পার—মারতে পার—সব কোত্তে পার। সুন্দরি! জলের ঘটী দেখিয়ে দাও, আমি তোমার পাদপদ্ম ধৌত কোরে দি। দোর খুল্‌তে গিয়ে তোমার শ্রীচরণকমলে ধুলো কাদা লেগেচে।

নিমাই। (স্বগত) শালার কামকুট্‌কুটুনি দেখ।

হেম। প্রিয়ে! হেঁটে যেতে আস্‌তে তোমার শ্রীচরণে ব্যথা হয়েচে, পদ প্রসারণ কর, টিপে দি—হাত বুলিয়ে দি—জন্ম সার্থক করি।

নিমাই। (স্বগত) জন্ম লয়, এক্ষুনি মিত্যু সাথক হবে।

হেম। চন্দ্র! ঘোম্‌টারূপ মেঘ সরাও, নৈলে চন্দ্রে কলঙ্ক হয় যে। চাঁদমুখখানি এইবার আশ মিটিয়ে নিরীক্ষণ করি। দেখ, সুন্দরি! তোমার যৌবন ভরন্ত জোয়ার, আমি হেন শুখনো খড়-গাছটি সেই জোয়ারের জোর টানে পোড়ে বোঁ বোঁ কোরে ভেসে বেড়াচ্চি; আমায় ধর। (বেহাগ রাগিণীতে) "সখি রে, আমায় ধর ধর! সখি রে আমায় ধর—ধ—

(এমন সময়ে সহসা নেপথ্যে "বৌ—বৌ—ও বৌ দোর খোল্" শব্দ)

(শুনিয়া) সখি রে! ও কে?

নিমাই। (স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃত্রিম কণ্ঠে) সখা হে! ও আমার সখা।

হেম। অ্যাঁ, তোমার আরও সখা আছে? তবে তুমি মৌমাছিনী, নতুন নতুন ফুলে টুলে পড়?

(নেপথ্যে "ও বৌ, খপ কোরে দোর খুলে দিসে আয়" শব্দ) (শুনিয়া বিরক্ত ভাবে) আরে মোলো! এ তো ভারি বেয়াড়া সখা দেখ্‌চি হে। ওকে হাঁকিয়ে দাও, সুন্দরি!

নিমাই। (পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে) ওরি ঘর, ওরি দোর, ওরি আমি, ওঁকে হাঁকাবো কোথায়!

হেম। (শশব্যস্তে) কে তবে ও? মাধব?

নিমাই। হ্যাঁ বাবু।

হেম। (ভয়ে) অ্যাঁ! বল কি! সত্যি?

নিমাই। হ্যাঁ সত্যি।

হেম। (ভয়ে) তবে যে ঘোর বিপত্তি! আমার শুকিয়ে গেলো পিত্তি! উপায়?

নিমাই। তাই তো বাবু, নিরুপায়।

হেম। (ভয়ে) হায় হায়, প্রাণ যায়! এই বুঝি আমার মাথা খায়! তুমি যে বোলেছিলে, মাধব তিন চার দিন ঘরে ফির্‌বে না?

নিমাই। যেমন শুনেছিলুম।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার "বৌ—ও বৌ—মরেচিস্ কি" শব্দ)

নিমাই। বাবু, আমি গিয়ে দোর খুলে দিয়ে আসি। (গমনোদ্যোগ।

হেম। তবেই আমার গলায় ফাঁসী। তোমার পায়ে পড়ি, গড় করি, যেও না—যেও না—যেও না। মাধবের দাবানীতে হেম হিমাঙ্গ হবে, প্রাণ যাবে।

নিমাই। দেরি হোলে সন্দ কোর্‌বে।

হেম। দোর খুল্লে দ্বন্দ্ব ঘোট্‌বে। তুমি যেও না—যেও না—যেও না। আগে আমার একটা সদুপায় কর, তবে যাও। আমার মাথা খাও—মরা মুখ দেখ; যেও না, কাছে থাক।

নিমাই। ঘুণধরা কপাট-ভেঙে ঢুক্‌বে।

হেম। হায় রে! এতো কপাটে ঘুণ নয়, আমার ললাটে খুন।

নিমাই। ভয় নেই, তুমি আমায় মা বোলে ডাকো, উনি দেখ্‌লে মনে কিছু সন্দ কোর্‌বে না।

হেম। ওটা ছাড়া আর কোন একটা সম্বন্ধ পাতালে হবে না?

নিমাই। উঁহু, শিরে সংক্রান্তি! মা বল বাঁচ্‌বে যদি।

হেম। জিব দে বেরুচ্চে না যে।

নিমাই। তবে, বাবু, আমার দোষ নেই কিন্তু। আজ তোমার দোষে আমিও খুন হব। তার চেয়ে দোর খুলে দিগে। (পুনর্গমনোদ্যোগ)

হেম। (বাধা দিয়া) আচ্ছা, এক কাজ কর, আমি তো তোমায় মা বোল্‌তে জিব খুল্‌তে পাচ্চি নি। তুমি না হয়, আমায় ছেলে বল। তবেই খুন মাপ।

নিমাই। আচ্ছা, তুমি আমার ছা, আমি তোমার মা।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার "ও বৌ" ইত্যাদি শব্দ)

হেম। (ভয়ে) বেয়াড়া ধাকা! কপাট ভাঙ্‌লে বুঝি! গতিক ভাল নয়; ভারি ভয়। আর জিব চাপ্‌তে পাচ্চি নি, কপাট খোলার সঙ্গে আমার জীবও খুল্‌লো। ও প্রেয়সি!—উঁহুঁ, ও মা! মা! মাধব আমার বাবা! আমি তোমাদের ধর্ম্মপুত্তুর।

নিমাই। তা বেশ হোলো, কিন্তু বাবু—

হেম। (বাধা দিয়া) আঃ, বাবু কেন? ছেলে বল।

নিমাই। কিন্তু ছেলে, ঝপ্‌ কোরে তুমি ঐ মাদুর খানা গায়ে মুড়ে, পোড়ে থাকো। তবেই রক্ষে।

হেম। হায় রে কপাল! নাগর হোতে এসে, ছেলে হয়েও নিস্তার নাই! শেষে মাদুরমুড়ি!

নিমাই। ও হেম বাবু—উহুঁ—ও হেম ছেলে! ঝপ্‌ কোরে মাদুর মুড়ি দাও। তোমার বাবা এলো!

হেম। (সদুঃখে স্বগত) ছি ছি, লুকুনো পিরীত ঝকমারি—পরের ঝি বউড়ীর সঙ্গে রঙ্গ করা আর ডান হাতে কোরে গু খাওয়া সমান! (প্রকাশে) বৌ মা! এই দিলেম মাদুরমুড়ি! (মাদুরমুড়ি দিয়া ভূতলে শয়ন)

নিমাই। (স্বগত) এখন মাদুরমুড়ি! এর পর নারকেলমুড়ী! যাই দোর খুলে দিগে।

[প্রস্থান।

হেম। (মাদুর হইতে মুখ বাহির করিয়া) হা অদৃষ্ট! কি কষ্ট! এখন পৃষ্ঠ আস্তো থাক্‌লে বাঁচি। ছুঁড়ী তো দোর খুল্‌তে গেলো, আমারও দফারফা হোলো! ঐ যে দু ঘোড়া পায়ের শব্দ, হলেম জব্দ! মাদুরে মুখ ঢাকি। (তদ্রূপ করিয়া অবস্থিতি)

মাধব ঘোষের সহিত নিমাই চাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

মাধব। বৌ! মনে কোরেছিলুম, তিন চার দিন আস্‌বো না, কিন্তু পথে যেতে যেতেই পেটের ব্যামো হোলো। ছবীর থানার ধারে পুকুরপাড়ে বাহ্যে বোসেচি। আর কথা কইতে পাচ্চিনি। শোবো, বৌ, শোবো।

নিমাই। ঘরের ভেতোর চল।

মাধব। আর পা চলে না—গা অচল। এই যে একখানা মাদুর জড়ানো আছে, এইটেই পেতে শুই।

হেম। (ভয়ে স্বগত) ও বাবা! পেটে দিলে পা! (প্রকাশে) ও বৌ মা! ও মা! মরে ছা! বাঁচা—বাঁচা!

মাধব। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) ও বৌ! মাদুর কথা কয় যে! মাদুরে কি ভূতের আবির্ভাব!

হেম। (ভয়ে স্বগত) এইবার মাধবের হাতে ভূতের তিরোভাব। মা কালি! রক্ষে কর—যোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো। (চাঞ্চল্যপ্রকাশ)

মাধব। বৌ! গুড়ুলো মাদুর নড়ে কেন? একবার দেখ্‌তে হোলো।

হেম। (অত্যন্ত ভয়ে স্বগত) হেমাও মোলো!

মাধব। (মাদুর খুলিয়া ফেলিয়া) আরে এ কি! হেম বাবু যে!

হেম। মাধব! তুমি আমার বাবা! আমি তোমার ছেলে!

মাধব। ভয় কি? আচ্ছা, বাবু, মাদুরের মধ্যে ঢুকে আছ কেন।

হেম। মাধব বাবা! ছোট লাট সাহেব আমাদের কৃষিবিদ্যে শেখ্‌বার জন্যে একটা নোটিস্‌ জারি কোরেচেন, চাষবাস না শিখ্‌লে বি, এ, পাস দিতে দেবেন না। তাই তোমার বাড়ী সন্ধ্যের সময় এস্কেছিলুম। তুমি চাষবাসে বড় পাকা, তোমার কাছেই যাবে শেখা। কিন্তু মাধব বাবা! আমার ভারি বাত্তিক জ্বর, যখন তখন ধরে। এখানেই কম্প দিয়ে ধোরেচে—হৃৎকম্প হোচ্চে। নির চোটে, এই মাদুরখানা মুড়ি দে শুয়ে পোড়েচি। তা মাধব বাবা! তুমি এলে, ভাল হোলো, ছেলেকে চাষা কর।

মাধব। তার জন্যে ভাবনা কি, বাবু? আমরা জেতে চাষা, তোমরা ব্যাভারে চাষা! জন্মচাষার চেয়ে কম্মচাষা, খুব নীরেট! শেষে তোমায় চাষামি শেখাবো, আগে তোমার পশুমি বাইজ্বর সেরে দি।

হেম। ও আপনিই সেরে যাবে।

মাধব। উঁহুঁ, আবার ফাঁক পেলেই ধোর্‌বে। হেম বাবু! তোমরা ডাক্তারি ওষুধ খাও, কিন্তু বাই সারে না। আমার কাছে "টাট্‌কা টোট্‌কা" আছে, পাঁচ সাতটা খেলেই জন্মের মত সেরে যাবে।

হেম। আচ্ছা, তবে "টাট্‌কা টোট্‌কা" দাও।

মাধব। (নিমাইচাঁদের প্রতি) যা তো, রৌ, ঝপ্‌ কোরে "টাট্‌কা টোট্‌কা" নিয়ে আয় তো।

[নিমাইচাঁদের প্রস্থান।

হেম। টাট্‌কা টোট্‌কায় বোট্‌কা গন্ধ নেই তো, মাধব বাবা?

মাধব। বেশ গোলাপী নারিকেল তৈলের আমেজ আছে।

লুক্কায়িতভাবে ঝাঁটা লইয়া নিমাই-চাঁদের পুনঃপ্রবেশ

নিমাই। এনেচি।

মাধব। তবে লাগাও টাট্‌কা।

নিমাই। এই ভাঙ্‌লো বেয়ের মট্‌কা।

(পুনঃপুনঃ হেমচন্দ্রের পৃষ্ঠে ঝাঁটা প্রহার)

হেম। (অত্যন্ত কাতরে) বৌ মা! তুমি হেমের গর্ভধারিণী। আর না, থামো মা! খুব টাট্‌কা টোট্‌কা। বাই তো বাই, পিত্তি পর্য্যন্ত ছুটে গেচে। থামো মা!

নিমাই। আমি তোর মা নই, নিমে বাবা। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ঝাঁটা মারিতে মারিতে) ও হেম বাবু! আমায় চাবুক্‌ মারবে না!

হেম। প্যাঁজ পয়জার দুই হয়েচে। বস্‌—আর না। গলায় কাপড় দে—নাকে কানে খৎ দে, ঘাট মানুচি, এমন কর্ম্ম আর এ জন্মে কোর্‌বো না। মাধব বাবা! নিমাই বাবা! ক্ষমা কর—ছেড়ে দাও, পালাই। আজ রেতেই বরাবর কোল্‌কাতায় যাই। আর কোন্‌ ব্যাটা এ জন্মে বাড়ী আস্‌বে—আমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক্‌।

মাধব। ছিছি! কি লজ্জা! তুমি ভদ্দর নোকের ছেলে, কেলাজে ইংরিজি নেখা পড়া শিখ্‌চো, ভাল সহবতে থাক্‌চো, তোমারি এই কাজ! তোমার কি মা বোন্‌ ইস্তিরী নেই? পরের বউড়ী ঝিউড়ী দেখে পাঁঠা অবতার হও কেন, বাবু? ধিক্‌ তোমাকে! ইস্কুল কেলাজের ভাল ভাল সচ্চরিত্তির ছাত্তররা তোমার মত কুত্তা গাধার আচরণে আর স্বভাবদোষে মিছিমিছি নোকের কাছে বদ্‌নামের ভাগী হয়। তোমার মা বাপ আঁটকুড়ো হলে চণ্ডীপুর গাঁ রক্ষে পায়।

হেম। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমি ফল। ধর্ম্ম কখনও মানুষের পাপকর্ম্ম সন না—অবশ্য তার বিধিমতে শাস্তি দেন—তাই আমার ভাগ্যে এই "টাট্‌কা টোট্‌কা!" আমার মত আর যদি কেউ থাক, তবে মনে রেখো—এই "টাট্‌কা টোট্‌কা!"

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

কলির প্রহ্লাদ।

"হরিনামে মত্ত সত্যযুগের প্রহ্লাদ।
মদপানে মহামত্ত কলির প্রহ্লাদ ॥"।

কএক বৎসর গত হইল, আমার প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার মধ্যে "উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী—বিজয়া" নামে একখানি ঔপহাসিক হাস্যনাট (A Parodical Comedy) দেখিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানি বহুকাল গত হইল রচনা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে এক খানি ব্যঙ্গনাটক লিখিবারও ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে লিখিয়া উঠিতে পারি নাই।

অনন্তর গত বৎসর বীণারঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, এই সময় "কলির প্রহ্লাদ" নামে একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখি। কিন্তু একাকী সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করাতে আরও অবকাশাভাব ঘটিয়া উঠিল। লিখি লিখি করিয়াও লিখিতে সময় পাইলাম না। এক্ষণে অবকাশ পাইয়া আমার সেই পুরাতন আশাকে কার্য্যে পরিণত করিলাম। "কলির প্রহ্লাদ" ব্যঙ্গনাটক রচিত হইল। ইহা দ্বারা জনসাধারণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আমার পরিশ্রম সফল হইবে।

কলির প্রহ্লাদ ব্যঙ্গনাটকে প্রধানত তিনটি বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে;—মদ, বেশ্যা, থিয়েটার। এই তিনটি মূলচিত্রের সহিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্রও শাখাপ্রশাখারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এরূপ হইয়াই থাকে। একটা ছবি আঁকিতে গেলে পাঁচটা রঙের প্রয়োজন হয়।

ইহাতে মদ, বেশ্যা ও থিয়েটার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, উহা কল্পিত নহে। ঐ সকল বিষয়ের ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও তন্মধ্যে কাহারও কাহারও নিজ নিজ মুখে শুনিয়া, সেরূপ চিত্র সমূহ প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে সাজাইয়া লইতে যতটুকু মালমসলার প্রয়োজন, তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি কোন কোন থিয়েটারের ম্যানেজার ও অভিনেতাদের মুখে শুনিয়াছি যে, "পূর্ব্বে যত দিন থিয়েটারে বেশ্যা লওয়া হয় নাই, তত দিন আমরা ভাল ছিলাম। কিন্তু যে দিন হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই বিষক্রিয়ারও সঞ্চার হইয়াছে। সেই বিষক্রিয়া এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় চড়িয়াছে—আমাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। আমাদের মধ্যে এমন কয়জন ইন্দ্রিয়বিজয়ী ও ধীরপ্রকৃতি লোক আছেন যে, বরাবর বেশ্যাসংসর্গে থাকিয়া, অবিচলিত চিত্তে থাকিতে পারেন? আগুনের কাছে ঘি থাকিলে গলিবেই গলিবে। এইরূপ স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষ থাকিলে টলিবেই টলিবে। আমরা টলিতেছি

আর জানিয়া শুনিয়াও অন্ধের মত হইয়া, নিজে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি। বিদেশে এই সকল এক্‌ট্রেসকে লইয়া গিয়া যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটে। সেখানে সঙ্গে বেশ্যা দেখিলে আমাদিগকে ভেড়ুয়া ও নোটো বলিয়া নাপিতে খেউরি করে না—ধোবায় কাপড় কাচে না—বেহারায় পাল্কীতে তোলে না, আবার মফঃসলের কোন কোন চতুরঙ্গ কামুক জমীদার আমাদের সঙ্গিনী এক্‌ট্রেস্‌দের মধ্যে কাহাকে পছন্দ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান। আমরা ভ্যাবাগঙ্গারামের মত হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি, কিন্তু একক্রান্তি আঁপত্তি করিবার যোটি নাই। মফঃসল ছাড়া সদরেও অনেক লাঞ্ছনা ভুগিতে হয়। সর্ব্বদা বিবাদ ঝগড়া, মাতলামি, রেষারেষি প্রভৃতি নানাপ্রকার কেলেঙ্কারি ভুগিতে ভুগিতে জ্বালাতন হইয়া উঠি। আমাদের মধ্যে পৌনে ষোল আনা অভিনেতা এক্‌ট্রেস্‌দের সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া একেবারে পিশিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা অভিনয় করিয়া যা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহার সমস্তই এক্‌ট্রেস্‌পূজা ও মদের মজাতেই শেষ করেন; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে ভরণপোষণ করেন না। এক্‌ট্রেস্‌ লইয়া আরও যে কতরূপ ভোগ ভুগিতে হয়, তাহা বলিতে গেলে একখানা বড় পুথি হইয়া পড়ে। ফলকথা, থিয়েটারগুলি এক্ষণে এক একটি প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সাধারণ দর্শকেরা থিয়েটারে আসিয়া, যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া, দু চার ঘণ্টা দর্শনসুখ, শ্রবণসুখ উপভোগ করিয়া যান, কিন্তু আমাদের কর্ম্মভোগের বিষয় যদি একবার দয়া করিয়া ভাবেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু সে দিন কি হইবে?"

আমরাও এই সকল বিপন্ন ম্যানেজার ও অভিনেতাদের হইয়া বলি, রঙ্গভূমির অভিনয়দর্শক মহোদয়গণ কি দয়া করিয়া এ বিষয়ে একটুও মনোযোগ করিবেন?

এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ "সময়" সংবাদপত্র হইতে "নাট্য-সমাজ" নামক প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তৎপাঠে পাঠক মহাশয়গণ আধুনিক থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

"নাট্য সমাজ।

নিত্য নূতনে মানব-মন পরিতুষ্ট হয়। এই নূতনত্বপ্রবণতা স্বাভাবিক, ইহার ব্যতিক্রম কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। চিরকাল এক কিছুই ভাল লাগে না। এমন যে সুখ, তাহাও একটানা বহিলে তাহার সুখকরত্ব থাকে না। দুঃখ না থাকিলে, সুখের আস্বাদ বুঝিতে পারা যায় না, বিরহ না থাকিলে, মিলনে সুখোদয় হয় না। কেবল দিবাও ভাল লাগে না, কেবল ঘোরান্ধকারা বা রজতকৌমুদী আভরণা নিশিতেও মন স্নিগ্ধ হয় না। সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন, দিবা যামিনী দুই চাই।

নিরবচ্ছিন্ন সংসারের কঠোরতায়, শোণিত শুষ্ককর বৈষয়িক চিন্তায় মানুষ মগ্ন থাকিতে পারে না। যিনি হস্ত পদ বাঁধিয়া, মনের গলায় দড়ি দিয়া অহর্নিশি সাংসারিক ব্যাপারে ডুবিয়া থাকেন, তাঁহার জীবন কি রূপ, আমরা বলিতে পারি না। ব্যায়াম যেরূপ শারীরিক বলাধান করিয়া থাকে, বিশ্রাম ও আমোদও তদ্রূপ মানসিক বল রক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্যই লোকে আমোদাগারের অন্বেষণ করে। এই আমোদের জন্য নানাদেশে নানাপ্রকার আমোদের যন্ত্র আছে। আমরা অবিশুদ্ধ আমোদের আলোচনা করিতেছি না, বিশুদ্ধ আমোদের কথা বলিতেছি। বিশুদ্ধ আমোদ কোনক্রমে নিন্দনীয় নহে, বরং স্পৃহনীয়।

আমোদ অনেক প্রকার আছে। অসভ্য বন্যজাতি যাহাতে আমোদ উপভোগ করে, তাহা হয়ত সভ্য জাতির বিরক্তিকর, আবার সভ্য জাতির আমোদ সভ্যতম জাতির পরিহার্য্য হইতে পারে। কি একপ্রকার আমোদ আছে, যাহাতে সকল জাতিরই অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতে কে কবে বীতরাগ বল? "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

নৃত্যগীত সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে। উল্লাস হইলে আপনা আপনি নৃত্যগীতের অবতারণা হয়। গীতে বনের পশু বশ হয়, মানুষ ত দূরের কথা।

সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই গীতবাদ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। সকল প্রকার সাংসারিক কার্য্যের যেরূপ বিভাগ আছে, আমোদের জন্যও তদ্রূপ একটা একটা বিভাগ আছে। আমাদের দেশে যাত্রা, নাট্যরঙ্গ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে নৃত্য, নাট্যরঙ্গ আছে। নাট্যসমাজে নৃত্যগীত আছে, আবার তৎসহ সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জীবন্ত ভাবে চক্ষের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় বলিয়া, সভ্য দেশে নাট্য-সমাজের এত আদর। নাট্যালয়ে একেবারে দুই বিষয় প্রদর্শিত হয়। এক দিকে লোকচরিত্র, অপর দিকে সঙ্গীত সাধন।

নাট্যালয় লোক-শিক্ষার অন্যতম স্থল। এখানে সহজে আমোদসহ যে জ্ঞান জন্মায়, তাহা অন্যত্র জন্মায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষক বেত্রহস্তে ক খ গ শিক্ষা দিতে পারেন বটে, কিন্তু জীবন্ত লোকচরিত্র শিক্ষা দিতে পারেন না। কিন্তু নাট্যালয়ে সে শিক্ষাটুকু লাভ করা যায়। কারণ নাট্যালয়ে লোকচরিত্র অতি পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়া সাধারণে উপস্থিত করা হয়। যে সমাজে নাট্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই, সে সমাজ এখনও সভ্য সমাজের পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই।

আমোদের সহিত শিক্ষালাভ বড় সামান্য ব্যাপার নহে। যাঁহারা এই গুণ শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাঁহারা প্রকৃত অভিনেতা নামের যোগ্য। অভিনয় করা সোজা কথা নহে। সংসারে থাকিয়া সমাজের চিত্র ত দেখিতেছি, তবু নাট্যালয়ে যাইয়া মানবচরিত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন শিক্ষা লাভ করি, তাই নাট্যালয়ের প্রয়োজন ও মান। যিনি দর্শকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহার অভিনয়-কৌশল জানা আছে বলিতে হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অভিনয় করা সোজা কথা নহে। অভিনেতা যে অংশ অভিনয় করিবেন, ঠিক সেই চিত্র দর্শকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, আপনি আত্মহারা হইয়া ঠিক সেই ব্যক্তি হইয়া যাইবেন, দর্শক যে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃত চরিত্র চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন, এইরূপ মনে করিবেন। তবে অভিনয়ের উৎকর্ষ, তবে দর্শকের মনস্তুষ্টি। নতুবা আমাদের আধুনিক নাট্যসম্প্রদায়ের উপর সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়।

নিরবচ্ছিন্ন সংসারজ্বালায় ছটফট্ করিলে, উন্মাদপ্রাপ্ত বা অল্প দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাই লোকে আমোদ অন্বেষণ করে। নানা লোকে নানারূপে আমোদ করে, কিন্তু শিক্ষার সহিত আমোদ লাভ, উপকারের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত হইতে হইলে নাট্যালয়ই প্রধান স্থান। এ হেন উচ্চ শিক্ষার স্থান যদি বানরের নৃত্যাগার হয়, কু শিক্ষার কেন্দ্রভূমি হয়, তাহা হইলে তাহা কি কম পরিতাপের বিষয়? কিন্তু আমাদের অদৃষ্টদোষে এ দেশের অধিকাংশ নাট্যালয়ই ঐরূপ হইয়াছে। যে বালক নাট্যালয়ে অভিনয় করিতে প্রবেশ করে, তাহার চরিত্র কলুষিত হয়, মন্দলোকের সহবাসে সে একটা পশুস্বভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিভাবকেরা সে বালকের আশা একবারে ত্যাগ করেন। ইহার মূল কারণ, আমাদের দেশে আজ কাল নাট্যালয়ে চরিত্রবান্ পুরুষের অভাব।

বর্ত্তমান সভ্যতার আকর পাশ্চাত্ত্যদেশে যাও, নাট্যালয়ের কিরূপ উৎকর্ষ হইতে পারে, তথায় তাহা দেখিতে পাইবে। ইয়ুরোপে অনেক বড় লোক, অনেক সম্ভ্রান্ত সতী রমণী অভিনয় করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহারা পেশাদারী নাট্যালয়ে যোগ দেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, তথাকার পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় কুচরিত্র ব্যক্তিতে পূর্ণ। তথায় অধিকাংশই পেশাদারী অভিনেতা সচ্চরিত্র। ইয়ুরোপের নাট্যশালা ও আমাদের দেশের নাট্যশালার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ। এই অধঃপতিত দেশে সকলই বিপরীত। এ দেশের পেশাদারী নাট্য-সমাজের

অনেক অভিনেতা নষ্টচরিত্র। কেহ হয়ত বেশ্যাসক্ত, কেহ হয়ত মদে বিভোর, কেহ গঞ্জিকায় চুর। ইহাদের দ্বারা নাট্যালয়ের উন্নতি সম্ভাবনা কোথায়?

অভিনেতাগণ ত এইরূপ, আবার অভিনীত পুস্তকও তদ্রূপ। আজকাল ধর্ম্মমূলক নাটক অভিনয়ের ঢেউ উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-মূলক নাটক একে ত নষ্টচরিত্র ব্যক্তিদিগের দ্বারা সুচারুরূপে অভিনীত হওয়াই সুকঠিন, তদুপরি অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থকর্ত্তা হইয়া, কিম্ভূত কিমাকার একটা ছাঁদে যে সকল নাটক লিখিতেছেন, তাহাতে অভিনেতা অভিনয় আরও বিসদৃশ করিয়া তুলে। নাটকে না আছে নাটকত্ব, না আছে চরিত্রের পরিস্ফুটন, না আছে ভাষা বা মার্জ্জিত রুচি। ইহাতে উপকার হইবে কোথা হইতে?

* *

এ দেশের রঙ্গালয়ের একটা মহৎ দোষ এই যে, কাহাকে কোন্ অংশ সাজাইলে মানায়, তাহা কেহই দেখেন না। মানান (Suit) করা অভিনয়ের একটা প্রধান অংশ। কিন্তু এ কথা অভিনেতারা বুঝেন না। তাহার পর অংশ বিতরণ। এ সম্বন্ধেও বড় গোলযোগ। আমরা এ গোলযোগ এদেশের সকল থিয়েটারেই দেখিয়া থাকি। যাহার যাহা সাধ্য, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী বীরত্ব কাহাকে বলে জানে না সেই জন্যই বীরাংশের অভিনয় করিতে হইলেই দন্ত কিট্‌মিট্, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, উন্মাদের ন্যায় রঙ্গমঞ্চে পরিভ্রমণ প্রভৃতি বিসদৃশ একটা কাণ্ড করিয়া বসে।

নাট্যালয় যখন সমাজের বিশেষ হিতকারী বিভাগ, তখন নাট্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনে সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। নাট্যসমাজের উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে। সুতরাং এই উন্নতিসাধন কি বাঞ্ছনীয় নহে?

বাঞ্ছনীয় নিঃসন্দেহ। তবে বর্ত্তমান রঙ্গালয়গুলির অভিনেতৃশ্রেণীর লোকের দ্বারা হইবে না। এদেশে রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেতা নিরক্ষর সামান্য শিক্ষিত। যাহারা চিরকাল বদমায়েসী করিয়া কাল কাটাইল, যাহারা কাপ্তেন ধরিয়া বাবুর মোসাহেবী করিয়া বেড়ায়, যাঁহারা সুরায় মত্ত, বাঙ্গালায় একখানা পত্র লিখিতে যাহাদিগের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহাদিগের দ্বারা নাট্যালয় পরিচালিত হইলে, নাট্যালয়ের উন্নতি কখন হইবে না। রঙ্গালয় ত আজ কালের রঙ্গ করিবার আলয় হইয়াছে। আমরা আমাদিগের দেশের নাট্যালয়ের এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শনে বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। মৃত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া একটু বাতাস ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আর কিছু দিবস বাঁচিয়া থাকিলে, এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইতেন। এক্ষণে রাজকৃষ্ণ বাবু এ স্রোত ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু দেশের কৃতবিদ্যগণ জনসাধারণ তাঁহাকে উৎসাহ সাহায্যদানে কৃপণতা করাতে তিনিও ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন। আমরা আশা করি, দেশের লোকের দৃষ্টি এ দিকে পতিত হইবে, নাট্যালয়ের উন্নতি সাধনে সকলেই সাধ্যানুসারে সচেষ্টিত হইবেন।"—সময় ৯ই ভাদ্র, ১২৯৫।

এইবার আর একটি কথা বলিয়া দীর্ঘ বিজ্ঞাপন শেষ করা যাউক। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সমাজের মধ্যে কুফল ফলিলে তাহা নষ্ট করিবার যে কয়টি উপায় আছে, তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে তিনটি—মুদ্রাযন্ত্র, বেদি ও রঙ্গভূমি (Press, Pulpit and Theatre)। মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভাল ভাল সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র—বেদি হইতে জ্ঞানবান্ বক্তার হিতৈষিণী বক্তৃতা এবং রঙ্গভূমি হইতে সৎশিক্ষা ও সন্নীতিপূর্ণ নাটকাভিনয় দ্বারা সমাজের বিষবৃক্ষগুলিকে সমূলে নষ্ট করে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, অধুনা অনেক মুদ্রাযন্ত্র, বেদি ও রঙ্গভূমিতে দুর্গন্ধময় পঙ্ক জমিয়াছে! ভগবানের কৃপায় কবে ইহার বিহিত হইবে?

সংবাদপত্র সম্পাদকদের মধ্যে অনেকে বুঝেন

না, অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং অনেকে বুঝিতে চাহেন না। এমনও অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক আছেন, যাঁহাদের মনের ভিতর ভণ্ড বাবাজীদের অঙ্গের চতুর্দ্দিকের ছাপার ন্যায়, "হাম্ বড়া"র ছাপা ঝুড়ি ঝুড়ি হিড়িমিড়ি করিতেছে। আবার এমনও অনেক সংবাদপত্রসম্পাদক আছেন, তাঁহারা ধামাধরা মাত্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে না বলিবে যে, সংবাদপত্রসম্পাদকদের অতি শীঘ্রই হৃদয়ের বল ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে? ইহাঁদের পরামর্শানুসারে যখন সকলকে চলিতে হয়, তখন অগ্রে ইহাঁদের নিজের নিজের চলাটা সোজা দিকে হওয়া বড় দরকার। বড় সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি বর্ত্তমান থিয়েটার ও অভিনয়ের ভালমন্দের দিকে কাহার কাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নববিভাকরসাধারণী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "থিয়েটার ও অভিনয়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একস্থলে লিখিত আছে,—

"সমাজ-মধ্যে থিয়েটার একটা খুব সোরগোল তুলিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজের যাত্রা কীর্ত্তনের মত ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার একটা "মহা ব্যাঘাত" আছে। বিনা বারবনিতায় এক্ষণে থিয়েটার জমান দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বারবনিতা লইয়া যে কাজ করিতে হয়, তাহাতে কায়দা কারণের বিশেষ আঁটাআঁটি চাই—ঢলাঢলি করিলে বিভ্রাট ঘটে। খেমটা ও বাইজীবৃত্তি উভয়ই বারবনিতা দ্বারা চলিতেছে। খেমটাওলারা খেমটাওয়ালীগণের কায়দাকারণের আঁটাআঁটি তেমন করে নাই বলিয়া খেমটাবৃত্তির মর্য্যাদা নাই। * * * থিয়েটারে অভিনেতা ও অভিনেত্রী মধ্যে বিশেষ কায়দাকারণের আঁটাআঁটি থাকা চাই।* কায়দাকারণের ত্রুটির জন্যই থিয়েটারে অনেক ঢলাঢলি হয়। তাহা হইতে থাকিলে থিয়েটারের সমাজ মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে না।"—১২ই ভাদ্র, ১২৯৫ সাল।

আমরা আশা করি, হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সমস্ত সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা উল্লিখিত লেখাটুকু পাঠ করিবেন এবং যাহাতে সমাজমধ্যে থিয়েটারের প্রতি সকল লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে পারে, তাহার দিকে মনোযোগ করিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বীণারঙ্গভূমি।
৩৮নং মেছুয়াবাজার রোড্—ঠন্ঠনে—কলিকাতা।
১৫ই ভাদ্র, ১২৯৫

* ইয়ুরোপ, আমেরিকাদি দেশের অভিনেত্রীদের ন্যায় কেবল থিয়েটারের অভিনয়ার্থ একচেটে অভিনেত্রী না হইলে এরূপ কায়দাকারণের বিশেষ আঁটাআঁটি থাকিবে কি? শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

ব্যঙ্গনাটকোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

হিরণ্যকশিপু···রাজা। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বালক; বড় কাঁচা দাড়ী, গোঁপ ও চুল; রাজপরিচ্ছদ

প্রহ্লাদ···হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—স্থূলাকার ও প্রৌঢ়; বড় গোঁপ; নাকে বড় নোলক; মাথায়, চুলের চূড়াবাধা ঝুঁটী; ঝুঁটীতে রূপার বা সোণার দুইটা বড় পুঁঠে; কাণে ফুল বা চাঁপা; গলায় মুড়কি মাদুলির মালা; কপালে নক্সা করা সিন্দুর ও চন্দনের তিলক ফোঁটা; পরণে ধড়া ও পিঠবস্ত্র; পায়ে নূপুর।

* এই ব্যঙ্গনাটকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে হিরণ্যকশিপুর সহিত অণ্ডকুষ্মাণ্ডের কথোপকথনের সহিত এই পংক্তিগুলির সারাংশের সহিত সামঞ্জস্য আছে। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

অগুকুষ্মাণ্ড···হিরণ্যকশিপুর মোসাহেব। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বড় লম্বা গোঁপ; মাথায় গাধার টুপী; পরণে সঙের পোষাক; হাতে ছড়ি।

যণ্ড···প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বালক; পাকা দাড়ী গোঁপ; পরিচ্ছদ পেণ্টুলন্, চাপকান, পাট করা উড়ানী, সামলা পাগড়ী, মোজা, ইংরাজি জুতা; হাতে বেত।

অমর্ক ··· যণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ—বালক; নেড়া মাথায় ফুলবিল্বপত্র বাঁধা; কাঁচা চৈতনচুট্‌কি; কাঁচা গোঁপ; গলায় পৈতা; পরণে শাদা মলমলের ধুতী; গায়ে লংক্লথের মোটা চাদর বা মলমলের উত্তরীয়; পায়ে তালতলার চটী; ট্যাঁকে নস্যদানী; কপালে দীর্ঘ ফোঁটা; হাতে বাঁশের লম্বা লাঠী।

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজার···মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—প্রৌঢ়; কাঁচা পাকা দাড়ী গোঁপ; পরণে চওড়া কালা পেড়ে কোঁচান ধুতী, রেশমী চায়না কোট, কালাপাড়ওয়ালা পাতলা উড়ানী; পায়ে জাপানবার্ণিস্ ফুল ও বগলস্‌দার জুতা; হাতে রেশমী রুমাল ও আইভরি ছড়ি; মাথায় টেড়ী।

জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুলের ছাত্রগণ···মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বড় ছোট সকল রকম; কতকগুলির গোঁপ, কতকগুলির গোঁপ দাড়ী; এক রকমের কোট পেণ্টুলন ও টুপী; পায়ে উড়ে চটী

দৈত্যগণ···হিরণ্যকশিপুর ভৃত্য। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বালক; বড় বড় দাড়ী গোঁপ; লাল কাপড়ের মালকোঁচা, লাল চাদর বুকে বাঁধা, মাথায় লালপাগড়ী; হাতে ঢাল সড়কী; গলায় কণ্ঠী।

সার্জ্জন···মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—প্রৌঢ়; পরিচ্ছদ প্রকৃত সার্জ্জনের ন্যায়।

দারোগা···মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বৃদ্ধ; পরিচ্ছদ প্রকৃত দারোগার ন্যায়।

পাহারওয়ালাগণ···মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—যুবা ও প্রৌঢ়; পরিচ্ছদাদি প্রকৃত পাহারওয়ালার ন্যায়।

কয়াধু···হিরণ্যকশিপুর মহিষী। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—মহাস্থূলা, বিকটদন্তা, মুকুটধারিণী; নাকে বড় নথ, পায়ে মোটা মোটা ৮ গাছা মল, মুখমণ্ডলে উল্কী আদি নানাবিধ চিত্র, কণ্ঠাদিতে নানাবিধ ভূষণ, পরিধানে বেনারসী শাড়ী।

যণ্ডপত্নী ··· মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—বৃদ্ধা, মাথায় পাকা চুল, নাকে নোলক, কাণে দুল, হাতে শাঁখা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে কাল পাছাপেড়ে শাড়ী।

রমণীগণ···অভিনেত্রীগণ। মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদাদি—যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। কাহারো গোঁপ, কাহারো দাড়ী ও কাহারো গোঁপ দাড়ী; কাহারো নাকে নথ, কাহারো বেসর ও কাহারো নোলক; মাথায় সীঁথি; পায়ে গোছা গোছা মল বা ঘুংগুর; পরণে রকম রকম পেশোয়াজ, সলুকা ও ওড়না।

☞ উল্লিখিত স্ত্রীপুরুষগণের মূর্ত্তি বুঝিয়া কাহার কাহার লম্বা নাক হইলে আরও ভাল হয়, অভিনেতারা সুবিধা মত উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে অন্যরূপ বন্দোবস্তও করিতে পারেন এবং অভিনয়কালে সময়ের স্বল্পতার প্রয়োজন হইলে এই পুস্তকের কোন কোন স্থল বাদ দিয়া অভিনয় করিতেও পারেন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড্—
বীণা-রঙ্গ-ভূমি।

দুই জন অভিনেতার প্রবেশ।

১ম অভি। বলুন দেখি, আজ কোন্ বিষয়ের অভিনয় করা উচিত?

২ অভি। "কলির প্রহ্লাদ" নামে একখানি নূতন ব্যঙ্গনাটক রচিত হয়েছে; সেই খানির অভিনয় করা যাক্।

১ অভি। ব্যঙ্গনাটক কি? প্রহসন?

২য় অভি। ঠিক প্রহসন নয়, তবে প্রহসনের সঙ্গে কতকটা মিল আছে। প্রহসনকে ইংরেজিতে Farce (ফার্স্) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্চে হাস্যরসের সহিত স্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা ক'রে লোকসমাজকে নীতিশিক্ষা দেওয়া।

১ অভি। আর ব্যঙ্গনাটক?

২ অভি। ব্যঙ্গনাটকের অন্য নাম ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকা। ব্যঙ্গনাটক, ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকাকে ইংরেজিতে Burlesque (বর্‌লেস্ক্) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্চে অদ্ভুত ও হাস্যরসের সহিত স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও পরিহাসাত্মক ঘটনার অবতারণা ক'রে লোকসমাজকে নীতিশিক্ষা দেওয়া। ফল কথা, প্রহসন ও ব্যঙ্গনাটকের উদ্দেশ্য একই, কেবল ঘটনা ও রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র।

১ অভি। "কলির প্রহ্লাদ" ব্যঙ্গনাটকের ঘটনা ও রচনা কিরূপ?

২ অভি। তা দর্শক মহাশয়দের কাছে অগ্রে ভাঙ্‌বার প্রয়োজন নাই। অভিনয় ক'রে দেখাই আসুন্।

১ অভি। তবে তা'ই হোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিরণ্যকশিপুর বাঘমারির বাগান

মদের বোতল ও গেলাসহস্তে প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। (নৃত্য করিতে করিতে গীত)

তোর নাম রেখেছি মদ্‌বোতলা।
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল্ না মদের ঢালা গেলা॥

মদে মেখে চাটের রুটি,
গড়্ না শুঁড়ির চরণ দু'টি,
আর দু'জনে সেই চরণে,
পরিয়ে দি নোট্ টাকার মালা॥

বেগে কয়াধুর প্রবেশ

কয়াধু। (সকাতরে) হায় হায়, এ কি রে বিভ্রাট! কি হেতু বলিস্ মদ চাট?
যদি শোনে মহারাজ, আস্তো কি রাখিবে আজ,
গোস্তো তোর খাওয়াবে কুকুরে
মস্ত ভুঁড়ি হাঁসাইবে, ঝাম্‌রো গোঁফ্ উপাড়িবে,
কাঁদিবি রে ডুকুরে ডুকুরে॥

প্রহ্লাদ। (সাহসে তাল ঠুকিয়া কীর্ত্তনের সুরে)

মদের নামে মাতাল গলে,
মা গো, আমার কিসের ভয়?
যখন বোস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,
ঢাল্‌বো মা মদ বোতল খুলে,
তখন পিতাও আমার—ও মা!—
মদের নামে যাবে ভুলে।

কয়াধু। (সবিস্ময়ে) মাইরি?

প্রহ্লাদ। মাইরি মা।

কয়াধু। মদের নামে তোর বাবাও ভুলে যা'বে?

প্রহ্লাদ। আমার বাবা তো বাবা, আমার মাও ভুলে যা'বে।

কয়াধু। (সাহ্লাদে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ! আচ্ছা, এক গেলাস দে দিকিন্।

প্রহ্লাদ। (গেলাসে মদ ঢালিয়া) চোক বুজে চক্ কোরে গিলে ফেল মা!

কয়াধু। (মদিরা পান করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে) বাপ্! যাই রে! ইস্, যাই রে! মলুম রে—গেলুম রে—বাবা রে—বুক পুড়ে গেলো রে—গেলো রে! (ভূতলে পতন)

প্রহ্লাদ। মাভৈঃ মাভৈঃ।

কয়াধু। (সরোষে) দূর আঁটকুড়ীর ব্যাটা! মা ভাই মা ভাই কি রে ড্যাক্‌রা? মাকে ভাই বল্‌চিস্? মুখ খোসে যা'বে—জিবে পোকা প'ড়্‌বে।

প্রহ্লাদ। দূর আবাগের বিটি! সংস্কৃত ভাষাটা কেন শিখ্‌লি নি। মাভৈঃ হচ্চে সংস্কৃত শব্দ; এর অর্থ হচ্চে ভয় নেই।

কয়াধু। রেখে দে তোর যাঁড়কুত্তো শব্দ! আমার যে বুকে গত্ত হ'য়ে গেল! বুক গেল রে—পেট গেল রে—বাপ!

প্রহ্লাদ। যা'বে না, যা'বে না। "বিষস্য বিষমৌষধম্।" আর এক গেলাস্ টান দেখি, ভস্ম হয়ে যা'বে।

কয়াধু। তা হ'লেই জান্ নিক্‌লুবে রে বাপ্!

প্রহ্লাদ। কভি নেহি, কভি নেহি। বরং জান্ গুলজার হ'বে। মা, তুমি কি জান না—"যে আগুনে পোড়ে হাত, তা'তেই লাগাও তাত"?

কয়াধু। জানি। আচ্ছা, বাবা! মদেও কি তাই?

প্রহ্লাদ। হ্যাঁ মাই।

কয়াধু। তবে দে খাই

(পুনর্ব্বার সুরাপান)

প্রহ্লাদ। মা, এবার?

কয়াধু। কষ্ট কম'।

প্রহ্লাদ। তবে আর এক দম্।

কয়াধু। গাঁজা না কি?

প্রহ্লাদ। উহুঁ। মদ মদ।

কয়াধু। গাঁজারি তো দম্। মদেরো দম্ আছে?

প্রহ্লাদ। দম্ সকলেরি আছে।

কয়াধু। সে কিরূপ, একবার প্রকাশ কোরে বল্।

প্রহ্লাদ। আলুর দম, পটোলের দম্, পেঁয়াজের দম্, থিয়েটারের এক্টারের দম্, এক্ট্রেসের দম্, ড্রেসারের দম্, সিপ্টারের দম্, ষ্টেজ্ ম্যানেজারের দম্, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দম্, ডাইরেক্টারের দম্, গ্যাস্‌ফিটারের দম্, চুলওয়ালার, পোসাকওয়ালার দম্, কণ্ট্রাক্টারের দম্, মোশনমাষ্টারের দম্, মহাজনের দম্, জমিদারের দম্, বন্ধুর দম্, শত্রুর দম্, অডিয়েন্সের দম্, সেক্রেটারীর দম্, দরওয়ানের দম্, বেহারার দম্, কন্সার্টপার্টির দম্, এমন কি, থিয়েটারের মশামাছী ছারপোকারও দম্, থিয়েটারের সবি দম্! তা ছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে জজের দম্, সবজজের দম্, ম্যাজিষ্ট্রেটের দম্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের দম্, সবডেপুটীর দম্, কৌন্সুলির দম্, বারিষ্টারের দম্, এটর্নির দম্, উকিলের দম্, মোক্তারের দম্, পেস্কারের দম্, নাজিরের দম্, এমন্ কি চাপ্‌রাশী পেয়াদারও দম্। ইস্কুল কালেজ পাঠশালে প্রিন্সিপালের দম্, প্রোফেসারের দম্, মাষ্টারের দম্, পণ্ডিতের দম্, ছাত্রের দম্, গুরুমশায়ের দম্, পড়ুয়ার দম্। আপিসে বড় সাহেব, ছোট সাহেবের দম্, হেড্ ক্লার্কের দম্, কেরাণীর দম্, বাধাবাজারে শুঁড়ির দম্। বড়বাজারে চীনেবাজারে দোকানদারের দম্, পথে ঘাটে ফিরিওয়ালার দম্। ঘরের মাঝে দম্পতীর দম্। ডাক্তারখানায়, ডিস্পেন্সারিতে ডাক্তারের দম্। বাজারে মেছুনীর দম্, ফোড়ের দম্। ইংলণ্ডে হাউস্ অব্ কমন্স—হাউস্ অব্ লার্ডের দম্। ভারতে ইংরেজের দম্। বাঙ্গালার বাঙ্গালির দম্। মেছোবাজার সোণাগাছী হাড়কাটার গলিতে ছুঁড়ী বুড়ী বেশ্যার দম্। বেলেঘাটা হাটখোলায় মহাজনের দম্, দালালের দম্। হাউসে হাউস্‌ওয়ালার দম্, মুৎসুদ্দির দম্। দিনে

জুওচোরের দম্, রেস্তে চোরের দম্। গ্রন্থকারের দম্, গ্রন্থবিক্রেতার দম্। সকল ভাষার খবরের কাগজওয়ালার দম্, খবরের কাগজের গ্রাহকদের দম্। নেড়ে-পোড়োয়ান উড়েবেহারার দম্। ঝাঁকা-মুটের দম্। রেলওয়ে কোম্পানির ও ট্রামওয়ে কোম্পানির দম্। সবি দম্—সবি দম্, খোড়্‌কে কাঠি থেকে হিমালয় পর্ব্বতের দম্।

কয়াধু। তবে আর কি, মদেও দম্। দে এক গেলাস রম্। (পুনর্ব্বার সুরাপান)

প্রহ্লাদ। মা, এবার?

কয়াধু। একবারেই কম্।

প্রহ্লাদ। তাইতো বল্‌ছিলুম—"বিষস্য বিষমৌষধম্।"

কয়াধু। বাবা পেল্লাদ! তুই বেঁচে থাক্।

কি সুধা করা'লি পান, আনন্দে মোহিল প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দ খেলে মোর চিতে।
চক্ষু যে মেলিতে নারি, বোসে আছি, শুয়ে পড়ি,
বাগানের গরম ধূলিতে॥

প্রহ্লাদ। (বোতল নাড়িতে নাড়িতে) ঐ যা, এখন মদ পাই কোথা? মা বেটী যে সবটা খেয়ে ফেলেচে। তাইতো আমি কি খাই? কেন, ভয় কি? শুঁড়ির দোকানে যাই।

[প্রস্থান।

অণ্ডকুষ্মাণ্ডের সহিত দূরে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য। রাণি! ও রাণি, রাণি! ওহে অণ্ডকুষ্মাণ্ড! রাণী কোথায়?

অণ্ড। তাই তো মহারাজ! বড় মুস্কিল তো।

হিরণ্য। (চারিদিকে দেখিয়া) ওটা কি পোড়ে হে?

অণ্ড। ঝড়ে বুঝি বাগানের একটা পাতরের পরী ভেঙে পোড়ে গেচে।

হিরণ্য। এগিয়ে দেখে এস—জল্‌দি যাও।

(কয়াধুর নিকট অণ্ডকুষ্মাণ্ডের গমন)

অণ্ড। ও মহারাজ! পাতরের পরী নয়, ইনি আপনারি পরী।

হিরণ্য। (সরোষে) আরে মূর্খ অণ্ডকুষ্মাণ্ড! তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা! আমার পরী ধূল্যপরি? কখনই না। ওটা তোরি অণ্ডকুষ্মাণ্ডী!

অণ্ড। (সহাস্যে) আহা, তা হ'লে তো বাঁচতেম্; স্বর্গের চাঁদ হাতে পেতেম।

হিরণ্য। অ্যাঁ, বল কি, বয়স্য! তবে উনিই কি আমার জীবিতেশ্বরী কয়াধূ রাণী?

অণ্ড। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ!

হিরণ্য। (কয়াধুর নিকটে গিয়া সদুঃখে)

হায় হায়, এ কি দেখি, কেন নিমীলিত আঁখি,
কেন ধুলোমাখামাখি সুস্থূল শরীরে?
কি হেতু ভুঞ্জি'ছ দুখ, তোল তোলোপারা মুখ,
ছানিপড়া চোকে, রাণি, চাও ফিরে ফিরে॥
হইয়া তোমার স্বামী, গোদাপদে ধরি আমি,
ছমোণী-নিতম্বে! তুমি বইস উঠিয়া।
ছাড় মান, মানময়ি! গুমান করিয়া॥

কয়াধূ। (সরোষে) Beware you rascal! Don't you be braying like that. Be off, be off you noisy ass!

হিরণ্য। (সভয়ে) ওহে অণ্ডকুষ্মাণ্ড! মহারাজ্ঞী এ কি ভাষা উচ্চারণ ক'চ্চেন? রাণী কি বাগানে এসে ভূতগ্রস্তা হ'য়েছেন?

অণ্ড। আজ্ঞে না, দৈত্যরাজ! রাজ্ঞী ভূতগ্রস্তা নন—মদগ্রস্তা!

হিরণ্য। (সবিস্ময়ে) সে কি, সে কি! বল কি!

হিরণ্যকশিপু সুদুর্জ্জয়,
ইনি পত্নী হ'য়ে তাঁ'র,
মদগ্রস্তা হইলা কিরূপে?
(সক্রোধে)—
কখনই না—কখনই না—কখনই না।
মিথ্যা কথা উচ্চারণ করি'
বৃথা দোষ দিস্ তুই রাজ্ঞীরে আমার।

রে ভণ্ড অণ্ডকুষ্মাণ্ড !
ভণ্ডামি পণ্ডিব তোর মুণ্ড খণ্ড করি'।
(অসিনিষ্কাশন)

অণ্ড। (সভয়ে)
ছাড় রোষ, দৈত্যপতি !
এ অণ্ডকুষ্মাণ্ড কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যে বোল বলিনু আমি,
প্রতি ইঞ্চি সত্য তার।

হিরণ্য। প্রমাণ বিহনে
না করি বিশ্বাস তোর ভাষে।

অণ্ড। প্রমাণ তো হাতে হাতে।
মহারাজ ! আপনার মহিষীর মুখে
রুখে রুখে ইংরিজি বচন
যেই কালে হইল বাহির,
তখন জানিও স্থির,
পেটে না ঢুকিলে মদ,
এ হেন ইংরিজি গদ নাহি বাহিরায়।
বিশেষতঃ ইংরিজির ইং
নাহি জানে মহিষী তোমার।
তবে বল,
কার বলে এ বোল বলিলা ?

হিরণ্য। ভাল ভাল, দেখি মুখ শুঁকে।
(তদ্রূপ করণ)

কয়াধু। (সরোষে) O you villain ! Who are you ? O ho, you are thief—a robber! Parrawallah—Parrawallah, catch him—prosecute him !

অণ্ড। সরুন, মহারাজ ! সরুন্ সরুন্। বড় বেগতিক। এখনি রাণী লাথি ছুড়্‌বেন। একে আপনার ফড়িঙের মত ক্ষীণ শরীর, তা'তে ও লম্বা গজস্তম্ভের ঠেলা ! বাপ্ ! একবারেই উচ্ছে-পটল-তোলা !

হিরণ্য। তাই তো ইয়ার ! উপায় কি ? মুখে বেজায় মদের গন্ধ ! (সরোষে) ছিছি বড় লজ্জা—বড় ঘৃণা—গেল মান—রাণী মোর করিয়াছে সুরাপান !

অণ্ড। মহারাজ, যা, হ'বার হ'য়েছে, আর মিছিমিছি চেঁচাচেঁচি ক'র্‌বেন না। বাগানের গাছে পাখ পক্ষী আছে, শুন্‌তে পা'বে, উড়ে গিয়ে যা'কে তা'কে ক'বে। এক কাজ করুন্, ঠেলা গাড়ী-কোরে উন্মত্তিনী রাজমহিষীকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিন।

হিরণ্য। বন্ধো ! বোধোদয় করিলে আমার।
লহ এই মুক্তাহার পুরস্কার।

অণ্ড। (স্বগত) রাজরাণি,
মদ তুমি খেয়ো বারম্বার,
তোমার প্রসাদে রোজ রোজ পা'ব পুরস্কার।

হিরণ্য। (উচ্চৈঃস্বরে)
আরে আরে গাড়ীঠেলা দৈত্যগণ !
ঠেলাগাড়ী দৌড়ে নিয়ে আয়।

ঠেলাগাড়ী লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ।

১ম দৈত্য। ক্যা হুকুম, মহারাজ ?

হিরণ্য। রাণীরে তুলিয়া ঠেলাগাড়ীর উপরে,
অবিলম্বে নিয়ে যাও মোর অন্তঃপুরে।

১ম দৈত্য। (অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রতি) বাবুজী ! মহারাণীজীকি ক্যা হুআ ?

অণ্ড। কুম্ভক-যোগ হুআ। জল্‌দি গাড়ী পর্ উঠাও।
(দৈত্যগণের তদ্রূপ করণোদ্যোগ)

কয়াধু। (উত্থিত হইয়া সরোষে)
আরে আরে লম্পটের দল !
রাজার ঘরণী আমি, তাহে কুলবধূ,
আমারে ছুঁইবি তোরা ?
লাথি মেরে গুঁড়াইব মাথা।
(পদোত্তোলন ও দৈত্যগণের পলায়ন)
(হিরণ্যকশিপুকে দেখিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! কে ও ! প্রাণনাথ যে ! বাহবা ! এক গেলাস মদ দাও।

হিরণ্য। ছি ছি, রাণি, এ কি বাণী ?

কয়াধু। যাও যাও, তোমার কম্ম নয়। অণ্ড-কুমড়ো ! তুই এক গেলাস দে।

অণ্ড। রাজরাণী ! এ কি তব লীলা ?

কয়াধু। দুঃশালা দুঃশালা! তোদের কা'রই কম্ম নয়। পেল্লাদ কই? ডাক্ তা'কে। তিন গেলাস দিয়েচে সে। আরও তিনতিরিক্কে ন গেলাস খা'ব.... বাছা পেল্লাদ চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক্। (পুনর্ব্বার ভূতলে শয়ন)

হিরণ্য। ওঃ! এতক্ষণে বুঝিলাম আমি।

পাষণ্ড কুমার মোর কৈল হেন কাজ।

উপযুক্ত শাস্তি দিব তা'রে।

অণ্ড। মহারাজ! বাপ মার আবদারের চোটেই ছেলে মাটি হয়। ছেলেবেলায় ছেলেকে লেখাপড়া না শেখালে, বাপ মাকে এই রকম আলাতন হ'তে হয়। বিশেষতঃ বড় মানুষের ঘরে আপনার পেল্লাদের মতন আল্লাদে এঁড়েই ঢের। আমরা গরিব গুর্ব্বো, ছেলেপিলেকে অত কুঁচ্‌কিকণ্ঠা নাই দিই না। বাপ্! এ যে দেখ্‌চি বিট্‌কেল ছেলে, মাকে পর্য্যন্ত মদ খাওয়ালে।

হিরণ্য। আমাকেও বা খাওয়ায়! কি হ'বে হে অণ্ডকুমাণ্ড!

অণ্ড। ভয় নেই, মহারাজ! অণ্ড থাক্‌তে আপনাকে লণ্ডভণ্ড হ'তে হ'বে না।

কয়াধু। আরে আণ্ডা! ডাক্ না পেল্লাদকে আমার কোমল গলা শুকিয়ে গেলো যে। রাজাকে অভয় দিচ্চিস্, আর আমাকে ভয় দেখাচ্চিস্?

হিরণ্য। মহিষি! দোহাই তোমার, চুপ কর।

কয়াধু। চোপ রও!

হিরণ্য। ওহে বয়স্য, বড় বাড়াবাড়ি যে।

অণ্ড। ঠেলাগাড়ীতে তুলে বাড়ি পাঠান।

হিরণ্য। আচ্ছা, তা পাঠাচ্চি। কিন্তু এখন পেল্লাদে বেটাকে ঢিট্ করি কিসে?

অণ্ড। যণ্ডামর্কের জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুলে দিন্

হিরণ্য। ঠিক্ বোলেছো, বন্ধু। তা' হ'লে ব্যাটা আর বাড়ী আস্‌তে পার্‌বে না। দিনরাত সেখানে থেকে বিদ্যে শিখ্‌বে। এক দণ্ডও আর বেরুতে পা'বে না।

অণ্ড। তবেই বস্। মদ ফদ আর খেতে পাবে না।

হিরণ্য। মাস দুচ্চারের মধ্যেই শুধরে যা'বে—কেমন?

অণ্ড। ধ্রুবম্।

হিরণ্য। তবে তুমি আজিই পেল্লাদেটাকে যণ্ডামর্কের বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্ত্তি কোরে দিয়ে এসো।

অণ্ড। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

কয়াধু। বটে, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল। আমি রইলুম পোড়ে, তোমরা পালাও উড়ে।

হিরণ্য। না, রাণি! তুমি চল ঠেলাগাড়ী চোড়ে। উঠে পড়—চড় চড়। (ঠেলাগাড়ীতে কয়াধুর শয়ন) ওহে অণ্ড! ধর কোসে রজ্জুখণ্ড!

অণ্ডকুমাণ্ড ও হিরণ্যকশিপু। (শকটরজ্জু ধরিয়া) হেঁইয়া—হেঁইয়া মারিজুয়ান—হেঁইয়া। মাগী বড় ভারি—হেঁইয়া—জোরে টান্ হেঁইয়া—হেঁইয়া।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাঘমারি—হিরণ্যকশিপুর বৈঠকখানা ওরফে রাজসভা।

হিরণ্যকশিপু ও দৈত্যগণের প্রবেশ।

হিরণ্য। আজ হাম থেটার কা তামাসা দেখেঙ্গা। মেরা শহরমে কোন্ থেটারঠো আচ্ছা হ্যায়?

১ দৈত্য। ঝুমঝুমী থিয়েটার, মহারাজ?

হিরণ্য। হাত্তেরি উল্লু! উস্‌মে রেণ্ডী নাচ্‌তা গাতা নেহি; কুল্ মরদ লোগোঁ হ্যায়। মেরে মাফক বড়ে আদমি সমজ্‌দার, রুচিদার, খবরদার, বারবরদার, হুকুমদার, হাওলদার, ফৌজদার, চোপদার, মজুমদার তরফদার হোয়কে ফকৎ বেটা ছেলিয়াকা থেটার দেখে গা? ছুছু—ছুছু—ছুছু!

২ দৈত্য। ঠিক্ বাৎ—ঠিক্ বাৎ। থুথু—থুথু—থুথু।

অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রবেশ।

অণ্ড। (২ দৈত্যের প্রতি) দেখো বাবা, সাবধান, আমার গায়ে যেন থুথু ফেলো না।

হিরণ্য। পেল্লাদেকে বোর্ডিং ইস্কুলে রেখে এলে?

অণ্ড। সহজে কি যায়, রাজা? হাতে দিয়ে মো, তবে ছেলে থো। আমার সাড়ে সাত আনার মুড়্‌কি-মোয়া খরচ হ'য়েছে।

হিরণ্য। ভয় নেই, শুদশুদ্ধ খোরে দিচ্চি। এই নেও একটা গোটা আধুলি!

অণ্ড। এমন না হোলে আর রাজা? একটা ডবল পয়সা এক দমেই খয়রাৎ, বাবা!

২ দৈত্য। এমন দাতাকর্ণ কি আর আছে?

অণ্ড। তা আর বোল্‌তে? এই দেখ না, ভায়া, চোক চেয়ে, সে দিন চাইতে না চাইতে লড্ড্‌দফারাণীর কান্দে এক লাক টাকা। অমুক আশু-এসেছেন-এ পঞ্চাশ হাজার। গোমেষ ফিরিঙ্গির মাগ বিউতে পারেনি শুনেই অম্নি মেদিকল্ কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা গজেন্দ্রবদনা ধাত্রীকে মজুরি পাঁচ শ, বখ্‌সিস্ হাজার, এক্কেবারে ভেড় হাজার টাকা। ভারতবর্ষের বায়ুকোণ আট্‌কাবার জন্যে লাট সাহেবের হাতে এক কোটি টাকা পোস্তোদানার মত ছড়িয়ে দিলেন। কর্ণমণি বাইকে এক দিন গাইয়ে পনর লাক টাকা পাইয়ে দিলেন। সাহেব-ভোজে—বিশেষতঃ বিবির ভোজে মাসে মাসে যে কত টাকা দিচ্চেন, তা কুড়িটে সরকার খাতায় আজো খোত্তেন কোরে উঠ্‌তে পাচ্চে না। আর এই জলজীয়ন্ত চেয়ে দেখ—আমি চাইতে না চাইতেই আমার ভাগ্যে এক্কেবারে দু দুটো পয়সা।

হিরণ্য। (সহাস্যে) এটা কি আণ্ডার ঠাট্টা?

অণ্ড। আজ্ঞে না, আণ্ডার খাট্টা!

হিরণ্য। ওহে সখে! তুমি তো সকল-ঘাঁটা। মেয়েমানুষওয়ালা থিয়েটার খাসা, না বেটা-মানুষওয়ালা থিয়েটার খাসা?

অণ্ড। আমার বোধ হয়, বেটা-মানুষওয়ালা থিয়েটারই খাসা; কারণ, ভগবদ্ভক্তিমূলক নাটকাদির অভিনয় দেখ্‌বার সময় মনটা চঞ্চল হয় না—বাপ বেটাতে, বাপ মেয়েতে, ভাই ভগ্নীতে, পতি পত্নীতে এক সঙ্গে বোসে মেয়ে-মানুষওয়ালা থিয়েটার দেক্তে লজ্জা পায়। তাই বল্‌চি, বেটা-মানুষওয়ালা থিয়েটারই খাসা।

হিরণ্য। হাদ্দ্‌র ব্যাটা চাষা! থিয়েটার কি ধম্মের গোয়াল?

অণ্ড। না না, মহারাজ! থিয়েটার এঁড়ের গোয়াল! তাই ফিমেলী থিয়েটারে জায়গা হয় না, আর মেলী থিয়েটারে জায়গা যায় না।

হিরণ্য। ওহে অণ্ড! তবে তুমিও ষণ্ড!

অণ্ড। আজ্ঞে, আর 'ণ্ড'র অনুপ্রাস হ'তে পারিনি। লণ্ড ভণ্ড পণ্ড হোয়ে পোড়েছি।

হিরণ্য। তা বোল্লে কি হয়? তুমিও তো এঁড়ের গোয়াল ফিমেলী থিয়েটারে হপ্ত শনি রবি বুধবার যাও। ষণ্ড মানে এঁড়ে, তবে তোমায় দেবো কি ছেড়ে? রেখে দাও তোমার মেলী থিয়েটার মাঝ গঙ্গায় গেড়ে।

অণ্ড। (সহাস্যে) তা ঠিক, রাজা বাহাদুর মহাপ্রভু! থিয়েটারে রুচির কুঁচি—ধম্মের খুঁচি—নীতির মুচি কেবল নামে, কিন্তু কামে আলাদা,—প্রেমের হাঁচি—মন চারগাছি—আড়নয়নে চাইলে বাঁচি—গড়ন কাঁচি—নাচ্‌লে নাচি—চার চোকেতে বাছাবাছি—এ সকল রগড় কি মেলী থিয়েটারে পাবার যো আছে, রাজা?

হিরণ্য। পথে এসো বাবা, এই বার। ফিমেলী থিয়েটার না হ'লে কি এমন চামেলী মজা পাওয়া যায়? এই দেখো দিকি, সে দিন চামচিকে থিয়েটারে গিয়ে গুল্‌গুলী ছুঁড়ীটেকে লুপে নিয়ে এলুম। অনেক ব্যাটা ভেড়ো তো ঘাঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিলো, কোন্ শালা আমার গাড়ী আট্‌কাতে সাহস কোল্লে?

অণ্ড। গুল্‌গুলী বিবি কেমন এক্‌ট্রেস্ বলুন দিকি! কিবে ভাব—কিবে ভঙ্গী—কিবে চাউনি—কিবে গাউনি!

হিরণ্য। আরে, তাইতো তা'কে পোশাক-পরা শুদ্ধ গাড়ীতে ভোরে মজা কোরে নিয়ে এলুম।

অণ্ড। তা বটে, কিন্তু আমি না যোগাড় কোল্লে, সে দিন আপনি কি তা'কে পেতেন?

হিরণ্য। তা তো জানি, বিভীষণ না হ'লে কি রাবণ মরে? তুমি তখন ছিলে চামচিকে থিয়েটারের এক জন এক্‌টার, গুল্‌গুলসুন্দরী এক জনা এক্‌ট্রেস্। সুতরাং ঘরে না যোগাড় কল্লে কি পরের হাতে সে রত্ন পড়ে হে? তুমি আমার আদি-রসের পরম হিতৈষী বন্ধু। তুমি আমার সেই মহৎ উপকার করাতে তোমায় আমার পারিষদ কোরেচি।

অণ্ড। আমি যেন জন্ম জন্ম এইরূপে মহারাজ হিরণ্যকশিপুর পারিষদ হ'তে পারি।

হিরণ্য। তথাস্তু। এখন যাও, খুঁজে পেতে একটা ভাল রকম আস্ত ছুঁড়ীওয়ালা থিয়েটার নিয়ে এস। গাড়ী কোরেও যেতে যদি দেরি হয়, তবে এখনি তেল-গাপ কর।

অণ্ড। তেল-গাপ কি? টেলিগ্রাফ্?

হিরণ্য। আরে হাঁ রে বাপু!

অণ্ড। তবে ওলকচু থিয়েটারের ম্যানে-জারকে টেলিগ্রাফ্ করি।

[প্রস্থান।

হিরণ্য। যাও দৈত্যগণ! আমার বড় বাগা-নের বৈঠকখানা সাজাও। আজ সন্ধ্যের পর ওল-কচুর পেলে হ'বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

থিয়েটার রোড্—যণ্ডামার্কের জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুল।

প্রহ্লাদের সহিত প্রকাণ্ড ছাত্র-গণের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। ওহে ছাত্রগণ! এ বোর্ডিং ইস্কুলের মাষ্টারের নাম কি?

১ ছাত্র। যণ্ড মাষ্টার।

প্রহ্লাদ। পণ্ডিতের নাম?

১ ছাত্র। অমর্ক পণ্ডিত।

প্রহ্লাদ। তারা কারা?

১ ছাত্র। তারা দুজন যমজ ভাই

প্রহ্লাদ। তবে একজন মদ খেলে দুজনেরই নেসা হয়। সিঙ্গেল খরচায় ডবল আমোদ

১ ছাত্র। তুমি কি বোল্‌চো—ছি!

২ ছাত্র। সার এলে বোলে দেবো।

প্রহ্লাদ। রেখে দে তোর সার!—সে দুবেটাই অসার।

২ ছাত্র। অসার কেন?

প্রহ্লাদ। যদি মদ না টানে।

২ ছাত্র। আর যদি টানে?

প্রহ্লাদ। তা হলে খুব সার। সে সারে ফুলকপি খুব ফুলে উঠে।

১ ছাত্র। ফুলকপি! আধা ইংরিজি—আধা বাংলা!

প্রহ্লাদ। সে আবার কি?

১ ছাত্র। Fool মানে মূর্খ আর কপি মানে Monkey। সবটা ইংরিজি হলে হবে Fool monkey, আর সবটা বাংলা হলে হবে মূর্খ কপি।

প্রহ্লাদ। আদ্দ্ঃশালা ইংরিজি-বাংলা ডিক্স-নারি!

১ ছাত্র। তুমি মিছিমিছি গাল দিচ্ছ কেন? মাষ্টার মশার আর পণ্ডিত মশার এলে আমি নিশ্চয় বোলে দেবো।

প্রহ্লাদ। আমিও নিশ্চয় বোলে দেবো যে,

এরা সব্বাই মিলে আমাকে ভুলিয়ে চিনির পানা বোলে মদ খাইয়েছে।

১ ছাত্র। ও কথা বোল্লেই তো সার আর বিশ্বেস কোর্ব্বেন না। মুখে মদের গন্ধ একজামিন্ কোর্ব্বেন। তা হলেই তোমার মিথ্যে কথা ধরা পোড়্বে।

প্রহ্লাদ। রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ-চন্দ্র কখন মিথ্যা কথা কয় না—জানিস্ তা? তোদের সারকে—পণ্ডিতকে মুখ সোঁকাব, মদের গন্ধ পাওয়াব।

১ ছাত্র। আচ্ছা কই আমাকে মুখ শোঁকাও দিকিন্?

প্রহ্লাদ। সোঁক্ তবে সোঁক্।

(প্রহ্লাদের মুখব্যাদান করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় অবস্থিতি)

১ ছাত্র। (মুখ শুঁকিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাউঁ! তাই তো, মুখে বড্ড bad smell!

প্রহ্লাদ। Don't say bad smell. It is sweetest smell from the Parijata flower of tho Nandana Kanana of Indra.

২ ছাত্র। Very well, good boy, let me also try once.

প্রহ্লাদ। O yes, take then a volume of my mouth gas as much as you can.

২ ছাত্র। (মুখ শুঁকিয়া) উঁহু উঁহু, উঁ, it is nothing but a moving hell!

প্রহ্লাদ। O you new fangled urchin! are you joking me? See the result then.

(ছাত্রগণকে প্রহার)

ছাত্রগণ। (চতুর্দ্দিকে ছুটিতে ছুটিতে রোদন)

প্রহ্লাদ। কেমন গাধা ব্যাটারা! আর আমায় ঘেঁটাবে? বাবা! এ ঢোঁড়ার কাছে বড়াই করা নয়, জাত কেউটের বাচ্চা; এক ছোবলে সব শালারই দফারফা কোর্‌বো। বল্, আর আমার বদনপদ্মকে নরককুণ্ড বল্‌বি?

১ ছাত্র। না, নরককুণ্ডকে বদনপদ্ম বোল্‌বো!

প্রহ্লাদ। Turn, you dogs, turn!

১ ছাত্র। পেল্লাদ—পেল্লাদ, মাপ কর। আমরা সব তুদের ছেলে, কথা কইতে জানিনি। ভাইকে শালা বোলে ফেলি, শালাকে ভাই বলি। এখনো আমরা সাহেব বিবিদের মত Sanskrit and Bengali languageএর philologyতে পারদর্শী হইনি।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, আমি পারি মাপ কোত্তে, যদি তোরা শুনিস্ আমার একটা কথা।

১ ছাত্র। নিবেদন কর।

প্রহ্লাদ। সকলে এক এক গেলাস মদ খা।

১ ছাত্র। ওটা ছাড়া।

প্রহ্লাদ। কেন? ওটা কি জল-বিছুতি?

১ ছাত্র। শাস্ত্রে লিখ্‌চে—"মদ্যমপেয় মদেয়-মপ্যগ্রাহ্যম্।" অর্থাৎ মদ পানের অযোগ্য—দানের অযোগ্য—গ্রহণেরও অযোগ্য।

প্রহ্লাদ। Never, never, never, বরঞ্চ বল্—
"A bottle is a very good thing,
With a good deal of good wine in it."*

১ ছাত্র। ও যে বিলিতী।

প্রহ্লাদ। মদ আবার দিশী বিলিতী কি? আমার সঙ্গে ভণ্ডামি? Fy fy to your hypocrisy! Remove your mask! তোরা তো তোরা, তোদের বাপ ঠাকুরদাদারা পর্য্যন্ত বিলিতীর বিলি-বন্দোবস্তের জন্য ছদ্মবেশে from morning to next morning ব্যস্ত। আমি অনেক শালা Hypocriteকে দেখেচি, শালাদের সঙ্গে সঙ্গে Hypocrite সেজে তাদের ময়লাভরা মনের আবরন্ চেষ্ট্ খুলে বস্তা বস্তা Hypocrisy রূপ বদ মাল বার কোরে নিয়েছি। এই মালের ফর্দ্দ দেখ্—(পকেট হইতে একখানি কাগজ লইয়া) ১ নং হিপোক্রিট্—বাবাজী; লক্ষণ যথা;—কপালে তিলক—হাতে কুঁড়োজালী—গলায় তুলসীমালা—পরণে ধোয়া মল-মলের ধুতীচাদর—ভ্রমণ চিৎপুর রোডে—দর্শন বারা-

* O'keefe's farce of the "Sprigs of Laurel." হইতে গৃহীত।

ওার উপর বেশ্যাবদন। ২ নং হিপোক্রিট্—দলপতি; লক্ষণ যথা—পরের সোর্ষে প্রমাণ ছল ধোরে Civil war করা, ওদিকে নিজের পর্ব্বতপ্রমাণ দোষ তোপে উড়িয়ে দেওয়া—কে একটা হাঁসের ডিম খেয়েছে বা ব্যায়ারামের সময় health improve কর্‌বার জন্যে Chicken-broth খেয়েছে, তার জাত মেরে একঘ'রে করা—আর নিজের বেলায় উইল্‌সনের বাড়ীর ডিস্ ডিস্ শুওর গরু নিজের জঠররূপ মহাকটাহে হজম্ কোরে বাৎকর্ম্মের ন্যায় পবিত্র টেঁকুর তুলে দলপতিত্ব পাকারূপে খাড়া করা—ম্লেচ্ছ যবনের খাদ্যরূপ তেঁতুলে নিজের মোর্চেপড়া হিঁদুয়ানী সাফ করা। ৩ নং হিপোক্রিট্—ব্রাহ্ম ভায়া; লক্ষণ যথা;—নারীসঙ্গ—রসরঙ্গ—দাড়ী চসমায় জলড়ঙ্গ—কাছিম অঙ্গ—ধর্ম্ম—ঢং—কর্ম্ম সং—মুখোস্ রং—মনে ডং*। ৪ নং হিপোক্রিট্—আমার বাবা হিরণ্যকশিপু; লক্ষণটা আর বল্‌বো না, কারণ পুত্রের মুখে পিতৃনিন্দা মহাপাপ। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমার বাবা ব্যাটা যা যা করে, আপনি বেরুবে দুদিন পরে। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, নৈলে হিপোক্রিটের আরও ঢের ঢের জলজীয়ন্ত ছবি আমার বক্তৃতারূপ ফটোগ্রাফের ক্যামেরাতে তুলে দিতেম।

১ ছাত্র। সবাই কি হিপোক্রিট?

প্রহ্লাদ। Never. কতক হিপোক্রিট্, কতক অহিপোক্রিট্। তবে কলিকালে আগেরটাই ৸৶১৯৸—

২ ছাত্র। তা হলে এক ক্রান্তি অহিপোক্রিট্?

প্রহ্লাদ। Certainly.

১ ছাত্র। তবে আমরাই সেই এক ক্রান্তি।

প্রহ্লাদ। অব্বিশ্যি। তোমরা অহিপোক্রিট্ বোলেই তো তোমাদের মদ খেতে রোল্‌চি। আর যদি আমার অনুরোধ উপরোধ প্রবোধ না শোনো, তা হলেই তোমরা লোমহর্ষণ নির্ব্বোধ, আর ৸৶১৯৸—

১ ছাত্র। (ছাত্রগণের প্রতি)—সভ্য ভব্য নব্য গব্য ছাত্রসমাজ! লেক্‌চারার্‌প্রবর প্রহ্লাদচন্দ্রের বাক্যের কোন্ অংশ অনুমোদন কত্তে চাও?

৩ ছাত্র। এক ক্রান্তি অংশ।

২ ছাত্র। I second it!

১ ছাত্র। I third it!

৪ ছাত্র। I fourth it!

অবশিষ্ট ছাত্রগণ। We fifth to hundredth it!

প্রহ্লাদ। Three cheers to the Jubillee Boarding School's notorious and meritorious students!

ছাত্রগণ। Bravo! Bravo! Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!

প্রহ্লাদ। Encore!

ছাত্রগণ। Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!—Hip hip hurrah!

প্রহ্লাদ। চল ভাই সকল, এইবার এক্কা নম্বর ওয়ান্ ব্রাণ্ডির যোগাড় করি।

১ ছাত্র। ফটকে দরওয়ান্ আছে, বেরুতে দেবে না যে, দাদা!

প্রহ্লাদ। এই বোর্ডিং ইস্কুলেই মদ আছে, বাবা।

১ ছাত্র। সে কি!

প্রহ্লাদ। চল না ঢুঁড়ে টাঁড়ে বার করি।

১ ছাত্র। কোথা?

প্রহ্লাদ। বড় মাষ্টারের ঘরে।

১ম ছাত্র। বড় মাষ্টারের ঘরে মদ! it is quite impossible.

প্রহ্লাদ। না, চাঁদ! it is quite possible and passable.

১ ছাত্র। বলিস্ কি রে দাদা!

প্রহ্লাদ। মাইরি, তোর মাথা খাই! বরং এই চিটীখানা প'ড়ে দেখ্। অমরু পণ্ডিত কলতলায় চাদর রেখে পাইখানায় গিয়েছিল। আমি ফাঁক পেয়ে চাদরের খুঁট থেকে খুলে নিয়েছি।

(পকেট হইতে চিটী প্রদান)

* Dung—পশুবিষ্ঠা।

১ ছাত্র। (চিটী লইয়া পাঠ)

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বগ্রাসচন্দ্র সাহা
সমীপেষু—
সাং রাধাবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

My dear সর্ব্বগ্রাস বাবু,

গত পরশ্ব শনিবার যে এক ডজন এক্সা নম্বর ওয়ান্ ব্রাণ্ডি পাঠাইয়াছিলে, তাহা পাইয়াছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ফাষ্ট উইকে উহার বিল পাঠাইও—সমস্ত টাকা পেমেণ্ট করিব। আমার শরীর অসুস্থ হওয়াতে, বিশেষতঃ লিবারের পেন্‌টা বৃদ্ধি পাওয়াতে এ সপ্তাহে মদ সম্বন্ধে একাদশী করিয়াছি। এক ডজনের মধ্যে অমর্ক ভায়া তিন বোতল লইয়াছেন, নয় বোতল মজুৎ আছে। সুতরাং আমি দ্বিতীয় পত্র না লেখা পর্য্যন্ত তুমি আর কোন রকম ওয়াইন্ পাঠাইও না। অমর্ক ভায়ার হস্তে এই পত্র পাঠাইলাম। ইহার মারফৎ স্কট টম্‌সনের বাড়ীর টাট্‌কা সোডা-ওয়াটার দু বোতল অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে। অলমিতিবিস্তরেণ।

তোমারই
ষণ্ড।"

জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুল।
থিয়েটার রোড্, কলিকাতা। ২২এ আগষ্ট, ১৮৮৮।

১ ছাত্র। By Jove! what a veiled and covered hypocrisy!

প্রহ্লাদ। Now, my brethren! it is unveiled and discovered! Today is the day of our students' grand jubillee! We must quench our desert-like thirst by the brandy of those nine bottles, Don't move cowardly, but singing and dancing.

আকাশে তুলিয়া তান;
গাও গাও এই গান,—

সকলে। (নাচিতে নাচিতে ইংরেজি সুরে)

"What is war and all its joys?
Useless mischief empty noise;
What are arms and trophies won?
Spangles glittering in the sun.
Rosy Bacchus, give me wine;
Haphiness is only thine."*

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুলের অন্তর্গত ষণ্ডের গৃহ।

ষণ্ডপত্নী ও একজন ছাত্রের প্রবেশ।

ছাত্র। গুরুমা! আপনি শুনেছেন, রাজ-পুত্তুর পেল্লাদ এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছেন?

ষণ্ডপত্নী। হাঁ রে বাপ, শুনেছি।

ছাত্র। তিনি আপনার চরণ পুজো কোত্তে আস্‌বেন, তাই আমায় খবর জাত্তে পাঠিয়েছেন।

ষণ্ডপত্নী। আচ্ছা, বাপ, তাকে ডেকে আন্ রে।

[ছাত্রের প্রস্থান।

ষণ্ডপত্নী। এই সময় একটু দোক্তা খেয়ে নি। নৈলে পোড়োদের কাছে খেতে পার্ব্বো না। ষণ্ড মাষ্টার আমার সোয়ামী। ইঞ্জিরি বল—সংস্কিত বল—বাংলা বল—ফার্সি বল—আর্শী বল—বল—নাগরী বল—নাগরা বল—চীনে বল—চিনি বল—চিনির বলদ বল—সব্ব বিদ্যেতেই চোকোস। তাইতো কত খেতাব পেয়েচে গো। হাতে পায়ের অঙুলে গুণেও শেষ করা যায় না। বিদ্যেনদ—বিদ্যেগোষ্পদ—বিদ্যেচতুষ্পদ—বিদ্যে-বিপদ—A. S. S.,—H. O. G.,—M. O. N. K. Y.,—F. O. O. L,—D. O. G.,—Honorary Member of the Humbug Society,—Member of the Swindlers' Assossiation,—Fellow of the Tribhanga Theatre's Female Party, তা ছাড়া, ভারতরাহু—ভারত-দুর্ভিক্ষ—ভারতভুজঙ্গ—ইংলণ্ডষণ্ড বা John Bull—বোল্‌তাহুল্—স্বার্থমূল—নাকের দুল—Cook-

* Thomas Chatterton.

room's ঝুল্ প্রভৃতি গণ্ডা গণ্ডা খেতাব। এত খেতাব কার ভাতারের আছে? তাই বোল্‌চি গো, এমন এলেম্‌দারের গেরোমক্ষী হয়ে, পোড়োদের কাছে দোক্তা খাওয়া কি ভাল? ঘোর বেয়াদব্রি! (দোক্তাভক্ষণ)

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। (প্রণাম করিয়া চরণ ধরিয়া)

জননি গো, পড়েছি বিপদে ভারি,
তাই তোর পদে ধরি,
দয়া করি বাঁচা তোর এ রুগী সন্তানে।
পড়েছি সঙ্কটে ঘোর,
শুধা মা এ দুঃখসিন্ধু মোর
সর্ব্বশোষী শনিদৃষ্টিদানে।

ষণ্ডপত্নী। আহা আহা, বাপ্ রে আমার,

ও চাঁদবদনে তোর বজ্রের সমান
দারুণ বচন বল কেন বাহিরিল?
বুক যে রে গেলো ফেটে!
দাঁড়া বাপ্, দাঁড়া উঠে,
বল্ ফুটে কিবা তোর মনের বাসনা?

প্রহ্লাদ। এই নে মা মুকুতার হার,

দে মা, দে মা, ন বোতোল মদ।

ষণ্ডপত্নী। এ কি কথা, যাদুমণি?

যণ্ডের রমণী আমি মদ কোথা পাব?

প্রহ্লাদ। না দিলে মা, না বাঁচিব প্রাণে।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্সন্ মতে
ডাক্তারিত—চিকিৎসিত হইতেছি আমি।
বড়ই কঠিন রোগ,
রগ্ মোর টন্‌টনিছে বড়,
ঠঙনের চটী যেন পটাপট পড়িতেছে পিঠে।
ন বোতোল ব্রাণ্ডি মোর প্রতিদিন চাই।
স্নান পান আঁচাওন ছোঁচাওন আদি
সকলি সারিতে হয় মদে।
এ ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়েছি বিপদে।
না ছাড়িব রাঙা পদ,
পরম ঔষধ মদ
দে মা মোরে নয়টি বোতল।
দিয়েছি মা যেই মুক্তাহার,
মূল্য তার হাজার হাজার
ব্রাণ্ডির বোতল প'বে তুমি।
হয় মদ দাও, মুক্তাহার নাও,
নয় ফিরে দাও মুক্তাহার।

ষণ্ডপত্নী। (স্বগত)—তাই তো গা, কি করি? রাজার ছেলে—অনেক টাকার মুক্তোর মালা—নেবো কি ফিরে দেবো? নেবো কি ফিরে দিবো? নেবো কি ফিরে দেবো? ও মন! বল্ না রে শীগ্‌গির কোরে? নেবো।—কেন ফিরে দেবো? পেল্লাদ যদি আরো কিছু চায়, তাও দিতে পারি, তবু মেয়ে মানুষ হয়ে, হাতে এত টাকার গয়না পেয়ে, কক্ষণই ফিরে দিতে পারি নি। (প্রকাশে) বাবা পেল্লাদ রে আমার! তোমার গুরুঠাকুর চিকিচ্ছের ব্যবসা করেন। যেমন ওষুদের তরে নোকে পুরুণো ঘি করে, তেম্নি তিনিও ভাল ভাল ওষুদ কর্‌বার তরে টাট্‌কা মদ পুরুণো কোর্‌ত্তে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন।

প্রহ্লাদ। তা জানি, তা জানি, তিনি খুব ভাল চিকিৎসক। কোথায় মদ পোঁতা আছে, জননি আমার?

ষণ্ডপত্নী। এই ঘরের মেঝেতে। এই জায়গাটা খোঁড়ো তো বাবা।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, মা! একটা শাবল দাও।

[ষণ্ডপত্নীর প্রস্থান।

(স্বগত) কোথায় হে গুরুদেব ষণ্ড! তোমার ভণ্ডামি-ভাণ্ডারের কপাট খুল্‌চি, একবার এসে দেখে যাও। তোমার মত ঢের ঢের মাষ্টার আর তোমার ভায়ার মত ঢের ঢের পণ্ডিত এই রকম ভণ্ডামি ভাণ্ডারের কাণ্ডে লিপ্ত!

শাবল লইয়া ষণ্ডপত্নীর পুনঃপ্রবেশ।

ষণ্ডপত্নী। এই নেও বাবা শাবল। গায়ে আছে তো খুব বল?

প্রহ্লাদ। দেখ্ না মা আমার কল কৌশল। (মৃত্তিকাখনন ও গর্ত্তাচ্ছাদনী তুলিয়া বোতল তুলিতে তুলিতে) One—Two—Three—Four—

Five—Six—Seven—Eight and this is the last or nine. No more. Good bye, mistress !

[বোতলগুলি লইয়া প্রহ্লাদের প্রস্থান।

যণ্ডপত্নী। (গর্ত্ত বুজাইতে বুজাইতে) খাসা মুক্তোর মালা! সাত জন্মেও কক্ষণো এমন মালা গলায় পরি নি। কোথায় রাজার ছেলে—কোথায় ভট্‌চায্যি মাষ্টারের মাগ! যা হোক্, পূর্ব্ব জন্মে অনেক ঝিনুক শুঁড়িয়ে মুক্তোপঞ্চমীর বেত্তো করে-ছিলুম, তাই এ জন্মে নাক টাকার মুক্তোমালা পেলুম। মা কালি! পেল্লাদের যেন রোজ রোজ ব্যামো হয়, তা হলে আমিও রোজ রোজ কত মুক্তো, কত হীরে, কত পান্না, কত চুনী, কত মণি পাবো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জুবিলি বোর্ডিং ইস্কুলের অন্তর্গত বাগান।

মধ্যস্থলে টেবিল্ ও তিন দিকে চেয়ার সজ্জিত।

মদিরাপানে প্রহ্লাদ ও ছাত্রগণ নিযুক্ত।

প্রহ্লাদ। There is nothing in this world except "Eat, drink and be merry!"

ছাত্র। Very right, my Royal Prince!

"THIS bottle's the sun of our table,
His beams are rosy wine ;
We planets that are not able
Without his help to shine.
"Let mirth and glee abound ;
You'll soon grow bright
With borrow'd light
And shine as he goes round." *

সকলে। Very excellent ! most melodious !

* R. B. SHERIDAN'S Comic Opera "THE DUENNA"

যণ্ডপত্নীর প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। এই যে গুরুপত্নী এসেছেন।

দেবি!

তোমা হ'তে পাইয়াছি মদ,
ঘুচেছে বিপদ ঘোর।
ঘুচুক আপদ, খাও একটু মদ,
শ্রীপদে ধরি গো তোর॥

যণ্ডপত্নী।

ছিছি বাপ, এ কি কথা কও, যাদুমণি
কেমনে খাইব মদ হইয়ে ব্রাহ্মণী?
শাস্ত্রের বচন আছে, গোরক্ত হিন্দুর কাছে
ঐ ব্রাণ্ডি পাণী ;
কেমনে খাইব মদ ভুলি হিন্দুয়ানী?

প্রহ্লাদ। হীরার অঙ্গুরী দিয়া পূরাইব আশ।
বেশী যদি নাহি পার, খাও এক গ্রাস্॥

যণ্ডপত্নী। (স্বগত) তা এক গেলাস খাই না কেন? আমার সোয়ামী তো রোজ রাত্তিরে এক ছটাক, দেড় ছটাক মদ আমাকে খাওয়ান। তবে কি না তিনি সোয়ামী, এরা ছাত্তর—ছেলের তুল্যি। তাঁর কাছে মদ খাই ব'লে কি এদের কাছে পারি? কিন্তু এ দিকে হীরের আংটীটেরো দাম যে ভারি। এখন কি করি? উঁ? খেয়ে ফেলি যা থাকে কপালে। এ ব্যাটারা এখন ঘোর মাতাল হ'য়েছে, এর পর এদের কিছুই মনে থাক্‌বে না। (প্রকাশে) বাবা পেল্লাদ! তুমি রাজপুত্তুর, তোমার আব্‌দারটা রাক্তে হয়। দাও তবে, বাছা! এক গেলাস ব্রহ্মাণ্ডী। এর পর গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে ফেল্‌বো।

প্রহ্লাদ। তা বই কি জননি গো, তা বই কি। গঙ্গা আছেন বোলেই তো শুঁড়ী মামা আর আমাদের সকলেরই লাভ। এই নেও ব্রহ্মাণ্ডীর গ্রাস্।

যণ্ডপত্নী। আগে হীরের আংটীটি, পরে—

প্রহ্লাদ। বটে বটে ভুলে গেচি। এই নেও হীরক অঙ্গুরী।

যণ্ডপত্নী। দাও বাবা, আঙুলে পরি। (অঙ্গুরী ধারণ)

প্রহ্লাদ। এইবার এই দাও, মদ খাও।

ষণ্ডপত্নী। দাও বাপ্, দাও দাও।

(মদিরাপান)

সকলে। Three cheers to her holiness!

প্রহ্লাদ। এইবার এস ভাই সকল, আমরা গুর্ব্বীকে অবগুণ্ঠন কোরে জুবিলি করি।

১ ছাত্র। As soon as possible.

সকলে। (নাচিতে নাচিতে সুরে)

"A GLASS is good, and a lass is good,
And a pipe is good in cold weather;
The world is good,
and the people are good,
And we're all good fellows together. *

১ ছাত্র। Encore, Encore.

২ ছাত্র। No more, no more.

দূরে ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। (সবিস্ময়ে স্বগত) আ মলো—এ কি রে? এ বোর্ডিং ইস্কুল না মাতালের আড্ডা? এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়,—আ সর্ব্বনাশ! নটা বোতল যে! আমারি মাথা খেয়েচে না কি? দেখি গিয়ে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। গুর্ব্বাঙ্গনে! আর এক গ্লাস।

ষণ্ডপত্নী। Thank you my dear son!

(মদিরাপান)

ষণ্ডের পুনঃপ্রবেশ

ষণ্ড। (পত্নীকে সুরাপান করিতে দেখিয়া সরোষে) What is, my darling, what is this?

ষণ্ডপত্নী। Be silent, my dear husband let me first drink it to the bottom.

* O'Keefe's farce of the "Sprigs of Laurel" হইতে গৃহীত।

ষণ্ড। ছি ছি, পত্নি!

এ কি তব ব্যবহার?
অপমান করিলে আমার?
ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্যি আমি, মদ নাহি ছুঁই;
তুমি পত্নী হয়ে মোর
টানিতেছ গেলাস গেলাস?

ষণ্ডপত্নী। আজ বড় মজা মোর,

দিনে মদ খাই আমি ছাত্রদের কাছে।
তব পাশে রাত্তিরের মদ বাকি আছে॥

ষণ্ড। (সরোষে) বটে পাজী মাগী! বটে বটে।

প্রহ্লাদ। কেন, গুরুদেব, মিছি মিছি সাধুতার ভান কোরে ভণ্ডামির মাত্রা বাড়াও? তুমি যে মদ-পুকুরের সিঙ্গি মাছ, তা আমি খুব জানি সাতগেঁয়ের কাছে কি মামদোবাজী, বাবা? এই তোমার সই করা চিঠি ধরা পড়েচে। একবার কর্ণপটহ ঠিক কর, আমি এই চিঠীরূপ কাঠিতে বাজিয়ে নি। (পত্রপাঠ)

ষণ্ড। (শুনিয়া সভয়ে স্বগত) অ্যাঁ, তাইতো! করেছে কি! পেল্লাদে ব্যাটা করেছে কি! ভণ্ড ষণ্ডকে লণ্ডভণ্ড কল্লে যে হে! শেষে রাজদ্বারে প্রকাণ্ড দণ্ডও দেওয়াতে পারে। ব্যাটার যে ব্রহ্মাণ্ড আণ্ডোদর, যেন কিচেন্ বুদ্ধির মানোয়ারী জাহাজ!

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! কেন হলে বোবা অবতার?

ষণ্ড। বোবা অবতার নহি বাবা রে আমার!

তোমার বুদ্ধির ঘটে হাঁটু গেড়ে করি দণ্ডবৎ।
দাও, বাবা, এক গ্লাস ব্রাণ্ডী-সরবৎ॥

প্রহ্লাদ। "সে বড় বিষম ঠাঁই,

গুরুশিষ্যে দেখা নাই

ষণ্ড। কিন্তু—এ বড় সুষম ঠাঁই,

গুরুশিষ্যে মদ খাই।
(মদিরাপান করিয়া) ব্রাহ্মণী তুমিও এক গ্লাস।

ষণ্ডপত্নী। ছি ছি, দুর্গা—দুর্গা!

ষণ্ড। পত্নি! কোন্ স্ত্রী পতিব্রতা?

ষণ্ডপত্নী। যে পতির সৎপরামর্শ শোনে।

ষণ্ড। তবে আর কোন কথা না আনিও মুখে।
এক দুই তিন, মদ খাও ঢোঁকে ঢোঁকে॥
(ষণ্ডপত্নীর সুরাপান)
আমিও সস্ত্রীক মদের আন্তশ্রাদ্ধ করি। দাও তো, ব্রাহ্মণি, একটা বোতল। (ষণ্ডের সুরাপান)

বেগে অমর্কের প্রবেশ।

অমর্ক। ও দাদা! বড় বৌকে নিয়ে ছেলের হাটের মাঝে এ হচ্চে কি?

ষণ্ড। ভয় কি, ভায়া? এও গুরুগিরির একটা অঙ্গ।

অমর্ক। গুরুগিরি নয়, গরুগিরি।

ষণ্ড। O yes, you are just right, then take a bottle of fresh brandy and drink it ঝড়াৎসে।

অমর্ক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা,
আজ্ঞা তাঁর না পারি লঙ্ঘিতে।
হাঁ করিয়া বসি আমি ঘাসের উপর,
ঢেলে দাও সুধা তুমি গলার ভিতর।
দাদা, দাদৃবধূ আর ছাত্রগণ হেথা,
স্বহস্তে পিয়িতে মদ প্রাণে পাই ব্যথা।
তাই বলি, দাও ঢালি মুখে,
খাই আমি ঢোঁকে ঢোঁকে ঢোঁকে।
(অমর্কের ষণ্ডকর্ত্তৃক তদ্রূপে সুরাপান)

ষণ্ড। ব্রাহ্মণি! তুমি আমাদের মদের প্যারেড করাও।

ষণ্ডপত্নী। যো হুকুম, প্রাণনাথ!
নিরেট সৌভাগ্যি মোর,
কমণ্ড্রেস্-ইন্-চীফ হৈনু আজ।

ষ্ট্যাণ্ড আপ্। (সকলের দণ্ডায়মান হওন)
ওয়ান্ রো। (এক সারি হওন)
মুভ্ ফরোআর্ড। (সম্মুখে অগ্রসরণ)
মুভ্ ব্যাক্ ওআর্ড। (পশ্চাতে অনুসরণ)
সিক্স্ ইন্ ইচ্ রো। (প্রত্যেক সারে ছয় জন)
ফোর্ ইন্ ইচ্ রো। (প্রত্যেক সারে চারি জন)
থ্রি ইন্ ইচ্ রো। (প্রত্যেক সারে তিন জন)
টু ইন্ ইচ্ রো। (প্রত্যেক সারে দুই জন)
অল্ ইন্ ওয়ান্ রো। (সকলে এক সারে)
সিট্ ডাউন্। (সকলের উপবেশন)
নীল্ ডাউন্। (সকলের হাঁটুর উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান)
ষ্ট্যাণ্ড্ আপ্। (সকলের দণ্ডায়মান)
হ্যাণ্ড্ আপ্। (সকলের ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন)
মুভ্ রাউণ্ড্। (সকলের ঘূর্ণন)
ষ্টপ্ ইন্ এ সার্কল্। (চক্রাকারে থামিয়া থাকা)
ষ্ট্যাণ্ড ইন্ এ রো। (এক সারে দণ্ডায়মান)
হ্যাণ্ড ডাউন্। (সকলের হস্তপাতন)
টেক্ দি বটল্স্। (সকলের বোতলগ্রহণ)
টেক্ দি গ্লাসেস্। (সকলের গেলাসগ্রহণ)
পোর্ ওয়াইন্। (গেলাসে মদ ঢালা)
ড্রিঙ্ক্ ওয়াইন্। (সকলের সুরাপান)
গ্লাসেস্ ফর্ওআর্ড। (হাত বাড়াইয়া গেলাস ধরা)
বটল্স্ ব্যাকোআর্ড। (পশ্চাদ্দিকে বোতলধারণ)
ডু থ্রাইস্। (তিনবার তদ্রূপকরণ)
বোথ্ ফরোআর্ড্। (বোতোল গেলাস সম্মুখে ধারণ)
ড্যান্স। (সকলের নৃত্য)
সিং ত্থাট্ ন্যাশনাল্ সং। (সকলের জাতীয় যুদ্ধ-গান)

ষণ্ডপত্নী ব্যতীত সকলে। (যুদ্ধগীত)
আমরা সবাই বাংলা গোরা,
পেটে আমাদের মদ পোরা,
গাধায় চোড়ে যুদ্ধে যাবো
বাজিয়ে কেটেল্ ড্রাম্;
ক্রম্ ক্রম্ ধম্!—ক্রম্ ক্রম্ ধম্!
রণরঙ্গে বঙ্গে সাজি,
ভারত উদ্ধার কোর্ব্বো আজি,
মদের খাদে দেশ ভাসাবো,
কোর্‌বো সরগরম্;—
ক্রম্ ক্রম্ ধম্!—ক্রম্ ক্রম্ ধম্!!

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাঘমারি—বড় বাগানের বৈঠকখানা।

চেয়ারে হিরণ্যকশিপু উপবিষ্ট ও পার্শ্বে অণ্ডকুষ্মাণ্ড দণ্ডায়মান।

অণ্ড। (করযোড়ে) ভো ভো দৈত্যকুলগলগ্রহ! ত্বমেকং শুরণ্যং—ত্বমেকং বরণ্যং—ত্বমেকং অরণ্যং—ত্বমেকং মান্তং—ত্বমেকং ধান্যং—ত্বমেকং নবান্নং—ত্বমেকং গণ্যং—ত্বমেকং ধন্তং—ত্বমেকং বন্তং!—"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নবপঞ্জীফলাফলম্"।

হিরণ্য। কিং রূপম্?

অণ্ড। ওলকচুং—রঙ্গং—ভূমিং—সম্প্রং—দায়ং আয়ং।

হিরণ্য। কাহাং হ্যায়ং?

অণ্ড। ভুবদীয় এঁড়ব-গোয়ালে ভেড়বস্তিষ্ঠন্তি

হিরণ্য। এঁড়ব-গোয়ালে কি?

অণ্ড। এঁড়ের গোয়ালে। এঁড়িয়ার বহুবচনে এঁড়বঃ।

হিরণ্য। আর ভেড়বঃ?

অণ্ড। ভেড়ুয়ার বহুবচনে ভেড়বঃ।

হিরণ্য। বা বঙ্কিম বাবুর বিদ্যাদিগ্গজ!

অণ্ড। জয়োহস্ত—সিদ্ধিরস্ত।

হিরণ্য। একট্রেস্ ছুঁড়ীমণ্ডলী কোথা?

অণ্ড। গাভীগোয়ালে।

হিরণ্য। মেয়ে গরুর গোয়ালে?

অণ্ড। জী!

হিরণ্য। (সরোষে) এ তুমারা ভারি অন্যায় হ্যায়। ছুঁড়ী লোক্‌কো মেয়ে গরুর গোয়ালে ভরা হ্যায়? এই মুহূর্ত্তেই হাম্‌রা কাছে আনয়।

অণ্ড। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।"

হিরণ্য। তাই বলি, প্রাণসখা, গোপীগণে এনে দেখা, গোপী বিনে প্রাণ রাখা হল বড় দায়।

অণ্ড। ভয় নাই—এ রাখাল এই ছুটে যায়।

(কিঞ্চিদ্দূরে বেগে গমন)

হিরণ্য। শৃণ্যতাম্—শৃণ্যতম্।

অণ্ড। (থামিয়া) কিং হুকুমসি রাজন্?

হিরণ্য। একট্রেস্‌রা দেক্তে কেমন্?

অণ্ড। ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

হিরণ্য। অ্যাঁ, এম্নি সে সব রসবতী?

অণ্ড। O yes, ভেড়বদেরো আন্‌বো কি?

হিরণ্য। নেহি নেহি।

ভেড়বরা এঁড়বগোয়ালেই থাক্।

অণ্ড। তবে কি ফিমেলেই মেল ফিমেলের কাজ কর্ব্বে?

হিরণ্য। না হয়, আমি মেলের পার্ট চালিয়ে নেবো।

অণ্ড। তা বটেই তো—তা বটেই তো। আজ কিসের পালা পেলে হবে?

হিরণ্য। একটা ভাল দেখে ঠাওরাও না।

অণ্ড। বামনভিক্ষে?

হিরণ্য। তাতে শৃঙ্গার রস আছে?

অণ্ড। না। ভক্তিরস খুব আছে।

হিরণ্য। দূর দূর। আর একটা বল্?

অণ্ড। নন্দবিদায়?

হিরণ্য। এতে শৃঙ্গার আছে?

অণ্ড। করুণা খুব আছে।

হিরণ্য। হাত্তেরি বেহুদা। আর একটা বল্?

অণ্ড। বুদ্ধদেবচরিত?

হিরণ্য। বুদ্ধদেব অবশ্য শৃঙ্গাররসে রসিত।

অণ্ড। আজ্ঞে না। অহিংসা পরমোধর্ম্ম।

হিরণ্য। দূর ব্যাটা বকা ধার্ম্মিক। আর কি আছে?

অণ্ড। হরিদাস ঠাকুর।

হিরণ্য। হরিদাস ঠাকুর অবশ্য শৃঙ্গাররসরসমণি?

অণ্ড। আজ্ঞে না হরিভক্তচূড়ামণি।

হিরণ্য। আ বাপের কচু খা! দূর দূর!

অণ্ড। তবে ওয়েবেষ্টার ডিক্সনারি।

হিরণ্য। ও ফিরিঙ্গী লাটক, বুঝ্‌তে পার্‌বো না।

অণ্ড। তবে আপনি নিজে একটা পছন্দ করুন্।

হিরণ্য। ফকৎ নাচ্‌না বাজানা ঔ গানা চাই। অভিনয় ফভিনয়ের কোন দরকার নাই। থিয়েটারের ছুঁড়ী, বুড়ী, আফ্রিক্যান্ ফেয়ারী, ভুষো কালির পরী, গাগরী, ঘাঘরী, নাগরী, ডাগরী, প্যাঁচামুখী, কাঁচাখাকী, পান্তাচাখী, বেরালচোখী প্রভৃতি সুন্দরী ছুছুন্দুরী অভিনেত্রীরা থিয়েটাররূপ লবণসমুদ্রে বঁড়শীর মুখে কেঁচোর টোপ! আমার রাজ্যের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন প্রজারা চুনো, পুঁঠি, গুলে প্রভৃতি মচ্ছরূপে হপ্তায় হপ্তায় রাত্রি বেলা সেই টোপ্ গিল্‌ছে। আমার মত বড় বড় রুই মাছও সেই লক্ষ্মণের শক্তিশেলরূপিণী টোপে টোপ্‌কে প'ড়ে ল্যাজ নেড়ে ধড়ফড়িয়ে বেড়াচ্চে।

অণ্ড। মহারাজ! আপনার রাজ্যের কোন্ কোন্ প্রজা সেই টোপ গিল্‌চে?

হিরণ্য। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান্, খৃষ্টান, চীনে, মগ, ইংরেজ, ইহুদি, ফিরিঙ্গি, নন্দী, ভিরিঙ্গি, বাঙাল, খোট্টা, মান্দ্রাজী, বোম্বাই, পার্সি, বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী, বাবা ছেলে, মা মেয়ে, ভাই ভগ্নী, ভাই ভাই, স্কুলের ছেলে, পেটের পিলে পর্য্যন্ত।

অণ্ড। ইস্! বাপ্!

হিরণ্য। হাদেখ, ইয়ার! চোম্‌কো না, বাবা! লোকে কাপুরুষ বোল্‌বে—হাততালি দেবে—ছুও দেবে—কুলোর বাতাস দেবে। অতএব হাতে টাকা না থাক্‌লেও ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে অন্ততঃ একটা আধুলীর যোগাড় ক'রে তোমাকে ঐ মনোহর টোপ গিল্‌তেই হবে।

অণ্ড। আপনার আশীর্ব্বাদে এ গরীবকে ট্যাকের পয়সা খরচ কোরে ও টোপ গিল্‌তে হয় না।

হিরণ্য। তবে থিয়েটারেও দাতব্য আছে না কি?

অণ্ড। আছে বই কি, গরিবপরবর! একটু কাকুতি মিনতি কোরে ধোল্লেই ফ্রি পাস পাই। আবার মাঝে মাঝে খবরের কাগজের এডিটারদের কাছে গিয়ে এডিটোরিয়াল্ কার্ডখানা নিয়ে টোপ গিলে ফেল্‌লি!

হিরণ্য। এডিটারেরা তো তবে বড় কর্ত্তব্যপরায়ণ!

অণ্ড। শুধু কর্ত্তব্যপরায়ণ? পোনে ষোল আনা আবার কর্ত্তব্যবাঁদরায়ণ!

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রবেশ।

ম্যানেজার। (অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) দয়াময়! রাত্তির অনেক হয়ে পড়্‌চে। যদি অনুমতি হয় তো অভিনয় আরম্ভ করি।

হিরণ্য। (অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রতি) এ কোন্ হ্যায়?

অণ্ড। ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজার।

হিরণ্য। মাদী হ্যায়?

অণ্ড। ওগো ম্যানেজার মশায়, আপনি তো মাদী?

ম্যানে। আজ্ঞে না, মদ্দা।

হিরণ্য। (বিরক্তভাবে) উল্লুকো হাঁকায় দেও। হাম মদ্দা নেহি মাংতা, মাদী লাও।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার।

অণ্ড। দেখুন ম্যানেজার্ মহাশয়! প্রকাণ্ড-নরকেশ্বর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজাধিরাজরাজেন্দ্র মহারাজ হিরণ্যকশিপু বাহাদুর G. M. C. I., G. C. S. I., K. C. [illegible] I. E., A. B. C. D. E. ওলো দেখ্‌লো চেয়ে আ N. O. P. Q. R. S. কোলে দোলে লো Z., ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, আলেফ্, বে, পে, তে, সে, জিম্ মহোদয় মদ্দার উপর নেহাৎ চটা, মাদীর নামে এঁর জিবে জল সরে। অতএব ঝাঁ কোরে ঝাড়কে ঝাড় একট্রেস্ পাঠান।

ম্যানেজার। যথা আজ্ঞা, MERRY-ANDREW!*

[প্রস্থান।

* Merry-Andrew ভাঁড়, বিদূষক।

অবগুণ্ঠনবতী গুম্ফশ্মশ্রুধারিণী রমণী-গণের প্রবেশ।

হিরণ্য। (সাহ্লাদে) একবার হরিহরি বল ভাই!

অণ্ড। (উচ্চৈঃস্বরে) বল হরি হরিবোল!

১ রমণী। (রোষে) আ-মর মিন্সে! আমরা মড়া না কি?

অণ্ড। জ্যান্ত কি কোরে সমঝাবো? আপাদ-মস্তক যে অবগুণ্ঠনী।

রমণীগণ। তবে এই দেখ্। (সকলের অব-গুণ্ঠন উন্মোচন)

অণ্ড। (দেখিয়া দূরে লাফাইয়া গিয়া) ও বাবা!

হিরণ্য। কি রে?

অণ্ড। সামে কবরী।

উঠে এসে মহারাজ, হের একবার;—
"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"
সামে চ কবরীং দৃষ্ট্বা সদ্যোমৃত্যু হাতে হাতে॥

হিরণ্য। ওহে, না না; কেন সদ্যোমৃত্যু হাতে হাতে? এ সব থিয়েটারী মেয়ে মানুষ, রে বাপ্। নিউজিলণ্ডের আমদানী—অম্নি নয়। পশ্চাতেও আনিতম্বলম্বিত কুন্তল—সম্মুখেও আগর্ভলম্বিত কুন্তল।

অণ্ড। ঠিক, যেন শাল্‌গেরামের শোয়া বসা, বোঝ্‌বার যোটি নেই, বাব

হিরণ্য। হে ি নী কুলকুণ্ডলিনী অপ্সরা... ...য়। আমি অণ্ডকুষ্মাণ্ডরূপ ষণ্ডবাহনে আরোহণ ক'রে, যুগল চক্ষে অপেরা গেলাস লাগিয়ে, দর্শন শ্রবণ, ভজন পূজন, স্মরণ মনন, চিন্তন চিন্তামণি করি।

অণ্ড। কাঁধা মোর বাঁধা আছে ভবের বন্ধনে।
বাঁধন ছিঁড়িবে আজি তব আরোহণে॥
অসামান্য ধন্য আমি আজ।

(অণ্ডকুষ্মাণ্ডের স্কন্ধে হিরণ্যকশিপুর আরোহণ)

রমণীগণ। (করযোড়ে অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রতি কীর্ত্তনের সুরে)—

আহা, বড় ব্যথা বাজিবে কাঁধে হে,
ওহে জীবের ব্যথাকারী অণ্ড!
ফেলে দাও লম্পটের চূড়া,
নৈলে কঠিন কাঁদটা হবে হে গুঁড়া!
নাগর! কাজ নাই আর ওটা ধোরে,
গোপীদের কথা রাখ, হে কালা!

অণ্ড। (কীর্ত্তনের সুরে)—

আহা আয়, রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদ বদনখানি—
একবার চাটিব ও তোর গোঁফের জোড়া—
একবার শুঁকিব ও তোর দাড়ীর ঝোড়া,
ওরে ভক্তচূড়ামণি,
আমায় বেঁধেছিস্ বাপ্ চোখের ঠারে,
আমি যাই না কোথাও ছেড়ে তোরে।

ওলকচু থিয়েটারের ম্যানেজারের পুনঃপ্রবেশ।

ম্যানেজার। মহারাজ! এই বার এদের ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হউক।

হিরণ্য। কাহে ছোড়েঙ্গে?

ম্যানেজার। কাল শনিবার রাত্রে আমাদের ওলকচু থিয়েটারে হনুমানের বস্ত্রহরণ হবে। এই সকল এক্‌ট্রেস্‌কে বাঁদরী সাজতে হবে। আজ রাত্রেই গিয়ে আবার রিহার্সাল দিতে হবে।

হিরণ্য। হাম কভি নেহি এক্‌ট্রেস্ লোক্‌কো ছোড়েঙ্গে।

ম্যানেজার। সে কি ধর্ম্মাবতার!

হিরণ্য। এক হপ্তা মেরা বাগিচামে রাক্কেঙ্গে।

ম্যানেজার। ও বাবা! তবেই যে গেছি।

হিরণ্য। কেঁও?

ম্যানেজার। হাণ্ডবিল্, প্লেকার্ড প্রচার হয়েচে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েচে। এখন এদের না পেলে কাল যে দাঁড়িয়ে অপমান হব। বাঁদরী না পেলে চল্‌বে না যে, মহারাজ।

হিরণ্য। আচ্ছা, তোমরা না হয় বাঁদর সেজে কাল মান বাঁচাও।

ম্যানেজার। এক তর্ফায় যে মান বাঁচবে না, প্রভু!

হিরণ্য। এই ছুকরীরাই কি তোমাদের মানের গোড়া?

ম্যানেজার। শুধু মানের গোড়া নয়, প্রাণেরো গোড়া।

অণ্ড। মহারাজ! ম্যানেজার মহাশয় যা বল্‌চেন, সত্যি। এই ছুক্‌রীরাই এঁদের রোজগারের কল।

হিরণ্য। এরা কি আসামী?

ম্যানেজার। (সভয়ে) আজ্ঞে, কোন অপরাধ করিনি, তবে আসামীর সামিল কেন হব?

হিরণ্য। ফৌজদারী আসামী নয়; আসাম দেশের বাসেন্দাকে আসামী বলে। সেই আসামীদের মেয়েরা রোজগার করে, আর পুরুষেরা ঘরে বোসে খায়। কেমন হে অণ্ডকুষ্মাণ্ড, ঠিক্ না?

অণ্ড। আজ্ঞে হাঁ! এরা সেই আসামীদের ভায়রা ভাই।

ম্যানেজার। মহারাজ! রাত প্রায় ১০টা হলো।

হিরণ্য। (রোষে) আরে কোই ইহাঁ হ্যায়, মান্‌খাড়কো আভি বাহার কর্ দেও।

বেগে দুই জন দৈত্যের প্রবেশ।

১ দৈত্য। (ম্যানেজারের প্রতি) চলো চলো জী বাহার!

ম্যানেজার। মহারাজ! আজ এদের ছাড়ুন। কাল আবার রাত্তির দুটোর সময় মহারাজের গোচরে হাজির কর্ব্বো।

হিরণ্য। আরে ইস্কো জল্‌দি বাহার কর্ দেও।

১ দৈত্য। কেঁও ধাক্কা খাও গে? বাহার চল্।

ম্যানেজার। ও পুলী! ও হুলী! ও কাল মান থাক্‌বে কিসে?

পুলী। (মুখভঙ্গী করিয়া) এক বছরের মাইনে আজো পাই নি; চেয়ে চেয়ে নাক্‌কে দম্ হয়ে গেচে। আজ দশ টাকা এখানে পাব, তাতেও বাধা! ও পুলী—ও হুলী—ও বুলী—ও চুলী! যাও আমরা যাব না। তোমাদের মানটি থাক্‌বে কি যাবে, তা আমাদের কচুটি জানে‌‌ না। ও দরোয়ান্‌জী! ম্যানেজার বাবুকে এক্ষুণি বাইরে রেখে এস।

১ দৈত্য। (ধাক্কা দিয়া) হাম্ জান্‌তা হ্যায়, সিধা উঙ্‌লিমে ঘিউ নেহি বাহার হোতা হ্যায়। চল্ বাহার

[ম্যানেজার ও দুইজন দৈত্যের প্রস্থান।

অণ্ড। মহারাজ! আমার কাঁধের বাঁধন ঘুচেছে, যতক্ষণ বদরক্ত থাকে, ততক্ষণ জোঁকের কামড় অনুভব হয় না, কিন্তু যেই টাট্‌কা রক্তে জোঁকের কামড় বসে, অম্‌নি কট্ কট্ ক'রে ওঠে। এইবার আমার কাঁধের দশাও তাই।

হিরণ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে চেয়ারে বসাও। (অণ্ডকুষ্মাণ্ডের তদ্রূপ করণ)

ওহে অকলঙ্ক চন্দ্রাননীগণ!
বড় তুষ্ট হৈনু আমি নর্ত্তনগর্জ্জনে,
আরো তুষ্ট হব, প্রিয়ে,
যদি মোরে কোলে ল'য়ে কর লাস্যলীলা।
পুরস্কার দিব বড় নথ, ডুরে শাড়ী।

১ রমণী। এস এস রাজা বাহাদুর,
কোলে কোরে কষ্ট করি দূর। (তদ্রূপকরণ)

রমণীগণ। (নৃত্যগীত)

ওলো দেখ্‌লো চেয়ে আই।
কোলে দোলে লো কানাই॥
গায়ে আঁটা জামা-জোড়া,
মাথায় গোটা পাগড়ী-চূড়া,
ঝাঁটা-গুঁফো, দাড়ী খাড়া,
বলিহারি যাই;
তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছ? নাচ হে বলাই?

অণ্ড। হুকুমের ওয়াস্তায় ছিলেম।

হের এইবার ধুমধুমাকার তাণ্ডব-নর্ত্তন।

(বিকট নৃত্য)

বেগে প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। পিতা পিতা! এ কি তব ব্যবহার?
নর্ত্তকীর কোলে চড়ি করিছ নর্ত্তন!
হিরণ্য। খুব কচ্চি। তোর বাবার কি?
প্রহ্লাদ। হেরি তব হেন নীচ কাজ,
কি বলিবে দৈত্যের সমাজ?
এ হেন পেল্লাদ যার সুত,
তার কি হে এ কুকর্ম্ম সাজে?
পিতা, তুমি নেহাৎ বেল্লিক!

হিরণ্য। (সরোষে) কি পাষণ্ড? যত বড় মুখ, তত বড় কথা! ওহে অণ্ড, ধর তো ব্যাটাকে।
প্রহ্লাদ। (সরোষে) দেখি দেখি,
অণ্ড তব কত বল ধরে।
টিপিয়া মারিব এরে।
অণ্ড। (সভয়ে) বাবা পেলু! আমার দোষ কি!
প্রহ্লাদ। ওঃ বুঝেছি, এই বেটীরাই এর গোড়া।
আরে আরে পিশাচিনীগণ!
খাইলি বাবার মাথা মোর,
বোতলের ঘা এইবার খা। (প্রহারোদ্যোগ)

[হিরণ্যকশিপুকে ফেলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রমণীগণের প্রস্থান।

হিরণ্য। ও বাবা রে—ঘাড় ভেঙে গেলো রে! ওরে ধোরে তোল্ রে—বাতাস দে রে!

অণ্ড। আহাহা! বেশী লাগে নি যে, মহারাজ!

(হিরণ্যকশিপুকে উত্তোলন)

হিরণ্য। (দাঁড়াইয়া রোষে) আরে রে পেল্লাদ!
যুবতীগণের সঙ্গে, আছিনু মাতিয়ে রঙ্গে,
কেন কৈলি রসভঙ্গ মোর?
প্রহ্লাদ। কোন্ পুত্র পিতার এ কাজ
সহিবারে পারে, মাহারাজ?
অণ্ড। ঠিক্ ঠিক্!
হিরণ্য। কোন্ পিতা পুত্রে মদ খেতে
দেখিয়া সন্তোষ লভে চিতে?
অণ্ড। ঠিক্ ঠিক্!
প্রহ্লাদ। শুন, পিতা! মদ মোর সঙ্গের দোসর।
অণ্ড। তা তো আমিও দেখ্‌চি।
হিরণ্য। যদি না ছাড়িস মদ,
সদ্য মৃত্যু হবে তোর সঙ্গের দোসর!
অণ্ড। কাজে কাজেই।
প্রহ্লাদ। তুমি যদি ছাড় বাবা বেশ্যাকেলেঙ্কারী,
তা হ'লে আমিও মদ ছাড়িবারে পারি।

অণ্ড। বেস্ শাস্ত্রিক কথা তো।

হিরণ্য। (অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রতি) আঃ, মিছে বক কেন?

অণ্ড। আজ্ঞে, তাই বই কি! ছেলের কথাও আবার কথা।

হিরণ্য। বাবা পেল্লাদ! শূকরমূত্র জ্ঞান কোরে মদ ত্যাগ কর।

প্রহ্লাদ। পিতা! গোমাংস জ্ঞান কোরে বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ করুন্।

অণ্ড। "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিয়া।
মূর্খে কি বুঝিবে রহে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া॥"

হিরণ্য। পেল্লাদ! আমি তা কখনই পার্‌বো না।

অণ্ড। আফিঙের মৌতাত।
প্রহ্লাদ। তবে আমিও মদ ছাড়্‌তে পার্ব্বো না।
অণ্ড। "বাপ্‌কো বেটা সিপাইকা ঘোড়া।
কুছ নেহি হ্যায় তব্ থোড়া থোড়া।"
হিরণ্য। কেন মদ ছাড়্‌তে পারবিনি, পেল্লাদ?
প্রহ্লাদ। আপ্‌নি যে আমার বাবা।
হিরণ্য। তাতে দোষ কি?
প্রহ্লাদ। বাবা যা করে, ছেলেও তা ধরে।
"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"*
অণ্ড। আহা, এটি অখণ্ডনীয় ভগবদ্বাক্য।

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয় অধ্যায় ২১শ শ্লোক। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি যে যে কর্ম্মাচরণ করে, ইতর ব্যক্তিরা তার অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা মান্য করেন, ইতর ব্যক্তিরা তারই অনুবর্ত্তী হয়।

হিরণ্য। আচ্ছা পেল্লাদ, বেশ কথা। বড় লোকেরই আচরণ ছোট লোকে নকল করে। আমি তোর বাবা, সুতরাং বড় লোক। তুই আমার বাচ্চা, সুতরাং ছোট লোক। আমি যা করবো, তুই তা অবিকল্পি করবি। কিন্তু আমি কি মদ খাই? তুই মদ খেতে শিখ্‌লি কোথা?

অণ্ড। বাবাজী এইবার থামেন বুঝি গো! Father has Pulled down his son in a lyberinth like cross examination.

প্রহলাদ। No, never. I must bombard his cross.

হিরণ্য। পেল্লাদ কি বোলে, হে অণ্ড?

অণ্ড। তোপে উড়িয়ে দেবে।

হিরণ্য। কাকে? আমাকে?

প্রহলাদ। না না, আপনার জেরাকে।

হিরণ্য। তোর ঠাকুরদাদাও এলে পারবে না।

প্রহলাদ। তাঁর আসবার দরকার নেই, তাঁর এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাতিই উড়িয়ে দেবে।

হিরণ্য। কই দে দিকিন্ দেখি, কত বড় সাধ্যি!

প্রহলাদ। তবে এই উড়ুই,—মাদীমদয়োরভেদম্।

অণ্ড। বাঃ, কি মস্ত দরের অনুপ্রাসচ্ছটাপ্ঘটা! বাঃ!

হিরণ্য। বাংলা কোরে বল্।

প্রহলাদ। মাদী আর মদে ভেদ নাই। যে মাদী সেই মদ—যে মদ সেই মাদী।

অণ্ড। যা আকার ঈকারের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ মাত্র। তা আসলে কিছু তফাৎ নেই। এই বুঝুন না কেন—আকার ঈকার নেই বোলে 'মদ' তরল; আকার ঈকার আছে বোলে 'মাদী' অতরল, আসলে কিন্তু উভয়েই গরল।

প্রহলাদ। Thank you my dear Anda! I must shake your four paws!

হিরণ্য। বেটারা, কি ষড়যন্ত্র কচ্ছিস্?

প্রহলাদ। পিতা, ষড়যন্ত্র নহে ইহা,—জান-মন্ত্র! মাদী আর মদ একই পদার্থ। আপনি মাদী ছাড়ুন, আমিও মদ ছাড়বো।

হিরণ্য। তা পাচ্চি নি। বৎস রে! তুই না হয় আমার পথে আয়।

অণ্ড। আহা, কি বাৎসল্য ভাব! যাক্কার হোক পিতা কি না।

প্রহলাদ। Fy fy fy!—ছি ছি ছি!

বাবা হয়ে কহ এ কি কথা?
কাণে বড় পেনু ব্যথা।
যাই আমি ডুবে মরি মদের পিপায়।
এ হেন বাবার মুখ
দেখিতে না হবে চক্ষে আর।

হিরণ্য। (রোষে) কি পাষণ্ড! কি রে ভণ্ড!

তুচ্ছ মুখে উচ্চ ভাষ?
মাতাল তনয় যার, কি যে কষ্ট হয় তার,
সাক্ষী এই বদ্‌মাস পেল্লাদ!
"সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"
হেন পুত্রে না চাহি দেখিতে,
এখনি পাঠাব এরে এণ্ডামান্ দ্বীপে।
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।
কোথা ওরে দৈত্যগণ, ত্বরা কোরে ছুটিয়ে আয়।

দৈত্যগণের প্রবেশ।

রেখে আয় এ ব্যাটারে অ্যাণ্ডামান্ দ্বীপে।
কোসে চোকে ঠুলি বাঁধ্।
লাগাও গামছার পাক, পাজীর গলায়।
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বেগে জনৈকা দাসীর প্রবে‍

কি খবর কহ, দূতি?

দাসী। (সদুঃখে) হায় হায়,

কি কব তোমায়, রাজা!
তোমার কয়াধু রাণী নাই।

হিরণ্য। কোথা গেছেন?

দাসী। মরিয়াছে তোমার মহিষী।

হিরণ্য। মিথ্যা কথা।

মহিষ থাকিতে কভু মহিষী কি মরে?
আরে আরে মিথ্যাবাদী মাগী!

এ পাষণ্ড পেল্লাদের সনে
তোরেও পাঠাব আণ্ডামানে।
এ বেটীরেও বাঁধ, দৈত্যগণ!

দাসী। (ভয়ে) ও মা, এ কি হল গো আমার!
হায়, রাণি, এই কি গো ছিল মনে,
কোন্ দোষে দোসর করিলে মোরে!

হিরণ্য। (সদুঃখে) তবে কি রে দূতি!
সত্যি সত্যি দেবী মোর নাই?

দাসী। হাঁ দেবা!

হিরণ্য। (বিরক্ত হইয়া) এ ভারি অন্যায় তাঁর।
আমারে না ব'লে কোয়ে
হঠাৎ এরূপে মরা উচিত কি তাঁর?
স্বামীর হুকুম বিনে
কোনো কাজ করে কভু পতিব্রতা নারী?

অণ্ড। কিন্তু, মহারাজ, কলিতে সব উল্টো। তা আর দুঃখু ক'রে কি কোর্বেন বলুন? শাস্ত্রেই তো লিখ্ছে—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"

হিরণ্য। ভাই অণ্ড হে, তা ঠিক্—তবু—হায়!

অণ্ড। আহা, বাস্তবিক, অর্দ্ধাঙ্গী রমণী,
বাম অঙ্গে পক্ষাঘাত সম বাজে বটে।

হিরণ্য। দূতি গো দূতি, জল্দি বল্, আমার প্রাণেশ্বরীর প্রাণ কি কোরে বেরুলো?

দাসী। বেহদ্দ মদের ঝোঁকে।

হিরণ্য। হা জীবিতেশ্বরি! (মূর্চ্ছা)

প্রহ্লাদ। ও হো বাবা গো, তুমিও গেলে। (মূর্চ্ছা)

অণ্ড। ইস্! দুদুটো একদমে ধড়াস কোরে পড়্লো। ওরে দৈত্যগণ! তোরা রাজাকে তোল্। ও ঝি—ঝি! তুই পেল্লাদকে তোল্।

দাসী। তা হলে আমিও মূচ্ছো যাবো যে।

অণ্ড। না না, যাবি নি। মেয়ে মানুষের হাতে ইলেক্‌ট্রিসিটির জোর্ বেশী। পুরুষ মানুষের গায়ে একবার ঠেক্‌লেই বশ। পুরুষ পাহাড়ের মত ভারি হোক্ না কেন, সোনার পুতুলের মত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌বে।

দাসী। আচ্ছা কই গায়ে হাত ঠেকিঁয়ে দেখি।
(তদ্রূপ করণ চেষ্টা)

প্রহ্লাদ। সাবধান,
না ঠেকাস্ হাত মোর গায়।
বাবা কি পাইলি মোরে, মাগী, (বেগে উত্থান)
মাগীর নামেতে জল সরিবে নোলায়?

অণ্ড। ও ঝি! আমি Philosophy of science পড়েছি, কিন্তু আজ একটা new discovery আমা দ্বারা হল। মেয়ে মানুষের আওয়াজেও খুব ইলেক্‌ট্রিসিটি আছে; তা নৈলে মূচ্ছস্থ পেল্লাদ "তিন্তিড়িঘ্রাণমাত্রেণ অন্নানি চলন্তি পঙ্কবৎ" লাফস্থ হল কেন? আজ আমি এই নতুন সত্যের আবিষ্কার জন্য এখনি Zoological Garden এর এক জন first class honourary fellow হব।

দাসী। ও কি উড়ে কথা বল্‌চো?

অণ্ড। উড়ে কথা কোথা পেলি?

দাসী। ঐ যে কি হিজিবিজি।

অণ্ড। দূর মুক্‌খী! হায় হায়, কবে ভারতবর্ষীয়া মহিলারা দল বেঁধে মৌচাকের মত বিলেত গিয়ে ইংরিজি শিখ্‌বে!

প্রহ্লাদ। বাবা! বাবা! হায় হায়, সাড়া নাই।

অণ্ড। ও ঝি! বাবাকে তোল্ না—মুখে জল দে না?

দাসী। তুলি গো তুলি—জল দি গো দি। (হিরণ্যকশিপুর পদধারণ করিয়া) মহারাজ! মূচ্ছো ছাড়ি উচ্চ হয়ে বোসো।

হিরণ্য। (চক্ষু নিমীলন করিয়া) কে? প্রিয়ে কয়াধু? তুমি বেঁচে এলে? আমিও বাঁচলুম।
এস এস, হিরণ্যকশিপুরিপুসন্তাপতাপিনি।

দাসী। আমি নই রাজরাণী।

হিরণ্য। (দেখিয়া) ওহো চাকরাণী?
যা রে দূতি, দ্রুতপদে চলি হেথা হ'তে।
চাকরাণী রাজরাণী 'রাণী' যে শেষেতে॥
তোরে হেরে মনে পড়ে রাণীরে আমার।
সহিতে না পারি আর বিচ্ছেদ তাঁহার॥

দাসী। (স্বগত) আঃ, বাঁচলুম, মা।

[প্রস্থান।

হিরণ্য। আরে রে পেল্লাদ! ভেবেছিনু—
আওামানে যাবজ্জীবন তোরে দিব।
কিন্তু এবে মৃত্যুদণ্ড দিব তোরে।
মাতৃঘাতী তুই মহাপাপী।
জলন্ত গরল মদ
যদি না দিতিস্ খেতে জননীরে তোর,
তা হলে নিশ্চয় মৃত্যু না হ'ত তাঁহার।

প্রহ্লাদ। মদেও কি কেহ মরে?
তা যদি হইত, তবে আমি কেন বাঁচি?

হিরণ্য। বিষ্ঠাকীট তুই রে চণ্ডাল।
মৃত্যু তোর নাহিকো বিষ্ঠায়।
অবলা মদের জ্বালা পারে কি সহিতে?

প্রহ্লাদ। ক্রমেই সওয়াতে হ'বে।
নহিলে ইংরেজ মারা যাবে।
শত শত খোলাভাটী ইংরেজ-কৃপায়
ভারতের গলিতে গলিতে বিরাজিত।
দু টাকা পাইবে বলি ইংরেজ কোম্পানি
ভারতে মদের সিন্ধু বহাইল জোরে।
এবে যদি স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া
না শোষে মদের সিন্ধু অগস্ত্য সমান,
তা হ'লে ইংরেজ মারা যাবে।
তেঁই আমি ইংরেজের সাধিবারে হিত
জননীরে মদ দিয়া করিনু বহনি।

অণ্ড। ঠিক্ ঠিক্।
"মুগ্ধবোধব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া।"

হিরণ্য। আরে রে পেল্লাদ!
কোন কথা না শুনিব তোর।
অতিঘোর মাতৃঘাতী তুই।
আরে আরে কুলচর্ম্মচটি!
তোর দোষে হারাইয়ে কয়াধু মহিষী,
বৎসহারা গাভী সম হইনু আমি যে!
এ যে বড় ভারি কষ্ট সহিতে না পারি।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রাণদণ্ড তোর।

অণ্ড। All right! tit for tat! চিল্‌টি মা্ল্লেই পাটকেলটি খেতে হয়।

হিরণ্য। আরে রে ঘাতুকগণ!
পেল্লাদেরে নিয়ে গিয়ে ধাপার মাঠেতে
জবাই করিয়া মার্।
তাহে যদি নাহি মরে পাষণ্ড পেল্লাদ,
তা হ'লে আফিং এক ভরি
সরিষার তেলে গুলে খাওইয়া মার্।
তাতেও যদি না মরে,
নাকে দে লঙ্কার ধোঁ।
তাতেও নিষ্ফল হ'লে,
পিপের ভিতরে ভরি আঁটিয়া দুধার
গঙ্গায় ডুবায়ে মার্ চুবায়ে চুবায়ে।

১ দৈত্য। যো হুকুম, মহারাজ জী!

প্রহ্লাদ। Farewell for ever!

[প্রহ্লাদকে লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান।

অণ্ড। পেল্লাদ তো একবারেই গেলো। ওদিকে মহারাণীও মৃতা, এখন কে তাঁর মুখাগ্নি করে?

হিরণ্য। তোমারেই দিলাম সে ভার।

অণ্ড। (স্বগত) তা মন্দ নয়। পেল্লাদেটা তো গেলই। আমি রাণীর মুখাগ্নি কোল্লে, রাজার পুষ্যিপুত্তুর হবার দাবী কোর্ব্বো।

দেখ দেখ দুনিয়ার খেলা,
কার ধন কেবা খায়।
পরের বাবাকে বাবা বোলে
লাখো লাখো রগড় ওড়াবো, বাবা!

কাপ্তেন বাবু হব। ঢের শালা মুখোসপরা এয়ার পাব। ডাগ্ ডুম্ সা ডুম্ সা!

ষণ্ড, অমর্ক ও ষণ্ডপত্নীকে বন্ধনাবস্থায় লইয়া পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ।

১ পাহা। জয় হোক, মহারাজ!

হিরণ্য। ক্যা হুআ হায়?

১ পাহা। ইয়ে মোতিকা মালা আওর হীরেকা অঙ্গুটী মহারাজ কি হায়?

হিরণ্য। (দেখিয়া) হাঁ, ইয়ে সব্ তো মেরা।

অণ্ড। (দেখিয়া) ও মহারাজ! ঠিক্ ঠিক্।

আপনার পেল্লাদ সেই সে দিন বাক্স ভেঙে এই কটা জিনিষ আর এক শোটা মোহর নিয়ে কাশী গয়া পশ্চিম পালিয়েছিলেন।

হিরণ্য। আজ কালকার ছেলে ব্যাটাদের কাজই এই। তা পাহারওয়ালা! তোম লোক্‌কো ইয়ে সব্ কাঁহা মিলা?

১ পাহা। এহি ষুণ্ডু মাট্টারকা এহি জরু খানেমে যাকর্‌ হাম্‌লোক্‌কো বোলা—ওগো পারওলা জী। হামার সুয়ামি আর হামার ঠাকুরপোয়া দুজন মিল্‌কে হামারা মুক্তোকা মালা আর হীরের আংটী চুরি করা হায়। বাজারে বেণের দোকানে বেচ্‌তে গেছে হায়।

অণ্ড। বলি হাঁগা বামুনের মেয়ে! তোমার একি কাণ্ডকারখানা? তুমি ভদ্দর লোকের স্ত্রী হোয়ে কি না স্বামীকে থানায় ধরিয়ে দিলে।

ষণ্ডপত্নী। কেন দেবো না? তুমি ভাতার, ভাতারই আছ, মেগের গয়না চুরি করবার কে?

অণ্ড। আমার বাবার ঘাট হয়েছে।

হিরণ্য। পাহারওয়ালা! তব্ ক্যা হুআ?

১ম পাহা। হামলোক বাজারমে যায়কে দেখা, ষুণ্ডু আওর অমেক্কা এহি দো চিজ্ বেচ্‌তা থা। হাম্‌লোক দোনোকো পক্‌ড়া, লেকেন এয়সা ভারি কিমৎ কি চিজ্ দেখ্‌কে দিল্‌মে খেয়াল্ কিয়া, ষুণ্ডুকো এয়সা জড়ওয়া কাঁহাসে মিলা হায়। হাম পুছা; এ ঔরৎ জবাব দিয়া, রাজকুওর পরলাদ দিহিন্ হায়।

হিরণ্য। ষণ্ডামার্ককো শূল পর চড়া দেও। আর ষণ্ডাকা জরুকো মেরা বৈঠকখানামে রাখ যাও।

ষণ্ড। মহারাজ! এ কি বিচার?

হিরণ্য। চোপ্ রও শূয়ার। মাদী মদ্দার এক রকম বিচার কখনও হয়?

ষণ্ডপত্নী। মহারাজের বৈঠকখানায় আমি কুলবধূ হোয়ে কি কোরে থাক্‌বো?

হিরণ্য। কুলমধু খেয়ে। আমি যে কুলবধূ-বঁধু হে!

অণ্ড। তা থাক্‌বে ভাল। তুমি যেরূপ পতিভক্তিশালিনী, তা তোমার পক্ষে ভালই হলো। তাতে আবার মহারাজ সম্প্রতি পত্নীহীনা বিরহবিধুরা, তোমায় নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহটাও—

ষণ্ডপত্নী। ও মা! সে কি গো!

হিরণ্য। অহে অণ্ড! তুমি যথার্থ বন্ধু বটে।

ষণ্ড। হায় হায়, অণ্ডের কাণ্ডে ষণ্ড যে পণ্ড হলো রে বাবা! হা হতোঽস্মি।

(ভূতলে পতন)

হিরণ্য। এই পাহারওয়ালা! এ দোঠোকো জলদি শূল পর চড়াও।

[ষণ্ডামর্ককে লইয়া পাহারওয়ালাদের প্রস্থান।

ষণ্ডপত্নী। হা প্রাণবল্লভ? তুমি কোথা গেলে! হা দেবর! তুমি দোসর হলে! হাগা বল না, আজ কি শনিবার?

হিরণ্য। অহে অণ্ড! বালিকা বালবিধবার আর এ কষ্ট সইতে পারিনি। চল দুজনে এঁকে চ্যাঙ্‌দোলা করে নিয়ে যাই। কোচে শুইয়ে সেবা শুশ্রূষা করি।

অণ্ড। জ্যান্তো মড়া বড় ভারী। তা হোক, চলুন।

[ষণ্ডপত্নীকে তদ্রূপ করিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধাপার মাঠ

প্রহ্লাদকে লইয়া দৈত্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ দৈত্য। (২ দৈত্যের প্রতি) ও ভাই, পেল্লাদ তো কিছুতেই মলো না। এখন উপায়?

২ দৈত্য। তাই তো, বড় মুস্কিল হোলো যে।

১ দৈত্য। সত্যিযুগের পেল্লাদ হরি বোলে তোরে গেছলো, কলির পেল্লাদ মদ গিলে তোরে যায় যে।

২ দৈত্য। কলিতে কি হরি মদ অবতার ?

১ দৈত্য। ভগমান্ জানে! তা যাক্, এখন শেষটা একবার দেখা যাক্।

২ দৈত্য। তাই দেখ। শেষ রক্কেই রক্কে।

১ দৈত্য। তুই একটা বড় পিপে আন্!

[দ্বিতীয় দৈত্যের প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। পিপের ভিতর মদের বোতল আছে তো ?

১ দৈত্য। তুমিই বোতল হবে। বলি রাজ-পুত্তুর! তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কষ্টের উপর কতই কষ্ট পাচ্চ, তবু ছাই শুওরের পেচ্ছাব মদ ছাড়্‌চো না কেন ?

প্রহ্লাদ। থাম্ থাম্, বকিস্‌নি। বাবা ব্যাটা মদ ছাড়াতে পাল্লে না, উনি পেল্লাদকে মদ ছাড়াবেন।

একটা বৃহৎ পিপা লইয়া দ্বিতীয় দৈত্যের পুনঃপ্রবেশ।

১ দৈত্য। রাজকুমার চোক চেয়ে কি ভাব্‌চো ?

প্রহ্লাদ। ভাই ঘাতুক! ক্ষণেক বিলম্ব কর। আমি একবার জন্মের মত মদ টেনে নি। (এক-বোতল মদ লইয়া) ওঁ মদায় নমঃ! ওঁ চাটায় নমঃ! ওঁ মাতালায় নমঃ! ওঁ মাতাল্যৈ নমঃ! ওঁ আব্‌-কারিণে নমঃ! ওঁ শুঁড়িমামাপত্ত্যাং নমঃ! ওঁ মাতালখোরাগণেভ্যো নমঃ! ওঁ উইলসন্‌হোটেলায় নমঃ। ওঁ পিরুমিয়ানাগরাজুতায়ৈ নমঃ! ওঁ বোতলায় নমঃ! ওঁ গেলাসায় নমঃ! ওঁ মটরভাজায়ৈ নমঃ! ওঁ পলাণ্ডুফুলর্ব্যৈ নমঃ! ওঁ মম সম্মুখস্থিতকনসার্ট্‌পার্ট্যৈ নমঃ! ওঁ কলিপ্রহ্লাদস্য ব্যঙ্গনাটকাভিনয়দর্শকেভ্যো নমঃ! ওঁ কাপ্তেন্‌বাবোঘুঘুডাকায় নমঃ! ওঁ কাপ্তেন্‌বাবুচ্ছন্নকারিঘুঘুমোসাহেবেভ্যো নমঃ! ওঁ ঘুঘুরূপিকুটিলস্বার্থপরবিষকুম্ভপয়োমুখবান্ধবেভ্যো নমঃ! ওঁ ষষ্টিসহস্রসগরসন্তানবীরতুষ্টীরদমদবোতলমণ্ডলধারিণী-পিপায়ৈ নমো নমঃ (প্রণাম)। ভাই ঘাতুকগণ! তোমরা আমার বাবার হুকুম তামিল কর—আমায় পিপের ভিতর ভর।

১ দৈত্য। হে মা পিপারূপিণী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরি! আমাদের কোন অপরাধ নিও না। পেল্লাদ ঢুকে পড়।

প্রহ্লাদ। তথাস্তু। (পিপার মধ্যে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

১ দৈত্য। পাটা দুখানা এঁটে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসি চল্। (তদ্রূপ করণ চেষ্টা)

প্রহ্লাদ। (পাটা ঠেলিয়া দিয়া পিপার এক দিক্ দিয়া মুখ ও হস্ত এবং অপর দিক্ দিয়া পদ বাহির করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সরোষে) তবে রে শালারা! দাঁড়া দাঁড়া, এক এক বেটাকে এক কামড়ে চিবিয়ে খাব।

দৈত্যদ্বয়। (যোড়হস্তে)—

রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভক্ষ কিম্ভূত আকার।
কলির পেল্লাদ তুমি কচ্ছপাবতার॥ (প্রণাম)

বেগে হিরণ্যকশিপু ও অণ্ডকুষ্মাণ্ডের প্রবেশ।

অণ্ড। (সভয়ে) বাপ্! যঃ পলায়তি স জীবতি। (পলায়নচেষ্টা)

প্রহ্লাদ। (সরোষে গর্জ্জন করিয়া)
কোথায় পালাস্ মোর পিতৃমোসাহেব ?
এখনি পিশিব তোরে গড়াইয়া গিয়া।

অণ্ড। (সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে) দোহাই দয়াময়! গোলামকে বধ করো না। আমি হিরণ্যকচ্ছপ নই, প্রভু! খোদাবন্দ! তুমি সত্যিযুগে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ কোরে সত্যিকার হিরণ্যকচ্ছপকে বধ করেছিলে। এবার কলিযুগে কলির প্রহ্লাদরূপী কচ্ছপাবতারে কলির হিরণ্যকচ্ছপকে বধ কর—চৌদ্দ ভুবন রক্ষা কর—আকুলব্যাকুলমাতালকুলকে ত্রাণ কর।

প্রহ্লাদ। ভক্ত রে তথাস্তু। কারণ—
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"*

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

এস বাবা হিরণ্যকশিপু!
তোমা হেন দুষ্কৃতেরে করিয়া বিনাশ
পরিত্রাণ করি যত মাতাল সাধুরে।

(আক্রমণচেষ্টা)

হিরণ্য। (ভয়ে) বাবা রে! আমি যে তোর বাবা!

প্রহ্লাদ। (বিকটাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কলির পেল্লাদ কলিতে তো বাবাকেই খুন কর্ব্বে। আমি ত্রেতাযুগে পরশুরাম অবতারে বাবার হুকুমে মাকে খুন করেছি—দ্বাপরযুগে কৃষ্ণাবতারে নারদের অনুরোধে মামা কংশকে খুন করেছি আর এই মহাকলিযুগে অণ্ডের খাতিরে কচ্ছপাবতারে বাবাকে খুন কর্ব্বো। তার জন্য চিন্তা কি বাবা? ভয় বা কি বাবা? মুণ্ডটা বাড়িয়ে দাও—বোতল ভাঙা দিয়ে তোমার টুঁটীটে কচ্ কোরে কাটি।

হিরণ্য। অহে অণ্ড! কি হবে হে! গেলেম যে হে!

অণ্ড। কি কর্ব্বো বলুন রাজা বাহাদুর! আর তো উপায় নেই! এখন অন্তিম সময়ে একবার ভক্তিভরে আপনার ইষ্টদেবতা মাদীদের পাদপদ্ম স্মরণ করুন, চরমে পরম গতি আর সশরীরে স্বর্গলাভ হবে।

হিরণ্য। অণ্ড রে! এই কি তোর মনে ছিল! আমারই খেয়ে, আমারই প'রে, আমারই মাথায় হাত বুলিয়ে শেষে আমাকেই হত্যে করালি রে! এই কি বন্ধুর কাজ রে!

অণ্ড। মাহারাজ! আমি যার নুন খাই, তার গুণ গাই এই রকমে। কারণ "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

প্রহ্লাদ। আর দেরি কোত্তে পারি নি—দেরি করা না. দগ্ধে মারা তা, সুতরাং পশুক্লেশনিবারিণী-সভা আমার নামে crueltyর নালিশ কোর্ব্বে। (হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ)

হিরণ্য। (প্রাণভয়ে সচীৎকারে) বাবা রে, গেলুন রে! আমায় খুন কল্লে রে! ও সাৰ্জন সাহেব! ও চৌকিদার! ও দারোগা সাহেব! খুন কল্লে—খুন—খুন। পুলিস্—পুলিস্।

বেগে সার্জন সাহেব, দারোগা ও পাহারওয়ালাগণের প্রবেশ।

সার্জন। ক্যা হুআ—ক্যা হুআ?

অণ্ড। এমন কিছু নয়; যৎকিঞ্চিৎ পিতৃহত্যে!

সারজন। টোম্ ক্যা বোল্‌টা, উল্লু!

অণ্ড। এই বাপবেটায় আপোষে খুনোখুনি।

সারজন। কোন্ কিস্‌কো খুন করটা হ্যায়?

অণ্ড। বেটা বাপ্‌কো।

সারজন। কোন্‌ঠো বেটা?

অণ্ড। ঐ যে সাহেব, ঐঠো।

সারজন। আরে ওঠো টো কই জানোয়ার হ্যায়।

অণ্ড। না, সাহেব, বেটা হ্যায়।

সারজন্। O my God! what sort of son is this?

অণ্ড। রাজপুত্তুর, সাহেব, রাজপুত্তুর।

হিরণ্য। ও হে সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি, বাবা! বাঁচাও বাবা! খুন—খুন!

সারজন্। (প্রহ্লাদের প্রতি) এইও ড্যাম্! টোম্ ক্যা করটা হ্যায়?

প্রহ্লাদ। তোমরা বাপ্‌কো নেহি, মেরা বাপ্‌কো পিণ্ডি দেতা হ্যায়।

দারোগা। এইও শূওর। সাহেবকো গালি দেনে লাগা?

প্রহ্লাদ। চোপ্‌রও, শালা দারোগা!

দারোগা। ইয়ে উল্লুকো বাঁধো জল্‌দি।

প্রহ্লাদ। খবদ্দার, এগিও না বাবা! কামড়ে নাক খ্যাঁদা কোরে দেবো।

দারোগা। যাও জলদি, বাঁধো উস্কো।

১ পাহা। হাম্‌লোক্‌সে নেহি হোগা দারোগা!

দারোগা। কেঁও নেহি হোগা? দালরোটী খাতা নেহি? কম্পনিকা তলপ্ খাতা নেহি?

১ পাহা। আপ্ হাম্‌লোক্‌সে জেয়াদা তলপ্

থাতে হ্যাঁয়—আসামী ফরিয়াদী দোনো তরফ্ কি লোক্‌সে বহুৎ বহুৎ ঘুষ্‌ভি খাতে হ্যাঁয়। ও বড়া জানোয়ারকো আপ্ যায়কে ধক্‌ড়িয়ে।

দারোগা। আরে বাপ্! হাম্‌সে হোগা নেহি—কভি হোগা নেহি।

অগু। হায় রে পুলিস্! হায়, পুলিসের লোক। কেউটে দেখে পেছিয়ে পড়, ঢোঁড়ার উপর রোক॥

দারোগা। তোম্ বাওরা ক্যা গড়্‌বড়াতা হায়? (পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত)।

অগু। বাবা রে! যা বল্লেম, ঠিক্ কি না? প্রকাশে বল্লে আবার গুঁতুবে। এইবার স্বগত বলি—হায় রে পুলিস্! হায়, পুলিসের লোক। কেউটে দেখে পেছিয়ে পড়, ঢোঁড়ার উপর রোক্॥

দারোগা। (সার্জ্জনের প্রতি) সাহেব! আপ্ হেণ্ডি হেণ্ডি শূওর খাতে হ্যাঁয়, আপ্ বহুৎ তাকৎ-মন্দ হায়। আপ্ যায় কে উস্কো পক্‌ড়িয়ে।

সার্জ্জন্। হ্যাঁ, মেরা টাকট্ টো বহুট্ হায়। হাম্ ক্যা natives of India কা মাফক্ coward হায়? I must catch that monster, but let me first ask his name. এই fatty hog! টোমারা নাম ক্যা হায়?

প্রহ্লাদ। কলির পেল্লাদ আমি, শোন্ রে শুয়ার।
সম্প্রতি পিপের খোলে কূর্ম্ম অবতার॥

সার্জ্জন্। (সক্রোধে) O you rascal! হাম শূয়ার হায়। (প্রহ্লাদকে আক্রমণ)

প্রহ্লাদ। (হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়া সার্জ্জন্‌কে ভূতলে নিক্ষেপ ও তাহার বক্ষোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া) কেমন যাদু! আর সরফরাজি কোর্ব্বে?

সার্জ্জন্। All right, all right!

হিরণ্য। আমি এইবার লম্বা দি। (পলায়-নোদ্যোগ)।

অগু। (হিরণ্যকশিপুকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া) ছি ছি, কোথায় পালাও, রাজা?

হিরণ্য। (সদুঃখে) রাণি মন্দোদরি! তুমিও হইলে অরি!

সার্জ্জন্। ডারোগা, ডারোগা! চৌকিডার, চৌকিদার! আও জল্‌ডি। পেট ফাট্ গিয়া—ho!

দারোগা। (পাহারওয়ালাদের প্রতি) লেও বাবা লোক! যো নসিবমে হায়, ওই হোগা। সব শালাকো পক্‌ড়ো। আও মেরে সাথ্।

১ পাহা। চলো ভাই সব! রামজী ভরোসা।
(সকলের বেগে গিয়া প্রহ্লাদকে আক্রমণ ও বন্ধন)।

সার্জ্জন্। (উত্থিত হইয়া) শালা পেল্লি! (প্রহ্লাদকে পুনঃপুনঃ রুলের আঘাত) ডারোগা, সব শালাকো পকড়ো।

হিরণ্য। দোহাই বাবা! আমার কি অপরাধ?

সার্জ্জন্। টোম্ শালাইটো খুন খুন করকে চিল্লায়া ঠা। ওই ওয়াষ্টে টো পেট্ ফাট্ গিয়া। ডারোগা, পক্‌ড়ো শালাকো, বাঁঢো শূওর কো।

দারোগা। (হিরণ্যকশিপুকে বাঁধিয়া) আও শালাকোভি বান্ধেঙ্গে।

অগু। দোহাই দারোগা বাবা, দোহাই! আমি কোন দোষের দুষী নই। আমি বরং হিরণ্যকচ্ছপকে ধোরে রেখেছিলুম বোলে আপনি পেলেন।

দারোগা। এইজন্সি তোমাকে ভি হামি বাঁধবে। তোম্ ক্যা জান্তা নেহি উল্লু?—

"দুখ্‌মে সব্ কোই হরি ভজে,
সুখ্‌মে ন ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে,
তো দুখ্ কাঁহাসে হোই?" (বন্ধন)।

অগু। আমার যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল হলো। আমি যেমন নিমকহারাম—প্রভুদ্রোহী—কৃতঘ্ন—পিশাচ, হাতে হাতে তার শাস্তি পেলেম। কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।

হিরণ্য। হা আমি রাজাধিরাজ মহারাজ হয়ে সামান্য প্রহরীর হস্তে প্রহারিত হচ্চি! তা তো হবেই, পশুস্বভাব কামুক লম্পট আবার কোনকালে দণ্ডভোগ না করে? কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।

প্রহ্লাদ। হা আমি না রাজপুত্র! ছি ছি,

সে কথা ভাব্‌তেও এখন্ লজ্জায় মুখ নত হয়। আমি মহাপাপী—আমি নরকের বিষ্ঠা—আমার মন সেই নরকবিষ্ঠার কীট! হা আমি মাননাশক, প্রাণনাশক, সর্ব্বনাশক ও সর্ব্বগ্রাসক মদের বশীভূত হয়ে কি পাপকার্য্যই না করেছি। পাপের ফল অতিশয় ভয়ঙ্কর—যার-পর-নাই যন্ত্রণাদায়ক। আজ পূর্ণরূপে তা ফল্‌লো। কলিকাল বটে—আমিও কলির প্রহ্লাদ বটে, কিন্তু আজিও ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।

সারজন্। ডারোগা, এই তিন শালাকো পুলিস্‌মে লে চলো। আজ হাজৎমে রহেগা—কাল আলিপুরকা জেল্‌মে যায়েগা।

[হিরণ্যকশিপু, কলির প্রহ্লাদ ও অণ্ডকুষ্মাণ্ডকে বন্দুকের গোড়ায় প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া সারজন্, দারোগা ও পাহারওয়ালাগণের প্রস্থান।

১ দৈত্য। ভাই রে। আমরা বড় বেঁচে গিচি।

২ দৈত্য। বাঁচবই তো ভাই। আমরা তো আর লম্পট হিরণ্যকচ্ছপও নই—মদমাতালে কলির পেল্লাদও নই, কিংবে নেমকহারাম মোসাহেব অণ্ডকুম্ম ণ্ডুও নই। হরিঠাকুর, শিবঠাকুর, কালীঠাকুরের কাছে এই পেরাথনা কচ্চি, যেন বরাবর সিধে পথে থেকে জন্ম জন্ম মোটা ভাত খেয়ে, মোটা কাপড় পোরে দিনগুজ্‌রোন্ কত্তে পাই।

১ দৈত্য। হক্ কথা, ভাই, হক্ কথা। ভাই, যদি কখন রাজা হই, তো যেন হিরণ্যকচ্ছপের মত না হই—যদি কখন রাজপুত্তুর হই, তো কলির পেল্লাদের মত না হই—আর যদি কখন বড় মানুষের মোসাহেব হই—ভগবান্ করুন্ যেন কোন জন্মে শূওরের গু মোসাহেব না হতে হয়—তবু যদিই ভুল-ভেরান্তিতে হয়ে পড়ি, তো যেন অণ্ডকুম্ম ণ্ডুটার মত না হই।

২ দৈত্য। চল্ এখন্ আমরা অন্তি দেশে অন্তি কোন ধার্ম্মিক রাজার কাছে চাকরি করিগে। কি যাবার আগে তোকে গোটাকতক গুরুমন্তর দি।

১ দৈত্য। কি?

২ দৈত্য। কখনও লোচ্চামি কর্‌বি? বেবুশ্যে নিয়ে বাঁদর নাচ্‌বি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। কখনও কুকুরের মুৎ মদ খাবি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। কখন শূওরের গু খোসামুদে মোসাহেব হবি?

১ দৈত্য। না।

২ দৈত্য। তিন সত্যি কর্।

১ দৈত্য। না—না—না। তুইও তেসত্যি কর্।

২ দৈত্য। না—না—না। দর্শক মশায়রা একবার অনুগ্গেরো কোরে তিন সত্যি করুন্। (ক্ষণপরে) কই, কারই যে মুখ ফুটে "না—না—না" বেরুচ্চে না।

১ দৈত্য। তা না বেরুক্। "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।"

[উভয়ের প্রস্থান।